



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
January 2020

"মিষ্টি বাচ্চারা - পতিত থেকে পবিত্র করে তোলেন যে পিতা তাঁর প্রতি তোমাদের অপরিসীম ভালোবাসা থাকা উচিত, সকাল সকাল উঠে প্রথমই বলো শিববাবা গুড মর্নিং"

প্রশ্নঃ - অ্যাকুউরেট স্মরণের জন্য কোন্ কোন্ ধারণা থাকা চাই? অ্যাকুউরেট স্মরণকারীর লক্ষণ কি?

*উত্তরঃ - অ্যাকুউরেট স্মরণের জন্য - ১) ধৈর্য, ২) পরিপক্বতা (maturity), ৩) বোধশক্তি দরকার। এই ধারণার আধারে যারা স্মরণ করে তাদের স্মরণ, যাকে স্মরণ করছে তাঁর স্মরণের সাথে মিলিত হয় আর বাবার কারেন্ট আসতে থাকে। এই কারেন্টে আয়ু বৃদ্ধি হবে, হেল্দি (সুস্বাস্থ্যের অধিকারী) হতে থাকবে। অন্তর একেবারে স্থিত অর্থাৎ শীতল হয়ে যাবে, আত্মা সতোপ্রধান হতে থাকবে।

ওম্ শান্তি । বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, ততস্বম্ অর্থাৎ তোমরা এই আত্মারাও হলে (আমারই মতো) শান্ত স্বরূপ। তোমাদের সকল আত্মাদের স্বধর্ম হলোই শান্তি। শান্তিধাম থেকে আবার এখানে এসে টকী (সাইলেন্স থেকে বাণীতে চলে আসো) হয়ে যাও। এই কর্মেন্দ্রীয় তোমাদের প্রাপ্ত হয় ভূমিকা পালনের জন্য। আত্মা ছোটো বড় হয় না। শরীর ছোটো-বড় হয়। বাবা বলেন, আমি তো শরীরধারী নই। আমাকে বাচ্চাদের সাথে সামনাসামনি মিলিত হওয়ার জন্য আসতে হয়। মনে করো যেমন বাবা, ওনার থেকে বাচ্চা জন্মায়, তো সেই বাচ্চা এরকম বলবে না যে, আমি পরমধাম থেকে জন্ম নিয়ে মাতা-পিতার সাথে মিলিত হতে এসেছি। যদি কোন নূতন আত্মা কারোর শরীরে আসে বা কোনো পুরানো আত্মা কারোর শরীরে প্রবেশ করে তো এরকম বলবে না যে মাতা-পিতার সাথে মিলিত হতে এসেছি। অটোমেটিক্যালি তার মাতা-পিতা প্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে এই হলো নূতন কথা। বাবা বলেন আমি পরমধাম থেকে এসে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সম্মুখীন হই। বাচ্চাদের আবার নলেজ দিই কারণ আমি হলাম নলেজফুল, গুণানের সাগর... বাচ্চারা, আমি আসি তোমাদের পড়াতে, রাজযোগ শেখাতে। ভগবানই রাজযোগ শেখাতে পারেন। এই ঈশ্বরীয় পার্ট কৃষ্ণের আত্মার নেই। প্রত্যেকের পার্ট নিজস্ব। ঈশ্বরের নিজস্ব পার্ট আছে। তাই বাবা বোঝান, মিষ্টি বাচ্চারা নিজেকে আত্মা মনে করো। নিজেকে এরকম বোঝানো কতো মধুর লাগে। আমি কি ছিলাম! এখন কি হচ্ছে! এই ড্রামা কেমন ওয়ান্ডারফুল (বিস্ময়কর) তৈরী হয়ে আছে সেটা তোমরা এখন বুঝতে পারো। এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, শুধুমাত্র এটাই যদি স্মরণে থাকে তাহলেও সুনিশ্চিত হওয়া যায় যে আমরা সত্যযুগে আসতে চলেছি। এখন সঙ্গমযুগে আছি, এরপর যেতে হবে নিজের গৃহে অর্থাৎ পরমধামে, সেইজন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। ভিতরে-ভিতরে খুশী হওয়া উচিত। অহো! অসীম জগতের পিতা বলছেন মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা আমাকে যদি স্মরণ করো তবে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। বিশ্বের মালিক হবে। বাবা বাচ্চাদের কতো ভালোবাসেন। এরকম নয় যে শুধু টিচার রূপে পড়িয়ে দিয়ে বাড়ী চলে যান। ইনি তো বাবাও হন টিচারও হন। তোমাদের পড়ানও। স্মরণের যাত্রাও শেখান। এরকম বিশ্বের মালিক করে তুলতে সক্ষম, পতিত থেকে পবিত্র করে তুলতে সক্ষম বাবার সাথে অনেক ভালোবাসা হওয়া চাই। সকাল-সকাল ওঠা মাত্র সর্বপ্রথমে শিববাবাকে গুডমর্নিং করা উচিত। গুডমর্নিং অর্থাৎ স্মরণ করলে তবে অনেক খুশীতে থাকবে। বাচ্চাদের নিজের মনকে প্রশ্ন করা উচিত আমি সকালে উঠে অসীম জগতের পিতাকে কতোটা স্মরণ করি? মানুষ ভক্তিও তো সকালে করে না! কতো ভালোবেসে ভক্তি করে। কিন্তু বাবা জানেন কোনো বাচ্চা হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে প্রেম-পূর্বক স্মরণ করে না। সকালে উঠে বাবাকে গুডমর্নিং করে, গুণানের চিত্তনে থাকলে খুশীর পারদ উঠবে। বাবাকে গুডমর্নিং না করলে পাপের বোঝা নামবে কি করে? স্মরণই হলো মুখ্য, এতে ভবিষ্যতের জন্য তোমাদের প্রচুর উপার্জন হয়। কল্প-কল্পান্তর এই উপার্জন কাজে আসবে। অনেক ধৈর্য, গম্ভীরতা, বিচক্ষণতার সাথে স্মরণ করতে হয়। যদিও মোটা হিসেবে করে এটা বলে দেয় যে আমি বাবাকে অনেক স্মরণ করি কিন্তু অ্যাকুউরেট স্মরণ করতে অনেক পরিশ্রম আছে। যারা বাবাকে বেশী স্মরণ করে তাদের কারেন্ট বেশী প্রাপ্ত হয়, কারণ স্মরণে স্মরণ মিলিত হয়। যোগ আর গুণান দুইটি জিনিস। যোগের সাবজেক্ট আলাদা, খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট। যোগের দ্বারাই আত্মা সতোপ্রধান হয়। স্মরণ ব্যতীত সতোপ্রধান হওয়া অসম্ভব। ভালো ভাবে প্রেম পূর্বক বাবাকে স্মরণ করলে তবে অটোমেটিক্যালি কারেন্ট প্রাপ্ত হবে, সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন হয়ে যাবে। কারেন্টের দ্বারা আয়ুও বৃদ্ধি হয়। বাচ্চারা স্মরণ করলে বাবাও সার্চলাইট দেন। বাচ্চারা, বাবা কতো বড় মহত্বপূর্ণ ধন-ভান্ডার তোমাদের দিচ্ছেন। মিষ্টি বাচ্চাদেরকে এটা সুনিশ্চিত ভাবে স্মরণে রাখতে হবে, শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। শিববাবা পতিত-পাবনও হন। বাবা কতো মধুর। কতো ভালোবাসার সাথে বসে বাচ্চাদের পড়ান। বাবা দাদার দ্বারা আমাদের পড়ান। বাবা কতো মধুর। কতো ভালোবাসেন। কোনো কষ্ট দেন না। শুধুমাত্র বলেন আমাকে স্মরণ করো আর চক্রকে স্মরণ করো। বাবার স্মরণে হৃদয় একদম স্থির হয়ে যাওয়া উচিত। এক

বাবার স্মরণেই প্রজ্জ্বলিত থাকা উচিত, কারণ বাবার থেকে কতো বিপুল উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। নিজেকে দেখা উচিত বাবার সাথে আমার ভালোবাসা কতোটা? আমাদের মধ্যে দিব্যগুণ কতো পর্যন্ত আছে? কারণ তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা কাঁটা থেকে ফুল হচ্ছে। যেমন-যেমন যোগে থাকবে তেমনই কাঁটা থেকে ফুল, সতোপ্রধান হতে থাকবে। ফুলে পরিণত হয়ে গেলে আবার এখানে থাকতে পারবে না। ফুলের বাগানই হলো স্বর্গ। যারা অনেক কাঁটাকে ফুল তৈরী করে তাদেরকেই সত্যিকারের সুগন্ধি ফুল বলা হবে। কখনো কাউকে কাঁটা লাগাবে না। ক্রোধও হলো বড় কাঁটা, অনেককেই দুঃখ দেয়। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা এখন কাঁটার দুনিয়া থেকে সরে এসেছো, তোমরা সঙ্গমে আছো। মালী যেমন ফুলকে আলাদা করে পাত্রে তুলে রাখে সেরকমই তোমাদের অর্থাৎ ফুলেদেরও এখন সঙ্গমযুগী পাত্রে আলাদা করে রাখা হয়েছে। তোমরা এই ফুলেরা আবার স্বর্গে চলে যাবে, কলিযুগী কাঁটা ভস্ম হয়ে যাবে। মিষ্টি বাচ্চারা জানে পারলৌকিক বাবার থেকে আমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। যারা সত্যিকারের বাচ্চা, যাদের বাপদাদার সাথে সম্পূর্ণ লভ বা ভালোবাসা আছে তাদের অনেক খুশী থাকবে। আমরা বিশ্বের মালিক হচ্ছি। হ্যাঁ, পুরুষার্থের দ্বারাই বিশ্বের মালিক হওয়া যায়, শুধুমাত্র বললে হয় না। যারা অনন্য বাচ্চা তাদের সার্বিক ভাবে স্মরণে থাকে যে আমরা নিজেদের জন্য আবার সেই সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন করছি। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা যতো অনেকের কল্যাণ করবে ততই তোমাদের পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। অনেককে রাস্তা বললে তো অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে। জ্ঞান রত্ন দ্বারা ঝুলি ভরে আবার দান করতে হবে। জ্ঞান সাগর তোমাদের রত্নের থালা ভরে-ভরে দেন। যারা আবার দান করে তাদেরকেই সকলের ভালোবাসার যোগ্য মনে হয়। বাচ্চাদের ভিতরে কতো খুশী হওয়া উচিত। যে সেন্সিবল (বিচক্ষণ/সুবুদ্ধি সম্পন্ন) বাচ্চা হবে সে তো বলবে আমি বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করব, একদম জড়িয়ে থাকবে। বাবার সাথে খুবই লভ থাকবে, কারণ জানবে যে প্রাণ প্রদান করতে সক্ষম বাবাকে পাওয়া গেছে। নলেজের বরদান এরকম দেন যাতে আমরা কি থেকে কি তৈরী হয়ে যাই। ইনসলভেন্ট (অপবিদ্র) থেকে সলভেন্ট (পবিদ্র) হয়ে যাই, এতটা ভান্ডারা ভরপুর করে দেন। বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই ভালোবাসা থাকবে, আকর্ষণ হবে। সুঁচ পরিষ্কার থাকলে তো চুস্বকের দিকে আকৃষ্ট হতে পারবে। বাবার স্মরণে মরচে ঝড়ে যেতে থাকে। এক বাবা ব্যতীত আর কেউ স্মরণে আসবে না। যেমন স্ত্রীর স্বামীর সাথে কতো ভালোবাসা হয়। তোমাদেরও বাগদান হয়েছে যে। বাগদানের খুশী কি কম কিছু হয়? শিববাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদের আমার সাথে বাগদান হয়েছে, ব্রহ্মার সাথে বাগদান হয়নি। বাগদান সুনিশ্চিত হয়ে গেছে তাই ওঁনারই স্মরণ প্রজ্জ্বলিত হওয়া উচিত। বাবা বোঝান মিষ্টি বাচ্চারা অবহেলা করো না। স্বদর্শন চক্রধারী হও, লাইট হাউস হও। স্বদর্শন চক্রধারী হওয়ার প্র্যাক্টিস ভালো রকম হয়ে গেলে তোমরা তো যেন জ্ঞানের সাগর হয়ে যাবে। যেমন স্টুডেন্ট পড়াশুনা করে টিচার হয়ে যায় না! তোমাদের ধান্ধাই হলো এটা। সকলকে স্বদর্শন চক্রধারী করে তোলা, তবেই চক্রবর্তী রাজা-রাণী হবে, সেইজন্য বাবা সর্বদা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বসেছো? বাবাও যে স্বদর্শন চক্রধারী। বাবা এসেছেন তোমাদের অর্থাৎ মিষ্টি বাচ্চাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাচ্চারা, তোমাদের ছাড়া আমারও যেন আরাম হয় না। যখন সময় হয়ে যায় তখন আরাম লাগে না। ব্যাস্ এখন আমি যাবো, বাচ্চারা খুব ডাকছে, খুব দুঃখী হয়ে আছে। করুণা হয়। বাচ্চারা, তোমাদের এখন বাড়ী অর্থাৎ পরমধামে যেতে হবে। সেখান থেকে আবার তোমরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই সুখধামে চলে যাবে। সেখানে আমি তোমাদের সাথী হবো না। নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী তোমাদের আত্মা চলে যাবে। বাচ্চারা, তোমাদের এই নেশা থাকা উচিত যে আমরা আত্মিক ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করছি। আমরা হলাম গডলী স্টুডেন্ট। আমরা মানুষ থেকে দেবতা অথবা বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য অধ্যয়ন করছি। এতে আমরা সমস্ত মিনিষ্টারী পাস করে নিই। হেল্থের অর্থাৎ স্বাস্থ্যের এডুকেশনও পড়ি, ক্যারেক্টার শুদ্ধ করারও নলেজ পড়ি। হেল্থ মিনিষ্টারী, ফুড মিনিষ্টারী, ল্যান্ড মিনিষ্টারী, বিল্ডিং মিনিষ্টারী সব এতে এসে যায়। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা বসে বোঝান যখন কেউ সভাতে ভাষণ করো বা কাউকে বোঝাও তো বারংবার বলো নিজেকে আত্মা মনে করে পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো। এই স্মরণের দ্বারাই তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে। তুমি পবিদ্র হয়ে যাবে। বারে-বারে এটা স্মরণ করতে হবে। কিন্তু এটাও তোমরা তখনই করতে পারবে যখন নিজে স্মরণে থাকবে। এই ব্যাপারে বাচ্চাদের খুবই দুর্বলতা আছে। বাচ্চারা, ভিতরে-ভিতরে তোমাদের খুশী থাকবে, স্মরণে থাকলে তবে অপরকে বোঝানোর প্রভাব বিস্তার হবে। তোমাদের বলা বেশী হওয়ার দরকার নেই। আত্মা-অভিমানী হয়ে সামান্য কিছুও বোঝালে তোমাদের তীরও লেগে যাবে। বাবা বলেন বাচ্চারা যা হয়ে গেছে তা গেছে। এখন প্রথমে নিজেকে শুধরে নাও। নিজে স্মরণ করবে না, অপরকে বলতে থাকবে, এরকম ঠকানো চলবে না। ভিতরে- ভিতরে অবশ্যই মন খেতে থাকবে। বাবার সাথে সম্পূর্ণ লভ নেই তো স্ত্রীমতে চলছো না। অসীম জগতের পিতার মতো শিক্ষা তো আর কেউ দিতে পারে না। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা এই পুরানো দুনিয়াকে এখন ভুলে যাও। শেষে তো এই সব ভুলেই যেতে হবে। বুদ্ধি লেগে যায় নিজেদের শান্তিধাম আর সুখধামে। বাবাকে স্মরণ করতে করতে বাবার কাছে চলে যাওয়া চাই। পতিত আত্মা তো যেতে পারবে না। ওটা হলোই পবিদ্র আত্মাদের গৃহ। এই শরীর পাঁচ তত্ত্ব দ্বারা নির্মিত। তাই ৫ তত্ত্ব এখানে থাকতে আকর্ষণ করে, কারণ আত্মা যেন এটা

প্রপার্টির মতো নিয়েছে, সেইজন্য শরীরের প্রতি মায়া এসে গেছে। এখন এর প্রতি মায়া ত্যাগ করে যেতে হবে নিজ গৃহে। সেখানে তো এই ৫ তত্ত্বই নেই।

সত্যযুগেও শরীর যোগবলের দ্বারা তৈরী হয়। প্রকৃতি সতোপ্রধান হয় বলে আকর্ষণ করে না। দুঃখ থাকে না। এটা খুবই সূক্ষ্ম ব্যাপার বোঝার জন্য। এখানে ৫ তত্ত্বের বল আত্মাকে আকর্ষণ করতে থাকে তাই শরীর ছাড়তে মন চায় না। নয় তো এতে আরোই খুশী হওয়া উচিত। পবিত্র হয়ে শরীর এমন ভাবে ছাড়বে যেন মাখন থেকে চুল বের হলো। তাই শরীরের প্রতি, সব জিনিসের প্রতি মায়া-মমতা একদম ত্যাগ করতে হবে, এতে আমার কোনো কানেকশন নেই। ব্যাস্ , আমি বাবার কাছে যাচ্ছি। এই দুনিয়াতে ব্যাগ-ব্যাগেজ তৈরী করে প্রথমেই পাঠিয়ে দিয়েছি। সাথে তো নেওয়া যাবে না। বাকী আত্মাদেরও যেতে হবে। শরীরও এখানে ছেড়ে যেতে হবে। বাবা নূতন শরীরের সাক্ষাৎকার করিয়ে দিয়েছেন। হীরে-জহরতের মহল প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এরকম সুখধামে যাওয়ার জন্য কতো পরিশ্রম করা উচিত। ক্লান্ত হতে নেই। দিন-রাত প্রচুর উপার্জন করতে হবে, সেইজন্য বাবা বলেন নিদ্রাকে জয় করতে সক্ষম বাচ্চারা একমাত্র আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো আর বিচার সাগর মন্তন করো। ড্রামার রহস্যকে বুদ্ধিতে রাখলে বুদ্ধি একদম শীতল হয়ে যায়। যে বাচ্চারা মহারথী হবে তারা কখনো অস্থির হবে না। শিববাবাকে স্মরণ করলে তো উনি সুরক্ষাও করেন। বাবা তোমাদের দুঃখ থেকে সরিয়ে শান্তি প্রদান করেন। তোমাদেরও শান্তি প্রদান করতে হবে। তোমাদের এই অসীম জগতের শান্তি অর্থাৎ যোগবল অপরকেও একদম শান্ত করে দেয়। অতি-শীঘ্র বুঝে নেওয়া যাবে, এরা আমাদেরই কুলের হয় কি হয় না। আত্মা অতি শীঘ্রই আকর্ষণ বোধ করে ইনি হলেন আমার শিববাবা। নাড়ীও দেখতে হয়। বাবার স্মরণে থেকে, তারপর দেখো এই আত্মা আমাদের কুলের। যদি হয় তো একদম শান্ত হয়ে যাবে। যারা এই কুলের হবে তারাই এই কথার রসাস্বাদন করবে। বাচ্চারা স্মরণ করলে তো বাবাও ভালোবাসেন। আত্মাকে ভালোবাসা যায়। এটাও জানা আছে যে, যারা বেশী ভক্তি করেছিলো তারাই প্রচুর পড়াশুনা করবে। তাদের মুখ দেখেই বুঝতে পারা যাবে যে বাবার সাথে লভ অর্থাৎ ভালোবাসা কতো। আত্মা বাবাকে দেখে। বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পড়াচ্ছেন। বাবাও বোঝেন আমি এতো ছোটো বিন্দু আত্মাদের পড়াচ্ছি। সময় হলে তোমাদের এই অবস্থা হয়ে যাবে। মনে করবে আমরা ভাই-ভাইকে পড়াচ্ছি। চেহারা বোনের হলেও দৃষ্টি আত্মার দিকে যাবে। শরীরের দিকে একদম দৃষ্টি যাবে না, এতে অনেক পরিশ্রম আছে। এটা খুবই সূক্ষ্ম ব্যাপার। অনেক উচ্চ মানের অধ্যয়ণ। ওজন করলে তো এই অধ্যয়ণের দিক অনেক ভারী হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের ঝুলি জ্ঞান রত্ন দ্বারা ভরে নিয়ে আবার দানও করতে হবে। যে দান করে তাকে সকলের প্রিয় মনে হয়। তার অপার খুশী থাকে।

২) প্রাণদানকারী বাবাকে খুবই ভালোবাসার সাথে স্মরণ করে সবাইকে শান্তির দান দিতে হবে। স্বদর্শন চক্র ঘুরিয়ে জ্ঞানের সাগর হতে হবে।

বরদান:- উচ্চতমেরও উচ্চ বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে সক্ষম শুভ আর শ্রেষ্ঠ কর্মধারী ভব*
যেমন রাইট হ্যান্ডের দ্বারা সদা শুভ আর শ্রেষ্ঠ কর্ম করো, সেইরকম তোমরা এই রাইট হ্যান্ড বাচ্চারা সদা শুভ বা শ্রেষ্ঠ কর্মধারী হও, তোমাদের প্রত্যেক কর্ম উচ্চতমেরও উচ্চ বাবাকে প্রত্যক্ষ করায়। কারণ কর্মই সংকল্প বা বাণীকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের রূপে স্পষ্ট করে তুলে ধরে। কর্মকে সকলে দেখতে পায়, কর্ম দ্বারা অনুভব করা যায়, সেইজন্য চাইলে আত্মিক দৃষ্টি দ্বারা অথবা নিজের খুশীর বা আত্মিক ভাব দ্বারা বাবাকে সকলের সামনে প্রত্যক্ষ করাও -এটাও কর্মই হলো।

স্লোগান:- আত্মিক স্বরূপের অর্থ হলো- নয়নে পবিত্রতার ঝলক আর মুখে পবিত্রতার স্মিত হাসি থাকবে।*

সূচনা:- সকল ব্রহ্মাবৎস ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১ জানুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত বিশেষ অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য এই পয়েন্ট গুলো নিজের কাছে নোট করো তথা সম্পূর্ণ দিন এর উপর মনন-চিন্তন করতে-করতে অনুভাবী মূর্ত হয়ে ওঠো

আর অন্তর্মুখী হয়ে অব্যক্ত জগতকে পরিক্রমা করতে থাকো -

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার বিশেষ হোমওয়ার্ক :

যেরকম সাকারে ব্রহ্মা বাবা অন্যান্য সমস্ত দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও আকারী আর নিরাকারী স্থিতির অনুভব করতে থাকতেন, সেইরকম বাচ্চারা তোমরাও সাকার রূপে থেকে ফরিস্তা হওয়ার অনুভব করো আর করাও। যে কেউই সম্পর্কে আসুক, তার ঈশ্বরীয় স্নেহ, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আর শ্রেষ্ঠ চরিত্রের সাক্ষাৎকার তো হয়ে থাকে, কিন্তু এখন অব্যক্ত স্থিতির সাক্ষাৎকার করাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের নজর শরীরের দিকে যাওয়া উচিত নয়, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর, শরীরকে দেখো না"

প্রশ্ন:- প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের কোন্ দুটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নজর দিতে হবে?

উত্তর:- ১) পঠন-পাঠনের উপর ২) দৈবী-গুণের উপর। অনেক বাচ্চাদের মধ্যে রাগের অংশমাত্রও থাকে না, অনেকে তো আবার ক্রোধের বশে অনেক লড়াই-ঝগড়া করে। বাচ্চাদের মনে রাখা উচিত যে, আমাদের দৈবী-গুণ ধারণ করে দেবতা হতে হবে। কখনো ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বার্তালাপ করা উচিত নয়। বাবা বলেন, কোনো বাচ্চার মধ্যে যদি ক্রোধ থাকে, তবে সে ভূতনাথ-ভূতনাথিনী। এমন ভূতের বশীভূতদের সঙ্গে তোমাদের কথা বলা উচিত নয়।

গীত:- 'ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি..... (তকদির জগাকর আয়ী হ)'

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে। আর কোনো সংসঙ্গে কখনো রেকর্ডের দ্বারা বোঝানো হয় না। ওখানে শাস্ত্র শোনানো হয়। যেমন গুরুদ্বারে গ্রন্থসাহেব থেকে দুটি বচন নিয়ে, পরে আবার কথা পাঠকারীরা বসে তার বিশ্লেষণ করে। রেকর্ডের উপর কেউ বোঝাবে, তেমন কোথাও কেউ নেই। এখন বাবা বোঝান যে, এইসব গান হল ভক্তিমার্গের। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, জ্ঞান পৃথক জিনিস যা একমাত্র নিরাকার শিবের থেকে পাওয়া যেতে পারে। এ হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান। জ্ঞান তো অনেক প্রকারের হয়, তাই না। কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই গালিচা কিভাবে বানানো হয়েছে। এ বিষয়ে তোমার জ্ঞান আছে কি? প্রত্যেক জিনিসেরই তো জ্ঞান থাকে? এ হলো পার্থিব জগতের কথা। বাচ্চারা জানে যে, আমাদের আত্মাদের আধ্যাত্মিক পিতা হলেন অদ্বিতীয়, তাঁর রূপ দেখা যায় না। সেই নিরাকারের চিত্রও শালিগ্রামের মতন। তাকেই পরমাত্মা বলা হয়। তাঁকেই বলা হয় নিরাকার। মানুষের মত তাঁর আকার নেই। অবশ্যই প্রত্যেক বস্তুর আকার রয়েছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম আকৃতি হলো আত্মার। আত্মাকে স্বাভাবিকই বলবে। আত্মা অত্যন্ত ক্ষুদ্র যা এই (শূল) নেত্রের দ্বারা দেখতে পাওয়া যায় না। বাচ্চারা, তোমরা দিব্যদৃষ্টি পেয়েছ, যার ফলে সব সাক্ষাৎকার কর। যা পাস্ট হয়ে গেছে তাকেই দিব্যদৃষ্টির দ্বারা দেখা যায়। প্রথম নম্বরে তো ইনি পাস্ট হয়ে গেছেন। এখন যদি আসে তারও সাক্ষাৎকার হয়। এ অতি সূক্ষ্ম। এর দ্বারাই বুঝতে পারা যায় যে, পরমপিতা পরমাত্মা ব্যতীত আত্মার জ্ঞান আর কেউ দিতে পারে না। মানুষ, যেমন আত্মাকে যথার্থভাবে জানে না, তেমনই পরমাত্মাকেও যথার্থভাবে জানতে পারেনা। দুনিয়ায় মানুষের অনেক মত রয়েছে। কেউ বলে, আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়, কেউ আবার কি-কি সব বলে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জেনেছ তাও আবার পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে, সকলের বুদ্ধিতে একইরকমভাবে (জ্ঞান) বসতে পারে না। প্রতিমুহূর্তে বুদ্ধিতেও বসতে হবে। আমরা আত্মা, আত্মাদেরই ৮৪ জন্মের ভূমিকা(পার্ট) পালন করতে হয়। এখন বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে অর্থাৎ পরমপিতাকে জানো এবং স্মরণ কর। বাবা বলেন, বাচ্চারা আমি ঐনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের নলেজ দিই। বাচ্চারা, তোমরা নিজেদেরকে আত্মা মনে করোনা তাই তোমাদের নজর এই শরীরের ওপর চলে যায়। বাস্তবতঃ তোমাদের এর দ্বারা কোন কার্যসিদ্ধি হয়না। উনি হলেন সকলের সদ্গতি দাতা শিববাবা। ঐনার মতানুসারেই আমরা সকলকে সুখ প্রদান করি। ঐনারও অহংকার আসে না যে আমি সকলকে সুখ প্রদান করি। যে বাবাকে পুরোপুরি স্মরণ করে না তার অবগুণও নিষ্কাশিত হয় না। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে না। মানুষ তো না আত্মাকে জানে, না পরমাত্মাকে জানে। সর্বব্যাপীর জ্ঞানও ভারতবাসীরাই ছড়িয়েছে। তোমাদের মধ্যেও যারা সেবাধারী বাচ্চা তারাই বুঝতে পারে, বাকি সব এতটা বুঝতে পারেনা। যদি বাবার সম্পূর্ণ পরিচয় বাচ্চাদের কাছে থাকে তাহলে বাবাকে স্মরণ করবে, নিজেদের মধ্যে দৈবী-গুণ ধারণ করবে।

বাচ্চারা, শিববাবা তোমাদের বোঝান। এ হলো নতুন কথা। ব্রাহ্মণও অবশ্যই চাই। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান কখন হয়? এই দুনিয়ায় কারোর জানা নেই। ব্রাহ্মণ তো অগণিত রয়েছে। কিন্তু তারা হলো (মাতৃ) গর্ভজাত। তারা কেউ মুখ-বংশজাত ব্রহ্মার সন্তান নয়। ব্রহ্মার সন্তানরা তো ঈশ্বরপিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার (বর্সা) পায়। তোমরা এখন উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছ, তাই না। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে আলাদা আর তারাও আলাদা। তোমরা ব্রাহ্মণরা হও সঙ্গমে, তারা হয় দ্বাপর-কলিযুগ থেকে। এই সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণরাই আলাদা। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অগণিত সন্তান রয়েছে। অবশ্যই পার্থিব জগতের পিতাকেও ব্রহ্মা বলবে কারণ সন্তানের জন্ম দেয়। এটা হলো শরীর-সম্বন্ধীয় কথা। এই বাবা(শিব) বলেন, সকল আত্মারা আমার সন্তান। তোমরা হলে মিষ্টি মিষ্টি আধ্যাত্মিক সন্তান। এ কথা কাউকে বোঝানো সহজ। শিববাবার

নিজস্ব শরীর নেই। শিব-জয়ন্তী পালন করা হয় কিন্তু ঔনার শরীর তো দেখতে পাওয়া যায় না। বাকি আর সকলের শরীর রয়েছে। সব আত্মাদের নিজ-নিজ শরীর আছে। শরীরের নামকরণ হয়, পরমাত্মার নিজস্ব শরীরই নেই তাই ঔনাকে পরম আত্মা বলা হয়। ঔনার আত্মার নামই হলো শিব। তাঁর (নামের) কোনো পরিবর্তন নেই। শরীর যখন বদল হয়ে যায় তখন নামও বদলে যায়। শিববাবা বলেন, আমি সদা নিরাকার পরমাত্মাই থাকি। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে এখন এই শরীর ধারণ করেছে। সন্ধ্যাসীদের নামও বদলে যায়। গুরু (শিষ্য) হয়ে গেলেও নাম পরিবর্তন হয়। তোমাদেরও নাম পরিবর্তিত হতো। নাম বদল করে কতদিন পর্যন্ত থাকবে, কত পালিয়ে গেছে। যারা সেই সময় ছিল তাদের নাম রাখা হয়েছিল, এখন আর নাম রাখা হয় না। এখন কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। মায়া অনেককে পরাজিত করেছে তাই পালিয়ে গেছে। তাই বাবা এখন কারোর নাম বদল করেন না। কাকে রাখবো, কাকে রাখবো না, তারও ঠিক নেই। সকলেই বলে যে -- বাবা, আমরা তোমার হয়ে গেছি কিন্তু যথার্থভাবে আমার হয় কি, না হয় না। অনেকেই আছে যারা উত্তরাধিকারের রহস্য জানেনা। বাবার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে কিন্তু উত্তরাধিকারী নয়। বিজয়মালায় আসতে পারে না। অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা মনে করে যে, আমরা তো উত্তরাধিকারী। কিন্তু বাবা জানে, এরা উত্তরাধিকারী নয়। উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য ভগবানকেও নিজের উত্তরাধিকারী বানাতে হয়, এই রহস্য বোঝানোও মুশকিল। বাবা বোঝান যে, উত্তরাধিকারী কাকে বলে। ভগবানকে যদি কেউ উত্তরাধিকারী বানায় তখন তাকেও উত্তরাধিকার দিতে হবে। তখন বাবাও আবার উত্তরাধিকারী বানাবেন। উত্তরাধিকার তো গরিবরা ব্যতীত কোন ধনবান দিতে পারেনা। অতি অল্পসংখ্যার মালা তৈরি হয়। যদি কেউ বাবাকে জিজ্ঞাসা করে তখন বাবা বলতে পারেন যে, তোমরা উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য হয়েছ কি হওনি। একথা এই বাবাও বলতে পারেন। বোঝার মতো এ অতি সামান্য কথা। উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য অত্যন্ত বুদ্ধির দরকার। তারা দেখেও যে, লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিল কিন্তু তারা এই উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত করেছিল? একথা কেউ জানে না। এখন তোমাদের এইম অবজেক্ট সম্মুখে রয়েছে। তোমাদের এমন হতে হবে। বাচ্চারা বলে, আমরা সূর্যবংশীয় লক্ষ্মীনারায়ণ হবো, চন্দ্রবংশীয় রাম-সীতা হবো না। শান্ত্র রাম-সীতার নিন্দা করা হয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের কখনো নিন্দা শোনা যাবে না। শিববাবার, কৃষ্ণেরও নিন্দা হয়। বাবা বলেন, বাচ্চারা আমি তোমাদের কত উচ্চ থেকে উচ্চতর বানাই। বাচ্চারা আমার থেকেও তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। কেউ লক্ষ্মীনারায়ণের নিন্দা করবে না। অবশ্যই কৃষ্ণের আত্মাও তো তিনি কিন্তু না জানার কারণে নিন্দা করেছে। অত্যন্ত খুশিতে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির তৈরি করে। বাস্তবে তৈরি করা উচিত রাধাকৃষ্ণের কারণ তারা সত্যপ্রধান। ঐনারা হলেন তাদেরই(রাধা-কৃষ্ণ) যুবাবস্থা তাই ঔনাদের সত্য বলা হয়। ঐরা ছোট তাই সত্যপ্রধান বলা হবে। শিশুরা মহাত্মা-সম হয়। যেমন ছোট বাচ্চাদের বিকারাদির বিষয় জানা নেই তেমনই ওখানে বড়দেরও জানা নেই যে বিকার কি জিনিস।

এই ৫ ভূত ওখানে হয়ই না। তাই বিকারের কথা যেমন জানা থাকেনা। এই সময় হলোই রাত। কাম-বিকারের প্রচেষ্টাও রাতেই হয়। দেবতারা থাকে দিনে, তাই কাম-বিকারের প্রচেষ্টাও তাঁরা করে না। কোন বিকর্ম হয়ই না। এখন রাত্রিতে সকলেই বিকারী। তোমরা জানো যে, দিন শুরু হলেই আমাদের সব বিকার বিতাড়িত হবে। তখন জানা থাকবেনা যে, বিকার কি জিনিস। এ হলো রাবণের বিকারী-গুণ। এ হলো বিকারী দুনিয়া। নির্বিকারী দুনিয়ায় বিকারের কোনো কথাই থাকবে না। তাকে বলা হবে ঈশ্বরীয় রাজ্য। এখন হলো আসুরী রাজ্য। একথা কারোরই জানা নেই। তোমরা সবকিছু জানো কিন্তু পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। অসংখ্য বাচ্চা আছে। কোনো মানুষ বুঝতে পারে না যে, এইসমস্ত বি. কে.-রা কার সন্তান।

সকলেই স্মরণ করে শিব বাবাকে, ব্রহ্মাকে নয়। তিনি স্বয়ং বলেন শিব বাবাকে স্মরণ করো যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে আর কাউকে স্মরণ করলে বিনাশ হবে না। গীতাতেও বলা রয়েছে যে, মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ কর। কৃষ্ণ তো (একথা) বলতে পারেনা। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় নিরাকার পিতার কাছ থেকে। যখন নিজেকে আত্মা মনে করে তখনই নিরাকার পিতা-কে স্মরণ করে। 'আমি আত্মা'-- প্রথমে পাকাপাকিভাবে এই নিশ্চয় করতে হবে। পরমাত্মা আমার পিতা, তিনি বলেন আমাকে স্মরণ করো তবেই আমি তোমাদেরকে উত্তরাধিকার দেবো। আমি সকলকে সুখ প্রদান করি। আমি সকল আত্মাকে শান্তিধামে নিয়ে যাই। যারা কল্প পূর্বে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছিল তারাই এসে উত্তরাধিকার নেবে, ব্রাহ্মণ হবে। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কিছু বাচ্চা পাকা অর্থাৎ নিশ্চয়ই বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। সত্যিকারের বাচ্চাও(মাতোলে) হবে, সৎ-বাচ্চাও (সৌতেলে) হবে। আমরা নিরাকার শিববাবার বংশজ। আমরা জানি, বংশ কিভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এখন ব্রাহ্মণ হয় পরে আমাদের ফিরে যেতে হবে। সব আত্মাকেই শরীর পরিত্যাগ করে ফিরে যেতে হবে। পাণ্ডব এবং কৌরব দু'পক্ষকেই শরীর পরিত্যাগ করতে হবে। তোমরা এই জ্ঞানের সংস্কার নিয়ে যাও পুনরায় সেইভাবেই তোমরা ফললাভ(প্রালব্ধ) কর। এই ড্রামা পূর্বনির্ধারিত পরে জ্ঞানের পাঠ সমাপ্ত হয়ে যায়। তোমরা ৮৪ জন্ম পরে পুনরায় এই

জ্ঞানপ্রাপ্ত করেছে। এরপরে এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। তোমরা প্রালব্ধ অর্থাৎ ফল ভোগ করো। ওখানে আর কোন ধর্মাবলম্বীদের চিত্রাদি থাকে না। ভক্তি মার্গেও তোমাদের চিত্র থাকে। সত্যযুগে কারো চিত্রাদি থাকে না। তোমাদের অলরাউন্ড চিত্র ভক্তি মার্গে থাকে। তোমাদের রাজ্যে আর কারোও চিত্র থাকে না শুধুমাত্র দেবী দেবতাদেরই থাকে। এতেই তোমরা বোঝ যে, সেখানে আদি সনাতন দেবী দেবতারাই রয়েছে। পরে সৃষ্টি বাড়তে থাকে। বাম্বারা, তোমাদের এই জ্ঞান স্মরণ করে অতীন্দ্রিয় সুখে থাকতে হবে। অনেক পয়েন্টস্ রয়েছে। কিন্তু বাবা জানেন, মায়া প্রতিমুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়। তাই একথা স্মরণে রাখা উচিত যে শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। তিনি হলেন সর্বোচ্চ। আমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। কত সহজ কথা। স্মরণই হলো সবকিছুর আধার। আমাদের দেবতা হতে হবে। দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। ৫ বিকার হলো ভূত। কাম-বিকারের ভূত, ক্রোধের ভূত, দেহ অভিমানের ভূতও হয়। হ্যাঁ, কারোর মধ্যে ভূত অধিকমাত্রায় থাকে, কারোর মধ্যে কম। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাম্বারা জানো যে, এই পাঁচটি হল বড় ভূত। প্রথম স্থানে রয়েছে কাম-বিকারের ভূত, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ক্রোধের ভূত। কেউ যখন খুব রুক্ষভাবে বলে তখন বাবা বলেন, এ হলো ক্রোধী। এই ভূত নিষ্কাশিত হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু ভূত নিষ্কাশন করা অত্যন্ত কঠিন। ক্রোধ পরস্পরকে দুঃখ দেয়। মোহে অনেকের দুঃখ হয় না। যার মোহ রয়েছে তারই দুঃখ হবে, তাই বাবা বোঝান যে, এই ভূতদের বিতাড়িত কর।

প্রত্যেক বাম্বাকে বিশেষভাবে পড়াশুনা এবং দৈবী-গুণের উপর অ্যাটেনশন দিতে হবে। অনেক বাম্বাদের মধ্যে তো ক্রোধের অংশমাত্রও থাকে না, কেউ আবার ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অত্যন্ত লড়াই-ঝগড়া করে। বাম্বাদের খেয়াল রাখা উচিত যে, আমাদের দৈবী-গুণ ধারণ করে দেবতা হতে হবে। কখনো ক্রোধের বশে কথা বলা উচিত নয়। কেউ ক্রোধ করলে তখন বুঝবে যে, এর মধ্যে ক্রোধের ভূত রয়েছে। সে যেন ভূতনাথ-ভূতনাথিনী হয়ে যায়, এমন ভূতদের সঙ্গে কখনো কথা বলা উচিত নয়। একজন ক্রোধের বশে কথা বললে তখন অন্যের মধ্যেও যদি সেই ভূত চলে আসে তখন ভূতেরা পরস্পরের মধ্যে লড়াই করতে থাকবে। 'ভূতনাথিনী' শব্দটি অত্যন্ত খারাপ(ছি-ছি)। ভূত যেন প্রবেশ না করে তাই মানুষ দূরে সরে যায়। ভূতের সামনে দাঁড়ানোও উচিত নয়, তা নাহলে (ভূত) প্রবেশ করে যাবে। বাবা এসে আসুরী-গুণ নিষ্কাশিত করে দৈবী-গুণ ধারণ করায়। বাবা বলেন, আমি এসেছি দৈবী-গুণ ধারণ করিয়ে দেবতা বানাতে। বাম্বারা জানে যে, আমরা দৈবী-গুণ ধারণ করছি। দেবতাদের চিত্রও সম্মুখে রয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, ক্রোধীদের থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে যাও। নিজেকে বাঁচানোর যুক্তি চাই। আমাদের মধ্যে যেন ক্রোধ চলে না আসে তা নাহলে শতগুণ পাপ চড়ে যাবে। বাবা বাম্বাদেরকে কত ভালো যুক্তি দেন। বাম্বারাও বোঝে যে, বাবা হুবহু কল্প-পূর্বের মতো বোঝায়, পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে হবে। নিজেদের ওপরেও কৃপা করতে হবে, অন্যদেরও কৃপা করতে হবে। অনেকে নিজেদের ওপর কৃপা করে না, অন্যদেরকে করে, তখন তারা উপরে চড়ে বসে আর নিজে সেখানেই থেকে যায়। স্বয়ং বিকারের উপর বিজয়লাভ করে না, অন্যকে বোঝায়, আর তারা বিজয় প্রাপ্ত করে নেয়। এমন আশ্চর্যও হয়। *আচ্ছা!*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাম্বাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাম্বাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞানের কথা স্মরণ করে অতীন্দ্রিয় সুখে থাকতে হবে। কারও সঙ্গে রুক্ষভাবে কথা বলা উচিত নয়। কেউ ক্রোধের বশে কথা বললে তার থেকে দূরে সরে যেতে হবে।

২) ভগবানের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য, প্রথমে তাঁকে নিজের উত্তরাধিকারী বানাতে হবে। বুদ্ধিমান হয়ে নিজের সবকিছু বাবার কাছে সমর্পণ করে আসক্তি বিদূরিত করতে হবে। নিজের উপর নিজেই কৃপা করতে হবে।

বরদান:- একরস স্থিতি দ্বারা সদা এক পিতারই অনুসরণকারী প্রসন্নচিত্ত ভব*

ব্যাখ্যা :- বাম্বারা, তোমাদের জন্য ব্রহ্মাবাবার জীবন হলো অ্যাক্যুরেট কম্পিউটার। যেমন, আজকাল কম্পিউটার দ্বারা প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করা হয়, তেমন মনে যখনই কোন প্রশ্ন ওঠে তখন কী, কেন-র পরিবর্তে ব্রহ্মাবাবার জীবন-রূপী কম্পিউটারের দ্বারা দেখো। তাতে কী আর কীভাবে-র প্রশ্ন বদলে যাবে। প্রশ্নচিত্ত-র পরিবর্তে প্রসন্নচিত্ত হয়ে যাবে। প্রসন্নচিত্ত অর্থাৎ একরস স্থিতি-তে থেকে অদ্বিতীয় পিতার অনুসরণকারী।

স্লোগান:- আত্মিক শক্তির ভিত্তিতে সদা সুস্থ থাকার অনুভব কর।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোম-ওয়ার্ক

যদি কোনো সাধারণ কর্মও করো তবুও যেন মধ্যে-মধ্যে অব্যক্ত স্থিতি তৈরীর প্রতি অ্যাটেনশন থাকে।যেকোনো কার্য করার সময় সর্বদা বাপদাদাকে নিজের সাথী মনে করে দ্বিগুণ শক্তি দ্বারা কার্য কর তাহলে স্মৃতি অত্যন্ত সহজ থাকবে। স্কুল কাজ-কর্মের(ব্যবসা) প্রোগ্রাম বানানোর সময় বুদ্ধির প্রোগ্রামও সেট করে নাও তবেই সময়ের সাশ্রয় হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা এসেছেন তোমাদের বুদ্ধি স্বচ্ছ করতে, যখন স্বচ্ছ হবে তখন তোমরা দেবতা হতে পারবে"

প্রশ্ন:- এই ড্রামার পূর্ব নির্দিষ্ট প্ল্যান কি, যার থেকে বাবারও ছাড় নেই?

উত্তর:- প্রতি কল্পে বাবাকে নিজের বাচ্চাদের কাছে আসতেই হবে, পতিত দুঃখী বাচ্চাদের সুখী করতেই হবে - ড্রামায় এই প্ল্যান নির্দিষ্ট আছে, এই বন্ধন থেকে বাবারও মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন:- শিক্ষা প্রদানকারী বাবার মুখ্য বিশেষত্ব কি?

উত্তর:- তিনি খুব নিরহংকারী হয়ে পতিত দুনিয়া, পতিত দেহে আসেন। বাবা এই সময়ে তোমাদের স্বর্গের মালিক করেন, তোমরা পরে দ্বাপর যুগে তাঁর জন্য সোনার মন্দির তৈরি করো।

গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে বহু দূরে নিয়ে চলো.....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা এই গীত শুনলো যে দুইটি দুনিয়া আছে - এক পাপের দুনিয়া, আর এক পুণ্যের দুনিয়া। দুঃখের দুনিয়া ও সুখের দুনিয়া। সুখ অবশ্যই নতুন দুনিয়া, নতুন বাড়িতে সম্ভব। পুরানো বাড়িতে দুঃখ-ই থাকে, তাই পুরানো বাড়ি নষ্ট করা হয়। পরে নতুন বাড়িতে সুখে বাস করা হয়। এখন বাচ্চারা জানে ভগবানকে কোনো মানুষ মাত্রই জানে না। রাবণ রাজ্যে থাকার জন্য একেবারেই পাথরবুদ্ধি, তমোপ্রধান বুদ্ধি হয়েছে। বাবা এসে বোঝান, আমরা ভগবান তো বলে কিন্তু কেউ জানে না। ভগবানকে না জানলে কোনো কাজের নয়। দুঃখে হে প্রভু, হে ঈশ্বর বলে প্রার্থনা করে। কিন্তু খুব আশ্চর্য, একটি মানুষও অসীম জগতের রচয়িতা পিতাকে জানে না। তারা বলে দেয় ঈশ্বর সর্বব্যাপী, কল্পে মৎসে পরমাত্মার বাস। এইরূপ বলে পরমাত্মার নিন্দে করে। বাবাকে কত অপমান করে, তাই ভগবানুবাচ - যখন ভারতে আমার ও দেবী-দেবতাদের অপমান গ্লানি করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে তমোপ্রধান হয়, তখন আমি আসি। ড্রামা অনুযায়ী বাচ্চারা বলে এই পার্ট প্লে করতে তবুও আসতেই হবে। বাবা বলেন, এইরকম ড্রামা তৈরি হয়েছে। আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। ড্রামার এই বাঁধন থেকে আমারও মুক্তি হয় না। আমাকেও পতিতকে পবিত্র করতে আসতেই হয়। তা নাহলে নতুন দুনিয়া স্থাপন কে করবে? বাচ্চাদের রাবণ রাজ্যের দুঃখ থেকে মুক্ত করে নতুন দুনিয়ায় কে নিয়ে যাবে? যদিও এই দুনিয়ায় অনেক ধনী মানুষ আছে, তারা ভাবে আমরা তো স্বর্গে বসে আছি, ধন, মহল, বিমান সবই আছে কিন্তু হঠাৎ কেউ রুগী হয়ে যায়, বসে বসে মারা যায়, দুঃখ কষ্ট হয়। তাদের এই কথা জানা নেই যে সত্যযুগে কখনও অকালে মৃত্যু হয় না, দুঃখের কোনও কথা নেই। সেখানে আয়ুও বেশি থাকে। এখানে তো হঠাৎ মৃত্যু হয়। সত্যযুগে এমন কথা হয় না। সেখানে কি হয়? এই কথাও কেউ জানেনা তাই বাবা বলেন কত তুচ্ছ বুদ্ধি হয়েছে। আমি এসে এদের স্বচ্ছ বুদ্ধিতে পরিণত করি। রাবণ পাথরবুদ্ধি, তুচ্ছ বুদ্ধি করে। ভগবান স্বচ্ছ বুদ্ধি করছেন। বাবা তোমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করছেন। সব বাচ্চারা বলে সূর্য বংশী মহারাজা-মহারানী হতে এসেছি। মুখ্য লক্ষ্যটি সামনে আছে। নর থেকে নারায়ণ হতে হবে। এই হল সত্য নারায়ণের কাহিনী। তারপরে ভক্তিতে ব্রাহ্মণ ব্রতকথা পাঠ করে শোনাতে থাকে। সত্যি করে কেউ নর থেকে নারায়ণ হয় না। তোমরা তো যথায় যথায় নর থেকে নারায়ণ হতে এসেছ। কেউ জিজ্ঞাসা করে আপনাদের এই সংস্কার উদ্দেশ্য কি? বলা, নর থেকে নারায়ণ হওয়া - এই হল আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই স্থানটি কোনও সংস্থা নয়। এই হল এক পরিবার। মাতা, পিতা ও সন্তানরা বসে আছে। ভক্তি মার্গে তো গায়ন ছিল তুমি মাতা-পিতা। হে মাতা-পিতা যখন আপনি আসেন তখন আমরা আপনার কাছে গহন সুখের অধিকার প্রাপ্ত করি, আমরা বিশ্বের মালিক হই। এখন তোমরা বিশ্বের মালিক হও তাইনা, তাও স্বর্গের মালিক। এবারে এমন পিতাকে দেখে খুশীর পারদ উর্ধ্বে থাকা উচিত। যাকে অর্ধকল্প অর্থাৎ ভক্তিমার্গে স্মরণ করা হয়েছে - হে ভগবান আসুন, আপনি এলে আমরা আপনার কাছে ঘন সুখ প্রাপ্ত করব। অসীম জগতের পিতা তো অসীমের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন, তাও ২১ জন্মের জন্য। বাবা বলেন - আমি তোমাদের দৈব সম্প্রদায়ে পরিণত করি, রাবণ তোমাদের অসুরী সম্প্রদায় করেছে। আমি আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি। সেখানে পবিত্রতার জন্য আয়ুও বেশি থাকে। এখানে হল ভোগী, হঠাৎ মৃত্যু হয়। সেখানে যোগের দ্বারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আয়ুও থাকে ১৫০ বছর। নিজ নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেহ ছেড়ে অন্য দেহে প্রবেশ করে। তো এই নলেজ বাবা বসে প্রদান করেন। ভক্তগণ ভগবানের খোঁজ করে, ভাবে শাস্ত্র পাঠ করা, তীর্থ ইত্যাদি করা - এইসব ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথ। বাবা বলেন এইগুলি পথ নয়। পথ তো আমি বলে দেব। তোমরা তো বলতে - হে অন্ধের লার্লি প্রভু আসুন, আমাদের শান্তিধাম-সুখধাম নিয়ে চলুন। অর্থাৎ বাবা সুখধামের পথ বলে দেন। বাবা কখনও দুঃখ দেন না। সে তো বাবার নামে মিথ্যা অভিযোগ এনে দেয়। কেউ

মারা গেলে ভগবানকে গালাগালি দেয়। বাবা বলেন আমি তো কারো মৃত্যুর কারণ নই বা দুঃখ কষ্ট দিই না। এই হল প্রত্যেকের নিজস্ব পার্ট। আমি যে রাজ্য স্থাপন করি, সেখানে অকালে মৃত্যু, দুঃখ ইত্যাদি কখনও হয়ই না। আমি তোমাদের সুখধামে নিয়ে যাই। বাচ্চাদের শিহরণ অনুভব হওয়া উচিত। ওহো, বাবা আমাদের পুরুষোত্তম বানাচ্ছেন। মানুষ তো এই কথা জানে না যে সপ্তমযুগকে পুরুষোত্তম বলা হয়। ভক্তি মার্গে ভক্তগণ বসে পুরুষোত্তম মাস ইত্যাদি বানিয়েছে। বাস্তবে হল পুরুষোত্তম যুগ, যখন বাবা এসে উঁচু থেকে উঁচু স্বরূপে পরিণত করেন। এখন তোমরা পুরুষোত্তম হচ্ছে। সবচেয়ে উঁচু থেকে উঁচু পুরুষোত্তম স্বরূপ হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। মানুষ তো কিছুই বোঝে না। উত্তরণ কলায় একমাত্র বাবা নিয়ে যেতে পারেন। সিঁড়ির চিত্র দ্বারা কাউকে বোঝানো খুব সহজ। বাবা বলেন এখন খেলা টি পূর্ণ হয়েছে, ঘরে ফিরে চলো। এখন এই পুরানো ছিঃ ছিঃ বস্ত্র আবরণ ত্যাগ করতে হবে। তোমরা প্রথমে নতুন দুনিয়ায় সতোপ্রধান ছিলে তারপরে ৮৪ জন্ম ভোগ করে তমোপ্রধান শূদ্র হয়েছ। এখন আবার শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছ। এখন বাবা ভক্তির ফল দিতে এসেছেন। বাবা সত্যযুগে ফল দিয়েছিলেন। বাবা হলেন সুখ দাতা। পতিত-পাবন পিতা আসেন তখন সম্পূর্ণ দুনিয়ার মানুষ মাত্রে নয় বরং প্রকৃতিকেও সতোপ্রধান করেন। এখন তো প্রকৃতিও হল তমোপ্রধান। আনাজপত্র পাওয়া যায় না, তারা ভাবে আমরা এই এই কাজ করছি। আগামী বছর অনেক ফলন হবে। কিন্তু কিছু হয় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি আটকানো সম্ভব ! দুর্ভিক্ষ হবে, ভূমিকম্প হবে, অসুখ বিসুখ হবে। রক্তের নদী বইবে। এই তো সেই মহাভারতের যুদ্ধ। এখন বাবা বলেন তোমরা নিজের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়ে নাও। বাচ্চারা, আমি তোমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে এসেছি। মায়া রাবণ অভিষাপ দেয়, নরকের উত্তরাধিকার প্রদান করে। এও তো পূর্ব নির্দিষ্ট খেলা। বাবা বলেন ড্রামা অনুযায়ী আমিও শিবালয় স্থাপন করি। এই ভারত শিবালয় ছিল, এখন হয়েছে বেশ্যালয়। বিষয় সাগরে ডুব দিতে থাকে।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা আমাদের শিবালয়ে নিয়ে যান তাই খুশী তো থাকা উচিত তাইনা। আমাদের অসীম জগতের ভগবান পড়াচ্ছেন। বাবা বলেন আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক করি। ভারতবাসী নিজের ধর্ম কে জানেনা। আমাদের বংশ তো বিশাল যার থেকে অনেক বংশ বিস্তার করে। আদি সনাতন কোন ধর্ম, কোন বংশ ছিল - এই কথা বোঝে না। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের বংশ, তারপরে দ্বিতীয় নম্বরে চন্দ্রবংশীদের বংশ, তারপরে ইসলামী ধর্মের বংশ। সম্পূর্ণ বৃষ্ণের রহস্য অন্য কেউ বোঝাতে পারে না। এখন তো দেখো অনেক বংশ আছে। শাখা-প্রশাখা কত আছে। এ হল ভ্যারাইটি ধর্মের বৃষ্ণ, এই সব কথা বাবা এসে বোধগম্য করান। এইটি হল পড়াশোনা, এই পড়া তো রোজ পড়া উচিত। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের রাজার রাজা করি। পতিত রাজা তো বিনাশী ধন দান করলেও হওয়া যায়। আমি তোমাদের এমন পবিত্র করি যে তোমরা ২১ জন্মের জন্য বিশ্বের মালিক হও। সেখানে কখনও অকালে মৃত্যু হয় না। নিজের সময়ে শরীর ত্যাগ করে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের ড্রামার রহস্য বুঝিয়েছেন। বাইসকোপ, ড্রামা ইত্যাদি যা আছে সেসব বোঝানোও হয় সহজ। আজকাল ড্রামা ইত্যাদি তো অনেক তৈরি হয়। মানুষের শখ অনেক। ও সব হল জাগতিক লোকের, আর এ হল অসীম জগতের। এই সময় মায়ার আড়ম্বর অনেক। মানুষ ভাবে - এখন তো স্বর্গ তৈরি। এর আগে এত বড় বড় বিল্ডিং ইত্যাদি ছিল নাকি। এখন তো কত অপোজিশন আছে। ভগবান স্বর্গ রচনা করেন তো মায়াও নিজের স্বর্গ প্রদর্শন করে। এইসব হল মায়ার আড়ম্বর। এর পতন হবেই খুব শক্তিশালী মায়া। তোমাদের সেসব থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হবে। বাবা হলেন গরিব নিবাজ অর্থাৎ দীনের নাথ। এই সময় ধনীদেবের জন্য স্বর্গ, গরিব রা নরকে আছে। অতএব এখন নরকবাসীদের স্বর্গবাসী করতে হবে। গরিব মানুষ অবিনাশী উত্তরাধিকার নেবে, ধনী মানুষ তো ভাবে আমরা স্বর্গে বসে আছি। স্বর্গ-নরক তো সব এখানেই। এইসব কথা গুলি এখন তোমরা বুঝেছ। ভারত কাঙাল হয়েছে। ভারত-ই বিশাল ধনী ছিল। একটি মাত্র আদি সনাতন ধর্ম ছিল। এখনও কত পুরানো জিনিস বের করতে থাকে। বলে এত বছর পুরানো জিনিস। হাড় ইত্যাদি বের করে, বলে লক্ষ বছরের। এবারে লক্ষ বছরের হাড় কোথা থেকে বেরোতে পারে। সেসবের দামও অনেক রাখে।

বাবা বোঝান, আমি এসে সবার সদগতি করি, ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করে আসি। এই ব্রহ্মা হলেন সাকারী, ইনিই সূক্ষ্মবতনবাসী ফরিস্তা হন। উনি হলেন অব্যক্ত, ইনি হলেন ব্যক্ত। বাবা বলেন আমি অনেক জন্মের শেষ জন্মে আসি, যিনি একনম্বর পবিত্র তিনি নম্বরওয়ান পতিত হন। আমি এনার (ব্রহ্মার) মধ্যে আসি কারণ ব্রহ্মাকেই নম্বরওয়ান পবিত্র হতে হবে। ইনি নিজেকে বলেন না আমি ভগবান, আমি অমুক। বাবাও বোঝেন আমি এই দেহে প্রবেশ করে ব্রহ্মা দ্বারা সবাইকে সতোপ্রধান করি। এখন বাবা বাচ্চাদের বোঝান তোমরা অশরীরী এসেছিলে তারপরে ৮৪ জন্ম নিয়ে পার্ট প্লে করেছে, এখন ফিরে যেতে হবে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, দেহ-অভিমান ত্যাগ করো। শুধুমাত্র স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে অন্য কোনও কষ্ট নেই। যে পবিত্র হবে, নলেজ শুনবে সে-ই বিশ্বের মালিক হবে। বিরাট এই স্কুল। যিনি পড়াচ্ছেন তিনি পিতা, তিনি নিরহংকারী হয়ে পতিত দুনিয়ায়, পতিত দেহে আসেন। ভক্তি মার্গে তোমরা তাঁরই জন্য কত ভালো সোনার

মন্দির তৈরি কর। এইসময় তোমাদের স্বর্গের মালিক করি তাই পতিত দেহে এসে বসি। তারপরে ভক্তি মার্গে তোমরা আমাকে সোমনাথ মন্দিরে বসাও। সোনা ও হীরের মন্দির বানাও। কারণ তোমরা জানো আমাদের স্বর্গের মালিক করেন তাই তোমরা আপ্যায়ন কর। এই সব রহস্য বুঝিয়েছেন। ভক্তি প্রথমে অব্যভিচারী পরে ব্যভিচারী হয়। আজকাল দেখো মানুষেরও পূজা করা হয়। গঙ্গা নদীর তীরে দেখো শিবোহম বলে বসে যায়। মাতা-রা গিয়ে দুধ ইত্যাদি অর্ঘ্য দেয়, পূজা করে। ব্রহ্মাবাবা নিজে এইসব করেছেন, নম্বরওয়ান পূজারী ছিলেন তাইনা। আশ্চর্য তাইনা। বাবা বলেন এই দুনিয়াটা হল ওয়ান্ডারফুল। কীভাবে স্বর্গে পরিণত হয়, কীভাবে নরকে পরিণত হয় - সেসব রহস্য বাচ্চাদেরকে বোঝাতে থাকেন। এই জ্ঞান তো শাস্ত্রে নেই। ওই সব হল ফিলোসফির শাস্ত্র। এ হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান (স্পিরিচুয়াল নলেজ) যা আত্মাদের পিতা (কহানী ফাদার) ব্যতীত অথবা তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া কেউ দিতে পারে না। আর তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া অন্য কেউ এই কহানী নলেজ প্রাপ্ত করতে পারে না। যতক্ষণ ব্রাহ্মণ না হবে তো দেবতাও হতে পারবে না। বাচ্চারা, তোমাদের অনেক খুশীতে থাকা উচিত, ভগবান আমাদের পড়ান, শ্রীকৃষ্ণ নয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মায়ার বিশাল আড়ম্বর, সেসব থেকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। সর্বদা এই খুশীতে থাকো যে আমরা পুরুষোত্তম হচ্ছি, ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন।

২) বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য নিতে শুধুমাত্র পবিত্র হতে হবে। বাবা যেমন নিরহংকারী হয়ে পতিত দুনিয়া, পতিত দেহে আসেন, তেমনই বাবার মতন নিরহংকারী হয়ে সেবা করতে হবে।

বরদান:- সকল সীমিত কামনা গুলির উপরে বিজয় প্রাপ্তকারী কামজিত জগৎজিত ভব*
ব্যাখা: কাম বিকারের অংশ হল দেহের সর্ব কামনা। কামনা এক হল বস্তুর, দ্বিতীয় হল ব্যক্তি দ্বারা সীমিত প্রাপ্তির, তৃতীয় হল সম্বন্ধ ধরে রাখতে, চতুর্থ হল সেবা ভাবনায় সীমিত কামনার ভাব। কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকা, বলে থাকে - ঠিক ইচ্ছা নয়, কেবল ভালো লাগে। এও হল কাম বিকারের অংশ বিশেষ। যখন এই সূক্ষ্ম অংশটুকুও সমাপ্ত হবে, তখন বলা হবে কাম জিত জগৎজিত।

স্লোগান:- হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা দিলারাম বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার অধিকারী হও।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোমওয়ার্ক

যে কোনও কর্ম করতে সর্বদা এই স্মৃতি যেন থাকে যে প্রতি টি কর্মে বাপদাদা আমার সঙ্গেও আছেন এবং আমাদের এই অলৌকিক জীবনের হাত টি তাঁরই হাতে আছে অর্থাৎ জীবনটি তাঁর কাছে সমর্পিত। তখন সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর। সর্ব ভার বাবাকে দিয়ে নিজেকে হালকা করে দাও তাহলে কর্ম যোগী ফরিস্তা হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- স্মরণের চার্ট রাখো, যত স্মরণে থাকার অভ্যাস গড়ে উঠবে ততই পাপ বিনষ্ট হবে, কর্মাতীত অবস্থা সমীপে (নিকটে, কাছে) আসতে থাকবে"*

প্রশ্ন:- -- চার্ট ঠিক আছে কি নেই, এটা কোন্ চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

উত্তর:- -- ১) ব্যক্তিত্ব, ২) চলন, ৩) সার্ভিস, ৪) খুশি । বাপদাদা এই চারটি বিষয় দেখে বলেন এই চার্ট ঠিক আছে কি নেই ? যে বাচ্চারা মিউজিয়াম বা প্রদর্শনীতে সার্ভিস করে থাকে, যাদের চালচলনে সত্যতা আছে, অপার খুশিতে থাকে, তাদের চার্ট অবশ্যই ঠিক হবে ।

গীত:- চেহারা দেখ রে প্রাণী মনের দর্পণে

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে , এর অর্থও জানা উচিত যে কতখানি পাপ আরও রয়েছে গেছে, কতটা পুণ্য সঞ্চিত হয়েছে অর্থাৎ আত্মাকে সতোপ্রধান হতে আরও কত সময় লাগবে ? এখন কতটা পবিত্র হয়েছে — এটা তো বুঝতে পার তাইনা ? চার্টে কেউ লেখে আমি দুই-তিন ঘন্টা স্মরণে থাকি, কেউ লেখে এক ঘন্টা । স্মরণের জন্য এই সময় কম । কম স্মরণ করলে অল্প পাপ কাটবে । এখনও তো অনেক পাপ আছে যা কাটেনি । আত্মাকেই প্রাণী বলা হয় । এখন বাবা বলেন — হে আত্মা, নিজেকে জিজ্ঞাসা করো হিসেবের পাপ কতটুকু কেটেছে ? চার্টেই জানা যায় — আমি কতটা পুণ্য আত্মা হতে পেরেছি । বাবা বুঝিয়েছেন, কর্মাতীত অবস্থা অন্তিমে গিয়ে হবে । স্মরণ করতে করতে অভ্যাস গড়ে উঠবে আর পাপ দ্রুত বিনাশ হতে থাকবে । নিজেকে যাচাই করে দেখতে হবে আমি বাবার স্মরণে কতখানি থাকি ? এখানে বাড়িয়ে বলার কোনো প্রশ্ন নেই । নিজেকেই যাচাই করতে হবে । বাবাকে চার্ট লিখে দিলে বাবা চট করে বলে দেবেন এই চার্ট ঠিক আছে কি নেই । ব্যক্তিত্ব, আচার আচরণ, সার্ভিস আর খুশি দেখে বাবা চট করে বুঝে যান এর চার্ট কেমন । প্রতিটি মুহূর্ত স্মরণ কাদের থাকবে ? যারা মিউজিয়াম বা প্রদর্শনীর সার্ভিসে থাকবে, কারণ মিউজিয়ামে সারাদিন মানুষের আসা যাওয়া থাকে । দিল্লিতে প্রচুর মানুষ আসে । প্রতিটি মুহূর্তে বাবার পরিচয় দিতে হয় । মনে করো কাউকে তুমি বলছ বিনাশের জন্য অল্প সময় বাকি আছে । ওরা বলবে এটা কি করে হতে পারে ? চট করে বলা উচিত, এ কথা আমার নয়, ভগবানুবাচ, তাইনা । ভগবানুবাচ তো অবশ্যই সত্য হবে, তাই না ! সেইজন্যই বাবা প্রতিটি মুহূর্তে বলেন যে এটা শিববাবার শ্রীমত । আমি বলছি না, শ্রীমত ওঁনার । তিনিই হলেন সত্য । প্রথমে অবশ্যই বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত সেইজন্য বাবা বলেছেন প্রতিটি চিত্রে লিখে দাও — শিব ভগবানুবাচ । তিনি তো সত্যই বলবেন, আমরা তো কিছুই জানিনা । বাবা বলেছেন তাই আমরা বলছি । কখনও কখনও সংবাদপত্রেও প্রচারিত হয় — অমুকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে বিনাশ খুব শীঘ্রই হবে ।

এখন তোমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান । প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারীরা তো অসীম জগতের, তাইনা । তোমরা বলবে আমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান । উনিই পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর । প্রথমে এই বিষয়ই দূততার সাথে বুঝিয়ে তারপর এগোনো উচিত । শিববাবা বলেছেন যাদব, কৌরবদের বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি হয় । শিববাবার নাম নিলে বাচ্চাদেরও কল্যাণ হবে, শিববাবাকেই স্মরণ করতে থাকবে । বাবা তোমাদের যা বুঝিয়েছেন, তোমরা সেটা অন্যদের বোঝাও । সার্ভিস প্রদানকারীদের চার্ট এতে খুব ভালো থাকে । সারাদিনে ৮ ঘন্টা সার্ভিসে ব্যস্ত থাকে । মাঝে ১ ঘন্টা বিশ্রাম নেয় । তারপর আবার ৭ ঘন্টা সার্ভিসে থাকে । সুতরাং বোঝানো উচিত তাদের বিকর্ম কত বিনাশ হয়ে যাচ্ছে । প্রতিটি মুহূর্তে যারা অনেককে বাবার পরিচয় দিয়ে চলেছে এমন সেবাস্বার্থী বাচ্চারা বাবারও খুব প্রিয় হয়ে উঠবে । বাবা দেখেন এ তো অনেকের কল্যাণ করছে, রাত-দিন এটাই ভাবনা চলে — আমাদের অনেকের কল্যাণ করতে হবে । বাচ্চাদের এমনটাই থাকা উচিত । টিচার হয়ে অনেককে পথ দেখাতে হবে । প্রথমে এই নলেজ সম্পূর্ণরূপে ধারণ করতে হবে । কারো কল্যাণ না করলে বোঝা যায় যে এর ভাগ্যে নেই । বাচ্চারা বলে — বাবা, আমাদের চাকরি করা থেকে মুক্তি দাও, আমরা এই সেবায় নিযুক্ত হতে চাই । বাবাও দেখেন প্রকৃতপক্ষেই এই আত্মা সার্ভিসের উপযুক্ত এবং বন্ধনমুক্ত, তখনই বলেন ৫০০—১০০ টাকা উপার্জনের পরিবর্তে এই সেবা দ্বারা অনেকের কল্যাণ কর । যদি বন্ধনমুক্ত হও তবেই । বাবা সার্ভিসেবল দেখলে তবেই অনুমতি দেবেন । সার্ভিসেবল বাচ্চাদের এখানে ওখানে ডেকে পাঠানো হয় । স্কুলে স্টুডেন্টস পড়াশোনা করে না ! এটাও হল ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন কোনও সাধারণ বিষয় নয় । সত্য অর্থাৎ সত্য বলেন যিনি । আমি শ্রীমত অনুসারে তোমাদের বোঝাই । ঈশ্বরের মত তোমরা এখনই পেয়ে থাকো ।

বাবা বলেন, তোমাদের ফিরে যেতে হবে। এখন অসীম সুখের উত্তরাধিকার গ্রহণ করো, কল্পে-কল্পে তোমরা উত্তরাধিকার পেয়ে আসছো, কেননা স্বর্গের স্থাপনা তো কল্পে-কল্পে হয়, তাইনা। কেউ জানেনা এই সৃষ্টি চক্র ৫ হাজার বছরের। মানুষ তো রয়েছে ঘোর অন্ধকারে, তোমরা এখন আলোর রোশনাইতে। স্বর্গ স্থাপনা তো বাবাই করবেন। গায়ন আছে খড়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে তথাপি মানুষ অজ্ঞানতার ঘূমে ঘুমিয়ে থাকে। বাচ্চারা তোমরা জানো অসীম জগতের পিতা জ্ঞানের সাগর। উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবার কর্তব্যও উচ্চ। এমন নয়, ঈশ্বর সমর্থ, তাই যা চান তাই করতে পারেন। তা নয়, এই ড্রামা অনাদি। সবকিছুই ড্রামানুসারে চলে। লড়াই ইত্যাদিতে কত মানুষ মারা যায়। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত, এতে ভগবান কি করতে পারেন। ভূমিকম্পের সময় মাথা ঠোকে আর বলে — হে ভগবান, কিন্তু ভগবান কি করতে পারেন। ভগবানকে তো তোমরাই আহ্বান করে বলেছ — এসে বিনাশ কর। পতিত দুনিয়াতে ডেকেছ, স্থাপনা করে সবকিছু বিনাশ কর। আমি কিছুই করিনা, ড্রামায় এটাই নির্ধারিত। কোনো কারণ ছাড়াই রক্তপাত ঘটবে। এখানে বাঁচানোর কোনও প্রশ্নই নেই। তোমরা বলেছ — পবিত্র দুনিয়া বানাও, নিশ্চয়ই পতিত আত্মারাই যাবে, তাইনা। কেউ তো আছে কিছুই বোঝেনা। শ্রীমতের অর্থও বোঝেনা, ভগবান কে, কাকে বলে কিছুই বোঝেনা। কিছু বাচ্চা আছে যারা পড়াশোনা করে না তাদের বাবা মা বলে থাকে তুমি তো পাথর বুদ্ধি হয়ে গেছ, সত্য যুগে এমনটা বলা হয় না। কলিযুগ হলো পাথর বুদ্ধি (জড় বুদ্ধি সম)। পারস বুদ্ধির এখানে কেউ হতে পারে না। আজকাল দেখো মানুষ কত কি করছে, একটা হাট বের করে অন্যটা প্রতিস্থাপন করছে। আচ্ছা, এত পরিশ্রম কিন্তু কি লাভ এতে? এমনটা করে আরও কিছুদিন জীবিত থাকবে। সাফল্যের জন্য অনেক কিছু শিখে আসে, লাভ তো কিছুই নেই। ভগবানকে স্মরণ এইজন্যই করে যে, এসে আমাদের পবিত্র দুনিয়ার মালিক করে তোলো। পতিত দুনিয়াতে অনেক দুঃখ ভোগ করছি। সত্যযুগে কোনও অসুখ, দুঃখের লেশমাত্র নেই। এখন বাবার কাছ থেকে তোমরা কত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে চলেছ। এখানেও মানুষ পড়াশোনা করে উচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্ত করে বড় খুশিতে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা জানো এই আত্মা আরও অল্প কিছুদিন বেঁচে থাকবে, পাপের বোঝা তো অনেক সঞ্চিত হয়ে আছে। অনেক সাজা পেতে হবে। নিজেকে পতিত তো বলে, অথচ বিকারে যাওয়া পাপ বলে মনে করেনা। পাপ আত্মা হয়ে যায়। বলা হয় গৃহস্থ আশ্রম, সূতরাং অনাদি চলে আসছে। সত্যযুগে — ত্রেতাতে পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিল। পাপ আত্মা ছিলনা। এখানে পাপ আত্মা, সেইজন্যই তারা দুঃখী। এখানে অল্পকালের সুখ। অসুখ হলেই মারা যায়। মৃত্যু যেন মুখ খুলে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাত করেই হাট ফেল হয়ে যায়। এখানে কাকবিষ্ঠা সম সুখ। ওখানে তোমাদের অতীত সুখ। তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠো। কোনওরকম দুঃখ ভোগ করতে হবে না। না গরম, না ঠান্ডা, সবসময়ই রঙিন, বসন্ত বিরাজ করবে। তন্ত্রও নিয়মানুযায়ী থাকে। স্বর্গ তো স্বর্গই। দিন রাতের পার্থক্য। তোমরা স্বর্গের স্থাপনা করার জন্যই বাবাকে আহ্বান করে থাকো, বলো তুমি এসে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করো, আমাদের পবিত্র করে তোলো। প্রতিটি চিত্রে শিব ভগবানুবাচ লেখো, এর দ্বারা প্রতিটি মুহূর্তে শিববাবা স্মরণে আসবে।

জ্ঞানও দিতে থাকবে। মিউজিয়াম বা প্রদর্শনীর সার্ভিসে জ্ঞান আর যোগ দুটোই একত্রে হয়। স্মরণে থাকলে নেশাও বৃদ্ধি পাবে (ঈশ্বরীয় নেশা)। তোমরা পবিত্র হয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র করে তোলো। তোমরা যখন পবিত্র হও সৃষ্টিও নিশ্চয়ই পবিত্র হওয়া উচিত। অন্তিমে বিনাশের কারণে সবার হিসেব-নিকেশ মিটে যাবে। তোমাদের জন্যই আমাকে নতুন সৃষ্টির উদ্ঘাটন করতে হয়। তারপর শাখা খুলতেই থাকে (সেন্টার)। পবিত্র করার জন্য সত্যযুগের নতুন দুনিয়ার ফাউন্ডেশন বাবা ছাড়া আর কেউ করতেই পারবেনা। সূতরাং এমন বাবাকে স্মরণ করা উচিত। তোমরা মিউজিয়াম ইত্যাদির উদ্ঘাটন কোনও বিখ্যাত মানুষ দিয়ে করালে সাড়া পাওয়া যাবে। মানুষ বুঝবে এরাও এখানে আসেন। কেউ বলে তুমি লিখে দাও আমি বক্তব্য রাখব। এটা করা ভুল। ভালোভাবে বুঝে মুখেই বোঝাতে হবে। কেউ তো লেখা পড়ে হুবহু শোনায়। বাচ্চারা, তোমাদের তো মুখেই বোঝাতে হবে। তোমাদের আত্মায় সমস্ত নলেজ আছে তাইনা। তোমরা অন্যদেরও দিয়ে থাক। প্রজা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে না! সমস্ত ঝাড় জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। যারা নিজ ধর্মের হবে তারা বেড়িয়ে আসবে। নম্বরানুসার তো আছে না! সবাই একরস স্থিতিতে পড়াশোনা করতে পারে না। কেউ ১০০ তে এক নম্বরও পেতে পারে। অল্প শুনেছে, এক নম্বর পেলেও স্বর্গে চলে যাবে। এ হলো অনন্ত জগতের পড়াশোনা, যা অসীমের পিতা এসে পড়ান। সর্বপ্রথম সবাইকে মুক্তিধামে নিজের ঘরে যেতে হবে তারপর নম্বরানুসারে আসবে। কেউ কেউ তো ত্রেতার শেষেও আসবে। এটাই বোঝার বিষয়। বাবা জানেন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, সবাই একরস হবেনা। রাজত্বে সবরকম ভ্যারাইটি প্রয়োজন। প্রজাদের বহিরাগত বলা হয়। বাবা বুঝিয়েছেন ওখানে উজীর ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। ওরা শ্রীমত অনুসারে চলে প্রজা হয়েছে। কারও পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তারপর যখন পতিত হয় তখন একজন উজীর, এক রাজা-রাণী হয়। এখন তো কত উজীর। পঞ্চায়েত রাজ্য না! একজনের মতের সাথে অন্যজনের মত মেলেনা। যখন কারো সাথে বন্ধুত্ব হয় তাকে কিছু বল সে কাজটা করে দেবে। দ্বিতীয় কেউ এলো সে কিছুই বুঝল না, না বোঝার কারণে কাজটাই বিগড়ে যায়। একের বুদ্ধি অন্যের সাথে মেলে না। ওখানে

তোমাদের সর্বকামনা পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে তোমরা কত দুঃখ ভোগ করেছ এর নামই হলো দুঃখধাম। ভক্তি মার্গে কত ধাক্কা খায়, এটাও ড্রামা। যখন সবাই দুঃখী হয়ে পড়ে তখনই বাবা এসে সুখের উত্তরাধিকারী করে তোলেন। বাবা তোমাদের বুদ্ধিকে খুলে দিয়েছেন। মানুষ তো বলে বিত্তবানদের জন্য স্বর্গ, গরিবদের জন্য নরক। তোমরা প্রকৃত অর্থে জানো — স্বর্গ কাকে বলে। সত্যযুগে কেউ করুণারসাগর বলে আহ্বান করবে না। এখানে ডেকে বলে — দয়া করো, মুক্ত করো। বাবা-ই সবাইকে শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে যান। অস্তানকালে তোমরাও কিছু জানতে না। যিনি নম্বর ওয়ান তমোপ্রধান তিনিই নম্বর ওয়ান সতোপ্রধান হন। তিনি নিজের মহিমা করেন না। মহিমা তো একজনেরই লক্ষ্মী-নারায়ণকে বানান যিনি। তিনি উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান। তিনিই উচ্চ করে তোলেন। বাবা জানেন, সবাই উচ্চ হবে না। তারপরও পুরুষার্থ করতে হয় (উচ্চ হওয়ার জন্য)। তোমরা এখানে আস নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য। বাচ্চারা বলে — বাবা, আমরা তো স্বর্গের বাদশাহী নেব। আমরা সত্যনারায়ণের সত্য কথা শুনতে এখানে এসেছি। বাবা বলেন আচ্ছা, তোমাদের মুখে গোলাপ, পুরুষার্থ কর। সবাই তো লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে না। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। রাজ পরিবারের পাশাপাশি প্রজা পরিবারেরও অনেক প্রয়োজন। বাচ্চারা আশ্চর্য হয়ে শোনে, অন্যদেরও বলে তারপর ছেড়ে চলে যায় তারপর ফিরেও আসে। যে বাচ্চা নিজের কিছু না কিছু উন্নতি করে সে উপরে উঠতে থাকে। গরিবই নিজেকে সমর্পণ করে। দেহ সহ আর কেউ যেন স্মরণে না আসে। লক্ষ্য অনেক উচ্চ। যদি কারো সাথে সম্বন্ধ জুড়ে থাকে তাকেই স্মরণ করবে। বাবাকে স্মরণ কি করে হবে? সারাদিন অসীম জগতের প্রতি বুদ্ধিকে জুড়ে রাখতে হবে। কত পুরুষার্থ করতে হয়। বাবা বলেন আমার বাচ্চাদের মধ্যেও উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ আছে (পুরুষার্থ অনুযায়ী)। অন্য কেউ আসলেও জানেন যে এ পতিত দুনিয়ার। তারপর যশ্বে সার্ভিস করলে তাকেও রিগার্ড দিতে হয়। বাবা তো যুক্তিবাদী না! অন্যথায় নীরবতার মিনার, সর্বাধিক পবিত্র মিনার, যেখানে হোলিয়েস্ট অফ হোলি বাবা বসে সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র করে তোলেন। এখানে কোনও পতিত আসতে পারে না। কিন্তু বাবা বলেন আমি এসেছি সব পতিতদের পবিত্র করে তুলতে। এই খেলায় আমারও ভূমিকা আছে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) নিজের চার্ট দেখে বিচার করতে হবে যে কতটা পুণ্য সঞ্চয় করেছি? আত্মা কতটা সতোপ্রধান হয়েছে? স্মরণে থেকে সব হিসেব-নিকেশ মেটাতে হবে।

২) স্কলারশিপ নেওয়ার জন্য সার্ভিসেবল হয়ে অনেকের কল্যাণ করতে হবে। বাবার প্রিয় হতে হবে। টিচার হয়ে অনেককে রাস্তা বলে দিতে হবে।

বরদান:- মধুরতার বরদান দ্বারা সর্বদা অগ্রসর হতে সমর্থ শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব*
মধুরতা এমনই এক বিশেষ গুণ, যা কোনো তিক্ত ধরণীকেও মিষ্টি করে তোলে। কাউকে যদি কয়েক মিনিটের জন্য মিষ্টি দৃষ্টি দাও, মিষ্টি ভাবে কথা বলো এতে কোনো কোনো আত্মাকে ভরপুরতার অনুভব করতে পারবে। কয়েক মুহূর্তের মিষ্টি দৃষ্টি আর বাক্যালাপ ঐ আত্মার সৃষ্টি পরিবর্তন করে দেবে। তোমাদের দুটো মধুর কথা সবসময়ের জন্য তাদের পরিবর্তন করার নিমিত্ত হয়ে যাবে। সেইজন্য মধুরতার বরদান সবসময় সাথে রাখবে। সবসময় মিষ্টি থাকা আর সবাইকে মিষ্টি করে তোলা।

স্লোগান:- প্রতিটি পরিস্থিতিতে খুশি মনে গ্রহণ করে নিলে সকল রহস্য বোধগম্য করতে পারবে।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোমওয়ার্ক

তোমরা হলে আত্মিক (রুহানী) রয়্যাল আত্মা, সেইজন্য কখনও যেন ব্যর্থ বা সাধারণ কথা মুখ থেকে না বেরোয়। প্রতিটি বাক্য যেন যুক্তিযুক্ত হয়। ব্যর্থ ভাবের থেকে ভিন্ন (আলাদা) হতে সমর্থরাই অব্যক্ত স্থিতি অনুভব করতে সক্ষম হবে।

তিন-তিন বিশ্বের পাঠ

আজ বাপদাদা তাঁর সদাসাথী বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। বাচ্চারাই বাবার সদাসাথী, সহযোগী, কারণ তারা অতি স্নেহী। যেখানে স্নেহ থাকে, তোমরা তাঁরই সদা সহযোগী সাথী হও। বাচ্চারা স্নেহী হওয়ার কারণে বাবা বাচ্চাদের ছাড়া কোন কার্য করতে পারেন না। আর বাচ্চারা বাবাকে ছাড়া কোন কার্য করতে পারে না। সেইজন্য স্থাপনার আদি থেকে বাবা ব্রহ্মার সাথে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরও রচনা করেন। একলা ব্রহ্মাকে তিনি রচনা করেননি; ব্রহ্মার সাথে ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও জন্ম নিয়েছে। কেন? বাচ্চারা সহযোগী সাথী, সেইজন্য যখন বাবার জন্ম-জয়ন্তী উদযাপন করো, সেই সময় তোমরা কি বলো? শিব জয়ন্তী তথা ব্রহ্মা জয়ন্তী তথা ব্রাহ্মণদের জয়ন্তী। সুতরাং বাপদাদা এবং বাচ্চারা, একসাথে সকলেরই আদি রচনা হয়েছে আর আদি থেকেই বাবার সহযোগী সাথী হয়েছে। সেইজন্য বাবা নিজের সহযোগী সাথীদের সাথে মিলিত হচ্ছেন। সাথী অর্থাৎ যে প্রতি পদে, প্রতি সঙ্কল্পে, কথায় সাহচর্যের দায়িত্ব পরিপূর্ণ করে। ফলো করা অর্থাৎ সাহচর্যের দায়িত্ব পরিপূর্ণ করা। এইভাবে যারা প্রতি পদে সাথে থাকার দায়িত্ব পালন করে অর্থাৎ ফলো ফাদার করে তারা প্রকৃত সাথী, অবিনাশী সাথী। যারা প্রকৃত সাথী তাদের প্রত্যেক কদম স্বতঃই বাবার সমান চলতে থাকে। কোনরকম এদিক-ওদিক হয় না। প্রকৃত সাথীকে পরিশ্রম করতে হয় না, তারা এইভাবে পদক্ষেপ নিক বা ওইভাবে পদক্ষেপ নিক, বাবার কদমে কদম রেখে, নিজে থেকেই তোমরা অন্য কোথাও পদক্ষেপ করতে পার না। এমন প্রকৃত সাথী বাচ্চাদের মনে, বুদ্ধিতে, হৃদয়ে কি সমাহিত হয়ে আছে? আমি বাবার, বাবা আমার। তোমার বুদ্ধিতে তুমি অবগত আছ, বাবার বেহদ-ভান্ডারের যে উত্তরাধিকার, তা আমার। হৃদয়ে কেবলই হৃদয়েশ্বর (দিলারাম) আর হৃদয়, আর কিছু হতে পারে না। যেহেতু, বাবাই তোমাদের স্মরণে সমাহিত হয়ে আছেন, তখন, যেমন তোমাদের স্মৃতি তেমন স্থিতি এবং কর্ম তদনুসারে নিজে থেকেই হয়। যেমন ভক্তিমার্গেও বিশ্বস্ততা দেখানোর জন্য ভক্ত বলে, দেখ আমার হৃদয়ে কে আছেন! তোমরা সেইরকম বলো না, কিন্তু তোমাদের হৃদয়ের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকে স্বতঃই হৃদয়েশ্বরকে অনুভব করে অর্থাৎ দেখে। সুতরাং প্রকৃত সাথী প্রতিটা পদক্ষেপে বাবাসম মাস্টার সর্বশক্তিমান।

আজ বাপদাদা বাচ্চাদের অভিনন্দিত করতে এসেছেন। সহযোগী-সাথী বাচ্চারা সকলেই নিজ নিজ উদ্যম-উৎসাহের সাথে সেবার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকের মনে একই দৃঢ় সঙ্কল্প, বিজয় পতাকা উত্তোলন করতেই হবে। সমগ্র বিশ্বে এক রুহানী বাবার প্রত্যক্ষতার ধ্বজা উত্তোলন হবে, যে উঁচু পতাকার নিচে সারা বিশ্বের আত্মারা এই গীত গাইবে, একেশ্বর পিতা (বাবা) এসে গেছেন। যেমন এখন তোমরা পতাকা উত্তোলন কর তো সবাই পতাকার নিচে গীত গাও, আর তারপরে কি হয়? পতাকা উত্তোলিত হলে সবার ওপরে পুষ্পবৃষ্টি হয়। একইভাবে, সবার হৃদয়ে এই গীত নিজে থেকেই বের হবে, *সকলের বাবা এক। সকলের সদগতি দাতা এক বাবা।* এইরকম গীত গাইতেই তোমরা অবিনাশী সুখ শান্তির বর্ষণ, পুষ্প-বরিশণ সম অনুভব করবে। বাবা বলার সাথে সাথে তোমরা উত্তরাধিকারের অনুভব করো। সুতরাং সবার মনে এই একই উৎসাহ-উদ্দীপনা। সেইজন্য বাচ্চাদের সকলের হৃদয়ের প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে বাপদাদা বাচ্চাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তোমাদের বিদায়সম্ভাষণ তো করবেন না, তাই না! অভিনন্দন! সঙ্গমযুগের প্রতিটা মুহূর্ত অভিনন্দনের সময়। সুতরাং মনের নিষ্ঠা, সেবার প্রতি একনিষ্ঠ মনোভাবের জন্য বাপদাদা সব বাচ্চাকে অভিনন্দিত করছেন। তোমাদের সকলের সেবাতে সদা উল্লসিত করার প্রবল আগ্রহ আছে। এইরকম কেউ হবে না, সেবাতে যার অগ্রচালিত হওয়ার উৎসাহ নেই। যদি তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা না থাকত, তাহলে এখানে কীভাবে আসতে! এও তো উৎসাহেরই লক্ষণ, নয় কি! তোমাদের উদ্যম আছে, উৎসাহ আছে আর সদা থাকবে। উৎসাহ-উদ্দীপনায় অগ্রচালিত হওয়ার সাথে সাথে তোমরা সবাই সেবাতে সদা নির্বিল্ল থাক? উৎসাহ-উদ্দীপনা তো খুব ভালো, কিন্তু নির্বিল্ল সেবা আর বিল্লকে পরাস্ত করতে করতে সেবা, এই দুইয়ের মধ্যে তারতম্য আছে। নির্বিল্ল অর্থাৎ তোমরা না কারও জন্য বিল্লরূপ হও আর না কোনরকম বিল্ল স্বরূপে তোমরা ঘাবড়ে যাও। এই বিশেষত্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অনুভব কর? নাকি বিল্ল আসে? এক তো বিল্ল পাঠ পড়াতে আসে, দ্বিতীয় হলো, বিল্ল তোমাদের সঞ্চালিত করতে আসে। যদি পাঠ পড়ে দৃঢ়চেতা হয়ে যাও, তবে সেই বিল্ল একনিষ্ঠায় পরিবর্তন হয়ে যায়। যদি বিল্ল ভীত হয়ে যাও, তবে রেজিস্টারে দাগ পড়ে যায়, সুতরাং ফারাক তো হলো, তাই না!

ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ মায়াকে চ্যালেঞ্জ করা, 'বিল্ল তুমি যতই আসো, আমি বিজয়ী। তুমি কিছু করতে পারবে না।' প্রথমে

মায়ার ফ্রেন্ডস ছিলে, এখন তোমরা চ্যালেঞ্জ করে বলো, আমরা মায়াজিত হব। তোমরা তো চ্যালেঞ্জ কর, তাই না ! নয়তো, কার ওপর তোমরা মায়া- বিজয়ী হবে ? নিজেদের ওপর ? যখন তোমরা বিজয়ী রত্ন হও, তখন মায়ার ওপরেই তো বিজয় প্রাপ্ত কর, তাই না ? বিজয় মালাতে গ্রথিত হও, পূজিত হও। সুতরাং মায়াজিত হওয়া অর্থাৎ বিজয়ী হওয়া। ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ মায়াকে চ্যালেঞ্জ করা। যেমনই হোক, যারা মায়াকে চ্যালেঞ্জ করে তারা খেলা হিসেবে গ্রাহ্য করে, সেইজন্য সে আসে আর চলে যায়। দূর থেকে জেনে, তাকে দূর থেকেই বিতাড়ন কর। টাইম নষ্ট কর না। সেবায় তোমরা সবাই খুব ভালো। সেবার সাথে সাথে বিঘ্ন-রহিত সেবার রেকর্ড হতে দাও। যেমন আদি থেকে পবিত্রতার রেকর্ড বজায় রাখ। এমন কে আছে যে আদি থেকে এখন পর্যন্ত অপবিত্র হয়নি ? তাহলে, এই বিশেষত্ব তোমরা দেখ, নয় কি ? এই এক পবিত্রতার বিষয়ে কেউ শুধু পাস উইথ অনার এমন হবে না তো, সেইজন্য তোমরা দেখতে পার সেবায়, স্ব-স্থিতিতে, সম্পর্ক-সম্বন্ধে, স্মরণে, সেবার মধ্যে কে কে এখনো পর্যন্ত অনড় আছে, চাঞ্চল্য বোধ হয়নি, বিঘ্ন দ্বারা বশীভূত হয়নি ! তোমাদের বলা হয়েছিল, না তোমরা বিঘ্নবশ হবে, না তোমরা নিজেরা কারও সামনে বিঘ্নরূপ হবে। এরও মার্কস সঞ্চয় হয়। এক পিওরিটি, আরেক অব্যাভিচারী স্মরণ। স্মরণের মধ্যে যেন সামান্যতম কোনও বিঘ্ন না হয়। এই নিয়মে সেবায় সদা নিজেকে বিঘ্নমুক্ত রাখ এবং তোমার গুণের সাথে সদা সন্তুষ্ট থাক আর অন্যদের সন্তুষ্টি বিধান কর। *সন্তুষ্টিতার গুণ সব গুণের ধারণার দর্পণ*। সুতরাং গুণে নিজের থেকে এবং অন্যদের থেকে তোমাদের সন্তুষ্টিতার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করতে হবে। এটাই পাস উইথ অনার হওয়ার লক্ষণ, অষ্ট রত্নের লক্ষণ। সবকিছুতে তোমরা নম্বরপ্রাপ্ত হও নাকি শুধু এক বিষয়েই ঠিক ! সেবায় আমি ভালো, বাপদাদা তো অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তোমাদের আটের মধ্যে হতে হবে, ইষ্ট হতে হবে। যদি অষ্ট মধ্যে হও, তবে বিশেষ ইষ্ট দেবদেবীদের মধ্যেও এমনই মহান হবে। সেইজন্য তিনটে বিষয় সারা বছর স্মরণ রেখ আর নিজেদের চেক কর। এই তিনটে বিষয়ই যদি তোমাদের মধ্যে এখনও থাকে, এমনকি সঙ্কল্প মাত্র হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলো বিদায় দিয়ে দাও। আজ অভিনন্দন জানানোর দিন, তাই না ! যখন ছুটি নাও তো বিদায়ের সময় তোমরা কি কর ? (মিছরি, বাদাম, এলাচ দেওয়া হয়) তার মধ্যে তিনটে জিনিস থাকে। তাহলে বাপদাদাকেও তিনটে জিনিস দেবে, তাই না ? এটা বিদায় নয় অভিনন্দন, তাইতো মুখ মিষ্টি করাও। সুতরাং এই তিন জিনিস এখানে কেন দেওয়া হয় ? যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসার স্মরণ থাকে। আজ বাপদাদাও তিন বিষয়ের কথা তোমাদের বলছেন, যেগুলো সেবাতে কখনও কখনও বিঘ্নরূপ হয়। সেইজন্য বাপদাদা তিনটি বিষয়ের প্রতি আবারও একবার অ্যাটেনশন দিতে বলছেন, যে অ্যাটেনশনের মাধ্যমে নিজে থেকেই পাস উইথ অনার হয়েই যাবে।

১) - সীমিত (হদের) কোনো কিছুর প্রতি কোনো রকম আকর্ষণ যেন না থাকে। বাবার প্রতি আকর্ষণ সেটা একটা ব্যাপার, কিন্তু জাগতিক কোনো কিছুর প্রতি কোনও আকর্ষণ হতে দিও না।

২) - নিজের প্রতি নিজের বা অন্য কারও জন্য কোনো রকম দুশ্চিন্তা যেন না হয়। মোহ থাকবে না। মায়ার সাথে লড়াইয়ের পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে কোনরকম দ্বন্দ্ব যেন না হয়।

৩) - কোনও রকম দুর্বল স্বভাব যেন না হয়।

মোহ, দুশ্চিন্তা আর দুর্বল স্বভাব। বাস্তবে, স্বভাব শব্দ খুব ভালো। স্বভাব অর্থাৎ স্ব-এর ভাব। স্ব-কে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। শ্রেষ্ঠ ভাব, স্ব-এর ভাব, আত্ম অভিমান। কিন্তু ভাব-স্বভাব শব্দ তোমরা অনেক বলা, তাই না ! সুতরাং এটা হলো দুর্বল স্বভাব। যা সময় সময়ে উডতি কলার ক্ষেত্রে বিঘ্নরূপ হয়ে যায়। রয়্যাল রূপে তোমরা যেটা বলা, আমার নেচার এমনই। তোমাদের নেচার শ্রেষ্ঠ হলে তা' বাবা সমান হয়। যদি বিঘ্নরূপ হয় তবে তা' দুর্বল স্বভাব। তাহলে তোমরা তিন শব্দের অর্থ জানো, তাই না ! অনেক রকমের উৎকর্ষ আর উৎকর্ষের কারণ 'আমি স্ব ভাব।' আমি এই করেছি ! আমি এটা করতে পারি ! আমি একাই করব ! এই যে আমি স্ব ভাব, এটাই ব্যাকুলতা তৈরি করে। এই কারণে সেবাতে কোথাও কোথাও যেখানে তীব্রগতি হওয়া উচিত, তা' তীব্রতার পরিবর্তে ধীরগতি হয়ে যায়। ক্রমাগত তোমরা চলছ, কিন্তু স্পীড হতে পারে না। স্পীড তীব্র করার আধার - অন্যকে অগ্রচালিত হতে দেখা এবং সদা তাদের উন্নতির দিকে এগিয়ে দেওয়াতেই নিজের এগিয়ে যাওয়া। তোমরা বুঝতে পার সেবাতে কি আমি স্ব ভাব আসে ? এই আমি স্ব ভাবই তীব্রগতি সমাপ্ত করে দেয়। বুঝেছ !

এই তিনটে জিনিস তো দিয়ে যাবে, নাকি সাথে করে আবার নিয়ে যাবে ! একেই বলে ভাগ্য, যা তোমরা ত্যাগের দ্বারা লাভ করেছ। সদা ভাগ করে খাও আর বাড়ো। এটা ত্যাগের ভাগ্য লাভ করেছ। এই ত্যাগের ভাগ্যই সেবার সাধন। যতই হোক, এই ভাগ্য যদি 'আমি স্ব ভাবে'র মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখ, তবে তা' বাড়বে না। অন্যদের সহযোগী বানিয়ে সদা

ত্যাগের ভাগ্য-ফল তাদের সাথে ভাগ করে এগিয়ে চলো । শুধু 'আমি' 'আমি' ক'রনা, অন্যদের সাথেও ভাগ করে নাও । পরস্পরের সাথে ভাগ করে হাতে হাত মিলিয়ে অগ্রচালিত হও । এখন সেবার মধ্যেও এই ভাইব্রেশন দৃষ্টিগোচর হয় । সুতরাং এর মধ্যে দরাজদিল অর্থাৎ উদারচেতা হয়ে যাও । একেই বলে, যে উদ্যোগী সেই অর্জুন । একে অপরকে দেখ না । 'এও তো এইরকমই করে, না ! এইরকম তো সবসময়ই হয়', কিন্তু 'আমি যেন অন্যের বিশেষত্ব দেখানোর নিমিত্ত হই ।' ব্রহ্মা বাবার বিশেষত্ব কি ছিল ? সদা বচাদের সামনে রেখেছেন । "আমার থেকে বাচ্চারা চতুর । বাচ্চারা করবে ।" এমনকি তিনি তাঁর ত্যাগের মাধ্যমে পাওয়া ভাগ্যকেও ত্যাগ করেছেন । যদি কেউ ভালোবাসার কারণে, প্রাপ্তির কারণে ব্রহ্মার মহিমা করতো, তাহলেও তিনি তাকে বাবার স্মরণ করিয়ে দিতেন । ব্রহ্মার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না । ব্রহ্মার ফটো রেখো না । ব্রহ্মাকে সবকিছু মনে ক'রনা । একেই বলা হয়, ত্যাগ দ্বারা প্রাপ্ত ভাগ্যেরও ত্যাগ ক'রে সেবাকার্যে নিযুক্ত হওয়া । এটা করে তোমরা ডবল মহাদানী হয়ে যাও । দ্বিতীয়তঃ, অন্যেরা নিজেদের অফার করুক, কিন্তু তারা যেন তাদের দিকে তোমাকে না টানে । যদি নিজেই নিজের মহিমা কর, আর নিজের দিকে অন্যদের টানো, তবে সেটাকে তোমরা কি বলতে ! মুরলিতে তোমরা শুনেছ, না ? এইরকম হ'য়োনা । কোনও ব্যাপারকে স্বয়ং নিজের দিকে টানার মানসিক দ্বন্দ্ব কখনও রেখ না । সহজে যা কিছু পাওয়া যায় সেটা শ্রেষ্ঠ ভাগ্য । কোনকিছু টেনে নেওয়াকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বলা হবে না । তা'তে সিদ্ধিলাভ হয় না । পরিশ্রম বেশি হবে আর সফলতা কম, কারণ সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে না । যা সহজে পাওয়া যায় তা' সকলের আশীর্বাদে পরিপূর্ণ হয় । বুঝেছ !

দুশ্চিন্তা কি ? মোহ সম্পর্কে বাবা সেদিন ব্যাখ্যা করেছেন । কোনও দুর্বল স্বভাব যেন না হয় । এইরকমও ভেবোনা, আমি তো এই দেশের বাসিন্দা আর এই কারণে আমার স্বভাব, আমার চলাফেরা, আমার রহন-সহন এইরকম, না ! দেশের কারণে, ধর্মের কারণে, সঙ্গের কারণে আমার প্রকৃতি এইরকম । এটা নয় । তোমরা কোন দেশের ? শুধু নামে মাত্র সেবার জন্য তোমাদের স্থান দেওয়া হয়েছে । না কেউ বিদেশি, না কারও নেশা থাকা উচিত - আমি ভারতবাসী । তোমরা সবাই এক বাবার । ভারতবাসীও ব্রাহ্মণ আত্মা আর বিদেশের অধিবাসীও ব্রাহ্মণ আত্মা । কোনও প্রভেদ নেই । এমন নয় যে ভারতবাসী এইরকম, আর বিদেশি এইরকম । এই কথা কখনও ব'লনা । সবাই ব্রাহ্মণ আত্মা । এই স্থান তো সেবার জন্য । তোমাদের তো বলা হয়েছিল, কেন তোমরা বিদেশে গেছ, কেন তোমরা সেখানে জন্ম নিয়েছ আর কেনই বা ভারতে জন্ম নাওনি । তোমরা সেখানে গেছ সেবাস্থান খোলার জন্য । তা' নয়তো ভারতবাসীর ক্ষেত্রে তো ভিসার কতো প্রবলেম ! তোমরা সবাই তো সহজে সেখানে থাক । কতো দেশে সেবা হচ্ছে । সেইজন্যই তো সেবার্থে বিদেশে গেছ । যাই হোক, তোমরা সবাই ব্রাহ্মণ আত্মা । অতএব, তোমাদের কারও স্বভাব কোনকিছুর ওপরে নির্ভরশীল হতে দিও না । বাবার প্রকৃতিই বাচ্চাদের প্রকৃতি । বাবার প্রকৃতি কি ? প্রত্যেক আত্মার প্রতি সদা কল্যাণ অথবা দয়ার ভাবনার স্বভাব । সবাইকে উঁচুতে ওঠানোর স্বভাব, মধুরতার স্বভাব, নম্রতার স্বভাব । কখনও ব'লনা, 'আমার স্বভাব এইরকম ।' 'আমার' কোথা থেকে আসে ? রুঢ়ভাবে বলা আমার স্বভাব, আবেগের বশবর্তী হয়ে পড়া আমার স্বভাব । আমার স্বভাবের কারণে এইসব হয়ে যায় । এটা মায়া । কারও অভিমানের স্বভাব, ঈর্ষার অথবা বলপ্রয়োগের স্বভাব হয়, কারও স্বভাব হয় নিরাশ হতাশ হয়ে পড়ার । ভালো হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে ভালো মনে না করা । সদাসর্বদা নিজেকে দুর্বলই মনে করবে । 'আমি এগিয়ে যেতে পারি না । আমি করতে পারি না ।' এইগুলো সবই নিরুৎসাহ হওয়ার স্বভাব, এটাও রং । অভিমান রেখো না । কিন্তু স্ব-মান বজায় রেখো । সেইজন্য ওই ধরণের স্বভাবকে বলা হয় দুর্বল স্বভাব । সুতরাং তিন বিষয়ের অ্যাটেনশন সারা বছর রাখবে । এই তিনটে ব্যাপারে সেফ থাক । এটা কঠিন তো নয়, তাই না ? তোমাদের সাথী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সহযোগী সাথী হবেন । সাথী তো সমান হওয়া উচিত, তাই না ? যদি সাথীরা সমান সমান না হয় তাহলে সাথী ভালোবাসার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না । আচ্ছা, এই তিনটে বিষয়ে তোমরা অ্যাটেনশন রাখবে । কিন্তু এই তিনটে বিষয় থেকে সরে থাকতে আরো তিনটে জিনিস তোমাদের স্মরণে রাখতে হবে । আজ বাবা তোমাদের *তিনের পাঠ* পড়াচ্ছেন । নিজের জীবনে সদা একটা ব্যালেন্স রাখা প্রয়োজন । সব ক্ষেত্রে ব্যালেন্স হতে দাও । স্মরণ আর সেবায় ব্যালেন্স । স্ব-মান, অভিমানের অবসান ঘটায় । তোমার স্ব-মানে স্থিত হও । এই সমস্ত বিষয় যেন তোমাদের স্মৃতিতে থাকে । বেশি নমনীয়তাও নয়, বেশি গাঙ্কীর্ষও নয়, যেন ব্যালেন্স থাকে । যে সময় নমনীয়তা প্রয়োজন সেই সময় নমনীয় হও, যে সময় গাঙ্কীর্ষ প্রয়োজন সেই সময় গাঙ্কীর্ষ হও । সুতরাং প্রথম হলো ব্যালেন্স । দ্বিতীয়তঃ, সদা অমৃতবেলায় বাবার থেকে ব্লেসিংস নিতে হবে । প্রতিদিন অমৃতবেলায় বাপদাদা বাচ্চাদের জন্য ব্লেসিংয়ের ঝুলি খোলেন । সেই ঝুলি থেকে যত চাও ততই নিতে পার । সুতরাং ব্যালেন্স, ব্লেসিং আর তৃতীয় হলো ব্লিসফুল লাইফ । এই তিনটে জিনিস তোমাদের স্মৃতিতে থাকলে, সেই তিনটে ব্যাপারে যে অ্যাটেনশন দিতে হবে তা' নিজে থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে । বুঝেছ ? আচ্ছা, অন্য তিন বিষয়ে শোন ।

(((((লক্ষ্য হিসেবে অথবা ধারণরূপে তিন বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে । সেইগুলো ছাড়তে হবে আর

অন্যগুলো ধারণ করতে হবে। সদাকালের জন্য যা ছাড়তে হবে সেগুলোকে তো ছেড়ে দিয়েছ, তাই না ! সেগুলোকে মনে করবার আর প্রয়োজনই পড়বে না। কিন্তু এই যে তিন বিষয়ে তোমাদের বলা হয়েছে, তা' স্মৃতিতে রেখোরেখোদ এবং ধারণার প্রতিরূপ হিসেবে বিশেষভাবে স্মরণে রেখ। ১) সবকিছুতে রিয়্যালিটি হতে দাও, মিস্কান্ড নয়। একেই বলে, রিয়্যালিটি - সঙ্কল্পে, বোলে সবকিছুতে রিয়্যাল হবে। নীতিনিষ্ঠ হৃদয়ের প্রতি ঈশ্বর খুশি হন। সত্যের লক্ষণ কি হবে? যেখানে সত্য সেখানে আত্মা নাচে। যে নীতিপরায়ণ হবে সে সদা খুশিতে নাচতে থাকবে। সুতরাং, এক রিয়্যালিটি, দুই রিয়্যালিটি। তুচ্ছ ব্যাপারে তোমার বুদ্ধিকে কখনও পরবশ হতে দিও না। রিয়্যাল বাচ্চাদের নজর যেমন কোনও ছোট জিনিসের ওপরে পড়বে না। যদি নজর পড়ে তবে তাকে রিয়্যাল বলা যায় না। কোনরকম ছোট ছোট ব্যাপারে বুদ্ধি আঙাটাবহ হলে তাকে রিয়্যালিটি বলা যায় না। যে রিয়্যাল হয়, সে সদা প্রাস্তিস্বরূপ হয়। তাদের চোখ আর তাদের বুদ্ধি কোনদিকে দৃকপাত করে না। সেইজন্যই এটা আধ্যাত্মিক রিয়্যালিটি। কাপড়ের রিয়্যালিটি নয়। সুতরাং, রিয়্যালিটি, রিয়্যালিটি আর তৃতীয় ইউনিটি। সব বিষয়ে, সঙ্কল্পে, বোলে, কর্মেও পরস্পরের মধ্যে সদা ইউনিটি প্রতীয়মান হতে দাও। ব্রাহ্মণ অর্থই এক। লক্ষ্য নয়, এক। একেই বলে, ইউনিটি। সেখানে অনেক রকম স্থিতির কারণে একও অনেক হয়ে যায় আর এখানে অনেক হয়েও এক। একে বলা হয়ে থাকে ইউনিটি। অন্যদের দিকে অবশ্যই দেখ না। 'আমি ইউনিটি চাই, কিন্তু এইজন সঙ্কবদ্ধ হয় না। যদি তুমি ইউনিটি বজায় রাখ, তাহলে অন্যরা ডিসইউনিটির চান্সই পাবে না। যদি কেউ তালি দেওয়ার জন্য হাত ওপরে ওঠায় আর দ্বিতীয়জন হাত না দেয় তাহলে তো কোনো আওয়াজ হবে না। যদি কেউ ডিসইউনিটির কাজ করে, তোমরা ইউনিটি বজায় রাখলে, ডিসইউনিটির কেউ ডিসইউনিটি হয় এমন কোনও কাজ করতে পারবে না। তাদের ইউনিটিতে আসতেই হবে। অতএব, তিনটে বিষয় স্মরণে রাখ - *রিয়্যালিটি, রিয়্যালিটি এবং ইউনিটি।* এই তিনটি জিনিসই সদা বাবা সমান হওয়ায় সহযোগী হবে। বুঝেছ! আজ তিনের পাঠ পড়ে নিয়েছ তো! বাচ্চারা তোমাদের জন্য বাবা গর্বিত। কোনও বাবার এমন যোগ্য বাচ্চা আর যোগী বাচ্চা হতে পারে না। তোমরা যোগ্য এবং তোমরা যোগীও, আর প্রত্যেকে তোমরা লক্ষ্য-কোটি গুণ ভাগ্যবান। সারা কল্পে এত বাচ্চা আর এমন বাচ্চা হতে পারে না। সেইজন্য বাপদাদা কেন অমৃতবেলার টাইম বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জন্য রেখেছেন? কারণ, সেই সময়ে বাপদাদা বিশেষভাবে বাচ্চাদের বিশেষত্ব, সেবা, গুণ সদা তাঁর সামনে নিয়ে আসেন। আর তিনি কি করেন? তিনি প্রত্যেক বাচ্চার বিশেষত্ব, গুণ এবং সেবাকে বিশেষ বরদান দিয়ে অবিনাশী বানান। সেইজন্য এই সময়কে বাচ্চাদের জন্য বিশেষভাবে রাখা হয়েছে। এটা অমৃতবেলার বিশেষ পালন। বাপদাদা স্নেহপূর্ণ সহযোগে এবং বরদানে পালন করেন। বুঝেছ - তিনি কি করেন আর তোমরা কি কর! শিববাবা সুখদাতা, শান্তিদাতা - এইরকমই তো বলা, তাই না! আর বাবা তোমাদের পালন করেন। যেভাবে মা বাবা সকালে তাদের বাচ্চাদের তৈরি করেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বলেন, এখন যাও সারাদিন খাওয়া দাওয়া করো, পড়। বাপদাদাও অমৃতবেলায় এই পালনা দেন অর্থাৎ সারাদিনের জন্য শক্তি ভরে দেন। এই সময় বিশেষ পালনের জন্য। এই সময় এক্সট্রা বরদানের এবং পালনের জন্য। অমৃতবেলায় বরদানের ঝুলি খোলা থাকে। তোমরা যে কেউ প্রকৃত হৃদয়ে যত বরদান চাও নিতে পার, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়। স্বার্থ-উদ্দেশ্য থাকলে বলবে আমাকে এই দাও! স্বার্থান্বেষে চাইলে বাবা কি করেন? তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ঠিক ততটাই শক্তি দেন, অতীষ্ট লাভের সাথে সাথে সবকিছু সমাপ্ত। তবুও তাঁরই তো বাচ্চা, না তো করবেন না। অতএব, সদাসর্বদা বরদানে প্রতিপালিত হতে থাক, চলতে থাক, উড়তে থাক, তার জন্য অমৃতবেলা যত শক্তিশালী বানাবে সারাদিন ততই সহজ হবে। বুঝেছ।

সদা পাস উইথ অনার হওয়ার লক্ষ্য এবং যোগ্যতার সাথে যারা ক্রমাগত নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সদা ব্রহ্মাবাবার সমান ত্যাগের ভাগ্য ভাগ করে, নম্বর ওয়ান ত্যাগী শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বানিয়ে, সদা সহজ প্রাপ্তির অধিকারী হয়ে স্ব-উন্নতি এবং সেবার উন্নতি করে, সদা প্রতি পদে সহযোগী, সাথী হয়ে অগ্রচালিত হয়, স্মৃতি, স্থিতি শক্তিশালী বানানোর ক্ষেত্রে সদা বাবাকে ফলো করে, এমন সদা সহযোগী সাথী, আঙাটাকারী, আদেশ পালনে আগ্রহী, সন্তুষ্ট থাকে, সবাইকে খুশি করার রহস্য জানে, এমন আত্মাদের, মহান পুণ্য আত্মাদের, ডবল মহাদানী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- মানসিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি করে মুক্তিদাতা ভব*
অতীন্দ্রিয় সুখে দোল খাওয়া, সঙ্গময়ুগী ব্রাহ্মণদের বিশেষত্ব। কিন্তু তোমাদের মন্সা সঙ্কল্পের বন্ধন আন্তরিক খুশি বা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে দেয় না। ব্যর্থ সঙ্কল্প, ঈর্ষা, অমনোযোগ অথবা আলস্যের সঙ্কল্পের বন্ধনে বাঁধা হওয়াই মন্সা বন্ধন, এইরকম আত্মা অভিমান বশে অন্যকে দোষারোপ করার ব্যাপারে ভাবতে থাকে, তাদের উপলব্ধির শক্তি সমাপ্ত হয়, সেইজন্য এই সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হও, তবেই মুক্তিদাতা হতে পারবে।

স্লোগান:- খুশির আকরে এমন পরিপূর্ণ হও, যাতে তোমাদের কাছে দুঃখের কোনও তরঙ্গ না আসতে পারে।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করতে বিশেষ হোমওয়ার্ক

তোমার সামনে কেউ যতই ব্যর্থ বলুক না কেন, তুমি ব্যর্থকে শক্তিশালীতে রূপান্তরিত কর। কোনও ব্যর্থ তোমার বুদ্ধিতে স্বীকার করনা। যদি একটাও ব্যর্থ বোল স্বীকার করে নাও, তাহলে এক ব্যর্থ অনেক ব্যর্থের জন্ম দেবে। নিজের বোলের প্রতিও সম্পূর্ণ খেয়াল রাখ, "কম বলো, ধীরে বলো আর মধুরতার সাথে বলো", তবেই তোমার অব্যক্ত স্থিতি সহজে তৈরি হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ভারতের অতি গুরুত্বপূর্ণ সেবাধারী, তোমাদেরকে নিজেদের তন-মন-ধন দিয়ে শ্রীমৎ অনুসারে এই ভারতকে রামরাজ্য বানাতে হবে"

প্রশ্নঃ - সত্য অলৌকিক সেবা কী, যেটা বাচ্চারা, এখন তোমরা করছো ?

উত্তরঃ - বাচ্চারা, তোমরা এখন গুপ্তভাবে শ্রীমৎ অনুসারে পবিত্র ভূমি সুখধামের স্থাপনা করছো - এটাই হলো ভারতের সত্য অলৌকিক সেবা। তোমরা অসীম জগতের বাবার শ্রীমৎ অনুসারে সবাইকে মায়ারূপী রাবনের জেল থেকে মুক্ত করছো। এইজন্য তোমরা নিজেরা পবিত্র থেকে, অপরকেও পবিত্র বানাচ্ছো।

গীতঃ- নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু....

ওম্ শান্তি । হে প্রভু, হে ঈশ্বর, হে পরমাত্মা - প্রভূতি বলে ডাকা আর 'বাবা'- এই শব্দটি বলে ডাকার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। হে ঈশ্বর, হে প্রভু - বলে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়ে থাকে আবার তাঁকে 'বাবা' বলেও ডাকে, তো 'বাবা'- এই শব্দটি হল খুব সাধারণ। 'বাবা'- তো অনেক আছে। প্রার্থনাতেও বলা হয় যে, হে প্রভু, হে ঈশ্বর। 'বাবা'- কেন বলা হয় না ? তিনি তো হলেন পরমপিতা, তাই না। কিন্তু বাবা শব্দের পরিবর্তে পরমাত্মা এই শব্দটি বিশেষ ভাবে শোনা যায়। প্রার্থনা করে যে - হে প্রভু, নয়নহীনদের রাস্তা বলে দাও.....। আত্মারা বলে যে - বাবা, আমাকে মুক্তি-জীবনমুক্তির রাস্তা বলে দাও। 'প্রভু'- এই শব্দটি অনেক বড়, কিন্তু 'বাবা'- এই শব্দটি খুব হালকা। এখানে এসে তোমরা জেনেছো যে, বাবা এসে আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। লৌকিক রীতিতে তো 'বাবা' অনেক হয়, বলেও যে - তুমি মাতা-পিতা..... এই শব্দটি হল খুব সাধারণ। ঈশ্বর বা প্রভু বলে ডাকলে সবাই মনে করে যে, তিনি সবকিছু করতে পারেন। এখন বাচ্চারা, তোমরা জেনেছো যে, বাবা এসে গেছেন। বাবা তো অনেক উঁচু রাস্তাকে সহজেই বলে দেন। বাবা বলেন যে - আমার বাচ্চারা, তোমরা মায়ার মতে চলে কাম চিতায় বসে পুড়ে ছাই হয়ে গেছো। এখন আমি তোমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে ঘরে নিয়ে যেতে এসেছি। বাবাকে আহ্বান করো এই কারণে যে, এসে আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাও। বাবা বলছেন যে - আমি এসেছি তোমাদের সেবা করতে। বাচ্চারা, তোমরাও ভারতের অলৌকিক সেবা করো। যে সেবা তোমাদের ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। তোমরা ভারতের জন্যই করো। শ্রীমতে চলে পবিত্র হও আর ভারতকেও পবিত্র বানাও। গান্ধীজীর আশা ছিল যে, এই ভারতে রামরাজ্য স্থাপন হোক। এখন, কোনো মানুষ রামরাজ্য বানাতে পারে না। যদি তাই সম্ভব হতো, তাহলে প্রভুকে পতিত-পাবন বলে কেন ডাকতো ? এখন বাচ্চারা, তোমাদের ভারতের প্রতি অনেক ভালোবাসা আছে। সত্যিকারের সেবা তো তোমরাই করো, মুখ্য ভারতের তথা সমগ্র জগতের।

তোমরা জানো যে, বাবা কিভাবে রামরাজ্য তৈরি করছেন, গান্ধীজী যেমনটি চাইতেন। তিনি ছিলেন লৌকিক জগতের বাপুজী, বাবা হলেন অসীম জগতের বাপুজী। তিনি অসীম জগতের সেবা করেন। এটা তোমরা বাচ্চারা জানো। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারে এই নেশা থাকে যে, আমরা রামরাজ্য তৈরি করছি। তোমরা হলে সরকারের সেবক। তোমরা দৈবী সরকার তৈরি করছো। ভারতের জন্য তোমাদের প্রমত্ততা আছে। তোমরা জেনেছো যে সত্যযুগে এই পবিত্র ভূমি ছিল, এখন তো পতিত হয়ে গেছে। তোমরা জেনে গেছো যে এখন আমরা বাবার দ্বারা পুনরায় পবিত্র ভূমি বা সুখধাম রচনা করছি, সেটাও আবার গুপ্ত রীতিতে। তোমরা শ্রীমৎও গুপ্তভাবে প্রাপ্ত করো। ভারত সরকারের জন্যই তোমরা এই কাজ করো। শ্রীমৎ অনুসারে তোমরা তন-মন-ধন দিয়ে ভারতের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা করছো। কংগ্রেসীদের তো অনেকবার হাজতবাস করতে হয়েছে। তোমাদেরকে তো হাজতবাস করার দরকার নেই। তোমাদের বিষয়টা হলো আত্মিক। তোমাদের লড়াইও হচ্ছে ৫ বিকার রাবণের সাথে, যে রাবণ সমগ্র পৃথিবীর উপর রাজত্ব করছে। এই হলো তোমাদের সেনা। লক্ষা তো ছিল একটি ছোট দ্বীপ। এই সৃষ্টি হল অসীম জগতের দ্বীপ। তোমরা অসীম জগতের বাবার শ্রীমত অনুসারে সবাইকে রাবণের জেল থেকে মুক্ত করছো। এটাও তো তোমরা জেনে গেছো যে এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। তোমরা হলে শিবশক্তি। এই পাণ্ডব ভাইয়েরাও হলো শিবশক্তি। তোমরা গুপ্তভাবে ভারতের জন্য অনেক বড় সেবা করে চলেছো। ভবিষ্যতে এটা সবার কাছে জ্ঞাত হয়ে যাবে। তোমরা শ্রীমত অনুসারে আত্মিক সেবা করছো। তোমরা এখন গুপ্ত আছো। সরকার জানেই না যে এই বিকেরা তো ভারতকে নিজের তন-মন-ধন দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যখন্ড বানাচ্ছে। ভারত সত্যখন্ড ছিল, এখন মিথ্যাখন্ড হয়ে গেছে। সত্য হলেন একমাত্র বাবা। বলাও হয় যে ভগবান হলেন সত্য। তোমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য সত্য শিক্ষা প্রদান করছেন। বাবা বলেন যে কল্প পূর্বেও

তোমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ বানিয়েছিলাম। রামায়ণে তো গল্প কথা লিখে দিয়েছে। সেখানে বলা আছে যে রাম বাঁদর সেনা নিয়েছিল। তোমরাই প্রথমে বাঁদরের মতো ছিলে। একটা সীতার তো কথা নয়। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, কিভাবে আমরা রাবন রাজ্যের বিনাশ করে রাম রাজ্য স্থাপন করছি। এতে কোন পরিশ্রমের কথা নেই। তারা তো কত খরচ আদি করে রাবনের মূর্তি তৈরি করে, সেটাকে আবার জ্বালিয়ে দেয়। কিছুই বোঝে না। বড় বড় ব্যক্তির, সবাই যায় সেখানে, বিদেশীদের দেখায়, তারা কিছুই বোঝে না। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে। তোমাদের মনের মধ্যে এই উৎসাহ আছে যে, আমরা ভারতের জন্য সত্য আত্মিক সেবা করছি। বাকি সমগ্র দুনিয়া রাবনের মতে চলছে, তোমরা হলে রামের শ্রীমং অনুসারী। রাম বলো, শিব বলো- নাম তো অনেক রেখে দিয়েছে।

বাচ্চারা, তোমরা হলে ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবাদারী। তোমরা শ্রীমং অনুসারে ভারতের সেবা করো। তারা বলে যে - হে পতিত পাবন, এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও...। তোমরা জানো যে, সত্য যুগে আমরা কত সুখ ভোগ করে থাকি, অফুরন্ত সম্পদও প্রাপ্ত হয়। সেখানে প্রত্যেকের গড় আয়ুও অনেক বেশী হয়। তারা হলেন যোগী আর এখানে সবাই হলো ভোগী। তারা হলেন পবিত্র আর এখানে সবাই হল পতিত। রাত দিনের মত পার্থক্য আছে। কৃষ্ণকেও যোগী বলা হয়, মহাত্মাও বলা হয়। কিন্তু তিনি তো হলেন সত্য মহাত্মা। তাঁর মহিমা গাওয়া হয় যে - তিনি হলেন সর্বগুণ সম্পন্ন ...। আত্মা এবং শরীর দুটোই পবিত্র হয়। সন্ন্যাসীরা তো গৃহস্থীর কাছে বিকারের দ্বারা জন্মগ্রহণ করে, পরে সন্ন্যাসী হয়। এ সমস্ত কথা বাবা এখনই তোমাদের বোঝাচ্ছেন। এই সময় মানুষ অধার্মিক এবং অসুখী হয়ে গেছে। সত্যযুগে তোমরা কিরকম ছিলে ? সম্পূর্ণ ধার্মিক এবং সম্পন্ন ছিলে। ১০০% নমনীয় ছিলে। চিরসুখী ছিলে। রাত দিনের সমান পার্থক্য আছে। এটা সঠিক রীতিতে তোমরাই জানো। এটা কি কারোর জানা আছে যে ভারত স্বর্গ থেকে কিভাবে নরক হয়েছে? লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করে, মন্দির তৈরি করে, কিন্তু কিছুই বোঝে না। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, যারা লোকিকে শ্রেষ্ঠ পদাধিকারী আছেন, এমনকি বিড়লাকেও তোমরা বোঝাতে পারো যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কিভাবে এই রাজসিংহাসনের অধিকারী হয়েছেন। তাঁরা কি করেছিলেন, যার জন্য তাঁদের এত বড় বড় মন্দির তৈরি হয়। তাঁর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিষয় না জেনে তাঁদেরকে পূজা করা হলো পাথর পূজা অথবা পুতুল পূজা। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এটাও জানে যে যীশু খ্রীষ্ট কোন্ সময় এসেছিলেন, আবারও আসবেন।

তো বাচ্চারা, তোমাদেরকে তো অনেক গুপ্ত আত্মিক নেশায় থাকতে হবে। আত্মার মধ্যে এই খুশি হওয়া চাই। তোমরা অর্ধেক কল্প দেহ-অভিমानी হয়েছিলে। বাবা বলছেন যে - তোমরা এখন অশরীরী হও, নিজেকে আত্মা মনে করো। আমার আত্মা বাবার থেকে শুনছে। অন্যান্য সংসঙ্গে এমনভাবে বুঝতে পারবেনা। এসমস্ত কথা আত্মিক বাবা, আত্মাকে বসে বোঝাচ্ছেন। আত্মাই সবকিছু শোনে, তাই না! আত্মাই বলে যে, আমি হলাম প্রধানমন্ত্রী বা অমুক। আত্মাই এই শরীর দ্বারা বলে যে, আমি প্রধানমন্ত্রী আছি। এখন তোমরা বলো যে আমি আত্মা পুরুষার্থ করে স্বর্গের দেবী-দেবতা হতে চলেছি। আমি আত্মা, এটা হল আমার শরীর। দেহী-অভিমानी হতেই অনেক পরিশ্রম করতে হয়। প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তো বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। তুমি হলে অত্যন্ত বাধ্য সেবাদারী। গুপ্তভাবে নিজের কর্তব্য পালন করো। তাই এই নেশাও গুপ্ত হওয়া চাই। আমি হলাম সরকারের আত্মিক সেবাদারী। ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি। বাপুজীও চেয়েছিলেন যে, নতুন দুনিয়াতে নতুন ভারত হোক, নতুন দিল্লি তৈরি হোক। এখন নতুন দুনিয়া তো নেই। এই পুরানো দিল্লি কবরস্থান হয়ে গেছে। এটাই পুনরায় পরীদের স্থান হয়ে যাবে। এখন এই দুনিয়াকে পরীদের স্থান বলা যায় না। নতুন দুনিয়াতে পরীদের স্থান নতুন দিল্লি তোমরাই বানাচ্ছে। এটাই হলো বোঝার বিষয়। এই কথাকে ভুলে যেওনা। ভারতকে পুনরায় সুখধাম বানানো অনেক উঁচু কাজ আছে। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে সৃষ্টি পুরানো হয়ে যায়, এটাই হলো দুঃখধাম। দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা এক বাবাকেই বলা যায়। তোমরা জেনে গেছো যে বাবা ৫ হাজার বছর বাদে এসে দুঃখী ভারতকে সুখী বানাচ্ছেন। সুখও দিচ্ছেন, শান্তিও দিচ্ছেন। মানুষ বলে যে, মনের শান্তি কিভাবে পাওয়া যাবে? এখন শান্তি তো শান্তিধাম সুইট হোমেই হয়ে থাকে। তাকেই বলা যায় শান্তিধাম। যেখানে কোন শব্দ থাকে না, কোনো চিন্তা থাকে না। সূর্য চাঁদ আদিও থাকেনা। এখন বাচ্চারা তোমরাই এই সমস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত করছো। বাবাও এসে তোমাদের বাধ্য সেবাদারী হয়েছেন, তাই না! কিন্তু বাবাকে তো অনেকেই এখনো জানেনা। সবাইকেই মহাত্মা বলে দেয়। এখন, মহান আত্মা তো স্বর্গ ছাড়া আর কোথাও হতে পারে না। সেখানে আত্মারা অনেক পবিত্র হয়। পবিত্র ছিল তো অনেক শান্তি ও সম্পত্তিও ছিল। এখন পবিত্রতা নেই তো কিছুই নেই। পবিত্রতারই মান আছে। দেবতার পবিত্র হয়, তাই সবাই তাঁদের কাছে মাথা নত করে। পবিত্রকে পাবন আর অপবিত্রকে পতিত বলা হয়। ইনি হলেন সমগ্র বিশ্বের অসীম জগতের বাপুজি। এরকম তো মেয়রকেও বলা হয় সিটি ফাদার। সেখানে কি আর এসব কথা থাকবে। সেখানে তো শৃঙ্খলায়িত ভাবেই রাজ্য পরিচালিত হবে। আহ্বান করে যে - হে পতিত-পাবন এসো। এখন বাবা বলছেন যে - পবিত্র হও। তো সবাই বলে এটা কিভাবে সম্ভব?

তাহলে বাচ্চা কি করে জন্ম নেবে? সৃষ্টি কিভাবে বৃদ্ধি পাবে? তাদের এটা জানা নেই যে লক্ষী-নারায়ণ সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন। বাচ্চারা তোমাদেরকে অনেক বৈপরীত্য সহ্য করতে হয়।

কল্প পূর্বের ড্রামাতে যা কিছু হয়েছিল, তারই এখন পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এরকম নয় যে, সব কিছু ড্রামা বলে পুরুষার্থ করা বন্ধ করে দিওনা। এটা ভেবো না যে, ড্রামাতে থাকলে ঠিকই পাবো। স্কুলে এরকম ভেবে বসে থাকলে কি সে পাশ করতে পারবে? প্রত্যেক জিনিসকে প্রাপ্ত করার জন্যই তো মানুষ পুরুষার্থ করে থাকে। পুরুষার্থ ছাড়া এক গ্লাস জলও পাওয়া যায় না। প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে যে পুরুষার্থ চলে তা কিছু না কিছু প্রালঙ্কের জন্যই। এই অসীম জগতের পুরুষার্থ করতে হয় অসীম জগতের সুখ পাওয়ার জন্যই। এখন হলো ব্রহ্মার রাত তথা ব্রাহ্মণদের রাত, পুনরায় ব্রাহ্মণদের দিন হবে। শান্ত্রতো অনেক পড়ে, কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝেনা। এই বাবাও নিজে বসে রামায়ণ ভাগবৎ আদি শোনাতেন, পন্ডিতের মতো বসতেন। এখন বুঝেছেন যে, সেসব ছিলো ভক্তি মার্গ। ভক্তি আলাদা, জ্ঞান আলাদা। বাবা বলেন যে তোমরা কাম চিতায় বসে কালো হয়ে গেছো। কৃষ্ণকেও শ্যাম-সুন্দর বলে তাই না। পূজারীরা অন্ধশ্রদ্ধা ভক্তি করে। কতইনা ভূত পূজা করে। শরীরের পূজা অর্থাৎ পাঁচতন্ত্রের পূজা করে। এগুলিকেই বলা হয় ব্যাভিচারী পূজা। প্রথম দিকে অব্যভিচারী ভক্তি ছিলো, এক শিবেরই পূজা হত। এখন তো দেখো কী কী পূজা হচ্ছে। বাবা আশ্চর্যজনক কিছু করে দেখাচ্ছেন, জ্ঞানও বোঝাচ্ছেন। কাঁটা থেকে ফুল বানাচ্ছেন। এটা তো হলোই ফুলের বাগান। করাচীতে এক পাঠান রক্ষী ছিলেন, তিনিও ট্রান্সে চলে যেতেন। তিনি বলতেন যে, তিনি বেহেস্তু (স্বর্গে) গিয়েছিলেন, সেখানে দেবতারা তাকে ফুল দিয়েছেন। সে খুব মজা পেত। আশ্চর্যের বিষয়, তাইনা। মানুষ তো পৃথিবীতে সাতটি আশ্চর্যমন্ডিত জিনিসের কথা বলে। *বাস্তবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্চর্যের বিষয় হলো স্বর্গ - এটা কারোরই জানা নেই*।

তোমরা কত সুন্দর জ্ঞানপ্রাপ্ত করেছো। তাই তোমাদের অনেক খুশিতে থাকা দরকার। সর্বশ্রেষ্ঠ বাপ-দাদা, কিন্তু থাকেন কত সাধারণভাবে। বাবারই মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে, তিনি হলেন নিরাকার, নিরহংকারী। বাবাকে তো এখানে এসে সেবা করতেই হয়, তাই না। বাবা সর্বদা বাচ্চাদের সেবা করে, তাদেরকে ধন-সম্পত্তি প্রদান করে নিজে বাণপ্রস্থ অবস্থায় চলে যান। বাচ্চাদেরকে মাথার উপর রাখেন। বাচ্চারা, তোমরাই বিশ্বের মালিক হও। সুইট হোমে গিয়ে পুনরায় সুইট রাজ্যে আসবে। বাবা বলেন যে আমি তো কোনো রাজ্যভার গ্রহণ করি না। সত্যিকারের নিষ্কাম সেবাদারী তো একমাত্র বাবা-ই। তাই বাচ্চাদেরকে অনেক খুশিতে থাকতে হবে। কিন্তু মায়া সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। এই বাপ-দাদাকে কখনোই ভোলা উচিত নয়। ঠাকুরদাদার সম্পত্তির প্রতি সকলেরই একটা নেশা থাকে। তোমরা তো শিব বাবাকে পেয়েছো। তাঁর অনেক সম্পত্তি আছে। বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো আর দিব্য গুণ ধারণ করো। আসুরি গুণ গুলিকে বের করে দিতে হবে। তারা বলে যে, আমার এই নিগুণ হারে কোনো গুণ নেই। নিগুণ সংস্থাও আছে। এখন অর্থ তো কেউই বোঝেনা। নিগুণ অর্থাৎ কোনো গুণ নেই। কিন্তু তারা কিছুই বোঝে না। বাচ্চারা, তোমাদেরকে বাবা একবারই এসে বোঝান - বলো আমরা তো ভারতের সেবায় রত আছি। যিনি সকলের বাপুজী, আমরা তার শ্রীমতে চলি। শ্রীমদ্ভগবদগীতা গাওয়া হয়, তাই না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) যেরকম সর্বোচ্চ বাপ-দাদা সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন, সেইরকম তোমরাও অতি সাধারণ, নিরাকারী এবং নিরহংকারী হয়ে থাকো। বাবার দ্বারা যে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে, তার মনন-চিন্তন করতে হবে।

২) ড্রামা, যার অবিকল পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, এবিষয়েই অসীম জগতের পুরুষার্থ করে, অসীম জগতের সুখ প্রাপ্ত করতে হবে। কখনো 'ড্রামা' বলে পুরুষার্থ করা বন্ধ কোরো না। প্রালঙ্কের জন্য পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে।

বরদানঃ- "শ্রবণের সাথে-সাথে স্বরূপ হয়ে, মনের মনোরঞ্জন দ্বারা সদা শক্তিশালী আত্মা ভব"*

প্রতিদিন মনের মধ্যে নিজের প্রতি বা অন্যদের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনার সংকল্প রচনা করো। নিজেও সেই সংকল্পের স্বরূপ হও এবং অন্যদেরকেও এই সেবায় যুক্ত করো, তবে নিজের জীবনও সদা কালের জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা পূর্ণ হয়ে যাবে, আর অন্যদেরকেও উৎসাহ প্রদানকারী হয়ে যাবে। যেরকম মনোরঞ্জনকারী প্রোগ্রাম হয়, সেই রকম প্রতিদিন মনের মনোরঞ্জনের প্রোগ্রাম বানাও। যেটা শুনছো তার

স্বরূপ হও, তাহলেই শক্তিশালী হয়ে যাবে।

স্লোগান:- "অন্যদেরকে পরিবর্তন করার আগে নিজেকে পরিবর্তন করো, এটাই হলো বোধগম্যতার বিষয়।"*

"অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোমওয়ার্ক" :-

চলতে-ফিরতে নিজেকে নিরাকারী আত্মা, আর কর্ম করতে অব্যক্ত ফরিস্তা মনে করো তো সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে যাবে। এই দেহের জগতে অনেক কিছুই ঘটনা ঘটে, কিন্তু ফরিস্তা উপর থেকে সাক্ষী হয়ে সমস্ত অভিনয়কে দেখে, সকাশ অর্থাৎ সহযোগ দেয়। সকাশ দেওয়াই হল অপরের প্রতি তোমার কর্তব্য পালন করা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের ধারণার সঙ্গে সঙ্গে সত্যযুগী রাজত্বের জন্য স্মরণ এবং পবিত্রতার বলও জমা করো ।"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের এখন পুরুষার্থের কি লক্ষণ থাকা উচিত ?

উত্তর:- সদা খুশীতে থাকা, খুবই মিষ্টি হওয়া, সবাইকে ভালোবেসে চালানো -- এই যেন তোমাদের পুরুষার্থের লক্ষ্য হয় । এতেই তোমরা সর্বগুণ সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ হবে ।

প্রশ্ন:- যার কর্ম শ্রেষ্ঠ, তার নিদর্শন কি হবে ?

উত্তর:- তাদের দ্বারা কেউই দুঃখ পাবে না । বাবা যেমন দুঃখহর্তা - সুখকর্তা, তেমনই শ্রেষ্ঠ কর্ম যারা করবে, তারাও দুঃখহর্তা - সুখকর্তা হবে ।

গীত:- আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এসো.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা এই গান শুনেছে । এই মিষ্টি - মিষ্টি রুহানী বাচ্চা, কে বলেছেন ? দুই বাবাই বলেছেন । নিরাকারও বলেছেন আর সাকারও বলেছেন, তাই এঁদের বলা হয় বাপ - দাদা । দাদা হলেন সাকারী । এখন এই গান তো হলো ভক্তিমার্গের । বাচ্চারা জানে যে, বাবা এসেছেন, আর বাবা সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান বুদ্ধিতে বসিয়েছেন । বাচ্চারা, তোমাদেরও বুদ্ধিতে আছে যে - আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি, এখন নাটক সম্পূর্ণ হবে । এখন আমাদের যোগ বা স্মরণের দ্বারা পবিত্র হতে হবে । স্মরণ আর জ্ঞান, এ তো সমস্ত বিষয়েই চলতে থাকে । ব্যরিস্টারকে তো মানুষ অবশ্যই স্মরণ করবে আর তার থেকে জ্ঞানও নেবে । একেও যোগ আর জ্ঞানের শক্তি বলা হয় । এখানে তো এ হলো নতুন কথা । ওই যোগ আর জ্ঞানের দ্বারা জাগতিক বল বা শক্তি প্রাপ্ত হয় । এখানে এই যোগ আর জ্ঞানের দ্বারা অসীম জগতের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, কেননা সর্বশক্তিমান হলেন অথরিটি । বাবা বলেন যে, আমি হলম জ্ঞানের সাগর । বাচ্চারা, তোমরা এখন এই সৃষ্টিচক্রকে জেনে গেছো । মূলবতন, সূক্ষ্মবতন - সব স্মরণে আছে । যে জ্ঞান বাবার স্মরণে আছে, তাও তোমরা পেয়েছো । তাই এই জ্ঞানও ধারণ করতে হবে আর রাজত্বের জন্য বাবা বাচ্চাদের যোগ আর পবিত্রতা শেখান । তোমরাও পবিত্র হয়ে যাও । তোমরা বাবার থেকে রাজত্বও গ্রহণ করো । বাবা নিজের থেকেও তোমাদের উঁচু পদ দেন । তোমরা ৮৪ জন্ম নিতে নিতে আবার সেই পদ হারিয়ে ফেলো । বাচ্চারা, এই জ্ঞান তোমরা এখনই পেয়েছো । উঁচুর থেকেও উঁচু হওয়ার জ্ঞান তোমরা বাবার থেকেই পাও । বাচ্চারা জানে যে, আমরা যেন বাপদাদার ঘরে বসে আছি । *এই দাদা (ব্রহ্মা) হলেন মা-ও । ওই বাবা তো আলাদা, বাকি ইনি মাও কিন্তু এনার পুরুষ শরীর, এনাকে মায়ের পদ দেওয়া হয়েছে, এনাকেও বাবা দত্তক নেন । তারপর এনার দ্বারা রচনা হয় । রচনাও হলো সব দত্তক সন্তান । বাবা অবিনাশী উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্যই বাচ্চাদের দত্তক নেন । ব্রহ্মাকেও তিনি দত্তক নিয়েছেন । প্রবেশ করা বা দত্তক নেওয়া একই কথা* । বাচ্চারা নিজেরা বুঝতেও পারে আবার বোঝাতেও পারে যে - পুরুষার্থের নশ্বর হিসাবে সবাইকে বোঝাতে হবে যে, আমরা আমাদের পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমতে চলে এই ভারতকে আবার শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছি, তাই নিজেকেও তেমনই তৈরী হতে হবে । নিজেকে দেখতে হবে যে, আমরা কি শ্রেষ্ঠ হয়েছি ? কোনো ভ্রষ্টাচারের কাজ করে কাউকে দুঃখ দাও না তো ? বাবা বলেন যে, আমি তো এসেছি বাচ্চাদের সুখী বানাতে, তাই তোমাদেরও সকলকে সুখের দান করতে হবে । বাবা কখনোই কাউকে দুঃখ দিতে পারেন না । তাঁর নামই হলো দুঃখহর্তা - সুখকর্তা । বাচ্চাদের নিজেকে যাচাই করতে হবে - মন - বচন এবং কর্মে আমরা কাউকে দুঃখ দিই না তো ? শিববাবা কখনোই কাউকে দুঃখ দেন না । বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি কল্প - কল্প তোমাদের এই অসীম জগতের কাহিনী শোনাই । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আছে যে, আমরা আমাদের ঘরে ফিরে যাবো তারপর নতুন দুনিয়াতে আসবো । এখনকার পড়া অনুসারে অন্তিম সময় তোমরা ট্রান্সফার হয়ে যাবে । ঘরে ফিরে গিয়ে আবার নশ্বর অনুসারে তোমরা অভিনয় করতে আসবে । এই রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে ।

বাচ্চারা জানে যে, এখন তারা যে পুরুষার্থ করবে, তা কল্প - কল্প সিদ্ধ হবে । সবার প্রথম তো সকলেরই বুদ্ধিতে এই কথা বসানো উচিত যে, রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান বাবা ছাড়া আর কেউই জানে না । উঁচুর থেকেও উঁচু বাবার নামই মানুষ লুকিয়ে দিয়েছে । ত্রিমূর্তি নাম তো আছে, ত্রিমূর্তি নামের রাস্তাও আছে, ত্রিমূর্তি হাউসও আছে । ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করকে ত্রিমূর্তি বলা হয় । এই তিনের রচয়িতা যে শিববাবা, তাঁর মূল নামই লুকিয়ে দিয়েছে । বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিববাবা, তারপর হলো ত্রিমূর্তি । বাবার থেকে আমরা বাচ্চারা এই

অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। বাবার জ্ঞান এবং এই অবিনাশী উত্তরাধিকার যদি স্মৃতিতে থাকে তাহলে সর্বদা আনন্দিত থাকবে। বাবার স্মরণে থেকে তোমরা যদি কাউকে জ্ঞানের তীর লাগাও তাহলে খুব ভালো কাজ হবে। তাতে শক্তি আসতে থাকবে। এই স্মরণের যাত্রাতেই শক্তি প্রাপ্ত করা যায়। এখন তোমাদের শক্তি হারিয়ে গেছে কেননা আত্মা পতিত তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন মূল উদ্দেশ্য এই রাখতে হবে যে, আমরা যাতে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারি। মনমনান্তব শব্দের অর্থও এটাই। যারা গীতা পড়ে তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে - "মনমনান্তব" শব্দের অর্থ কি? এ কথা কে বলেছেন যে, আমাকে স্মরণ করো তাহলে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাবে? নতুন দুনিয়া তো কৃষ্ণ স্থাপন করেন না। তিনি হলেন রাজকুমার। এমন মহিমা তো আছেই যে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। এখন সর্বময় কর্তা কে? সব ভুলে গেছে। তাঁর জন্য সর্বব্যাপী বলে দেয়। বলে দেয়, ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর আদি সকলের মধ্যে তিনি আছেন। এখন একে বলা হয় অজ্ঞান। বাবা বলেন যে, তোমাদের পাঁচ বিকার রূপী রাবণ কতো অবুঝ করে তুলেছে। তোমরা জানো যে, বরাবর আমরাও পূর্বে এমন ছিলাম। হ্যাঁ, প্রথমে উত্তম থেকে উত্তম আমরাই ছিলাম তারপর নীচে নামতে নামতে অনেক বড় পতিত হয়ে গেছি। শাস্ত্রতেও দেখানো হয়েছে যে, রাম ভগবান বানর সেনা নিয়ে যুদ্ধ করেছিলো। এও ঠিক আছে। তোমরা জানো যে, আমরা বরাবর বানরের মতো ছিলাম। এখন তোমাদের এই অনুভব এসেছে যে, এ হলো ব্রষ্টাচারী দুনিয়া। একে অপরকে গালি দেয়, কাঁটা বিঁধাতে থাকে। এ হলো কাঁটার জঙ্গল। আর সে হলো ফুলের বাগিচা। জঙ্গল অনেক বড় হয়। বাগান অনেক ছোটো হয়। বাগান বড় হয় না। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, বরাবর এই সময়ই অনেক বড় এবং ভারী কাঁটার জঙ্গল হয়। সত্যযুগের ফুলের বাগান কতো ছোটো হবে। বাচ্চারা, এই কথা তোমরা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে বুঝতে পারো। যারা জ্ঞান আর যোগ করে না, সেবাতে তৎপর হয় না, তাদের অন্তরে এতো খুশী থাকে না। দান করলে মানুষ খুশী হয়। তারা মনে করে, আগের জন্মে এ অনেক দান - পুণ্য করেছে তাই এমন ভালো জন্ম পেয়েছে। কোনো কোনো ভক্তরা মনে করে, আমরা ভক্ত, তাই আমরা আরো বড় ভক্তের ঘরে জন্ম নেবো। ভালো কর্মের ফল তো ভালোই পাওয়া যায়। বাবা বসে কর্ম - অকর্ম এবং বিকর্মের গতি বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন। দুনিয়া এইসব কথা জানে না। তোমরা জানো যে, এখন রাবণ রাজ্য হওয়ার কারণে মানুষের কর্ম সব বিকর্ম হয়ে যায়। পতিত তো হয়েই যায়। সকলের মধ্যেই পাঁচ বিকার প্রবেশ করে। যদিও দান - পুণ্য যা কিছুই করে, অল্পকালের জন্য তার ফলও পেয়ে যায়। তবুও পাপ তো করেই ফেলে। রাবণ রাজ্যে যা কিছুই লেন দেন হয়, সবই পাপের। মানুষ দেবতাদের সামনে কতো শুদ্ধ ভাবে ভোগ নিবেদন করে। নিজেরাও শুদ্ধ হয়ে আসে কিন্তু কিছুই জানে না। মানুষ এই অসীম জগতের বাবার কতো গ্লানি করে দিয়েছে। তারা মনে করে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, এইসব বলে তারা ঈশ্বরের অনেক মহিমা করে, কিন্তু বাবা বলেন, এ হলো ওদের উল্টো মত।

তোমরা সর্ব প্রথমে বাবার গুণগান করো যে, উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান হলেন এক, আমরা তাঁকেই স্মরণ করি। রাজযোগের নমুনাও আমরা সামনে উপস্থিত করেছি। এই রাজযোগ বাবাই শেখান। কৃষ্ণকে বাবা বলা হবে না, সে তো বাচ্চা, শিবকে বাবা বলা হবে। তাঁর নিজের কোনো দেহ নেই। এই দেহ তিনি ধার হিসাবে নেন, তাই একে বাপদাদা বলা হয়। তিনি হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু নিরাকার বাবা। রচনা কখনোই রচনার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পেতে পারে না। লৌকিক সম্বন্ধে পুত্ররা বাবার থেকে উত্তরাধিকার পায়। পুত্রীরা কিন্তু পায় না।

বাবা এখন বোঝাচ্ছেন যে, বাচ্চারা, তোমরা আত্মারা হলে আমার সন্তান। তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান - সন্ততি। ব্রহ্মার থেকে তোমরা কোনো উত্তরাধিকার পাবে না। বাবার হতে পারলেই তোমরা এই অবিনাশী উত্তরাধিকারের আশীর্বাদের অধিকারী হতে পারো। এই কথা বাবা তোমাদের সামনে বসিয়ে বলেন। এর তো কোনো শাস্ত্র তৈরী হতে পারে না। তোমরা যদিও লেখো, বই ছাপাও, তবুও টিচার ছাড়া কেউই তোমাদের বোঝাতে পারে না। টিচার ছাড়া বই পড়ে কেউই বুঝতে পারে না। এখন তোমরা হলে আত্মার শিক্ষক। বাবা হলেন বীজরূপ, তাঁর কাছে সম্পূর্ণ বৃক্ষের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে। তিনি শিক্ষকের রূপে বসে তোমাদের বোঝান। বাচ্চারা, তোমাদের তো সর্বদা খুশীতে থাকা উচিত যে, সুপ্রীম বাবা আমাদের নিজের সন্তান করেছেন, তিনিই আমাদের শিক্ষক হয়ে পড়ান। তিনিই প্রকৃত সদগুরু, তিনিই আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যান। সকলের সদগতি দাতা হলেন একজন। উঁচুর থেকেও উঁচু বাবাই এই ভারতকে প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর অবিনাশী উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ দেন। তাঁরই শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। বাস্তবে শিবের সঙ্গে ত্রিমূর্তিও থাকা উচিত। তোমরা ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী পালন করো। কেবলমাত্র শিব জয়ন্তী পালন করলে কোনো বিষয়ই সিদ্ধ হবে না। বাবা যখন আসেন, তখন ব্রহ্মার জন্ম হয়। সন্তান তৈরী হয়, ব্রাহ্মণ তৈরী হয়, আর লক্ষ্যও সামনে উপস্থিত। বাবা নিজে এসেই স্থাপনা করেন। লক্ষ্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার, কেবল কৃষ্ণের নাম দেওয়াতে সম্পূর্ণ গীতার গুরুত্ব চলে গেছে। এও এই নাটকেই নিহিত। এই ভুল আবারও হবে। এই খেলাও সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং ভক্তির। বাবা বলেন,

আমার প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা সুখধাম আর শান্তিধামকে স্মরণ করো । আল্লাহ আর বাদশাহী -- এ কতো সহজ । তোমরা যে কোনো মানুষকেই জিজ্ঞেস করতে পারো, মনমনাভব শব্দের অর্থ কি ? দেখো কি বলে ? বলো, ভগবান কাকে বলা হয় ? উঁচুর থেকে উঁচু তো ভগবান, তাই না ? তাঁকে সর্বব্যাপী বলাই হবে না । তিনি তো সকলেরই বাবা । এখন ত্রিমূর্তি শিবজয়ন্তী আসছে । তোমাদের ত্রিমূর্তি শিবের চিত্র বের করা উচিত । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন শিব, তারপর সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন শিববাবা । তিনি এই ভারতকে স্বর্গ বানান । তাঁর জয়ন্তী তোমরা কেন পালন করো না ? অবশ্যই তিনি ভারতকে অবিনাশী উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ দিয়েছিলেন । ভারতের রাজত্ব ছিলো তখন । আর্য সমাজীরাও তোমাদের এতে সাহায্য করবে কেননা তারাও শিবকে মেনে থাকে । তোমরা নিজের ঝান্ডা ওড়াও । একদিকে ত্রিমূর্তি গোলা, অন্যদিকে এই কল্পবৃক্ষ । বাস্তবে তোমাদের ঝান্ডা এমনই হওয়া উচিত । এমন তো হতেই পারে, তাই না । তোমরা ঝান্ডা উড়িয়ে দাও, যাতে সবাই দেখতে পারে । সম্পূর্ণ বোঝানো এর মধ্যেই আছে । কল্প বৃক্ষ আর এই নাটক এতে তো সবকিছুই পরিষ্কার । সকলেই জানতে পেরে যাবে যে আমাদের ধর্ম আবার কবে আসবে । নিজেরাই নিজের - নিজের হিসাব বের করে নেবে । সবাইকেই এই চক্র আর ঝাড় সম্বন্ধে বোঝাতে হবে । ক্রাইস্ট কবে এসেছিলেন ? এতো সময় সেই আত্মা কোথায় থাকে ? তাহলে অবশ্যই বলবে যে, নিরাকারী দুনিয়াতে আছে । আমরা আত্মারা রূপ পরিবর্তন করে এখানে এসে সাকার হই । বাবাকেও তো বলা হয় - তুমিও রূপ পরিবর্তন করে সাকারে এসো । তিনি আসবেন তো এখানেই, তাই না । সূক্ষ্ম বতনে তো আসবেন না । আমরা যেমন রূপ পরিবর্তন করে অভিনয় করি, তুমিও তেমন এসো, এসে আমাদের রাজযোগ শেখাও । ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্যই হলো রাজযোগ । এ তো খুবই সহজ কথা । বাচ্চাদের নেশা থাকা চাই । নিজেরা ধারণ করে অন্যদেরও করতে হবে । এরজন্য ঈশ্বরীয় পাঠের প্রয়োজন । বাবা এসে ভারতকে স্বর্গ বানান । তিনি বলেন, বরাবর ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিলো তাই ত্রিমূর্তি শিবের চিত্র সবাইকে দেখানো উচিত । ত্রিমূর্তি শিবের স্ট্যাম্পও তৈরী করার প্রয়োজন । এই স্ট্যাম্প যারা বানাবে তাদেরও ডিপার্টমেন্ট তৈরী হবে । দিল্লীতে তো অনেক লেখাপড়া জানা মানুষ আছে । এই কাজ তারা করতেই পারে । তোমাদের রাজধানীও দিল্লীতেই হবে । আগে দিল্লীকে পরীস্থান বলা হতো । এখন তো তা কবরস্থান । তাই এই সমস্ত কথা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আসা উচিত ।

তোমাদের এখন সর্বদা খুশীতে থাকতে হবে, খুবই মিষ্টি হতে হবে । সবাইকে ভালোবেসে পথ দেখাতে হবে । তোমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । তোমাদের পুরুষার্থের এই হলো লক্ষ্য, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউই তেমন তৈরী হয় নি । এখন তোমাদের চড়তি কলা হচ্ছে । ধীরে ধীরে তোমরা উপরে উঠছো, তাই না । তাই বাবা সমস্ত প্রকারে শিব জয়ন্তীতে তোমাদের সেবা করার ইঙ্গিত দিতে থাকেন । যাতে মানুষ বুঝতে পারে, বরাবর এদের জ্ঞান তো অনেক বড় । মানুষকে বোঝাতে কতো পরিশ্রম লাগে । এই পরিশ্রম ছাড়া রাজধানী স্থাপন হবেই না । মানুষ উঠতে থাকে, আবার নেমে যায়, আবারও উঠতে থাকে । বাচ্চাদের জীবনেও কোনো না কোনো ঝড় আসে । মূল বিষয়ই হলো স্মরণের যাত্রা । এই স্মরণেই তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে । এই জ্ঞান তো খুবই সহজ । বাচ্চাদের খুবই মিষ্টি থেকে মিষ্টি হতে হবে । তোমাদের লক্ষ্য তো সামনে উপস্থিত । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ কতো মিষ্টি । এঁদের দেখে কতো আনন্দ হয় । আমাদের মতো ছাত্রদের এঁরাই হলো লক্ষ্য । আমাদের পড়ান স্বয়ং ভগবান । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ-

১) বাবার কাছে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং অবিনাশী উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ স্মৃতিতে রেখে সদা আনন্দিত থাকতে হবে । জ্ঞান এবং যোগ থাকার সঙ্গে সঙ্গে সেবাতেও তৎপর হতে হবে ।

২) সুখধাম এবং শান্তিধামকে স্মরণ করতে হবে । এই দেবতাদের মতো মিষ্টি হতে হবে । অপার খুশীতে থাকতে হলে আত্মাদের টিচার হয়ে জ্ঞান দান করতে হবে ।

বরদানঃ- অন্তর্মুখতার অভ্যাসের দ্বারা অলৌকিক ভাষাকে অনুভব করে সদা সফলতা সম্পন্ন ভব*

বাচ্চারা, তোমরা যতো অন্তর্মুখী সুইট সাইলেন্ট স্বরূপে স্থিত হতে থাকবে, ততই নয়নের ভাষা, ভাবনার ভাষা আর সঙ্কল্পের ভাষাকে সহজেই অনুভব করতে পারবে । এই তিন প্রকারের ভাষা এই রুহানী যোগী জীবনের ভাষা । এই অলৌকিক ভাষা খুবই শক্তিশালী । সময় অনুযায়ী এই তিন ভাষার দ্বারাই সহজ

সফলতা প্রাপ্ত হবে তাই এখন এই আত্মিক ভাষার অভ্যাসী হও ।

স্লোগান:-

তোমরা এতটাই হালকা হয়ে যাও, যাতে বাবা তোমাদের নিজের নয়নে বসিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন ।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোম ওয়ার্ক

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য দেহ, সম্বন্ধ বা পদার্থের কোনো আকর্ষণ তোমাদের যেন নীচে টেনে নামাতে না পারে । যে প্রতিজ্ঞা তোমরা করেছো যে, এই তন - মন - ধন সব তোমার -- তাহলে তোমাদের এই আকর্ষণ কিভাবে থাকতে পারে । ফরিস্তা হওয়ার জন্য এই প্রত্যক্ষ অভ্যাস করো যে, এ সবই সেবার্থে, আমি হলাম ট্রাস্টি ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সকাল সকাল উঠে আত্মা স্বরূপে বাবার সাথে মধুর বার্তালাপ করো, বাবা যে শিক্ষা দিয়েছেন সেটার জাবর কাটতে থাকো"

প্রশ্ন:- সারাদিন খুশী আর খুশীতে কাটবে, এর জন্য কোন্ যুক্তি রচনা করতে হবে?

উত্তর:- রোজ অমৃতবেলায় উঠে জ্ঞানের কথা রমণ করো। নিজের সাথে নিজে কথা বলো। সমগ্র ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে মন্বন করো, বাবাকে স্মরণ করো, তবে সারাদিন খুশীতে অতিবাহিত হবে। স্টুডেন্ট নিজের পড়াশুনার রিহাসাল করে। বাচ্চারা, তোমরাও নিজেদের রিহাসাল করো।

গীত:- অন্ধকারে রয়েছে আজ মানুষ...(আজ অন্ধকারে মে হ্যায় ইন্সান...)

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা গান শুনেছে। তোমরা হলে ভগবানের বাচ্চা না! তোমরা জানো যে ভগবান আমাদের পথ দেখাচ্ছেন। তারা ডাক ছেড়ে বলতে থাকে যে আমরা অন্ধকারে আছি, কারণ ভক্তির মার্গ হলোই অন্ধকারাচ্ছন্ন মার্গ। ভক্ত বলে আমি তোমার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ভবধূরে হয়ে বেড়াই। কখনো তীর্থে, কখনো বলে দান-পূণ্য করতে, মন্ত্র জপ করে। অনেক রকমের মন্ত্র দেয়, তবুও কি আর কেউ বোঝে যে আমি অন্ধকারে আছি! আলো কি জিনিস- কিছুই বোঝে না, কারণ অন্ধকারে আছে। তোমরা তো এখন অন্ধকারে নেই। তোমরা বৃষ্টির প্রথমই আসো। নূতন দুনিয়ায় রাজত্ব করো, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থাকো। এর মধ্যবর্তী ইসলামী, বৌদ্ধি, খ্রীষ্টানরা আসে। এখন বাবা আবার গাছের কলমকে সারিবদ্ধ ভাবে লাগাচ্ছেন। সকাল সকাল উঠে জ্ঞানের কথাকে মন্বন করা উচিত। এই নাটক কতো ওয়ান্ডারফুল (বিস্ময়কর), এই ড্রামার ফিল্ম-রিলের ডিউরেশন(ব্যাপ্তিকাল) হলো ৫ হাজার বছর। সত্যযুগের আয়ু এতো, ত্রেতার আয়ু এতো...বাবার মধ্যেও যে এই সমগ্র জ্ঞান আছে যে না। দুনিয়াতে আর কেউ জানে না। তাই বাচ্চাদের ভোরবেলা উঠে এক তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর খুশীর সাথে জ্ঞানের মন্বন করতে হবে। এখন আমরা ড্রামার সমস্ত আদি- মধ্য-অন্তকে জেনে ফেলেছি। বাবা বলেন কল্পের আয়ুই হলো ৫ হাজার বছর। মানুষ বলে দেয় ৫ লক্ষ বছর। কতো ওয়ান্ডারফুল নাটক হলো। বাবা বসে যে শিক্ষা দেন সেটা আবার হজম করতে হবে অর্থাৎ বিচার করতে হবে, রিহাসাল করা উচিত। স্টুডেন্ট পড়াশুনার রিহাসাল করে যে না! তোমরা অর্থাৎ মিষ্টি- মিষ্টি বাচ্চারা সমগ্র ড্রামাকে জেনে গেছো। বাবা কতো সহজ ভাবে বলেছেন যে এটা হলো অনাদি অবিনাশী ড্রামা। এতে জিতে যায় আবার হেরে যায়। চক্র এখন সম্পূর্ণ হয়েছে, আমাদের এখন গৃহে ফিরে যেতে হবে। বাবার আদেশ পাওয়া গেছে- আমাদের অর্থাৎ এই বাবাকে স্মরণ করো। এই ড্রামার নলেজ একমাত্র বাবা দেন। নাটক কি আর কখনো লক্ষ বছরের হয়! কারোর স্মরণেই থাকবে না। চক্র হলো ৫ হাজার বছরের, যেটা সামগ্রিক ভাবে তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। কতো ভালো জয়-পরাজয়ের খেলা। সকালে উঠে এরকম সব ভাবনা চলা উচিত। বাবা আমাদের রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করান। এরকম সব কথা সকাল-সকাল উঠে নিজের সাথে করা উচিত, তবে এটা অভ্যাস হয়ে যাবে। এই অসীম জগতের নাটককে কেউ জানে না। এক্টর হয়ে আদি- মধ্য-অন্তকে জানে না। এখন আমরা বাবার দ্বারা লায়েক(যোগ্য) হয়ে উঠছি।

বাবা নিজের বাচ্চাদের নিজের সমান তৈরী করেন। নিজের সমানই বা এমন কি, বাবা তো বাচ্চাদের নিজের কাঁধের উপর বসান। বাচ্চাদের প্রতি বাবার কতো ভালোবাসা। কতো ভালোভাবে বোঝান- মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক করে তুলি। আমি হই না, তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের করে তুলি। বাচ্চারা, তোমাদের সুগন্ধী ফুল বানিয়ে আবার টিচার হয়ে পড়াই। আবার সঙ্গতির জন্য জ্ঞান দিয়ে তোমাদের শান্তিধাম- সুখধামের মালিক করে তুলি। আমি তো নির্বাণধামে বসে পড়ি। লৌকিক বাবাও পরিশ্রম করে, ধন উপার্জন করে সব কিছু বাচ্চাদের দিয়ে নিজে বানপ্রস্থে গিয়ে ভজন ইত্যাদি করে। কিন্তু বাবা তো এক্ষেত্রে বলেন যদি বাণপ্রস্থ অবস্থা থাকে তো বাচ্চাদের বুঝিয়ে তোমাদের এই সার্ভিসে নিযুক্ত হয়ে যাওয়া উচিত। আবার গৃহস্থলীতে বাঁধা পড়ে না। তোমরা নিজের আর অন্যান্যদের কল্যাণ করতে থাকো। তোমাদের সকলের এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। বাবা বলেন আমি এসেছি তোমাদের বাণীর উর্দ্ধে নিয়ে যেতে। অপবিত্র আত্মারা তো যেতে পারে না। বাবা এটা সামনাসামনি বোঝাচ্ছেন। মজাও হলো সামনে। সেখানে তো আবার বাচ্চারা বসে শোনায়। এখানে বাবা সম্মুখে আছেন, তাই তো মধুবনের মহিমা আছে যে। তাই বাবা বলেন ভোরে ওঠার অভ্যাস করো। ভক্তিও মানুষ ভোরবেলা উঠে করে, কিন্তু ওতে তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না, উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় রচয়িতা বাবার থেকে। রচনার থেকে কখনো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না, সেইজন্য বলে আমি রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে

জানি না। যদি তারা জানতো তো পরমাত্মা চলে আসতেন। বাচ্চাদের এটাও বোঝাতে হবে যে আমরা কতো শ্রেষ্ঠ ধর্ম সম্পন্ন ছিলাম আবার কীভাবে ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়েছি। মায়া বুদ্ধিতে গডরেজের তালা লাগিয়ে দেয়, সেইজন্য ভগবানকে বলে আপনি হলেন বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, এই বুদ্ধির তালা খোলো। বাবা তো এখন সম্মুখে বোঝাচ্ছেন। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, তোমাদের এনার (ব্রহ্মা) দ্বারা বোঝাচ্ছি। কোন জ্ঞান? এটা সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান যা কোনো মানুষ দিতে পারে না।

বাবা বলেন, সংসঙ্গ ইত্যাদিতে যাওয়ার থেকে আবারও স্কুলে পড়া ভালো। অধ্যয়ণ হলো সোর্স অফ ইনকাম। সংসঙ্গে তো কিছুই প্রাপ্ত হয় না। দান-পূণ্য করো, এটা করো, ওটা করো, চ্যারিটি করো, হাত জোড় করো, খরচা আর খরচাই হয়। টাকা পয়সা দাও, প্রণাম করো, মাথাও ঠুকতে থাকো। বাচ্চারা, এখন তোমাদের যে জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে, সেটাকে মন্থন করার অভ্যাস করো আর অপরকেও বোঝাতে হবে। বাবা বলেন এখন তোমাদের আত্মার উপর হলো বৃহস্পতির দশা। বৃহস্পতি ভগবান তোমাদের পড়াচ্ছেন, তোমাদের কতো খুশী হওয়া উচিত। ভগবান পড়াশুনা করিয়ে আমাদের ভগবান- ভগবতী করে তোলেন, অহো! এরকম বাবাকে যতো স্মরণ করবে তো বিকর্ম বিনাশ হবে। এমন সব বিচার সাগর মন্থন করার অভ্যাস করা উচিত। দাদা আমাদের এই বাপ দ্বারা উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। নিজেই বলেন আমি এই রথের আধার নিয়ে থাকি। তোমাদের যে জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে না। জ্ঞান গঙ্গা যে জ্ঞান শুনিবে পবিত্র করে তা কি গঙ্গার জল? বাবা এখন বলেন- বাচ্চারা, তোমরা ভারতের সত্যি-সত্যি সেবা করছো। সেই সব সোসাল ওয়ার্কাররা তো পার্থিব জগতের সেবা করে। এটা হলো সত্যিকারের আত্মীক সেবা। ভগবানুবাচ বাবা বোঝান, ভগবান হলেন পুনর্জন্ম রোহিত। শ্রীকৃষ্ণ তো সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেন। গীতাতে ওনার নাম জুড়ে দিয়েছে। নারায়ণের কেন জোড়ে না? এটাও কারোর জানা নেই যে কৃষ্ণই নারায়ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্স ছিলেন আবার রাধার সাথে স্বয়ংবর হয়েছে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের এখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। বুঝতে পারো শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। তিনি বাবাও হন, টিচার, সন্ধুরুও হন। সন্নতি প্রদান করেন। উচ্চতমের থেকেও উচ্চ ভগবান হলেন শিবই। তিনি বলেন আমার নিন্দা যে করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারে না। বাচ্চা যদি না পড়ে তো মাস্টারের সম্মান চলে যায়। বাবা বলেন তোমরা আমার সম্মান রেখো। পড়তে থাকো। এইম্ অবজেক্ট তো সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে আবার গুরুরা নিজেদের জন্য বলে দেয়, যে জন্য মানুষ ভয় পেয়ে যায়। মনে করে কোনো শাপ যেন না লাগে। গুরুর থেকে পাওয়া মন্ত্রই শোনাতে থাকে। সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞাসা করা হয় তোমরা ঘর-বাড়ী ছাড়লে কীভাবে? বলে এই কথা জিজ্ঞাসা করো না। আরে, কেন বলে না? আমার জানা নেই তুমি কে? শুর্ড(কুট) বুদ্ধি সম্পন্ন যারা, এরকম কথা বলে। অজ্ঞানতার সময় কারোর আবার নেশা থাকে। স্বামী রাম তীর্থের অনন্য শিষ্য ছিলেন স্বামী নারায়ণ। তাঁর বই পত্র বাবার (ব্রহ্মাবাবার) পড়া ছিলো। বাবার এই সব পড়ার শখ ছিলো। ছোটো বয়সে বৈরাগ্য আসতো। তারপর একবার বায়োস্কোপ দেখে ছিলেন, ব্যাস, বৃত্তি খারাপ হয়েছিলো। সাধুপনা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তাই এখন বাবা বোঝান, সেই সব গুরু ইত্যাদি হলো ভক্তি মার্গের। সকলের সন্নতি প্রদানকারী হলেন একই, যাঁকে সবাই স্মরণ করে। গানও করে আমার তো এক গিরিধর গোপাল, দ্বিতীয় কেউ নয়। গিরিধর কৃষ্ণকে বলে। বাস্তবে গালি এই ব্রহ্মা বাবা খান। কৃষ্ণের আত্মা যখন পরিশেষে গ্রামের ছোঁড়া, তমোপ্রধান হলো তখন গালি খেলো। আমেরিকা পর্যন্ত আওয়াজ চলে গেছে। ওয়ান্ডারফুল ড্রামা। এখন তোমরা জানো বলে খুশী হও। বাবা এখন বোঝান এই চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়? আমরা কীভাবে ব্রাহ্মণ ছিলাম, আবার ক্ষত্রিয়...হয়েছি। এটা হলো ৮৪ জন্মের চক্র। এর সম্পূর্ণটা স্মৃতিতে রাখতে হবে। রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানতে হবে, যা কেউ জানে না। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা মনে করো আমরা বিশ্বের মালিক হচ্ছি, এতে তো কোনো কষ্ট নেই। এরকম কি আর কেউ বলে যে আসন ইত্যাদি বিছাও। হঠযোগ এমন শেখায় যে সেই কথা আর জিজ্ঞাসা করো না। কারোর আবার ব্রেনেই খারাপ হয়ে যায়। বাবা কতো সহজ উপার্জন করান। এটা হলো একুশ জন্মের জন্য সত্যিকারের উপার্জন। স্বর্গ তোমাদের হাতের উপর। বাবা বাচ্চাদের জন্য স্বর্গীয় উপহার নিয়ে আসেন। এরকম আর কোনো মানুষ বলতে পারে না। বাবা-ই বলেন, এনার আত্মাও শোনে। বাচ্চাদের ভোর-ভোর উঠে এরকম ধরনের বিচার করা উচিত। ভক্তরাও সকালে গুপ্ত মালা ঘুরিয়ে জপ করে। ওটাকে গো-মুখ বলে। ওর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মালা ঘোরাতে থাকে। রাম-রাম...যেন কোনো বাজনা বাজছে। বাস্তবে তো গুপ্ত হলো এটা, বাবাকে স্মরণ করা। একে অজপাজপ বলা হয়। খুশী থাকে, কতো ওয়ান্ডারফুল ড্রামা। এটা হলো অসীম জগতের নাটক, যা তোমাদের ব্যাভীত আর কারোর বুদ্ধিতে নেই। তোমাদের মধ্যেও আবার নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুযায়ী আছে। হলো তো অনেক ইজি (সহজ)। আমাদের তো এখন ভগবান পড়াচ্ছেন। ব্যাস ওনাকেই স্মরণ করতে হবে। উত্তরাধিকারও ওনার থেকে প্রাপ্ত হয়। এই বাবা(ব্রহ্মা) তো এক ধাক্কাই সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন, কারণ মধ্যখানে তো বাবার (শিব) প্রবেশ ঘটেছিল। সব কিছু এই মাতাদের অর্পণ করে দিয়েছিলেন।

বাবা বলেছেন এতো বড় স্থাপনা করতে হবে, সব এই সেবায় প্রদান করো। এক পয়সাও কাউকে দিও না। নষ্টমোহ এতোটাই হওয়া উচিত। লক্ষ্য অনেক উঁচুতে। মীরা লোক-লাজ বিকারী কুলের মর্যাদাকে ছাড়লো বলে তাঁর কতো নাম। এই কন্যাও বলে আমি বিবাহ করবো না। লাখপতিই হোক, যে কেউই হোক, আমি তো অসীম জগতের পিতার থেকে উত্তরাধিকার নেব। তো এরকম নেশা ওঠা চাই। অসীম জগতের পিতা বসে বাচ্চাদের সুসজ্জিত করেন। এতে পয়সা ইত্যাদির দরকারও নেই। বিবাহের দিন বিবাহের পূর্বের অনুষ্ঠানে, পুরানো ফাটা কাপড় ইত্যাদি পরায়। আবার বিবাহের পরে নূতন কাপড়, গহনা ইত্যাদি পড়ায়। বাবা এটা বলেন যে আমি তোমাদের জ্ঞান-রত্ন দিয়ে সুসজ্জিত করি, তারপর তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে। এরকম আর কেউ বলতে পারে না।

বাবা এসেই পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের স্থাপনা করেন, সেইজন্য বিষ্ণুরও ৪ হাত দেখানো হয়। শঙ্করের সাথে পার্বতী, ব্রহ্মার সাথে সরস্বতী দেখানো হয়েছে। এখন ব্রহ্মার তো কোনো স্ত্রী নেই। ইনি তো বাবার হয়ে গেছে। কিরকম ওয়ান্ডারফুল ব্যাপার। মাতা-পিতা তো ইনিই যে না। ইনি প্রজাপিতাও হন, আবার এনার দ্বারা বাবা রচনাও করেন বলে মা বলেও মান্যতা করা হয়। ব্রহ্মার কন্যা হিসেবে সরস্বতীর মহিমা আছে। এই সব কথা বাবা বসে বোঝান। বাবা যেমন সকালে উঠে বিচার সাগর মন্থন করেন, বাচ্চাদেরও সেটা ফলো (অনুসরণ) করা উচিত। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে এই জয়-পরাজয়ের ওয়ান্ডারফুল খেলা তৈরী হয়ে আছে, এরকম দেখে খুশী হয়, ঘৃণা আসে না। আমরা এটা বুঝতে পারি, আমরা সমগ্র ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে গিয়েছি, সেই কারণে ঘৃণার তো কোনো ব্যাপারই নেই। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের পরিশ্রমও করতে হবে। গৃহস্থালির মধ্যে থাকতে হবে, পবিত্র হওয়ার মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে : "আমরা যুগল এক সাথে থেকে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবো"। এতে আবার কেউ-কেউ তো ফেলও করে যায়। বাবার হাতে কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি নেই। শিববাবা তো এটা বলেন যে, কৃষ্ণ নয়, আমি ব্রহ্মা দ্বারা তোমাদের সব বেদ শাস্ত্রই সার শুনিয়ে থাকি। কতো পার্থক্য! আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) পড়াশুনার উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। এমন কোনো কর্ম যেন না হয়, যাতে বাবা, টিচার, সঙ্গুর নিন্দা হয়। সম্মান হারানোর মতো কোনো কাজ করা উচিত নয়।

২) বিচার সাগর মন্থন করার অভ্যাস করা উচিত। বাবার থেকে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে সেটা মনের মধ্যে আবর্তিত করে অপার খুশীতে থাকতে হবে। কাউকেই ঘৃণা করতে নেই।

বরদান:- বালক তথা মালিকের পার্থ দ্বারা নিরহঙ্কারী আর নিরাকারী ভব*
বালক হওয়া অর্থাৎ পার্থিব জীবনের পরিবর্তন হওয়া। কেউ যতো বড় দেশেরই মালিক হোক, ধন বা পরিবারের মালিক হোক, কিন্তু বাবার সামনে সবাই হলো বালক। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও বালক হলে, তবে চিন্তা মুক্ত বাদশাহ আর ভবিষ্যতে বিশ্বের মালিকে পরিণত হবে। "বালক তথা মালিক"- এই স্মৃতি সদা নিরহঙ্কারী, নিরাকারী স্থিতির অনুভব করায়। বালক অর্থাৎ বাচ্চা হওয়া, মানে মায়ার থেকে বেঁচে যাওয়া।

স্লোগান:- প্রসন্নতাই হলো ব্রাহ্মণ জীবনের পার্সোনালিটি- তাই সর্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকো।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোমওয়ার্ক

বাবাকে অব্যক্ত রূপে সর্বদা সাথী অনুভব করো আর সর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনা আর খুশীতে নাচতে থাকো। কোনো কিছু নীচে-উপরে হলেও ড্রামার খেলা মনে করে, খুব ভালো-খুব-ভালো করে- ভালো থাকা আর ভালো থাকার ভাইব্রেশন দ্বারা নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করে দেওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই অনাদি ড্রামা পূর্ব-নির্ধারিত, এ অত্যন্ত সঠিকভাবে রচিত হয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা এর পাস্ট, প্রেজেন্ট আর ফিউচার-কে খুব ভালভাবে জানো"

প্রশ্নঃ - কোন্ আকর্ষণের উপর ভিত্তি করে (আধারে) সকল আত্মারা তোমাদের কাছে আকৃষ্ট হয়ে আসবে?

উত্তরঃ - "পবিত্রতা" আর যোগের" আকর্ষণের উপর ভিত্তি করে। এর মাধ্যমেই তোমাদের বৃদ্ধি হতে থাকবে। ভবিষ্যতে বাবাকে অতি শীঘ্র জেনে যাবে। যখন তারা দেখবে যে, এত অগণিত সংখ্যক আত্মারা উত্তরাধিকার (বর্সা) নিচ্ছে তখন অনেকেই আসবে। যত সময় অতিবাহিত হবে ততই তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকবে।

ওম্ শান্তি। আধ্যাত্মিক (রুহানী) বাচ্চাদের এ তো জানা রয়েছে যে, আমরা অর্থাৎ আত্মারা পরমধাম থেকে আসি -- একথা বুদ্ধিতে তো রয়েছে, তাই না। যখন প্রায় সকল আত্মাদের আসা সম্পূর্ণ হয়ে যায়, আর বাকি কিছু অল্পসংখ্যক থাকে, তখন বাবা আসেন। বাচ্চারা, এখন তোমাদের কাউকে বোঝানো অতি সহজ। দূরদেশ-নিবাসী আসেন সবশেষে। বাকি সেখানে অল্পসংখ্যক থেকে যায়। এখনও পর্যন্ত বৃদ্ধি তো হচ্ছেই, তাই না। তোমরা এও জানো যে -- বাবাকে তো কেউ জানেই না তাহলে তারা রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে কিভাবে জানবে ! এ হলো অসীম জগতের ড্রামা, তাই না। একে(ড্রামাকে) তো ড্রামার অ্যাক্টরদের জানা উচিত। যেমন পার্থিব জগতের অভিনেতারো (স্থূল ড্রামাকে) জানে যে -- অমুকে-অমুকে এই পার্ট পেয়েছে। যে জিনিস অতীত হয়ে যায় তারই পুনরায় ছোট নাটক তৈরি হয়। ভবিষ্যতের ড্রামা তো কেউ বানাতে পারবে না। যা পাস্ট হয়ে গেছে সেখান থেকে নিয়ে আর কিছু কাহিনী সৃষ্টি করেও ড্রামা তৈরী করা হয়, সেটাই সকলকে দেখানো হয়। ভবিষ্যত-কে তো কেউ জানেই না। এখন তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন, স্থাপনা হচ্ছে, আমরা উত্তরাধিকার পাচ্ছি। যারা-যারা আসে, তাদের আমরা রাস্তা বলে দিই -- দেবী-দেবতা পদ পাওয়ার। এই দেবতারো এত উচ্চ (পদাধিকারী) কীভাবে হয়েছে ? সেটাও কারও জানা নেই। বাস্তবে আদি সনাতন তো দেবী-দেবতা ধর্মই। নিজেদের ধর্মকে ভুলে যায় তখন বলে -- আমাদের কাছে তো সব ধর্মই সমান।

বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো, বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। বাবার ডায়রেকশনেই চিত্রাদি তৈরী করা হয়। বাবা দিব্য-দৃষ্টির দ্বারা চিত্র তৈরী করাতেন। কেউ আবার নিজের বুদ্ধির দ্বারাও তৈরী করতো। বাচ্চাদের এও বোঝানো হয়েছে যে, একথা অবশ্যই লেখো, পার্টধারী অ্যাক্টররা তো রয়েছে কিন্তু ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর ইত্যাদিকে কেউই জানে না। বাবা এখন নতুন ধর্ম স্থাপনা করছেন। পুরানোর থেকেই নতুন দুনিয়া তৈরি হয়। একথাও বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বাবা পুরানো দুনিয়ায় এসেই তোমাদের ব্রাহ্মণ বানান। ব্রাহ্মণই পুনরায় দেবতা হবে। দেখো, যুক্তি কত ভালো (সঠিক)। অবশ্যই এ হলো অনাদি, পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা, কিন্তু অত্যন্ত সঠিকভাবে রচিত। বাবা বলেন, প্রতিদিন তোমাদের অতি গুপ্ত রহস্যময় কথা শোনাই। বাচ্চারা, যখন বিনাশ শুরু হবে তখন তোমরা অতীতের সমগ্র ইতিহাস জানতে পারবে। যখন সত্য যুগে যাবে তখন পাস্টের কোনো হিস্ট্রিই স্মরণে থাকবে না। তখন তোমরা প্র্যাক্টিকাল ভূমিকা পালন কর। অতীত কাকে শোনাতে ? এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তাঁদের পাস্টকে একটুও জানে না। তোমাদের বুদ্ধিতে পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার সবকিছু আছে -- কিভাবে বিনাশ হবে ? কিভাবে রাজধানী তৈরী হবে ? কিভাবে প্রাসাদ তৈরী হবে ? হবে তো অবশ্যই, তাই না। স্বর্গের দৃশ্যাবলীই সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন-যেমন ভূমিকা পালন করতে থাকবে, তেমন-তেমনভাবে জানতে থাকবে। একে বলা হয় -- বিনা কারণে রক্তপাত। অযৌক্তিক ক্ষতি হয়ে যায়, তাই না। যখন ভূমিকম্প হয় তখন কত ক্ষতি হয়ে যায়। বোমা ফেলা হয়, এ তো অযৌক্তিক, তাই না। কেউ কিছু কি করে, না করে না। বিশাল বুদ্ধির যে হয়, সে বোঝে যে, বিনাশ অবশ্যই হয়েছিল। অবশ্যই মারামারি হয়েছিল। এমন খেলাও (ড্রামা) তৈরি করে। একথা তো বুঝতেও পারে। কোনসময় কারও বুদ্ধিতে টাচ হয়ে যায়। তোমরা তো প্র্যাকটিক্যালি এখন রয়েছে। তোমরা সেই রাজধানীর মালিক হও। তোমরা জানো যে, এখন সেই নতুন দুনিয়ায় অবশ্যই যেতে হবে। ব্রাহ্মণ যারা হয়, যখন ব্রহ্মার কাছে বা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের কাছে নলেজ নেয়, তখন সেখানে আসে। কিন্তু থাকে তো তারা নিজেদের ঘর-গৃহস্থীতেই, তাই না। অনেককে তো তোমরা জানতেই পারো না। সেন্টার গুলোতে কতো মানুষ আসে। এতজনকে কি স্মরণে রাখা যায়, না যায় না। কত ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধি হতে-হতে অগণিত হয়ে যাবে। সঠিক হিসেব বের করা যাবে না। রাজা কি জানে, না জানে না যে -- আমার প্রজার সংখ্যা সঠিক কত? অবশ্যই আদমসুমারি (লোকগণনা) ইত্যাদি বের করে, তথাপি পার্থক্য তো থেকেই যায়। এখন তুমিও স্টুডেন্ট, এও

স্টুডেন্ট। সব ভাইদেরই (আত্মাদের) স্মরণ করতে হবে --- অদ্বিতীয়(এক) পিতাকে। ছোট বাচ্চাদের-কেও শেখানো হয় যে -- 'বাবা-বাবা' বলো। এও তোমরা জানো যে, তোমরা যত (উন্নতির দিকে) এগিয়ে যাবে, মানুষ আসবে এবং তৎক্ষণাৎ বাবাকে চিনে যাবে। যখন দেখবে, এত-এতসংখ্যক উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছে, তখন অনেকেই আসবে। যত দেরী হবে, তত তোমাদের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকবে। যত পবিত্র হবে, ততই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। যত যোগে থাকবে ততই আকর্ষণীয় হবে, অন্যদেরকেও আকৃষ্ট করতে পারবে। বাবাও তো আকর্ষণ করেন, তাই না। অনেক বৃদ্ধি হতে থাকবে। তারজন্য যুক্তিও রচনা করা হচ্ছে। গীতার ভগবান কে ? কৃষ্ণকে স্মরণ করা তো অতি সহজ। তিনি তো সাকার-স্বরূপে রয়েছেন, তাই না। নিরাকার পিতা বলেন, মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ কর -- এই কথার উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে(ভিত), তাই বাবা বলেছিলেন যে, এই কথা সকলকে লেখাতে থাকো। যখন বড়-বড় লিস্ট তৈরী করবে তখন মানুষেরা জানতে পারবে।

তোমরা ব্রাহ্মণরা যখন পাকাপাকিভাবে নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হবে, তখন বৃক্ষ (কল্প বৃক্ষ)) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকবে। মায়ার তুফানও শেষপর্যন্ত চলবে। বিজয়প্রাপ্ত করে নিলে, তখন না পুরুষার্থ থাকবে, না মায়া থাকবে। স্মরণেই অনেকে পরাজিত হয়। যত তোমরা যোগে শক্তিশালী হবে, তখন আর পরাজিত হবে না। এই রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। বাচ্চাদের নিশ্চয়তা রয়েছে যে, আমাদের রাজত্বকাল আসবে তখন আমরা হীরে-জহরৎ কোথা থেকে নিয়ে আসব! খনি কোথা থেকে আসবে ? এইসব তো সত্যিই ছিল, তাই না। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কথা তো নয়। যা হবে তা বাস্তবে দেখতে পাবে। স্বর্গ তো অবশ্যই তৈরী হবে। যারা ভালভাবে পড়ে, তাদের এই নিশ্চয়তা থাকবে যে, ভবিষ্যতে আমরা গিয়ে ওখানে প্রিন্স হবো। ওখানে হীরে-জহরতের রাজপ্রাসাদ থাকবে। এই নিশ্চয়তাও সার্ভিসেবল বাচ্চাদের থাকবে, যারা নিম্নপদাধিকারী হবে, তাদের কখনো এমন-এমনধরনের চিন্তাও আসবে না যে আমরা প্রাসাদাদি কীভাবে বানাবো। যারা খুব ভালোভাবে সার্ভিস করবে তারাই তো মহলে যাবে তাই না। দাস-দাসী তৈরি হয়েই থাকবে। সার্ভিসেবল বাচ্চাদের এমন-এমনধরনের খেয়াল আসবে। বাচ্চারাও জানে যে, কারা কারা ভালো সার্ভিস করবে। আমরা তো শিক্ষিতদের বোঝা টানবো অর্থাৎ তাদের দাস-দাসী হবো। যেমন এই বাবা (ব্রহ্মা), বাবার তো খেয়াল থাকে, তাই না। বৃদ্ধ আর বালক সমান হয়ে গেছে তাই এঁনার অ্যাক্টিভিটিও শৈশবের মতন হয়ে গেছে। বাবার ভূমিকা তো এক -- বাচ্চাদের (জ্ঞান) পড়ানো আর (যোগ) শেখানো। বিজয়মালার দানা হতে গেলে, পুরুষার্থও অনেক করতে হবে। অনেক মিষ্টি হতে হবে। শ্রীমতে চলতে হবে তবেই উচ্চস্থানাধিকারী হবে। এ তো বুঝবার মতন বিষয়, তাই না। বাবা বলেন, আমি যা শোনাই তার উপর বিচার করো। ভবিষ্যতে তোমাদের আরও সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। যত নিকটে আসবে তত স্মরণে আসতে থাকবে। নিজেদের রাজধানী ছেড়ে এসেছ, ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে। ৮৪ জন্মের চক্রও পরিক্রমা করে এসেছ। যেমন ভাস্কো-ডা-গামার উদ্দেশ্যে বলা হয় যে -- ওয়ার্ল্ড পরিক্রমণ করেছিল। আমরা এই ওয়ার্ল্ডে ৮৪ জন্ম পরিক্রমা করেছি। ওই ভাস্কো-ডা-গামা তো একজনই, তাই না। ইনিও তো এক, যিনি তোমাদের ৮৪ জন্মের রহস্য বোঝান। রাজবংশীয় পরম্পরা চলে। তাই নিজেদের অন্তরে দেখতে যে -- আমাদের মধ্যে কোন দেহ-অভিমান নেই তো ? পালিয়ে যায় না তো ? কোথাও ব্রষ্ট (অপবিত্র) হয়ে যায় না তো ?

তোমরা যোগে থাকবে, শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকবে তাহলে তোমাদের কেউ (মায়া) থাপ্পড় ইত্যাদি মারতে পারবে না। যোগবলই তোমাদের সুরক্ষাকবচ (ঢাল)। কেউ কিছু করতেই পারবে না। যদি কেউ আঘাত পায় তবে তার অবশ্যই দেহ-অভিমান আছে। দেহী-অভিমানীকে কেউ আঘাত করতে পারে না। ভুল নিজেরই হয়। বিবেক একথা বলে যে, দেহী-অভিমানীকে কেউ কিছু করতে পারবে না তাই দেহী-অভিমানী হওয়ার প্রচেষ্টা করা উচিত। সকলকে খবর দিতে হবে। ভগবানুবাচ, "মন্মনাভব"। কোন্ ভগবান ? বাচ্চারা, এও তোমাদের-কেই বোঝাতে হবে। ব্যস, এই একটি কথাতেই তোমাদের বিজয় হবে। সমগ্র দুনিয়ায় মানুষের বুদ্ধিতে কৃষ্ণ ভগবানুবাচই রয়েছে। যখন তোমরা বোঝাও তখন বলে যে -- একথা তো একদম সত্য। যখন সম্পূর্ণ তোমাদের মতো করে বুঝবে তখন বলবে যে, বাবা যা শেখায় সেটাই সঠিক। কৃষ্ণ কী বলবে, না বলবে না যে -- আমি এমন, আমাকে কেউ জানতেই পারে না। কৃষ্ণকে তো সকলেই জেনে যাবে। এমনও নয় যে, কৃষ্ণের শরীরে এসে ভগবান বলেন। না, কৃষ্ণ তো সত্যযুগেই থাকে। সেখানে ভগবান কি করে আসবে ? ভগবান তো আসেই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। বাচ্চারা, তাই তোমরা অনেকে লেখাতে থাকো। তোমাদের একটি বড় বই ছাপানো উচিত, তাতে যেন সকলের মতামত লেখা থাকে। যখন দেখবে যে, এখানে তো এত-এতজন সকলেই লিখেছে তখন নিজেও লিখবে। তখন তোমাদের কাছে অনেকের (মতামত) লেখা হয়ে যাবে যে -- গীতার ভগবান কে ? উপরেও যেন লেখা থাকে যে, সর্বোচ্চ হলেন বাবা-ই, কৃষ্ণকে সর্বোচ্চ বলা যাবে না। তিনি কখনো বলতে পারেন না যে, মামেকম্ স্মরণ কর। ব্রহ্মার থেকেও উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন ভগবান, তাই না। মুখ্যকথাই হলো এটা, এতেই সকলে সর্বস্বান্ত

(বাবাকে না জানার কারণে অনাথ, দেউলিয়া) হয়ে যায়।

বাবা কখনো বলেন না যে, এখানে বসে থাকতে হবে। না, সত্গুরু-কে নিজের করে নিয়ে পুনরায় নিজ-ঘরে গিয়ে থাকো। শুরুতে তোমাদের ভাট্টী হতো। শাস্ত্রেও ভাট্টির কথা রয়েছে কিন্তু ভাট্টী কাকে বলা হয় তা কেউ জানে না। ভাট্টী হয় ইটের। তাতে কোন-কোনটা পাকা, কোন-কোনটা আধ-পাকা বেরোয়। এখানেও দেখো -- সোনা নেই, আছে পাথর-মাটির টুকরো। পুরানো জিনিসের (অ্যান্টিক) মূল্য অপরিসীম। শিববাবা, দেবতাদের মান-সম্মান আছে, তাই না। সত্যযুগে তো মান-সম্মানের কোন কথাই নেই। ওখানে কি পুরানো জিনিস বসে কেউ খোঁজে, না খোঁজে না। ওখানে পেট ভর্তি (সর্বপ্রাপ্তি) থাকে। খোঁজ করার প্রয়োজনই থাকে না। তোমাদের খনন করার প্রয়োজনই নেই, দ্বাপরের পর থেকে খননকার্যাদি শুরু হয়। ঘর-বাড়ী যখন বানায়, (খুঁড়তে গিয়ে) কিছু বেরিয়ে আসে তখন মনে করে যে, নীচে কিছু রয়েছে। সত্যযুগে তোমাদের কোনো চিন্তা থাকে না। ওখানে তো সোনা-ই সোনা (অগাধ সোনা)। ইটও সোনার। কল্প-পূর্বে যা হয়েছিল, যা নির্ধারিত তারই সাক্ষাৎকার হয়। আত্মাদের আহ্বান করা হয়, এও ড্রামায় পূর্ব-নির্ধারিত। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রতি সেকেন্ডের(সেকেন্ড বাই সেকেন্ড) ভূমিকা(পার্ট) পালিত হয়, পুনরায় নুপ্ত হয়ে যায়। এ হলো পঠন-পাঠন। ভক্তিমার্গে অনেক চিত্র রয়েছে। তোমাদের এই চিত্র সবই অর্থপূর্ণ। কোনো চিত্রই অর্থহীন নয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা কাউকে বোঝাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ-ই বুঝতে পারে না। একমাত্র বাবা-ই বুদ্ধিমান, নলেজফুল, যিনি (নলেজ) বোঝান। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় মত পেয়েছ। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় বংশ বা কুলের। ঈশ্বর এসে বংশ বা কুল স্থাপন করেন। এখন তোমাদের রাজ্যাদি কিছুই নেই। রাজধানী ছিল, এখন নেই। দেবী-দেবতা ধর্ম অবশ্যই ছিল। সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় রাজত্ব অবশ্যই রয়েছে, তাই না। গীতার দ্বারা ব্রাহ্মণ কুল স্থাপিত হয়, সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় কুলও স্থাপিত হয়। এছাড়া অন্য কেউ-ই হতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে গেছো। পূর্বে মনে করতো যে -- বড় প্রলয় হয়। পরে দেখানো হতো, সাগরে অশথ পাতার উপর কৃষ্ণ ভেসে আসে। প্রথম নম্বরে তো কৃষ্ণই আসে, তাই না। এছাড়া সাগরের কোনো কথা নেই। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বোধবুদ্ধি অত্যন্ত ভালো হয়ে গেছে। খুশীও তাদেরই হবে যারা আধ্যাত্মিক পড়াশোনা ভালভাবে করে। যারা ভালভাবে পড়ে তারাই পাস উইথ অনার হয়। যদি কারোর সঙ্গে প্রেম হয়ে যায়, তখন পড়ার সময়ও সে স্মরণে আসতে থাকবে। বুদ্ধি সেখানেই চলে যাবে, তাই পড়াশোনা সর্বদা ব্রহ্মচর্য অবস্থাতেই হয়। বাচ্চারা, এখানে তোমাদের বোঝান হয় যে, একমাত্র বাবা ব্যতীত আর কোথাও যেন বুদ্ধি না চলে যায়। কিন্তু জানে যে, অনেকেরই পুরানো দুনিয়া স্মরণে চলে আসে। পুনরায় এখানে বসেও শোনেই না। ভক্তিমার্গেও এমন হয়। সতসঙ্গে বসেও বুদ্ধি কোথায়-কোথায় পালিয়ে যায়। এ তো অনেক বড় কঠিন পরীক্ষা। কেউ তো যেন বসে আছে কিন্তু শুনছে না। অনেক বাচ্চারা তো খুশীও হয়। বাবার সম্মুখে বসে খুশীতে দুলতে থাকে। বুদ্ধি যদি বাবার সঙ্গে থাকে তাহলে অন্তিম সময়ে যেমন মতি হবে, তেমনই গতি হবে। এরজন্য পুরুষার্থ অত্যন্ত ভালভাবে করতে হবে। এখানে তোমরা অগাধ ধন প্রাপ্ত কর। *আচ্ছা!*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বিজয়মালার দানা হওয়ার জন্য অত্যন্ত ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে, অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে, শ্রীমতানুসারে চলতে হবে।

২) যোগই হলো সুরক্ষাকবচ (ঢাল) সেইজন্য যোগবল জমা করতে হবে। দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য পুরোপুরি প্রচেষ্টা করতে হবে।

বরদান:- প্রত্যেক সঙ্কল্প, বাণী আর কর্মকে ফলপ্রসূ করা আধ্যাত্মিক প্রভাবশালী ভব*

ব্যখ্যা :- যখনই কারও সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসবে তখন তাদের প্রতি মনের স্নেহ, সহযোগ আর কল্যাণের ভাবনা যেন প্রভাবশালী (শক্তিশালী) হয়। প্রতিটি বাণী যেন কাউকে শক্তি, উৎফুল্লতা প্রদান করার মতো প্রভাবশালী হয়। সাধারণ বার্তালাপেই যেন সময় অতিবাহিত না হয়ে যায়। ঠিক তেমনই প্রতিটি কর্ম যেন ফলদায়ক হয় --- তা সে স্ব-প্রতিই হোক বা অন্যের প্রতিই হোক। পরস্পরের প্রতিও প্রতিটি স্বরূপে প্রভাবশালী হও। সেবাতেও আধ্যাত্মিক-রূপে প্রভাবশালী হও তবেই বাবাকে প্রত্যক্ষ করার মধ্যম হতে পারবে।

স্লোগান:- এমন শুভচিন্তক-মণী হও, যাতে তোমার কিরণ বিশ্বকে আলোকিত করতে পারে।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোম-ওয়ার্ক

মনের একাগ্রতাই একরস স্থিতির অনুভব করাবে। একাগ্রতার শক্তি দ্বারা অব্যক্ত ফরিস্থা স্থিতির সহজ অনুভব করতে পারবে। একাগ্রতা অর্থাৎ মনকে যেখানে চাও, যেমন ভাবে চাও, যতটা সময় চাও, ততটা সময় একাগ্র করে নাও। মন যেন বশে থাকে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- মুখ্য দুটি কথা সবাইকে বোঝাতে হবে - প্রথম কথা বাবাকে স্মরণ করো, দ্বিতীয় ৮৪-র চক্রের বিষয়ে জানো তাহলে সব প্রশ্ন শেষ হয়ে যাবে"

প্রশ্ন:- বাবার মহিমা বর্ণনায় কোন্ শব্দ ব্যবহৃত হয়, যা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা গায়নে হয় না?

উত্তর:- বৃষ্ণপতি হলেন একমাত্র বাবা, শ্রীকৃষ্ণকে বৃষ্ণপতি বলা হবে না। সকল পিতার পিতা বা স্বামীর স্বামী এক নিরাকারকে বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণকে নয়। দুইজনের মহিমা আলাদাভাবে স্পষ্ট করো।

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমরা গ্রামে-গ্রামে কোন খবরটি ঢাকঢোল বাজিয়ে জানিয়ে দেবে?

উত্তর:- গ্রামে-গ্রামে ঢাক বাজিয়ে সবাইকে জানাবে যে মানুষ থেকে দেবতা, নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী কীভাবে হবে, এসে বুঝে নাও। স্থাপনা, বিনাশ কীভাবে হয়, এসে বোঝো।

গীত:- তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি হলে বন্ধু, সখাও তুমি ...

ওম্ শান্তি। এই গীতের শেষের লাইনে যে শব্দ গুলি আছে - তুমি নৌকো, তুমি নৌকোর মাঝি ... এই শব্দ গুলি ভুল। যেমন নিজেই পূজ্য, নিজেই পূজারী বলা হচ্ছে, এই কথাটিও সেইরকম হয়ে যায়। জ্ঞানের উজ্জ্বলতায় যারা উজ্জ্বল তারা এই গীত বন্ধ করে দেবে, কারণ বাবার অপমান হয়ে যাচ্ছে। এখন তোমরা বাচ্চারা তো জ্ঞান প্রাপ্ত করেছ, অন্য মানুষের তো এই জ্ঞান প্রাপ্তি হয় না। তোমরাও এখনই অর্জন করে থাকো। অন্য কোনও সময় নয়। গীতার ভগবানের এই পুরুষোত্তম হওয়ার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, এই কথা বোঝো। কিন্তু কখন কীভাবে প্রাপ্ত হয়, সে কথা ভুলে গেছে। গীতা হল ধর্ম স্থাপনের শাস্ত্র, অন্য কোনও শাস্ত্র ধর্ম স্থাপনের উদ্দেশ্যে হয় না। শাস্ত্র শব্দটিও ভারতেই কাজে লাগে। সর্ব শাস্ত্রে শিরোমণি হল গীতা। বাকি অন্য সব ধর্ম তো পরে আসবে। তাদের শিরোমণি বলা হবে না। বাচ্চারা জানে বৃষ্ণপতি হলেন একমাত্র বাবা। তিনি হলেন আমাদের পিতা, স্বামীও তিনি সকলের পিতাও তিনি। তাঁকে সকল স্বামীদের স্বামী, পিতাদের পিতা বলা হয়। এইরূপ মহিমা একমাত্র নিরাকারের উদ্দেশ্যে গায়ন করা হয়। কৃষ্ণের এবং নিরাকার পিতার মহিমা বর্ণনার তুলনা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন নতুন দুনিয়ার প্রিন্স। তিনি তাহলে পুরানো দুনিয়ায় সঙ্গম যুগে রাজযোগ শেখাবেন কীভাবে ! এখন বাচ্চারা বুঝেছে আমাদের ভগবান পড়াচ্ছেন। তোমরা পড়া করে এই দেবী-দেবতায় পরিণত হও। পরে এই জ্ঞান প্রচলনে থাকে না। প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। বাকি আটায় লবণ সম চিত্র গুলি রয়ে যায়। বাস্তবে কোনও চিত্রই যথার্থ নয়। সর্ব প্রথমে বাবার পরিচয় পেয়ে গেলে তোমরা বলবে এই কথা ভগবান বোঝাচ্ছেন। সে কথা তো স্বতঃ বলবে। তোমরা কি প্রশ্ন করবে ! প্রথমে বাবাকে তো জানো।

বাবা আমাদের বলেন - আমায় স্মরণ করো। শুধুমাত্র দুইটি কথা স্মরণ করো। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো এবং ৮৪-র চক্রে স্মরণ করো, ব্যস্। এই দুটি মুখ্য কথা বোঝাতে হবে। বাবা বলেন তোমরা নিজেদের জন্ম গুলি জানো না। ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরই বলেন, অন্য কেউ তো বুঝবে না। প্রদর্শনী তে দেখো কত মানুষ এসে ভীড় করে। তারা ভাবে, এত মানুষ যায় নিশ্চয়ই কিছু দেখার জিনিস আছে। ঢুকে পড়ে। এক-একজনকে বোঝাতে গেলে মুখ ব্যথা হয়ে যাবে। তখন কি করা উচিত ? প্রদর্শনী পুরো মাস চলতে থাকলে বলা যায় - আজ ভীড় আছে, কাল পরশু এসো। তাও যার পড়াশোনার ইচ্ছে থাকবে অথবা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার ইচ্ছে থাকবে, তাকেই বোঝাবে। এক এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র অথবা ব্যাজ দেখানো উচিত। বাবার দ্বারা এই বিষ্ণুপুরীর মালিক হতে পারো, এখন ভীড় আছে সেন্টারে এসো। ঠিকানা তো লেখা আছে। বাকি এইভাবে বলে দেবে - এই হল স্বর্গ, এইটি নরক, তো মানুষ কি বুঝবে ? সময় নষ্ট হয়ে যায়। এমন ভাবে তো চিনতে পারবে না, এই মানুষ উচ্চ ব্যক্তি, এই মানুষ ধনী না গরিব ? আজকাল পোশাক এমন পরে যে কিছু বোঝা যায় না। সর্ব প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবা হলেন স্বর্গ স্থাপনকারী। এখন এইরূপে পরিণত হতে হবে। মুখ্য উদ্দেশ্য সামনে আছে। বাবা বলেন আমি হলাম সর্বোচ্চ, সবচেয়ে উঁচুতে। আমায় স্মরণ করো, এই হল বশীভূত করার মন্ত্র। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এবং বিষ্ণুপুরীতে এসে যাবে - এই কথা তো নিশ্চয়ই বোঝানো উচিত। ৮-১০ দিনের প্রদর্শনী তো আয়োজন করা উচিত। তোমরা গ্রামে গ্রামে ঢাক বাজিয়ে খবর দিয়ে দাও যে মানুষ থেকে দেবতা, নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী কীভাবে হতে পারো, এসে বুঝে নাও। স্থাপনা, বিনাশ কীভাবে হয়, এসে বুঝে নাও। যুক্তি তো অনেক আছে।

তোমরা বাচ্চারা জানো সত্যযুগ ও কলিযুগে রাত-দিনের তফাৎ আছে। ব্রহ্মার রাত ও ব্রহ্মার দিন বলা হয়। ব্রহ্মার দিন সেই আবার বিষ্ণুর দিন, যা বিষ্ণুর তা ব্রহ্মার। কথা তো একই। ব্রহ্মারও ৮৪ জন্ম, বিষ্ণুরও ৮৪ জন্ম। শুধুমাত্র এই লীপ জন্মের তফাৎ হয়ে যায়। এই কথা বুদ্ধিতে বসাতে হয়। ধারণা না হলে কাউকে কীভাবে বোঝাবে ? এই কথা বোঝানো তো খুবই সহজ। শুধুমাত্র লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের সামনে এই পয়েন্টস বোলো। বাবার সাহায্যে এই পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়, নরকের বিনাশ সামনে রয়েছে। তারা তো নিজের মনুষ্য মত-ই শোনাবে। এখানে তো আছে ঈশ্বরীয় মতামত, যা আমাদের অর্থাৎ আমাদের ঈশ্বর দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে। নিরাকার আমাদের নিরাকার পরমাত্মার মতামত প্রাপ্ত হয়। বাকি সবই হল মানব মত। রাত-দিনের তফাৎ আছে তাইনা। সন্ন্যাসী, উদাসী ইত্যাদি কেউ এই মত দিতে পারে না। ঈশ্বরীয় মতামত একবার ই প্রাপ্ত হয়। যখন ঈশ্বর আসেন তখন তাঁর মতামত দ্বারা আমরা এমন স্বরূপ প্রাপ্ত করি। তিনি আসেন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে। এই সব পয়েন্টস ধারণ করা উচিত, যাতে সময় পড়লে কাজে আসে। মুখ্য কথা কন্মের মধ্যে বুঝিয়ে দিলেই যথেষ্ট। এক লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি নিয়ে বোঝানোও যথেষ্ট। এই হল মুখ্য উদ্দেশ্যের চিত্র, ভগবান এই নতুন দুনিয়া রচনা করছেন। ভগবান পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এদের পড়িয়ে ছিলেন। এই পুরুষোত্তম যুগের কথা কারো জানা নেই। অতএব এই সব কথা শুনে বাচ্চাদের কত খুশী হওয়া উচিত। জ্ঞান শুনে অন্যদের শুনিয়ে আরও খুশী অনুভব হওয়া উচিত। সার্ভিস করে যারা তাদেরই ব্রাহ্মণ বলা হবে। তোমাদের কাঁখে রয়েছে প্রকৃত সত্য গীতা। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও নম্রর অনুযায়ী স্টেজ আছে তাইনা। কোনো ব্রাহ্মণ তো খুব বিখ্যাত হয়, অনেক উপার্জন করে। কোনও ব্রাহ্মণের তো খাওয়া মুশকিলে জোটে। কোনও ব্রাহ্মণ তো লক্ষ পতি হয়। খুব খুশীতে, খুব নেশায় বলে আমরা ব্রাহ্মণ কুলের। প্রকৃত সত্য ব্রাহ্মণ কুলের কথা তো জানা নেই। ব্রাহ্মণ হল উত্তম এইরকম বলা হয়, তবেই তো ব্রাহ্মণদের ভোজন করানো হয়। দেবতা, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, শূদ্র ধর্মের মানুষদের খাওয়ানো হয় না। ব্রাহ্মণদের ই খাওয়ানো হয় তাই বাবা বলেন - তোমরা ব্রাহ্মণদের ভালো রীতি বোঝাও। ব্রাহ্মণদেরও সংগঠন থাকে, সেসব পরীক্ষা করে চলে যাওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ তো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হওয়া উচিত, আমরা ব্রহ্মারই সন্তান। ব্রহ্মা কার সন্তান, সে কথাও বোঝানো উচিত। পরীক্ষা করা উচিত যে কোথায়-কোথায় তাদের সংগঠন আছে। তোমরা অনেকের কল্যাণ করতে পারো। বাণপ্রস্থ মহিলাদেরও সভা ইত্যাদি হয়। বাবাকে সবাই খবর খোড়াই কি দেয় যে, আমরা কোথায় গিয়েছিলাম ? সব জঙ্গলে ভরা, যেখানেই যাও শিকার করে আসবে, প্রজা বানিয়ে আসবে, রাজাও বানাতে পারো। সার্ভিস তো অনেক আছে। সন্ধ্যায় ৫ টায় ছুটি হয়, লিস্টে নোট করা উচিত - আজ এইখানে যেতে হবে। বাবা যুক্তি তো অনেক বলে দেন। বাবা বাচ্চাদের সঙ্গেই কথা বলেন। এই কথা পাকা ভাবে নিশ্চয় থাকা উচিত আমি আত্মা। বাবা (পরম আত্মা) আমাদের শোনান, ধারণা আমাদের করতে হবে। যেমন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং সেসব সংস্কার রূপে অন্য জন্মেও ইমার্য হয়ে যায়। বলা হয় -সংস্কার নিয়ে এসেছে। যারা অনেক শাস্ত্র পাঠ করে তাদের অর্থটি বলা হয়। তারা নিজেদের অলমাইটি ভাবে না। এই হল খেলা, যা বাবা বোঝান, নতুন কথা নয়। ড্রামা এমনই বানানো হয়েছে, যা বুঝতে হবে। মানুষ এইসব বোঝে না যে এই হল পুরানো দুনিয়া। বাবা বলেন আমি এসেছি। মহাভারত যুদ্ধ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ অজ্ঞানের অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে। অজ্ঞান ভক্তিকে বলা হয়। জ্ঞান সাগর তো হলেন একমাত্র বাবা। যারা অনেক ভক্তি করে, তারা ভক্তির সাগর। ভক্তদের মালাও আছে, তাইনা। ভক্ত মালার নামও একত্রিত করা উচিত। ভক্ত মালা দ্বাপর থেকে কলিযুগ পর্যন্ত হবে। বাচ্চাদের অনেক খুশী থাকা উচিত। অনেক খুশী তাদেরই হবে যারা সারা দিন সার্ভিস করতে থাকবে।

বাবা বুঝিয়েছেন মালা তো খুব লম্বা, হাজারের সংখ্যা আছে। যাদের কেউ এখান থেকে, কেউ ওখান থেকে আকৃষ্ট করে। কিছু তো হবে তাইনা, যে এত বড় মালা তৈরি হয়েছে। মুখে রাম-রাম বলতে থাকে, তখন জিজ্ঞাসা করা উচিত - কাকে উদ্দেশ্য করে রাম-রাম জপ করে স্মরণ করো ? তোমরা সংসঙ্গ ইত্যাদিতে যেখানেই যাও মিলেমিশে বসতে পারো। হনুমানের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় তাইনা -যেখানে সংসঙ্গ হত, সেখানে জুতোর কাছে গিয়ে বসতো। তোমাদেরও চেষ্টা করা উচিত। তোমরা অনেক সার্ভিস করতে পারো। সার্ভিসে সফল তখনই হবে যখন জ্ঞানের পয়েন্ট বৃদ্ধি পাবে, জ্ঞানে মগ্ন থাকবে। সার্ভিসের অনেক যুক্তি আছে, রামায়ণ, ভগবৎ ইত্যাদি বিষয়েও নানান কথা আছে, সেসবের উপরে তোমরা দৃষ্টিপাত করতে পারো। শুধু অন্ধ শ্রদ্ধায় গিয়ে বসবে না। বোলো, আমরা তো আপনাদের কল্যাণ কামনা করি। ওই ভক্তি একেবারে আলাদা, এই জ্ঞান একদম আলাদা। জ্ঞান একমাত্র জ্ঞানেশ্বর পিতা-ই দিয়ে থাকেন। সার্ভিস তো অনেক আছে, শুধু এই কথা বোলো উঁচু থেকে উঁচুতে কে অবস্থান করেন ? উঁচু থেকে উঁচুতে হলেন একমাত্র ভগবান, অবিনাশী উত্তরাধিকার তাঁর কাছেই প্রাপ্ত হয়। বাকি তো সবই হল তাঁর রচনা। বাচ্চাদের সার্ভিস করার শখ থাকা উচিত। তোমাদের রাজত্ব করতে হলে প্রজাও বানাতে হবে। এই মহামন্ত্র কোনও অংশে কম নয় - বাবাকে স্মরণ করো তো অন্ত সময়ের যে রূপ মতি থাকবে সেইরূপ গতি হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । ঈশ্বরীয় পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবা যে বশীভূত করার মন্ত্র দিয়েছেন, সেই মন্ত্রটি সবাইকে স্মরণ করাতে হবে। সার্ভিসের ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি রচনা করতে হবে। ভীড়ে নিজের সময় নষ্ট করবে না।

২) জ্ঞানের পয়েন্টস বুদ্ধিতে রেখে জ্ঞানে মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। হনুমানের মতন সংসঙ্গে গিয়ে বসতে হবে এবং তাদের সেবা করতে হবে। খুশীতে থাকার জন্যে সারা দিন সেবা করতে হবে।

বরদানঃ- শ্রেষ্ঠ সংকল্পের সহযোগিতা দ্বারা সকলকে শক্তি প্রদানকারী শক্তিশালী আত্মা ভব*
ব্যাখ্যা: সদা শক্তিশালী ভব - এই বরদান প্রাপ্ত করে সর্ব আত্মাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প দ্বারা শক্তি প্রদান করার সেবা করো। যেমন আজকাল সূর্যের শক্তি জমা করে অনেক কার্য সফল করা হয়। তেমনই শ্রেষ্ঠ সংকল্পের শক্তি এতখানি জমা করো, যাতে অন্যদের সংকল্পে শক্তি ভরে যাক। এই সঙ্কল্প ইনজেকশনের কাজ করে। এর দ্বারা অন্তরে বৃত্তি শক্তি বৃদ্ধি হয়। অতএব এখন শ্রেষ্ঠ ভাবনা বা শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প দ্বারা পরিবর্তন করা - এই সেবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

স্লোগানঃ- মাস্টার দুঃখহর্তা হয়ে দুঃখ গুলি রুহানী সুখে অর্থাৎ আত্মিক সুখে পরিবর্তন করা - এটাই হল তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোম ওয়ার্ক

আমরা ব্রাহ্মণরা-ই হলাম ফরিস্তা (angel), এই সংযুক্ত স্বরূপের অনুভূতি বিশ্বে সাক্ষাৎকারমূর্ত করবে। ব্রাহ্মণরা-ই ফরিস্তা, এই স্মৃতি দ্বারা চলতে-ফিরতে নিজেকে ব্যক্ত শরীর, ব্যক্ত দেশে পার্ট প্লে করা সত্ত্বেও ব্রহ্মা বাবার সাথী অব্যক্ত বতনের ফরিস্তা, অব্যক্ত রূপধারী অনুভব করবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা যদি কেবল বাবার ডাইরেকশন অনুসারেই জীবন যাপন করো, তবে বাবা তোমাদের জন্য রেস্পনসেবল থাকবেন, বাবার ডাইরেকশন হলো - চলতে ফিরতে আমাকে স্মরণ করো"

প্রশ্ন:- খুব ভালো গুণ সম্পন্ন সন্তানদের লক্ষণ কেমন হবে?

উত্তর:- তারা কাঁটা থেকে ফুল বানানোর জন্য খুব ভালো সেবা করবে। কাউকে কাঁটা ফোটাতে না এবং কখনোই নিজের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করবে না। কাউকেই দুঃখ দেবে না। দুঃখ দেওয়া তো কাঁটা ফোটানোর সমান।

গীত:- বয়ে যায় এই সময়...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি আত্মিক সন্তানেরা পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে এই গানটার অর্থ বুঝেছে। ক্রম অনুসারে বলার কারন হল - কেউ কেউ ফার্স্ট গ্রেডে বুঝতে পারে, কেউ কেউ সেকেন্ড গ্রেডে, কেউ কেউ আবার থার্ড গ্রেডে বোঝে। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে বোঝে। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে নিশ্চিত হয়েছে। বাবা তো সব সময় বোঝাতেই থাকেন। সর্বদা এটাই বুঝবে যে শিববাবা এনার দ্বারা নির্দেশ দিচ্ছেন। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা আসুরিক মত অনুসারে চলেছ। এখন নিশ্চিত ভাবে বোঝো যে ঐশ্বরিক নির্দেশ অনুসারে চললেই আমাদের তরী তীরে পৌঁছাতে পারবে। কিন্তু ঐশ্বরের নির্দেশ বলে না বুঝে যদি কোনো মানুষের নির্দেশ বলে মনে করো, তবে সংশয় প্রকাশ করবে। বাবা বলছেন - আমার নির্দেশ অনুসারে চললে আমি তার রেস্পনসেবল থাকব। এনার দ্বারা যাকিছু হচ্ছে, এনার সকল কর্মের রেস্পনসেবল স্বয়ং আমি। আমি সবকিছু ঠিক করে দেব। তুমি কেবল আমার নির্দেশ অনুসারে চলো। যে ভালো ভাবে স্মরণ করবে, সে-ই নির্দেশ অনুসারে চলবে। প্রত্যেক পদক্ষেপে যদি ঐশ্বরের নির্দেশ অনুসারে চলতে থাকো, তবে কখনোই লোকসান হবে না। নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারলে বিজয়ও নিশ্চিত। অনেক বাচ্চাই এইসব কথা বুঝতে পারে না। সামান্য জ্ঞান এলেই দেহ-অভিমান এসে যায়। যোগের পরিমাণ খুবই কম। জ্ঞান মানে হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিকে জানা। সেটা তো খুবই সহজ। মানুষ আজকাল কত সায়েন্স ইত্যাদি নিয়ে পড়াশুনা করে। কিন্তু এই পড়া তো একেবারে সহজ। পরিশ্রম কেবল যোগের বিষয়ে। যদি কেউ বলে - বাবা, আমি সারাদিন যোগের আমোদেই থাকি, তাহলে বাবা সেটা মানবেন না। বাবা প্রত্যেকের চাল-চলন লক্ষ্য করেন। *যে বাবাকে স্মরণ করবে, সে তো মোস্ট লাভলী হবে। বাবাকে স্মরণ না করার জন্যই উল্টো-পাল্টা কাজ হয়ে যায়।* দিন-রাতের পার্থক্য। তোমরা এখন এই সিঁড়ির চিত্রের দ্বারা ভালো করে বোঝাতে পারো। এখন এই দুনিয়াটা কাঁটার জঙ্গল হয়ে গেছে। এটাকে আর বাগান বলা যাবে না। স্পষ্ট করে বোঝাতে হবে যে এই ভারতই এক সময়ে ফুলের বাগান ছিল। বাগানে কি কখনো বন্য জন্তু জানোয়ার থাকে? ওখানে তো দেবী-দেবতারা থাকে। *বাবা তো অবশ্যই হাইয়েস্ট অথরিটি, কিন্তু এই প্রজাপিতা ব্রহ্মাও হলেন হাইয়েস্ট অথরিটি। এই ঠাকুরদাদা হলেন সবথেকে বড় অথরিটি। শিববাবা এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা। আত্মা রূপে সকলেই শিববাবার সন্তান, কিন্তু সাকার রূপে আমরা ভাই-বোনেরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। ইনি হলেন সকলের গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। এইরকম হাইয়েস্ট অথরিটির জন্য তো একটা বাড়ি চাই। এইভাবে তোমরা লিখতে পারো এবং তারপর দেখো যে ওদের সুবুদ্ধি হয় কিনা*। শিববাবা এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সকল আত্মার পিতা এবং সকল মানুষের পিতা। বোঝানোর জন্য এটা খুবই ভালো পয়েন্ট। কিন্তু বাচ্চারা সবকিছু বোঝায় না। জ্ঞানের বিষয়ে অহংকার আসার কারনে অনেক কিছু ভুলে যায়। যেন বাপদাদাকেও পরাজিত করার চেষ্টা করে। এই ঠাকুরদাদা বলছেন - ঠিক আছে, আমার কথা শুনতে হবে না, সর্বদা এটাই বুঝবে যে শিববাবা বোঝাচ্ছেন। তাঁর মত অনুসারে তো চলো। ডাইরেক্ট ঐশ্বর মতামত দিচ্ছেন যে এটা করো-ওটা করো, রেস্পনসেবল স্বয়ং আমি। সুতরাং ঐশ্বরের মত অনুসারে চলো। ইনি তো আর ঐশ্বর নন, তোমাদেরকে ঐশ্বরের কাছ থেকেই শিক্ষা নিতে হবে। সর্বদা বুঝবে যে স্বয়ং ঐশ্বর আমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণও তো ভারতের মানুষ ছিল। এরাও সবাই মানুষ। কিন্তু ওরা শিবালয়ে থাকত। তাই সবাই ওদেরকে প্রণাম করে। কিন্তু বাচ্চারা পুরোপুরি বোঝায় না। নিজের ওপরে অহংকার এসে যায়। অনেকের মধ্যেই অনেক খুঁত রয়েছে। যখন পুরোপুরি যোগযুক্ত হবে, তখনই বিকর্ম বিনাশ হবে। বিশ্বের মালিক হওয়া তো মুখের কথা নয়। বাবা দেখেন কিভাবে মায়া নাক পাকড়ে একদম গর্তে ফেলে দেয়। বাবার স্মরণে সর্বদা খুব খুশি এবং উৎফুল্ল থাকা উচিত। এম অবজেক্ট তো সামনেই আছে। আমরা এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হচ্ছি। কিন্তু ভুলে যাওয়ার জন্য খুশির পারদ উর্ধগামী হয় না। অনেকে বলে - আমাকে ভালোভাবে যোগ শেখাও, বাইরে আমি ভালো করে স্মরণ করতে পারি না। স্মরণ করে না বলে বাবা কখনো কখনো প্রোগ্রাম পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তাতেও

স্মরণ করে না। বুদ্ধি কেবল এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। বাবা নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেন - আগে নারায়ণের কত বড় ভক্ত ছিলাম, যেখানেই যেতেন সঙ্গে নারায়ণের ছবি থাকত। কিন্তু তারপরেও পূজা করার সময়ে বুদ্ধি এদিক-ওদিকে ছুটে বেড়াত। এখানেও এইরকম হয়। বাবা বলেন - চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো। কিন্তু কেউ কেউ বলে - দিদি, আমাকে শান্ত পরিবেশে বিশেষ ভাবে যোগ শেখান। এসবের তো কোনো অর্থই হয় না। বাবা সর্বদা স্মরণে থাকার উপদেশ দেন। কোনো কোনো বাচ্চা আবার শান্ত ভাবে বসে থাকতে থাকতে ধ্যানে চলে যায়। তখন জ্ঞানও মনে থাকে না, বাবাকেও মনে থাকে না। কখনো আবার ঢুলতে থাকে। অনেকের তো এটা অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু এটা তো ক্ষণিকের জন্য শান্তি প্রাপ্তি। বাকি গোটা দিন তো অশান্তিতেই থাকে। চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ না করলে পাপের বোঝা নামবে কিভাবে? অর্ধেক কল্পের বোঝা বলে কথা। এর জন্যই যত পরিশ্রম করতে হয়। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করো। হয়তো বাবাকে অনেকে পত্র লেখে যে এতটা সময় স্মরণ করেছি, কিন্তু আসলে অতটা সময় স্মরণে থাকে না। চার্টকে তো সঠিকভাবে বুঝতেই পারে না। বাবা হলেন অসীম জগতের পিতা। বাবা স্বয়ং পতিত-পাবন। তাই কত খুশিতে থাকা উচিত। কিন্তু কেবল এটা মনে করলেই চলবে না যে আমি তো শিববাবার-ই সন্তান। এইরকম অনেকে রয়েছে যারা মনে করে যে আমি তো বাবার-ই সন্তান, অথচ একটুও স্মরণ করে না। যদি কেউ যথাযথভাবে স্মরণ করে, তবে তো তার প্রথম হওয়া উচিত। কাউকে বোঝানোর জন্যেও ভালো বুদ্ধি থাকতে হবে। আমরা তো ভারতের গুনগান করছি। নুতন দুনিয়ায় আদি-সনাতন দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। এখন এই দুনিয়া পুরাতন বা আয়রন এজেড হয়ে গেছে। ওটা হল সুখধাম, এটা দুঃখধাম। ভারত যখন গোল্ডেন এজেড ছিল তখন এই দেবতাদের রাজত্ব ছিল। অনেকে বলে - আমরা বুঝব কিভাবে যে এদের রাজত্ব ছিল? এটা তো খুব ওয়াল্ডারফুল নলেজ। যার ভাগ্যে যতটা রয়েছে, যে যতটা পুরুষার্থ করছে সেটা তো দেখাই যাচ্ছে। তোমরা চাল-চলনের দ্বারা বুঝতে পেরে যাও। সত্যযুগে যারা থাকে আর কলিযুগে যারা থাকে তারা উভয়েই মানুষ। তাহলে এরা কেন ওদেরকে প্রণাম করে? এরা হলো স্বর্গের মালিক। কেউ মারা গেলে বলে অমুক ব্যক্তি স্বর্গবাসী হয়েছেন। কিছুই বোঝে না। এখন তো সকলেই নরকবাসী। তাহলে নিশ্চয়ই এখানেই আবার জন্ম নিতে হবে। বাবা প্রত্যেকের চাল-চলন লক্ষ্য করেন। বাবাকে কত সাধারণ ভাবে কতজনের সাথে কথা বলতে হয়, কতজনকে সামলাতে হয়। বাবা কত স্পষ্ট ভাবে বোঝাচ্ছেন। যদি বুঝতে পারে তাহলে ভালো। কিন্তু বুঝতে পেরেও কেউ কেউ বড় বড় কাঁটা হয়ে যায়। অন্যকে দুঃখ দিতে থাকে। কু-অভ্যাস ত্যাগ করে না। এখন বাগানের মালিক বাবা ফুলের বাগান বানাচ্ছেন। কাঁটা থেকে ফুল বানাচ্ছেন। এটাই তাঁর কাজ। যে নিজেই কাঁটা, সে অন্যকে কিভাবে ফুল বানাবে? প্রদর্শনীতেও বিচক্ষণ কাউকে পাঠাতে হবে। তাকেই ভালো গুন সম্পন্ন সন্তান বলা যাবে যে খুব ভালোভাবে কাঁটা থেকে ফুল বানানোর সেবা করে এবং কাউকে কাঁটা ফোটায় না বা দুঃখ দেয় না। কখনো নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করে না। তোমরা বাচ্চারা একেবারে যথাযথভাবে বোঝাও। এতে কারোর ইনসাল্ট (অপমান) হওয়ার কথা নয়। সামনে শিব জয়ন্তীও আসছে। তোমরা অনেক প্রদর্শনী করতে থাকো। ছোট ছোট প্রদর্শনী করেও বোঝাতে পারো। এক সেকেন্ডে স্বর্গবাসী হয়ে যান অথবা পতিত ব্রহ্মচারী থেকে পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যান। এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করুন। জীবনমুক্তির অর্থও বোঝে না। বাবার কাছ থেকে সকলে মুক্তি এবং জীবনমুক্তি পেয়ে থাকে। কিন্তু ড্রামাকেও তো জানতে হবে। সব ধর্মাবলম্বীরাই স্বর্গে আসবে না। ওরা নিজ নিজ স্থানে চলে যাবে। তারপর যার যখন সময় আসবে, তখন সে এসে পুনরায় স্থাপন করবে। এইগুলো কল্পবৃক্ষের ছবিতে খুব স্পষ্ট ভাবে দেখানো হয়েছে। কেবল সদগুরু ছাড়া অন্য কেউ সদগতি করতে পারবে না। ভক্তি শেখানোর জন্য তো অনেক গুরু রয়েছে। কোনো মনুষ্য গুরুর পক্ষে সদগতি দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বোঝানোর জন্যও বুদ্ধি চাই। খুব বুদ্ধি খাটিয়ে বোঝাতে হয়। ড্রামার খেলা কত ওয়াল্ডারফুল। তোমাদের মধ্যেও খুব কমজনই আছে যাদের মধ্যে সর্বদা এই নেশা থাকে। আচ্ছা! মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস 18-3-68

বাস্তবে তোমাদের শাস্ত্রের বিষয় নিয়ে ঝগড়া ঝাটি করার কোনো দরকার নেই। মূল বিষয় হলো স্মরণ করা এবং সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে বোঝা। চক্রবর্তী রাজা হতে হবে। কেবল এই চক্রটাকে বুঝতে পারলেই হবে। এর জন্যই গায়ন রয়েছে - সেকেন্ডের মধ্যে মুক্তি জীবনমুক্তি। তোমরা বাচ্চারা হয়তো এটা শুনে অবাক হচ্ছ যে অর্ধেক কল্প ধরে কেবল ভক্তিই করা হয়েছে যেখানে ছিটেফোঁটাও জ্ঞান নেই। জ্ঞান তো কেবল বাবার কাছেই আছে। বাবার কাছ থেকেই জানতে হবে। এই বাবা এতটাই অসাধারণ যে কোটির মধ্যে কয়েকজন চিনতে পারে। দুনিয়ার কোনো টিচার তো এইরকম বলবে না। ইনি বলেন - আমিই তোমাদের পিতা, শিক্ষক এবং সদগুরু। মানুষ তো শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে। অম্বাজীর নাম খুব বিখ্যাত

হওয়ায় ভারতকে মাতৃভূমি বলা হয়। অনেক জায়গায় অম্বাজীর মেলা বসে। অম্বা নামটা খুবই মিষ্টি। ছোট বাচ্চারাও তাদের মাকে খুব ভালোবাসে। কারণ মা খাওয়ায় এবং লালন-পালন করে। অম্বার তো নিশ্চয়ই পিতাও থাকবেন। ইনি তো দত্তক নেওয়া সন্তান। পতি-পত্নীর কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো সব নতুন কথা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো নিশ্চয়ই দত্তক নেবেন। এইসব বিষয় এখন বাবা এসে তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। অম্বাজীর জন্য কত মেলা বসে, পূজা হয়। কারন এই কন্যা অনেক সেবা করেছে। মাম্মা যতজনকে পড়িয়েছেন, আর কেউ অতজনকে পড়াতে পারবে না। মাম্মার নাম খুবই প্রসিদ্ধ এবং অনেক জায়গাতেই মেলা বসে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা এসেই এখন সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তিমের সকল রহস্য তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে বুঝিয়েছেন। বাবার নিবাসস্থান সম্বন্ধেও তোমরা জেনেছ। বাবার সাথে প্রীতি থাকলে ঘরের সাথেও প্রীতি থাকবে। এই সময়েই তোমরা এইসব জ্ঞান লাভ করো। এই পড়াশুনার দ্বারা তোমরা অনেক উপার্জন করে নাও। তাই খুব খুশিতে থাকতে হবে। অথচ তোমরা খুব সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করো। দুনিয়ার মানুষ জানেই না যে বাবা এসে এই জ্ঞান শোনাচ্ছেন। বাবা এসেই সমস্ত নতুন নতুন কথা বাচ্চাদেরকে শোনাচ্ছেন। এই অসীমের পার্শ্বের দ্বারা-ই নতুন দুনিয়া স্থাপন হয় এবং পুরাতন দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য এসে যায়। জ্ঞান থাকার কারণে তোমরা বাচ্চারা আন্তরিক ভাবে খুব খুশি হও। বাবাকে এবং পরমধাম ঘরকে স্মরণ করতে হবে। ঘরে তো সবাইকেই ফিরতে হবে। বাবা সবাইকেই বলছেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে মুক্তি এবং জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার দিতে এসেছি। কিন্তু তোমরা ভুলে যাও কেন ? আমি তোমাদের সীমাহীন পিতা। তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে এসেছি। তোমরা কি আমার শ্রীমৎ অনুসারে চলবে না ? যদি না চলো তাহলে খুব লোকসান হয়ে যাবে। সেই ক্ষতির কোনো সীমা নেই। বাবার হাত ছেড়ে দিলেই উপার্জনের পরিবর্তে লোকসান হয়ে যাবে। আচ্ছা শুভরাত্রি। ওম্ শান্তি।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কেবল বাবার স্মরণে থেকে মোস্ট লাভলী হতে হবে। চলাফেরা করতে করতে, কাজ করার সময়ে স্মরণে থাকার অভ্যাস করতে হবে। বাবার স্মরণের দ্বারা সর্বদা খুশিতে ভরপুর থাকতে হবে।

২) যেকোনো কাজই প্রতি পদক্ষেপে ঈশ্বরীয় ডাইরেকশন অনুসারে করতে হবে। নিজের দেহ-অভিমান দেখানো উচিত নয়। কোনো রকম উল্টো-পাল্টা কাজ যেন না হয়। কখনোই সংশয় প্রকাশ করবে না।

বরদানঃ:- বিশ্ব কল্যাণের প্রতি দায়িত্ববান হয়ে সময় এবং শক্তি সমূহের সাশ্রয় করতে সক্ষম মাস্টার রচয়িতা ভব* বিশ্বের সকল আত্মাই তোমাদের মতো শ্রেষ্ঠ আত্মাদের পরিবার। পরিবার যত বড় হয়, ততই সাশ্রয় করার প্রয়োজন হয়। তাই সকল আত্মাকে সম্মুখে রেখে নিজেকে সেই অসীমের সেবার নিমিত্ত বলে বুঝে নিজের সময় এবং শক্তি গুলোকে কার্যে ব্যবহার করো। কেবল নিজের জন্যই উপার্জন করলে, খেয়ে নিলে আর খরচ করলে - এইরকম টিলেঢালা হয়ো না। সকল খাজানার বাজেট বানাও। 'মাস্টার রচয়িতা ভব' - এই বরদানকে স্মরণে রেখে সময় এবং শক্তিকে সেবার জন্য জমা করো।

স্লোগানঃ:- মহাদানী সে-ই, যার সংকল্প এবং বাণী দ্বারা সকলের বরদানের প্রাপ্তি হয়।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোম ওয়ার্ক

ফরিস্তা বা অব্যক্ত জীবনের বিশেষত্ব হলো - *ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা"। দেবতা জীবনে তো ইচ্ছার কোনো ব্যাপারই নেই। যখন এই ব্রাহ্মণ জীবনটাই ফরিস্তা জীবন হয়ে যায় অর্থাৎ কর্মাভীত স্থিতি প্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন কোনো প্রকারের শুদ্ধ কর্ম, ব্যর্থ কর্ম, বিকর্ম অথবা পুরাতন কর্ম, কোনো রকম কর্মের বন্ধনই বাঁধতে পারবে না।

''উদারতাই আধার স্বরূপ সংগঠনের বিশেষত্ব''

আজ বিশেষ বিশ্ব পরিবর্তনের আধার স্বরূপ, বিশ্বের অসীম সেবার আধার স্বরূপ, যারা শ্রেষ্ঠ স্থিতির আধার স্বরূপ, তাদের বেহদ-বৃত্তি এবং তাদের অমূল্য মধুর বোল দ্বারা অন্যদের মধ্যেও এইরকম উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলার আধার স্বরূপ এবং নিমিত্ত নির্মান স্বরূপ, এইরকম বিশেষ আত্মাদের সাথে বাবা মিলিত হতে এসেছেন। সবাই তোমরা নিজেকে এমন আধার স্বরূপ অনুভব কর ? আধার রূপ আত্মাদের এই সংগঠনে এতটাই অসীম দায়িত্ব আছে। আধার স্বরূপ হওয়া অর্থাৎ সদা নিজেকে প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটা সঙ্কল্পে, প্রতিটা কর্মে দায়িত্ববান মনে করে চলা। এই সংগঠনে আসা অর্থাৎ অসীম দায়িত্বের মুকুটধারী হওয়া। এই সংগঠন যাকে মিটিং বলা, মিটিংয়ে আসা অর্থাৎ সদা বাবার সঙ্গে, সেবার সাথে, পরিবারের সাথে স্নেহের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের সূতায় গ্রন্থিবদ্ধ হওয়া এবং অন্যকে সংযুক্ত করা, এর আধার রূপ তোমরা। এই নিমিত্ত সংগঠনে আসা অর্থাৎ নিজেকে সকলের জন্য এক্সাম্পল বানানো। এটা মিটিং নয়, কিন্তু সদা মর্যাদা পুরুষোত্তম হওয়ার শুভ সঙ্কল্পের বন্ধনে নিজেকে বাঁধছ। এই সব বিষয়ের আধার স্বরূপ হওয়া - একে বলে আধার স্বরূপ সংগঠন। চতুর্দিকের বিশেষভাবে বাছাই করা রত্ন একত্রিত হয়েছে। মনোনিীত হওয়া অর্থাৎ যারা বাবা সমান হয়েছে। সেবার আধার স্বরূপ অর্থাৎ নিজ উদ্ধার এবং সকলের উদ্ধার স্বরূপ। যত নিজের উদ্ধার স্বরূপ হবে, ততই সকলকে উদ্ধার করার নিমিত্ত হবে। বাপদাদা এই সংগঠনের আধার রূপ আর উদ্ধার রূপ বাচ্চাদের দেখছিলেন এবং তিনি বিশেষভাবে তোমাদের বিশেষত্ব দেখছিলেন, তোমরা আধার রূপও হয়েছে, উদ্ধার রূপও হয়েছে। এই দুই বিষয়ে সফলতা পাওয়ার জন্য তৃতীয় কোন বিষয় প্রয়োজন ? আধার রূপ হয়েছে বলেই তো এই নিমন্ত্রণে এখানে এসেছ, তাই না ! আর উদ্ধার রূপ হওয়ার কারণেই তো প্ল্যানস বানিয়েছ। উদ্ধার করা অর্থাৎ সেবা করা। তৃতীয় বিষয় বাবা কি দেখেছেন ? তোমরা যতটা এই বিশেষ সংগঠনের ততটাই উদারচিত। দরাজদিল বা উদারচিতের বোল, উদারচিতের ভাবনা কতখানি আছে ? কারণ উদারচিত হওয়া অর্থাৎ সদা সর্বকার্যে মুক্তমনা এবং দরাজমনা। কোন বিষয়ে তোমাদের সঙ্কীর্ণতামুক্ত এবং প্রশস্তহৃদয় হওয়া উচিত ? সবার প্রতি শুভ ভাবনা দ্বারা তাদের অগ্রচালিত করতে মুক্তমন হওয়া। যা তোমার তা' আমার, যা আমার তা' তোমার, কারণ সবকিছুই এক বাবার। এই অসীম বৃত্তিতে সঙ্কীর্ণমুক্ত, প্রশস্তহৃদয় হও। উদারহৃদয় হওয়া অর্থাৎ দাতার ভাবনায় পূর্ণ হৃদয়, নিজের প্রাপ্ত করা গুণ, শক্তি, বিশেষত্ব সব কিছুতে মহাদানী হতে দরাজমন হওয়া। বাণী দ্বারা জ্ঞান ধন দান করা, কোন বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু তোমাদের গুণ দান করতে হবে আর গুণ দেওয়াতে সহযোগী হবে। এই 'দান' শব্দ ব্রাহ্মণদের উপযুক্ত নয়। নিজের গুণ দ্বারা অন্যকে গুণবান, বিশেষত্রে আত্মাদের পরিপূর্ণ করতে সহযোগী হওয়া - একে বলা হয়ে থাকে মহাদানী, অসঙ্কীর্ণচিত্ততা। এইরকম উদারচিত হওয়া, উন্নতমন হওয়া - এটা ব্রহ্মাবাবাকে ফলো ফাদার করা। এইরকম উদারচিতের লক্ষণ কি হবে ?

তিনটে বিশেষ লক্ষণ হবে। এমন আত্মা ঈর্ষা, ঘৃণা আর ক্রিটিসাইজ (সমালোচনা) করা (যেটাকে তোমরা টোনটিং করা বলা) এই তিন ব্যাপারে সদা মুক্ত হবে। একে বলা হয়, উদারচিত। ঈর্ষা নিজেকেও হযরান করে, অন্যকেও হযরান করে। ক্রোধকে যেমন অগ্নি বলা হয়, সেইরকম ঈর্ষাও অগ্নির মতোই কাজ করে। ক্রোধ মহা অগ্নি আর ঈর্ষা ছোট অগ্নি। ঘৃণা কখনও শুভ চিন্তক, শুভ চিন্তন স্থিতির অনুভব করতে দেবে না। ঘৃণা অর্থাৎ নিজেরও পতন আর অন্যেরও পতন ঘটায়। ঠিক একইভাবে, ক্রিটিসাইজ করা - সেটা মজাচ্ছলেই করো বা সিরিয়াস হয়ে করো কিন্তু এটা এত দুঃখ দেয় যেন কেউ চলছে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া। পদাঘাত করা। যেমন, যখন কেউ কাউকে নিজের পা দিয়ে অন্যের পা জড়িয়ে ফেলে দেয় তখন তার ছোট বা বড় আঘাত লাগার থেকেও বড় ব্যাপার যে সে সাহস হীন হয়ে যায়। সেই আঘাতের ব্যাপারেই সে ভাবতে থাকে, যতক্ষণ যন্ত্রণা হবে ততক্ষণ যে আঘাত দিয়েছে কোন না কোন ভাবে তাকেই স্মরণ করতে থাকবে, এটা সাধারণ বিষয় নয়। কারও সম্বন্ধে কিছু বলে দেওয়া খুব সহজ। এমনকি ঠাট্টাচ্ছলে করা আঘাতও অনেক বড় দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা দুঃখ দেওয়ার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহলে বুঝেছ তোমরা ! তোমরা যতটা আধার স্বরূপ, ততটাই উদ্ধার স্বরূপ, উদারমতি, উদারচিত হওয়ার নিমিত্ত স্বরূপ। সব লক্ষণ বুঝে নিয়েছ, তাই তো ? যে উদারচিত সে-ই সঙ্কীর্ণতামুক্ত হবে।

সংগঠন তো খুব ভালো। সুপরিচিত সকলে এখানে এসেছে। তোমরা ভালো ভালো প্ল্যানস বানিয়েছ। সমুদায় প্ল্যান প্র্যাকটিক্যাল রূপে প্রয়োগ করার নিমিত্ত তোমরা। যত ভালো প্ল্যান বানিয়েছ, তোমরা নিজেরাও ততটাই ভালো। বাবা

তোমাদের পছন্দ করেন। সেবার জন্য তোমাদের নিষ্ঠা খুব ভালো। সেবার সদাকালের সাফল্যের আধার উদারতা। সকলের লক্ষ্য, শুভ সঞ্চল খুব ভালো এবং সকলের একই সঞ্চল। শুধু একটা কথা অ্যাড করতে হবে। এক বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে - একত্রিত হয়ে এককে প্রত্যক্ষ করতে হবে। শুধু এটা অ্যাডিশন করতে হবে। অ-জ্ঞানী লোকও এক বাবার পরিচয় দেওয়ার জন্য এক আঙুল দ্বারা ইশারা করবে। দুই আঙুলে ইশারা করবে না। সহযোগীর চিহ্ন এক আঙুল দিয়েই দেখাবে। তোমরা সব বিশেষ আত্মার বিশেষত্বের চিহ্ন অব্যাহত রয়েছে।

সুতরাং, এই গোল্ডেন জুবিলি উদযাপনের জন্য বা প্ল্যানস বানানোর জন্য সদা দুটো শব্দ স্মরণে রাখবে - 'একতা আর একাগ্রতা।' এই দুই শ্রেষ্ঠ বাহু সফলতার, যার দ্বারা কার্য করা হয়। একাগ্রতা অর্থাৎ ব্যর্থ এবং নাকারাত্মক সঞ্চল থেকে সদা মুক্ত, নির্বিকল্প। যেখানে একতা এবং একাগ্রতা আছে, সেখানে সাফল্য গলার হার (মালা)। গোল্ডেন জুবিলির কার্য এই বিশেষ দুই বাহু দ্বারা করতে হবে। দুই বাহু তো সকলের আছে। এই দুই বাহু যুক্ত হলে তোমরা চতুর্ভুজ হয়ে যাবে, সত্যনারায়ণ আর মহালক্ষ্মীকে চতুর্ভুজ দেখানো হয়েছে। তোমরা সবাই সত্যনারায়ণ আর মহালক্ষ্মী। চতুর্ভুজধারী হয়ে সব কার্য করা অর্থাৎ সাক্ষাৎকার স্বরূপ হওয়া। যে কোন কাজ শুধুমাত্র দুই হাতেই করো না, সবকিছু চার হাতে করো। সবমাত্র তোমরা গোল্ডেন জুবিলির শ্রীগণেশ (ঘটস্থাপন) করেছ। গণেশকেও চতুর্ভুজ দেখানো হয়। বাপদাদা প্রতিদিন মিটিংয়ে আসেন। একবারের পরিক্রমণেই তিনি সমগ্র সমাচার জানতে পারেন। কীভাবে তোমরা সবাই বসে আছ, বাপদাদা সেই ফটো তুলছেন। শারীরিকভাবে নয়। তোমাদের মনের স্থিতির আসনের ফটো তোলেন। মুখে কেউ কিছু বলছে, কিন্তু মন থেকে কী বলছে, মনের সেই বোল টেপ করেন। বাপদাদার কাছেও সবার টেপ করা ক্যাসেটস্ আছে। তাঁর কাছে ছবিও আছে, দুইই আছে। ভিডিও, টি. ভি. ইত্যাদি যা চাও তাই আছে। তোমাদের কাছে তো নিজেদের ক্যাসেট আছে, তাই না! কিন্তু কারও কারও নিজের মনের আওয়াজ বা তাদের সঞ্চল ব্যক্ত করতে অপারগ হয়। আচ্ছা।

ইয়ুথ প্ল্যানস সবার ভালো লাগে। এটাও উৎসাহ-উদ্দীপনার ব্যাপার। এটা জোর করে করার বিষয় নয়। তোমাদের হৃদয়ে যে উদ্যম আছে, তা' নিজে থেকেই অন্যদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার বাতাবরণ তৈরি করে। সুতরাং, এটা পদযাত্রা নয় বরং প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার যাত্রা। এটা শুধুই নিমিত্ত মাত্র। নিমিত্ত রূপে যে কার্যই কর, সেই কার্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার বিশেষত্ব যেন থাকে। প্ল্যানস সবার পছন্দ। পরবর্তী কালেও চতুর্ভুজ হয়ে অবিরতভাবে যেমন প্ল্যান প্র্যাকটিক্যালি

প্রয়োগ করতে থাকবে তখন আরও অ্যাডিশন হবে। বাপদাদার সবচাইতে যে বিষয় ভালো লেগেছে তা' হলো গোল্ডেন জুবিলি ধুমধামের সাথে পালন করার উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চল সবার এক। সকলের একই সঞ্চলের এই ফাউন্ডেশন উৎসাহ-উদ্দীপনায় পূর্ণ। এই একটা শব্দকে সদা আন্ডারলাইন কর আর অগ্রচালিত হও। *তোমরা এক, এবং এই কার্য একের। যে কোন থেকেই কার্য হোক, তা' দেশে হোক বা বিদেশে, যেকোনও জোন, তা' ইস্ট বা ওয়েস্টে, কিন্তু তোমরা এক এবং এটাই একের কার্য।* এটাই সকলের সঞ্চল, তাই না! প্রথমে এই প্রতিজ্ঞা তোমরা করেছিলে, নয় কি? এই প্রতিজ্ঞা শুধুমাত্র মুখে নয়, বরং তোমাদের মনের মধ্যকার এই প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ অটল সঞ্চল। যা কিছুই হয়ে যাক, কিন্তু টলানো যাবে না, অটল। এইরকম প্রতিজ্ঞা সবাই করেছ? যেমন কোনো শুভ কাজ যখন করতে হয়, তখন প্রথমে সবার মনে প্রতিজ্ঞা করার সঞ্চল থাকে, আর সেই সঞ্চলের চিহ্নস্বরূপ কড়া (বালা/কঙ্কন) পরে অর্থাৎ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার শক্ত বন্ধনে বাঁধা পড়ে। সেই কাজের কর্মকর্তাদের হাতে সুতোরই হোক বা অন্য কোনো কিছুর তৈরি কঙ্কন তারা পরিয়ে দেয়। তাহলে এটা শ্রেষ্ঠ সঞ্চলের গ্রন্থি (গাঁট), তাই তো? আর আজ যেমন সবাই অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ভাগুরীতে 'শ্রী গণেশ' করেছ অর্থাৎ তহবিলে সহযোগ দিয়েছে, ঠিক সেইভাবেই এখন এই ভাগুরীও (বাবার বাত্ম) রাখো, যার মধ্যে সবাই এটা অটল প্রতিজ্ঞা মনে করে চিরকুট লিখে রাখবে। উভয় ভান্ডার একসাথে থাকলে তবেই সফলতা হবে। আর তা' যেন মন থেকে হয়, লোক দেখানো নয়। এটাই ফাউন্ডেশন। গোল্ডেন হয়ে গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন করার আধার এটাই। সেইজন্য শুধুমাত্র একটা স্লোগান স্মরণে রাখ - "না আমি সমস্যা হব, না আমি সমস্যা দেখে চঞ্চল হব।" আমিও সমাধান স্বরূপ হব আর অন্যের জন্যও সমাধানকারী হব। এই স্মৃতি স্বতঃই গোল্ডেন জুবিলিকে সফলতা স্বরূপ বানাবে। যখন ফাইনাল গোল্ডেন জুবিলি হবে তখন তোমাদের গোল্ডেন স্বরূপ সকলের অনুভূত হবে। তোমাদের মধ্যে গোল্ডেন ওয়ার্ল্ড দেখবে। 'গোল্ডেন দুনিয়া আসছে' তোমরা শুধু বলবে তাই নয়, বরং তা' তোমরা প্র্যাকটিক্যালি তাদের দেখাবে। জাদুকর যেমন জাদু দেখানোর কালে অবিরত বলতে থাকে, "এই দেখ" . . . সুতরাং, তোমাদের এই গোল্ডেন চেহারা, চকমকে ললাট, জ্বলজ্বলে নয়ন, ঝলমলে ঠোঁট এই সবকিছু গোল্ডেন এজের সাক্ষাৎকার করাবে। তোমরা যেমন ছবি বানাও তেমনই তো, নয় কি - একই চিত্রে এই মুহূর্তে তোমরা ব্রহ্মা দেখ, পরমুহূর্তে কৃষ্ণ দেখ, বিষ্ণু দেখ। ঠিক একইভাবে তোমাদের যেন সাক্ষাৎকার হয়। এক মুহূর্তে ফরিস্তা, আরেক মুহূর্তে বিশ্ব মহারাজ, বিশ্ব মহারানী রূপ। এই মুহূর্তে সাধারণ

শ্বেত বস্ত্রধারী। এই বিভিন্ন রূপ তোমাদের এই গোল্ডেন মূর্তিতে যেন দৃশ্যগোচর হয়। বুদ্ধে !

যখন বাছাই করা এত আধ্যাত্মিক গোলাপের স্তবক একত্রিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক এক গোলাপের কত সুগন্ধ হয়, তাহলে এই এত বড় পুষ্পস্তবক কত চমৎকার করবে ! আর প্রত্যেক নক্ষত্রের মধ্যে সংসারও আছে। তোমরা একা নও। সেই সব নক্ষত্রের মধ্যে দুনিয়া নেই। তোমরা সব নক্ষত্রের মধ্যে তো দুনিয়া আছে, তাই না ! চমৎকার তো হওয়ারই আছে ! আর হয়েই আছে। শুধুমাত্র যে উদ্যোগী সেই অর্জুন হবে। বিজয় তো নিশ্চিত, এটা স্থিরীকৃত। যেমনই হোক, তোমাদের অর্জুন হতে হবে। অর্জুন অর্থাৎ নম্বর ওয়ান। এই ভিত্তিতে পুরস্কার দাও। সমগ্র গোল্ডেন জুবিলিতে না সমস্যা হয়েছে, না সমস্যা দেখেছি। নির্বিঘ্ন, নির্বিকল্প, নির্বিকারী - তিন বিশেষত্ব যেন থাকে। এইরকম গোল্ডেন স্থিতিতে যারা থাকে তাদের পুরস্কৃত কর। বাপদাদাও খুশি হন। যে বাচ্চারা বিশাল বুদ্ধির তাদের দেখে খুশি তো হয়ই, তাই না ! যেমন বিশাল বুদ্ধি তেমনই বিশাল হৃদয়। তোমাদের সকলেরই বিশাল বুদ্ধি আছে, তাইতো প্ল্যান বানাতে এখানে এসেছি। আচ্ছা !

সদা নিজেকে আধার স্বরূপ, উদ্ধারকারী স্বরূপ, সদা মুক্তমনা উদার হৃদয়, উদারচেতা, 'সদা এক এবং একেরই কার্য'- এইরকম একরস স্থিতিতে থাকে, সদা একতা এবং একাগ্রতায় স্থিত থাকে, এইরকম বিশাল বুদ্ধি, বিশাল হৃদয়, বিশাল চিত্ত বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

মুখ্য ভাই-বোনদের সাথে :- সবাই মিটিং করেছে। শ্রেষ্ঠ সঞ্চলের সিদ্ধি হয়ই। সদা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অগ্রচালিত হওয়াই বিশেষত্ব। মম্মা সেবার বিশেষভাবে ট্রায়াল কর। মম্মা সেবা চুস্বকের মতো। চুস্বক যেমন অনেক দূর থেকেও সূঁচকে টেনে নিতে পারে, ঠিক সেইভাবে ঘরে বসেই তোমাদের মম্মা সেবা দ্বারা আত্মারা তোমাদের কাছে চলে আসবে। এখন তোমরা বাইরে বেশি বিজি থাক, মম্মা সেবাকে ইউজ কর। স্থাপনার্থে যে সমস্ত বড় কাজ হয়েছে তার সাফল্য মম্মা সেবারই। যখন তারা রামলীলা বা গৃহীত কোনও কাজ করে, তখন তা' করার আগে সেই কাজ অনুযায়ী নিজের স্থিতি বজায় রাখতে ব্রত পালন করে। সুতরাং তোমাদেরও সবাইকে মম্মা সেবার ব্রত নিতে হবে। ব্রত ধারণ না করায় তোমরা চঞ্চলতার মধ্যে বেশি থাক, সেইজন্য রেজাল্টে কখনো একরকম তো কখনো আরেকরকম হয়। মম্মা সেবার অভ্যাস অধিকতর প্রয়োজন। মম্মা সেবা করার জন্য লাইট হাউস আর মাইট হাউস হওয়ার স্থিতি প্রয়োজন। লাইট এবং মাইট উভয়ই একত্রে প্রয়োজন। মাইকের সামনে শক্তিমান (মাইটি) হয়ে বলতে হবে। মাইকও হতে হবে, মাইটও হতে হবে। তোমাদের মুখও মাইক।

সুতরাং মাইট হয়ে মাইক দ্বারা বলো। এমন যেন আমি উপর থেকে পাওয়ারফুল স্টেজে নেমে এসেছি, অবতারণা হয়ে সবার প্রতি এই বার্তা দিচ্ছি। আমি অবতারণা বলছি। অবতরিত হয়েছি। অবতারের স্টেজ তো পাওয়ারফুল হবে, তাই না ! উপর থেকে যে নিচে নেমে আসে, তার গোল্ডেন স্টেজ স্থিতি হয়, নয় কি ! সুতরাং যে সময় তোমরা নিজেকে অবতার মনে করবে, তখন সেটাই পাওয়ারফুল স্টেজ। আচ্ছা !

বরদান:- সাক্ষী হয়ে তোমার উঁচু স্টেজ দ্বারা সকল আত্মাকে সকাশ দিয়ে বাবা সমান অব্যক্ত ফরিস্তা ভব*
চলতে ফিরতে সদাসর্বদা নিজেকে নিরাকার আত্মা আর কর্ম করা কালে অব্যক্ত ফরিস্তা মনে কর, তবে সদা খুশিতে উড়তে থাকবে। ফরিস্তা অর্থাৎ যে উঁচু স্টেজে থাকে। দেহের এই দুনিয়ায় অর্থাৎ এই স্থূল জগতে নিরন্তর কিছু ঘটলেও সাক্ষী হয়ে সব পার্ট দেখতে থাক আর সকাশ দিতে থাক। সীট থেকে নেমে সকাশ দেওয়া যায় না। উঁচু স্টেজে স্থিত হয়ে তোমার বৃত্তি এবং দৃষ্টির সহযোগে কল্যাণের সকাশ দাও, মনের মিস্ত্রড স্থিতিতে নয়, তখনই যে কোনো প্রকারের বাতাবরণ থেকে সেফ থাকতে সমর্থ হবে এবং বাবা সমান অব্যক্ত ফরিস্তা ভব'র বরদানী হবে।

স্লোগান:- স্মরণের শক্তি দ্বারা দুঃখকে সুখে আর অশান্তিকে শান্তিতে পরিবর্তন কর।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোমওয়ার্ক

ব্রহ্মাবাবার প্রতি ভালোবাসা থাকলে, ভালোবাসার লক্ষণসমূহ প্র্যাকটিক্যালি দেখাতে হবে। ব্রহ্মাবাবার যেমন নম্বর ওয়ান ভালোবাসা মুরলির সাথে ছিল, যা থেকে মুরলীধর হয়েছেন। সুতরাং যার প্রতি ব্রহ্মাবাবার ভালোবাসা ছিল আর এখনও আছে তা' অবিরত প্রতীয়মান হতে হবে। প্রতিটা মুরলি অনেক ভালোবাসার সাথে পঠনপাঠনের দ্বারা তার স্বরূপ হতে হবে

মিষ্টি বাচ্চারা - কর্মন্য ছাত্র হয়ে ভালো নম্বর নিয়ে পাস হওয়ার পুরুষার্থ করো। অলস ছাত্র হয়ো না। অলস তো সে, যে সারাদিন আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবকে স্মরণ করে"

প্রশ্ন:- এই সঙ্গম যুগে সবথেকে সৌভাগ্যবান আত্মা কাকে বলা যাবে?

উত্তর:- যে বাবার এই যজ্ঞ সেবায় নিজের তন-মন-ধন সব সফল করেছে বা করছে, সে-ই হল সৌভাগ্যবান আত্মা। কেউ কেউ তো আবার অনেক কৃপন স্বভাবের হয়ে থাকে, পরে বোঝা যায় যে, তার ভাগ্যে নেই। তারা এটা বুঝতে চায় না যে, বিনাশ সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, কিছু তো করে নিই। যে সৌভাগ্যবান বাচ্চা হবে, সে এটা বুঝে যাবে যে, বাবা এখন আমাদের সম্মুখে আছেন। এখন আমরা আমাদের সব কিছু সফল করে নেবো। সাহস রেখে অনেকের ভাগ্য বানানোর নির্মিত হয়ে যাবো।

গীত:- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, এখানে তো তোমরা নিজেদের ভাগ্য শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছে। গীতাতে তো শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে, আর বলে যে "ভগবানুবাচ"। এখন আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছি। এখন "কৃষ্ণ ভগবানুবাচ" তো নেই। এই শ্রীকৃষ্ণ হলো আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। পুনরায় শিব ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজাদেরও রাজা বানাচ্ছি। তো সর্বপ্রথম রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই হবেন। বাকি "কৃষ্ণ ভগবানুবাচ" তো হয় না। কৃষ্ণ তো হল তোমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। এটা হল পাঠশালা, যেখানে স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন। এই পড়াশোনা করেই তোমরা সবাই রাজকুমার-রাজকুমারী তৈরি হও।

বাবা বলছেন যে, অনেক জন্মের অন্তিম জন্মেরও অন্তে আমি এসে তোমাদেরকে এই জ্ঞান শোনাই, পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ বানানোর জন্য। এই পাঠশালার শিক্ষক হলেন শিববাবা, শ্রীকৃষ্ণ নয়। শিববাবা-ই দৈবী ধর্মের স্থাপন করেন। বাচ্চারা, তোমরা বলা যে, আমরা এখানে এসেছি নিজের ভাগ্য তৈরি করতে। আত্মা জানে যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার থেকে এখন ভাগ্য বানাতে এসেছি। এটাই হল রাজকুমার-রাজকুমারী হওয়ার ভাগ্য। এটাই রাজযোগ, তাই না! শিববাবার দ্বারা সর্বপ্রথম স্বর্গের দুটি পাতা অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণের জন্ম হয়। এই যেসব চিত্র বানানো হয়েছে, এগুলি একদম সঠিক আছে। কাউকে বোঝানোর জন্য খুব ভালো। এই গীতার জ্ঞান থেকেই ভাগ্য তৈরি হয়। একসময় আমাদের ভাগ্য খুব ভালো ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে খারাপ হয়ে গেছে। অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে তোমরা একদম তমোপ্রধান ভিত্তারী হয়ে গেছো। এখন পুনরায় রাজকুমার হতে হবে। প্রথম তো অবশ্যই রাধা-কৃষ্ণ হবে, তারপর তো তাদেরই রাজধানী চলবে। কেবলমাত্র একজনই তো হবে না। স্বয়ম্বরের পর রাধা-কৃষ্ণ থেকে তারা লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাবে। নর থেকে রাজকুমার বা নারায়ণ হওয়া, একই কথা। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন। তাহলে নিশ্চয়ই এই সঙ্গম যুগেই স্থাপনা হয়েছিল, এই জন্য সঙ্গম যুগকে পুরুষোত্তম যুগ বলা হয়। আদি সনাতন দেবী-দেবতার ধর্মের স্থাপনা হয়, বাকি অন্যান্য সব ধর্ম বিনাশ হয়ে যায়। সত্যযুগে কেবলমাত্র একটিই ধর্ম ছিল। সেই ইতিহাস-ভূগোলের অবশ্যই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। পুনরায় স্বর্গের স্থাপনা হবে। যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, পরিদের স্থান ছিল, সেটা তো এখন কবরস্থান হয়ে গেছে। সবাই কাম চিতাতে বসে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সত্যযুগে তোমরা মহল আদি বানাবে। এমন নয় যে, নিচে থেকে কোনো সোনার দ্বারিকা বা লক্ষা বেরিয়ে আসবে। দ্বারিকা হতে পারে কিন্তু লংকা তো হবে না। স্বর্ণযুগ বলা হয় যে রামরাজ্যকে। আসল সোনা যা কিছু ছিল, সেসব লুট হয়ে গেছে। তোমরা সবাইকে বোঝাও যে, ভারত অনেক ধনবান ছিল। এখন তো দরিদ্র হয়ে গেছে। দরিদ্রতা - এই শব্দটি লেখা কোন খারাপ কথা নয়। তোমরা বোঝাতে পারো যে, সত্যযুগে একটাই ধর্ম ছিল। সেখানে আর অন্য কোনো ধর্ম থাকতে পারে না। কেউ কেউ বলে যে, এটা কিভাবে সম্ভব, কেবলমাত্র দেবতারাই সেখানে থাকবে? অনেক মত-মতান্তর আছে, এক-পরস্পরের সঙ্গে কখনোই মিলবে না। কত আশ্চর্য বিষয়! কত চরিত্র আছে। এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। আমরা স্বর্গবাসী হচ্ছি, এটি স্মরণে থাকলে সদা হাসি-মুখ থাকবে। বাচ্চারা, তোমাদের অনেক খুশিতে থাকতে হবে। তোমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল অনেক উঁচু, তাই না। আমরা মনুষ্য থেকে দেবতা, স্বর্গবাসী হতে চলেছি। এটাও তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো যে, স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। এটাও সর্বদা স্মরণে রাখা চাই। কিন্তু মায়া ক্ষণে-ক্ষণে ভুলিয়ে দেয়। ভাগ্যে না থাকলে তো পরিবর্তন হবে না। মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস অর্ধকল্প থেকে চলে আসছে, সেটা পরিবর্তন হতে চায় না। মিথ্যাকেই সম্পদ মনে করে রেখে দেয়, ত্যাগ করতে পারে না, বোঝা যায় যে

এদের ভাগ্য এই রকমই আছে। বাবাকে স্মরণ করে না। স্মরণও তখনই স্থির থাকবে, যখন সবার থেকে মমত্ব বেরিয়ে যাবে। সমগ্র দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য বৃদ্ধি আসবে। মিত্র-সম্বন্ধী আদিকে দেখেও যেন দেখে না। জানে যে এরা সবাই হলো নরকবাসী, কবরস্থানে সমাধিস্থ আছে। এই সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। এখন আমাদেরকে ঘরে ফিরে যেতে হবে। এইজন্য সুখধাম আর শান্তিধামকেই স্মরণ করতে হবে। আমরা কালকে স্বর্গবাসী ছিলাম, রাজ্য করেছিলাম, সেসব এখন হারিয়ে ফেলেছি, পুনরায় আমরা রাজ্যভাগ্য প্রাপ্ত করছি। বাচ্চারা বোঝে যে, ভক্তি মার্গে অনেক মাথা ঠুকতে হয়, অনেক টাকা-পয়সা নষ্ট হয়ে যায়। চিৎকার করতে থাকে, কিন্তু প্রাপ্ত কিছুই হয় না। আত্মা আহ্বান করে যে, বাবা এসো, সুখধামে নিয়ে চলো, সেটাও যখন অন্ত সময়ে অনেক দুঃখ হয়, তখনই স্মরণ করে।

তোমরা দেখছো যে, এখন এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। এটাই হলো আমাদের অন্তিম জন্ম। এই অন্তিম জন্মেই আমরা সমস্ত জ্ঞানপ্রাপ্ত করেছি। এই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ধারণ করতে হবে। ভূমিকম্প আদি হঠাৎ করেই হবে, তাইনা! হিন্দুস্তান পাকিস্তানের বিভাজনের সময় অনেকে মারা গিয়েছিল। বাচ্চারা, তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুই জানা আছে। বাকি যা কিছু হতে থাকবে, সেগুলোও জানতে পারবে। কেবলমাত্র একটি সোমনাথের মন্দির সোনার হবে না। আরো অনেক অনেক মহল, মন্দির আদি সোনার তৈরি হবে। তারপর কি হয়, কোথায় সব হারিয়ে যায়? ভূমিকম্পের কারণেই কি সবকিছু ভূগর্ভস্থ হয়ে যায়, যেগুলি আর বেরিয়ে আসে না? ভূগর্ভেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়.... কি হয়? আস্তে আস্তে তোমরা সবকিছুই জানতে পারবে। তারা বলে, সোনার দ্বারকা চলে গেছে। এখন তোমরা বলো যে, ড্রামানুসারে সেটা নিচে চলে গেছে, চক্রের পুনরাবৃত্তি হলে তা পুনরায় উপরে উঠে আসবে। সেটাও আবার নতুন করে বানাতে হবে। এই চক্র বুদ্ধিতে স্মরণ করে অনেক খুশিতে থাকতে হবে। এই সমস্ত চিত্র তো পকেটে রেখে দিতে হবে। এই ব্যাচের দ্বারাও অনেক সেবা করা যায়। কিন্তু এত সেবা কেউ করেই না। বাচ্চারা, তোমরা ট্রেনেতেও অনেক সেবা করতে পারো, কিন্তু কেউ কখনো এই সমাচার দেয় না যে, ট্রেনেতে কেমন সেবা হয়েছে, তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতেও তোমরা সেবা করতে পারো। যারা কল্পপূর্বে বুঝেছিল, যারা মনুষ্য থেকে দেবতা হয়েছিল, তারাই এখন এসে এই জ্ঞান বুঝবে। মনুষ্য থেকে দেবতা - বলা হয়ে থাকে। এই রকম বলা হয় না যে, মনুষ্য থেকে খ্রিস্টান বা মনুষ্য থেকে শিখ হয়। না, মনুষ্য থেকে দেবতাই হয় অর্থাৎ আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। বাকি সব নিজ-নিজ ধর্মে চলে যায়। কল্প বৃক্ষের ঝাড়ের চিত্রে অন্যান্য ধর্ম দেখানো হয়েছে, সেসব ধর্ম কবে স্থাপন হয়েছে? দেবতারাই হিন্দু হয়ে গেছে। হিন্দু থেকে পুনরায় অন্যান্য ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সেই আত্মাদের সংখ্যাও অনেক বেরোবে, যারা নিজের শ্রেষ্ঠ ধর্ম-কর্মকে ছেড়ে অন্য অন্য ধর্মে গিয়েছে, তারা পুনরায় বেরিয়ে আসবে। অন্তিম সময়ে অল্প একটু বুঝবে, তাই প্রজা বর্গে আসবে। দেবী-দেবতা ধর্মে সবাই আসতে পারবে না। সবাই নিজের নিজের নির্দিষ্ট স্থানে চলে যাবে। তোমাদের বুদ্ধিতেই এই সমস্ত কথা আছে। ভক্তি মার্গে তো কত কি সব করতে থাকে। সবজির জন্য অনেক ব্যবস্থা থাকে। বড় বড় মেশিন আদি লাগায়। কিছুই হয় না। সৃষ্টিকে তমোপ্রধান হতেই হবে। সিঁড়ি দিয়ে নিম্নমুখী হতেই হবে। নাটকে যেটা আছে, সেটাই হবেই। পুনরায় নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হবেই। বিজ্ঞান, যেটা এখন শিখছে, অল্প সময়ের মধ্যেই তারা অনেক কৃতিত্ব অর্জন করবে। যার কারণে সেখানে খুব ভালো ভালো জিনিস তৈরি করতে পারবে। এই বিজ্ঞান সেখানে খুব সুখ প্রদান করবে। এখানে সুখ তো খুব অল্প আছে, দুঃখের পরিমাণই সর্বাধিক। এই বিজ্ঞানের এতকিছু সব বেরিয়েছে, কত বছর হল? আগে তো এই বিদ্যুৎ-গ্যাস আদি কিছুই ছিল না। এখন তো দেখো কত কি সব বেরিয়ে গেছে। আর সেখানে তো সবকিছু প্রাকৃতিক ভাবে আগে থেকেই তৈরী থাকবে। খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু তৈরী হয়ে যাবে। এখানে দেখো মহল কিভাবে তৈরি হয়। সবকিছুই যেন আগে থেকে প্রস্তুত করা থাকে। কত মহল তৈরি করে। সেখানে এসব কিছু থাকবে না। সেখানে তো চাম্বাদ করার জন্য সকলেরই নিজস্ব ক্ষেত্র থাকবে। সেখানে কর আদি কিছু দিতে হবে না। সেখানে তো অনেক ধন সম্পদ থাকবে। জমিও অনেক থাকবে। নদীগুলিও সব থাকবে, বাকি কোন নালা আদি থাকবে না, যেগুলো পরবর্তীকালে খোদাই করা হয়েছে।

বাচ্চাদের মধ্যে তো অনেক খুশি হওয়া চাই। কারণ তোমরা ডবল ইঞ্জিন পেয়েছো। পাহাড়ি ট্রেনগুলোতে ডবল ইঞ্জিন থাকে। বাচ্চারা, তোমরা এই সেবায় সহযোগ দাও, তাইনা। তোমরা সংখ্যায় খুব অল্প হও। তোমাদের মহিমাও গাওয়া হয়ে থাকে। তোমরা জানো যে তোমরা হলে ঈশ্বরের সেবাদারী। শ্রীমৎ অনুসারে সেবা করো। বাবাও এখন তোমাদের সেবা করতে এসেছেন। তিনি এক ধর্মের স্থাপনা এবং অনেক ধর্মের বিনাশ করেন, আর কিছুদিন পরেই তোমরা দেখতে পাবে যে চারিদিকে কিভাবে যুদ্ধ শুরু হবে। এখনও ভয় আছে যে, কোথাও যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে বস্তু না ফেলে দেয়। আগুন তো চারিদিকে লাগবেই। তারা সবসময়ই নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করতে থাকবে। বাচ্চারা জানে যে, এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। তারপর আমরা ঘরে ফিরে যাবো। এখন ৮৪ জন্মের চক্র সম্পন্ন হয়েছে। সবাই একসঙ্গে বাড়ি ফিরে যাবো। তোমাদের মধ্যেও খুব অল্পসংখ্যক আছে যারা ঘন-ঘন বাবাকে স্মরণ করে। ড্রামা অনুসারে কর্মণ্য আর অলস -

এই দুই প্রকারেরই ছাত্র থাকবে। কর্মণ্য ছাত্ররা ভালো নম্বর নিয়ে পাস হয়ে যাবে। আর যারা অলস হবে তারা তো সারাদিন লড়াই ঝগড়া করতেই থাকবে। বাবাকে স্মরণ করবে না। সারাদিন বন্ধু-বান্ধবকেই স্মরণ করবে। এখানে তো সবকিছু ভুলে যেতে হবে। আমরা হলাম আত্মা, আমাদের শরীর রূপী পুঙ্খ নুলে আছে। আমরা কর্মাজীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করলে, আমাদের এই শরীর রূপী পুঙ্খকে ত্যাগ করতে পারবো। এটাই চিন্তার বিষয়, কর্মাজীত অবস্থা হয়ে গেলে তো শরীর আপনা হতেই শেষ হয়ে যাবে। আমরা শ্যাম থেকে সুন্দর হয়ে যাব। পরিশ্রম তো করতেই হবে, তাই না। প্রদর্শনীতেও দেখো কত সবাই পরিশ্রম করে। মহেন্দ্র (ভোপাল) অনেক সাহস দেখায়। একলাই অনেক পরিশ্রম করে প্রদর্শনী আদি করে। পরিশ্রমের ফলও প্রাপ্ত করবে, তাই না। একজনই অনেক কামাল করে দেখায়। কত জনের কল্যাণ করে। মিত্র-সম্বন্ধী আদির সাহায্যেই অনেক সেবা করে। সত্যি আশ্চর্যের বিষয় ! মিত্র সম্বন্ধীদেরকে বোঝায় যে, এই টাকা-পয়সা আদি সবকিছুকে সেবা কার্যে লাগাও, ব্যাংকে জমা রেখে কি হবে? তিনি সাহস রেখে একটা সেন্টারও খুলেছেন। অনেকের ভাগ্য বানিয়েছেন। এইরকম ৫-৭ জন বেরিয়ে এলে তো অনেক সেবা হয়ে যাবে। কেউ-কেউ তো আবার অনেক কৃপণতা দেখায়। পরে বোঝা যায় যে, তার ভাগ্যে নেই। এটা বোঝে না যে, বিনাশ সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, কিছু তো করে নিই। এখন মানুষ যা কিছু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করবে, তা থেকে কিছুই প্রাপ্ত হবে না। ঈশ্বর তো এখন এসেছেন স্বর্গের রাজস্ব দেওয়ার জন্য। দান-পূর্ণ করলে কিছুই প্রাপ্ত হবে না। যে নিজের তন-মন-ধন সব কিছু সফল করবে বা করছে, সেই হলো ভাগ্যবান। কিন্তু ভাগ্যতে না থাকলে তো সে কিছুই বুঝতে পারবে না। তোমরা জানো যে, তারাও হল ব্রাহ্মণ, আমরাও হলাম ব্রাহ্মণ। আমরা হলাম প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী। এত সংখ্যক ব্রাহ্মণ, তারা তো হলো মাতৃ গর্ভজাত বংশাবলী, তোমরা হলে ব্রহ্মামুখ বংশাবলি। শিব জয়ন্তী এই সঙ্গম যুগেই হয়। এখন স্বর্গ বানানোর জন্য বাবা মন্ত্র দিচ্ছেন, "মন্মনা ভব"। আমাকে স্মরণ করো তো তুমি পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। এই রকম যুক্তি দিয়ে পর্চা ছাপাও। এই দুনিয়াতে তো অনেকেই মারা যায়। যেখানে কেউ মারা যায়, সেই জায়গায় এই পর্চাগুলি বিতরণ করো। বাবা যখন আসেন, তখন পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হয়। আর তারপরেই স্বর্গের দ্বার খুলে যায়। আর যদি কেউ সুখধামে যেতে চায় তার জন্য মন্ত্র হল *মন্মনা ভব*। এইরকম আকর্ষণীয় পর্চা সকলের কাছে রাখো। শ্মশানেও তোমরা এই পর্চা বিতরণ করতে পারো। বাচ্চাদের সেবার প্রতি শখ থাকতে হবে। সেবা করার জন্য অনেক যুক্তি বাবা বলে দেন। এটা তো ভালোভাবে লিখে দিতে হবে। আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য লেখা হয়ে গেছে। কাউকে বোঝানোর জন্য খুব ভালো যুক্তি চাই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কর্মাজীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করার জন্য, এই শরীর রূপী পুঙ্খকে ভুলে যেতে হবে। এক বাবাকে ছাড়া অন্য কোনো বন্ধু বা অন্য কোন সম্বন্ধী-আদি যেন স্মরণে না আসে। এই পুরুষাখই করতে হবে।

২) শ্রীমতে চলে ভগবানের সাহায্যকারী (খুদাই-খিদমতগার) হতে হবে। তন-মন-ধন সব সফল করে নিজের উচ্চ ভাগ্যশালী বানাতে হবে।

বরদান:- অনেস্ট (সং) হয়ে নিজেকে বাবার সামনে স্পষ্ট করে উল্লিখিত কলার অনুভাবী ভব*

ব্যখ্যা :- আমি যা আছি, যেমন আছি, সেইরকম ভাবেই নিজেকে বাবার সামনে প্রত্যক্ষ করা, এটাই হলো সবথেকে বড় উল্লিখিত কলার সাধন। বুদ্ধিতে যে অনেক প্রকারের বোঝা আছে, সেগুলিকে সমাপ্ত করার এটাই হলো সহজ যুক্তি। সং হয়ে নিজেকে বাবার সামনে স্পষ্ট করা অর্থাৎ পুরুষার্থের পথ স্পষ্ট করা। কখনো চালাকি করে মনমত আর পরমত অনুসারে পরিকল্পনা মাফিক বাবা বা নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের সামনে কোনো বিষয় উপস্থাপন করা, এটাকে সততা বলা যায় না। অনেস্টি অর্থাৎ বাবা যা, বাবা যেইরকম, বাচ্চাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ ঠিক তেমনই প্রত্যক্ষ হয়েছেন, সেরকমই বাচ্চারা যেন বাবার সম্মুখে প্রত্যক্ষ হয়।

স্লোগান:- সত্যিকারের তপস্বী তো হল সে, যে সর্বদা সর্বস্ব ত্যাগের স্থিতিতে স্থিত থাকে।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য

সারাদিন প্রত্যেক আত্মার প্রতি শুভকামনা আর শ্রেষ্ঠ ভাবকে ধারণ করবার বিশেষ অ্যাটেনশন রেখে, অশুভ ভাবকে শুভ ভাবে, অশুভ ভাবনাকে শুভ ভাবনাতে পরিবর্তন করে, সদা খুশির স্থিতিতে থাকো তো অব্যক্ত স্থিতির অনুভব, সহজেই হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের অবস্থা যখন কর্মাকীর্ণ হবে, তখনই তোমরা বিষ্ণুপুরীতে যাবে, যে বাচ্চারা 'পাস উইথ অনার' হবে, তারাই কর্মাকীর্ণ তৈরী হবে"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের প্রতি দুই বাবা কোন্ পরিশ্রম করেন?

উত্তর:- বাচ্চারা যাতে স্বর্গের উপযুক্ত হয়। বাপদাদা, দুইজনই বাচ্চাদের সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ বানানোর জন্য পরিশ্রম করেন। তোমরা যেন এঁদের ডবল ইঞ্জিন পেয়েছো। তাঁরা তোমাদের এমন আশ্চর্যের পাঠ পড়ান, যাতে তোমরা ২১ জন্মের জন্য বাদশাহী পেয়ে যাও।

গীত:- শৈশবের দিন ভুলে যেও না.....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা গান শুনেছে। নাটকের নিয়ম অনুসারে এমন ধরণের গীত চয়ন করা হয়েছে। মানুষ চমকিত হয়ে যায় যে, বাবা এই নাটকের গানের উপর মুরলী চালান। এ কেমন প্রকারের জ্ঞান! শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ আদি সবই ছেড়ে দিয়েছেন, এখন এই গানের রেকর্ডের উপর মুরলী চলে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এও আছে যে, আমরা এখন অসীম জগতের পিতার হয়েছি, যেই বাবার থেকে আমরা অতীন্দ্রিয় সুখ পাই, সেই বাবাকে ভুলে গেলে চলবে না। এই বাবার স্মরণেই জন্ম - জন্মান্তরের পাপ দক্ষ হয়। এমন যেন না হয় যে, তোমরা স্মরণ করা ছেড়ে দিলে আর তোমাদের পাপ রয়ে গেলো। তখন পদও কম হয়ে যাবে। এমন বাবাকে তো খুব ভালোভাবে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে। বিবাহের সম্বন্ধ হলে যেমন একে অপরকে স্মরণ করতে থাকে। তোমাদেরও সম্বন্ধ হয়েছে, এরপর তোমরা যখন কর্মাকীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত করবে, তখন তোমরা বিষ্ণুপুরীতে যাবে। এখন শিববাবাও এখানে আছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবাও আছেন। এই দুই ইঞ্জিন মিলিত হয়ে আছেন -- এক নিরাকারী, দ্বিতীয় সাকারী। এনারা দুজনই পরিশ্রম করেন যাতে, বাচ্চারা স্বর্গের উপযুক্ত হয়ে যায়। তোমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কোলা সম্পূর্ণ হতে হবে। এই পরীক্ষা তোমাদের পাস করতে হবে। এই কথা কোনো শাস্ত্রেই নেই। এই পড়া হলো খুবই আশ্চর্যের -- ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য। অন্য পড়া হয় মৃত্যুলোকের জন্য, এই পড়া হলো অমরলোকের জন্য। এরজন্য তো এখানেই পড়তে হবে, তাই না। আত্মা যতক্ষণ পবিত্র না হবে, ততক্ষণ সত্যযুগে যেতে পারবে না, তাই বাবা এই সঙ্গম যুগেই আসেন, এই যুগকেই কল্যাণকারী পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ বলা হয়। এই যুগে তোমরা কড়ি থেকে হীরে তুল্য হও তাই তোমরা শ্রীমত অনুযায়ী চলো। শ্রী শ্রী শিববাবাকেই বলা হয়। মালার অর্থও বাচ্চাদেরই বোঝানো হয়েছে। উপরে ফুল হলো শিববাবা, তারপর হলো যুগল মেরু। এ তো প্রবৃত্তি মার্গ, তাই না। তারপর হলো দানা, যারা বিজয়ী হবে, তারা প্রথমে রুদ্র মালা তারপর বিষ্ণুমালা তৈরী হয়। এই মালার অর্থ কেউই জানে না। বাবা বসে বোঝান - বাচ্চারা, তোমাদের কড়ি থেকে হীরে তুল্য হতে হবে। ৬৩ জন্ম ধরে তোমরা বাবাকে স্মরণ করে এসেছো। তোমরা এখন এক মাশুকের প্রিয়তমের (মাশুকের) প্রিয়তমা (আশিক)। সকলেই এক ভগবানের ভক্ত। পতিদের পতি, বাবারও বাবা হলেন তিনি, সেই একজনই। বাচ্চারা, তিনিই তোমাদের রাজার রাজা বানান। তিনি নিজে তা হন না। বাবা বারবার তোমাদের বোঝান - বাবার স্মরণেই তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হবে। সাধু - সন্তরা তো বলে দেন যে - আত্মা নির্লিপ্ত। বাবা বোঝান যে - ভালো বা মন্দ সংস্কার আত্মাই সঙ্গে করে নিয়ে যায়। ওরা বলে দেয়, ব্যস যেকোনো দেখি, সব ভগবানই ভগবান। সবই ভগবানের লীলা। সকলেই সম্পূর্ণ বাম মার্গে গিয়ে মন্দ হয়ে যায়। এমন অনেকের মতেও লাখ - লাখ মানুষ চলছে। এও এই নাটকেই নিহিত আছে। সর্বদা বুদ্ধিতে তিন ধামের কথা স্মরণে রেখো - শান্তিধাম, যেখানে আত্মারা থাকে, সুখধাম, যেখানে যাওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো, আর দুঃখধাম শুরু হয় অর্ধেক কল্প পরে। ভগবানকে বলা হয় হেভেনলি গড ফাদার। তিনি কোনো নরক স্থাপন করেন না। বাবা বলেন যে, আমি তো সুখধামেরই স্থাপনা করি। বাকি এ সবই হলো হার - জিতের খেলা। বাচ্চারা, তোমরা শ্রীমতে চলে মায়া রূপী রাবণকে জয় করো। তারপর অর্ধেক কল্প পরে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। বাচ্চারা, তোমরা এখন যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত আছো। এ কথা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে তারপর অন্যদেরও বোঝাতে হবে। তোমাদের অঙ্কের লাঠি হয়ে অন্যদের ঘরের পথ বলে দিতে হবে কেননা সবাই সেই ঘরকে ভুলে গেছে। এ কথা বলা হয় যে, এও এক নাটক কিন্তু মানুষ এর আয়ু লাখ - হাজার বছর বলে দেয়। বাবা বোঝান যে, রাবণ তোমাদের কতো অন্ধ (জ্ঞানহীন) করে দিয়েছে। বাবা এখন তোমাদের সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলছেন। বাবাকেই সর্বগুণ বলা হয়। এর অর্থ এই নয় যে তিনি প্রত্যেকেরই অন্তরকে জানেন। ও তো যারা ঋদ্ধি - সিদ্ধি শেখে, তারা তোমাদের অন্তরের কথা জেনে নেয়। সর্বগুণ - এর অর্থ এই নয়। এ তো বাবার মহিমা। তিনি জ্ঞানের সাগর, আনন্দের

সাগর । মানুষ তো বলে দেয় তিনি অন্তর্যামী । বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, তিনি হলেন শিক্ষক, তিনি আমাদের পড়ান । তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের সদগুরুও । দেহধারীরও শিক্ষক, গুরু হয় কিন্তু তারা আলাদা - আলাদা । তিনজন এক হতে পারেন না । কখনো কোনো বাবা শিক্ষক হয়েও থাকেন কিন্তু গুরু তো হতে পারেন না । তাও তো তিনিও মানুষ । এখানে তো সুপ্রীম আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান । আত্মাকে কখনোই পরমাত্মা বলা যায় না । এও কেউ বুঝতে পারে না । বলা হয় যে, পরমাত্মা অর্জুনকে সাক্ষাৎকার করিয়েছিলেন, অর্জুন বলেছিলেন, এবার থামো, আমি এতো তেজ সহ্য করতে পারছি না । এ সব যখন মানুষ শুনলো, তখন মনে করলো, পরমাত্মা এতো তেজোময় । আগে বাবার কাছে এলে অনেকে সাক্ষাৎকারে চলে যেতো । তারা বলতো, এবার থামো, অনেক তেজ, আমি সহ্য করতে পারছি না । যা শুনে এসেছে, সেই ভাবনাই বুদ্ধিতে থাকে । বাবা বলেন যে, যে ব্যক্তি যেই ভাবনায় স্মরণ করে, আমিও তার ভাবনা পূরণ করতে পারি । কেউ যদি গণেশের পূজারী হয়, আমি তাকে গণেশের সাক্ষাৎকার করাবো । সাক্ষাৎকার হলে তারা মনে করে, ব্যস, মুক্তিধামে পৌঁছে গেছি, কিন্তু তা নয়, মুক্তিধামে কেউই যেতে পারে না । নারদেরও উদাহরণ আছে । শিরোমণি ভক্ত নামে তাঁর মহিমা করা হয় । সে জিজ্ঞেস করেছিলো যে আমি লক্ষ্মীকে বিবাহ করতে পারি, তখন বলা হয়েছিলো, নিজের মুখ তো দেখো । আবার ভক্তদের মালাও তৈরী হয় । মহিলাদের মধ্যে মীরা আর পুরুষদের মধ্যে নারদের মহিমা মূখ্য । এখানে আবার স্ত্রীতে মূখ্য শিরোমণি হলেন সরস্বতী । নম্বরের ক্রমানুসারে তো হয়, তাই না ।

বাবা বোঝান যে, মায়ার থেকে খুবই সাবধান থাকতে হবে । মায়া তোমাদের দিয়ে এমন উল্টো কাজ করিয়ে নেবে । তখন অন্তিম সময়ে খুবই কাঁদতে হবে, অনুতাপ করতে হবে যে -- ভগবান এলেন, আর আমরা তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ নিতে পারলাম না । তখন প্রজাতে গিয়ে দাস - দাসী হবে । শেষের দিকে এই পড়া তো সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তখন খুবই অনুতাপ করতে হয়, তাই প্রথম থেকেই বুঝিয়ে দেন, যাতে পরে না অনুতাপ করতে হয় । বাবাকে যতো স্মরণ করতে থাকবে, ততই যোগ অগ্নির দ্বারা পাপ ভস্ম হবে । তোমাদের আত্মা সতোপ্রধান ছিলো তারপর খাদ জমতে - জমতে তমোপ্রধান হয়ে গেছে । স্বর্ণযুগ, রৌপ্যযুগ, তাম্রযুগ এবং লৌহযুগ -- এমন নামও আছে । তোমাদের এখন লৌহযুগ থেকে স্বর্ণযুগে যেতে হবে । পবিত্র হওয়া ছাড়া আত্মারা সেই যুগে যেতে পারে না । সত্যযুগে পবিত্রতা ছিলো, তাই শান্তি এবং সম্পদ ছিলো । এখানে পবিত্রতা নেই তাই শান্তি এবং সম্পদ নেই । এ রাতদিনের তফাৎ । বাবা তাই বোঝান - তোমরা শৈশবের দিন ভুলে যেও না । বাবা তো তোমাদের দত্তক নিয়েছেন, তাই না । ব্রহ্মার দ্বারা তিনি দত্তক নেন, এ হলো দত্তক গ্রহণ । স্ত্রীকেও গ্রহণ করা হয় । বাকি সন্তানদের জন্ম দেওয়া হয় । স্ত্রীকে রচনা বলা হবে না । এই বাবাও তোমাদের দত্তক নেন যে, তোমরা আমার সেই সন্তান যাদের আমি পূর্ব কল্পে দত্তক নিয়েছিলাম । দত্তক সন্তানরাই বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ পায় । উঁচুর থেকেও উঁচু বাবার থেকে উঁচুর থেকেও উঁচু অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । তিনিই হলেন ভগবান তারপর দ্বিতীয় নম্বরে লক্ষ্মী - নারায়ণ হলেন সত্যযুগের মালিক । তোমরা এখন সত্যযুগের মালিক তৈরী হচ্ছে । এখনো তোমরা সম্পূর্ণ হও নি, সম্পূর্ণ তৈরী হচ্ছে ।

নিজে পবিত্র হয়ে অন্যকে পবিত্র করা, এই হলো প্রকৃত আত্মিক সেবা । তোমরা এখন সেই আত্মিক সেবা করো তাই তোমরা অনেক উচ্চ । শিববাবা পতিতদের পবিত্র করেন । তোমরাও পবিত্র করো । রাবণ তোমাদের কতো তুচ্ছ বুদ্ধির করে দিয়েছে । বাবা এখন তোমাদের উপযুক্ত করে এই বিশ্বের মালিক বানান । এমন বাবাকে কিভাবে তোমরা বুড়ি - পাথরে বলতে পারো ? বাবা বলেন যে, এই খেলা বানানো আছে । আবার পরের কল্পে এমনই হবে । এখন এই নাটকের নিয়ম অনুসারে আমি এসেছি তোমাদের বোঝাতে । এতে কোনো ফারাকই হতে পারে না । বাবা এক সেকেণ্ডের দেরী করতে পারেন না । বাবার যেমন অবতরণ হয়, তেমনই বাচ্চারা তোমাদেরও অবতরণ হয়, তোমরা অবতরিত হও । আত্মা এখানে এসে আবার সাক্ষাৎ অভিনয় করে, একে বলা হয় অবতরণ । আত্মা উপর থেকে নীচে অভিনয় করতে আসে । বাবার জন্মও দিব্য এবং অলৌকিক । বাবা নিজেই বলেন, আমাকে প্রকৃতির আধার নিতে হয় । আমি এই শরীরে প্রবেশ করি । এই শরীর আমার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে । এ এক অনেক বড় আশ্চর্যের খেলা । এই নাটকে প্রত্যেকেরই পার্ট লিপিবদ্ধ আছে যা তারা অভিনয় করতে থাকে । ২১ জন্ম ধরে আবার এভাবেই অভিনয় করবে । তোমরা পুরুষার্থের নম্বরের অনুসারে এই স্বচ্ছ স্ত্রীতে পেয়েছো । বাবা তো মহারথীদের মহিমা করেন, তাই না । এই যে দেখানো হয় কৌরব আর পাণ্ডবদের যুদ্ধ হয়েছিলো, এ সবই বানানো কথা । তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, ওরা হলো শরীরের ডবল হিংসক, আর তোমরা হলে আত্মিক ডবল অহিংসক । বাদশাহী নেওয়ার জন্য তোমরা দেখো কিভাবে বসে আছো । তোমরা জানো যে, বাবার স্মরণে তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে । তোমাদের এই আগ্রহ লেগেই থাকে । সমস্ত পরিশ্রম স্মরণ করাতেই, তাই ভারতের এই প্রাচীন যোগের মহিমা আছে । বিদেশের মানুষরাও ভারতের এই প্রাচীন যোগ শিখতে চায় । তারা মনে করে, সন্ন্যাসীরা আমাদের এই যোগ শেখাবে । বাস্তবে সন্ন্যাসীরা এই যোগ কিছুই শেখান না । তাঁদের সন্ন্যাস হলো হঠযোগের ।

তোমরা হলে প্রবৃত্তিমার্গের । তোমাদের শুরুর থেকেই রাজধানী ছিলো । এখন হলো অন্তিম সময় । এখন তো পঞ্চায়েতী রাজ্য । দুনিয়াতে এখন অন্ধকার তো অনেক । তোমরা জানো যে এখন তো রক্তের নাটকের খেলা হবে । এও এক খেলা দেখানো হয়, যা হলো অসীম জগতের কথা, কতো রক্ত বইবে । প্রাকৃতিক বিপর্যয় হবে । সকলের মৃত্যুও হবে । একে রক্তের নাটক বলা হয় । এই নাটক দেখার জন্য খুবই সাহসের প্রয়োজন । ভীতুরা তো চট করে বেহঁশ হয়ে যাবে, এতে নির্ভয়তার খুবই প্রয়োজন । তোমরা তো শিব শক্তি, তাই না । শিব বাবা হলেন সর্বশক্তিমান, আমরা তার থেকে শক্তি গ্রহণ করি, পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বাবাই বলে দেন । বাবা সম্পূর্ণ সাধারণ রায় দেন -- বাচ্চারা, তোমরা সত্যপ্রধান ছিলে, এখন তমোপ্রধান হয়েছে, বাবা এখন বলছেন - আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র, সত্যপ্রধান হয়ে যাবে । আত্মা যদি বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হয় তাহলে পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । বাবাই হলেন অখরিটি । চিত্রে দেখানো হয় -- বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মার জন্ম । সেই ব্রহ্মার দ্বারা বসে সব শাস্ত্র, বেদের রহস্য বোঝানো হয়েছে । তোমরা এখন জানো যে, ব্রহ্মাই বিষ্ণু আর বিষ্ণুই ব্রহ্মা হন । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করা হয়, তারপর যে স্থাপনা হয়েছে তার পালন তো অবশ্যই করতে হবে, তাই না । এইসব খুব ভালোভাবে বোঝানো হয়, যারা বুঝতে পারে তাদের এই খেয়াল থাকবে যে, এই আত্মিক জ্ঞান কিভাবে সকলেরই পাওয়া উচিত । আমাদের কাছে অর্থ থাকলে আমরা কেন সেন্টার খুলবো না । বাবা বলেন, আচ্ছা, তোমরা ভাড়াতেই বাড়ি নাও, সেখানে হাসপিটাল আর ইউনিভার্সিটি একসাথেই খোলো । যোগে হলো মুক্তি আর জ্ঞানে হলো জীবনমুক্তি । দুই ধরনের অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । এতে কেবল তিন পদ পৃথিবীর প্রয়োজন, আর কিছুই চাই না । তোমরা গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি খোলো । বিশ্ববিদ্যালয় বা ইউনিভার্সিটি, কথা তো একই হলো । এ মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার কতো বড় ইউনিভার্সিটি । মানুষ জিজ্ঞেস করবে, আপনাদের খরচ কিভাবে চলে ? আরে, বি.কে.দেব বাবার কতো সন্তান - সন্ততি, তোমরা জিজ্ঞেস করতে এসেছো । বোর্ডে দেখো কি লেখা আছে ? এ খুবই আশ্চর্যের জ্ঞান । বাবাও তো আশ্চর্যের, তাই না । তোমরা কিভাবে এই বিশ্বের মালিক হও ? শিব বাবাকে বলা হবে শ্রী - শ্রী, কারণ তিনি উঁচুর থেকেও উঁচু, তাই না । লক্ষ্মী - নারায়ণকে বলা হবে শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ । এ সবই খুব ভালোভাবে ধারণ করার মতো কথা । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । এই হলো সত্য - সত্য অমর কথা । তিনি এক পার্বতীকে কখনোই অমর কথা শোনাবেন না । কতো মানুষ অমরনাথ দর্শনে যায় । বাচ্চারা, তোমরা বাবার কাছে এসেছো রিফ্রেশ হতে । এরপরে তোমাদের সবাইকে বোঝাতে হবে, রিফ্রেশ করতে হবে, সেন্টারও খুলতে হবে । বাবা বলেন যে, কেবল তিন পদ পৃথিবী নিয়ে যদি হাসপাতাল আর ইউনিভার্সিটি খোলো তাহলে অনেকের কল্যাণ হবে । এতে খরচ তো কিছুই নেই । এক সেকেণ্ডেই সুখ - স্বাস্থ্য এবং সম্পদের প্রাপ্তি হয় । বাচ্চার জন্ম হবে আর উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে । তোমাদেরও নিশ্চয়তা আছে তাই এই বিশ্বের মালিক হতে পারছো । এরপর সবই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অন্তিম রক্তের নাটকের দৃশ্য দেখার জন্য খুবই নির্ভয়, শিব শক্তি হতে হবে । সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণে শক্তি গ্রহণ করতে হবে ।

২) পবিত্র হয়ে, পবিত্র বানানোর প্রকৃত আত্মিক সেবা করতে হবে । ডবল অহিংসক হতে হবে । অন্ধের লাঠি হয়ে সবাইকে ঘরের পথ বলে দিতে হবে ।

বরদান:- পুরানো সংস্কারের অগ্নি সংস্কার করে প্রকৃত জীবন্মৃত ভব*

মৃত্যুর পরে যেমন শরীরের সংস্কার করা হয়, তখন নাম - রূপ সমাপ্ত হয়ে যায়, তেমনই বাচ্চারা, তোমরা যখন জীবন্মৃত হও, তখন যদিও বা শরীর থাকে, কিন্তু পুরানো সংস্কার, স্মৃতি বা স্বভাবের সংস্কার করে দাও । সংস্কার করা মানুষ আবার যদি সামনে আসে তাকে ভূত বলা হয় । তেমনই এখানেও যদি কোনো সংস্কার করা সংস্কার জাগ্রত হয়ে যায় তাহলে সেও হলো মায়ার ভূত । এই ভূতকে দূর করো, এর বর্ণনা পর্যন্ত করো না ।

শ্লোগান:- কর্মভোগের বর্ণনা করার পরিবর্তে, কর্মযোগের স্থিতির বর্ণনা করতে থাকো ।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোম ওয়ার্ক

সারাদিন সকলের প্রতি কল্যাণের ভাবনা, সদা স্নেহ এবং সহযোগ দানের ভাবনা, সাহস এবং উৎসাহ বৃদ্ধির ভাবনা, আত্মিকতার ভাবনা আর আত্মিক স্বরূপের ভাবনা রাখতে হবে। এই ভাবনাই হলো অব্যক্ত স্থিতি তৈরীর আধার।

"মিষ্টি বাচ্চারা- পাশ উইথ অনার হতে চাও তো শ্রীমতের আধারে চলতে থাকো, কুসঙ্গ আর মায়ার ঝড় থেকে নিজেকে সামলে রাখো"

প্রশ্ন:- বাবা বাচ্চাদের প্রতি কি সেবা করেছেন, যেটা বাচ্চাদেরও করতে হবে?

উত্তর:- বাবা আদরের বাচ্চা বলে হীরে তুল্য তৈরী করার সেবা করেছেন। সেরকম আমরা অর্থাৎ বাচ্চাদেরও মিষ্টি ভাইদের হীরে তুল্য তৈরী করতে হবে। এর মধ্যে কোনো কষ্টকর ব্যাপার নেই, শুধুমাত্র বলতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করলে হীরে তুল্য হয়ে যাবে।

প্রশ্ন:- বাবা তাঁর বাচ্চাদের কি আদেশ দিয়েছেন?

উত্তর:- বাচ্চারা, তোমরা সত্যিকারের উপার্জন করো আর করাও। তোমাদের কারোর থেকেই ধার নেওয়ার অনুমোদন নেই।

গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে দূরে কোথাও নিয়ে চলো ...(ইস পাপ কি দুনিয়া সে..)

ওম্ শান্তি নূতন দুনিয়াতে চলতে সক্ষম, মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি বাবা গুডমর্নিং করছেন। আত্মা রূপী বাচ্চারা নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে জানে যে প্রতিবার আমরা এই দুনিয়া থেকে দূরে চলে যাবি। কোথায়? নিজেদের সুইট সাইলেন্স হোমে। শান্তিধাম হলো দূরে, যেখান থেকে আমরা অর্থাৎ এই আত্মারা এসেছি সেটা হলো মূলবতন, এটা হলো স্থূল বতন। ওটা হলো আমাদের আত্মাদের গৃহ। সেই গৃহে তো বাবা ব্যতীত আর কেউ নিয়ে যেতে পারে না। তোমরা এই সকল ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা আত্মিক সার্ভিস করছো। কে শিখিয়েছেন? দূরে নিয়ে যেতে পারেন যে বাবা। কতো জনকে দূরে নিয়ে যাবেন? অগণিত। এক পান্ডার বাচ্চারা, তোমরা সকলেই হলে পান্ডা। তোমাদের নামই হলো পান্ডব সেনা। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা প্রত্যেককে দূরে নিয়ে যাওয়ার যুক্তি বলে দাও- মন্মানাভব, বাবাকে স্মরণ করো। বলেও যে- বাবা, এই দুনিয়া থেকে দূরে কোথাও নিয়ে চলো, এখানে নিশ্চিন্ততা নেই। এর নামই হলো দুঃখধাম এখন বাবা তোমাদের কোনো ধাক্কা খাওয়ায় না। ভক্তি মার্গে বাবাকে খুঁজে পেতে তোমরা কতো ধাক্কা খাও। বাবা নিজেই বলেন আমি হলামই গুপ্ত। এই চোখের দ্বারা (চর্মচক্ষু) কেউ আমাকে দেখতে পারে না। কৃষ্ণের মন্দিরে মাথা ঠোকার জন্য কাঠের খড়ম রাখে, আমার তো পা নেই যে তোমাদের মাথা ঠুকতে হবে। তোমাদের তো শুধু বলি- আদরের বাচ্চারা, তোমরাও অন্যান্যদের বলো- মিষ্টি ভাইয়েরা, পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করলে তবে বিকর্ম বিনাশ হবে। ব্যাস আর কোনো কষ্ট নেই। বাবা যেমন হীরে তুল্য করে তোলেন, বাচ্চারাও অন্যান্যদের হীরে তুল্য করে তোলেন। এটাই শেখার আছে- মানুষকে হীরে তুল্য কীভাবে তৈরী করবে? ড্রামা অনুসারে পূর্ব কল্পের ন্যায় প্রতি কল্পের সন্ধিকালে বাবা এসে আমাদের শিখিয়ে দেন। আমরা আবার অন্য সকলকে শেখাই। বাবা হীরে তুল্য গড়ে তুলছেন। তোমাদের জানা আছে মুসলমান (খোজোর) গুরু আগা খাঁকে সোনা, রূপা, হীরে দিয়ে ওজন করা হয়েছিলো। নেহেরুকে সোনা দিয়ে ওজন করেছিলো। এখন তারা তো কাউকে হীরে তুল্য গড়ে তুলতে পারে না। বাবা তো তোমাদের হীরে তুল্য করে গড়তে তুলছেন। ওনাকে তোমরা কিসে ওজন করবে? তোমাদের তো দরকারই নেই। কিছু লোক তো রেসে অনেক পয়সা ওড়ায়। অট্টালিকা, প্রপার্টি ইত্যাদি তৈরী করতে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা তো সত্যিকারের উপার্জন করছো। তোমরা কারোর থেকে ধার করলে তা আবার ২১ জন্ম ধরে দিতে হবে। তোমাদের কারোর থেকে ধার নেওয়ার অনুমতি নেই। তোমরা জানো যে এই সময় হলো মিথ্যা উপার্জন, যা বিনষ্ট হয়ে যাবে। বাবা দেখেছেন এসব হলো কড়ি, আমাদের হীরে প্রাপ্তি হয়, তবে আবার এই কড়ি কি করবে? বাবার থেকে কেন অসীম জগতের উত্তরাধিকার নেবে না। দুটো খাওয়ার তো তুমিই পাবে। একটা কথা আছে- যাদের হাত ক্রমাগত প্রদান করে তারা প্রথম নশ্বর অর্জন করে। বাবাকে শেয়ারের দালালও বলা হয় যে। বাবা তাই বলেন তোমাদের পুরানো জিনিস এক্সচেঞ্জ করি। কেউ মারা গেলে তো পুরানো জিনিস শ্মশানের ব্রাহ্মণকে (করনীঘোরকে) দিয়ে দেয় যে না! বাবা বলেন তোমাদের থেকে কি নিই তার স্যাম্পল দেখো। দ্রৌপদীও যে একজন ছিল না। তোমরা সকলে হলে দ্রৌপদী। অনেক ডাকতো বাবা আমাকে নগ্ন হওয়ার থেকে বাঁচাও। বাবা কতো ভালোবেসে বোঝান- বাচ্চারা, এই অন্তিম জন্ম পবিত্র হও। বাবা বলেন যে না বাচ্চাদের, যে আমার দাঁড়ির সম্মান রাখো, কুলে কলঙ্ক লাগিও না। তোমাদের অর্থাৎ মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের কতো নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। বাবা তোমাদের হীরে তুল্য করে তোলেন, এনাকেও (ব্রহ্মাবাবা) সেই বাবা(শিববাবা) হীরে তুল্য করে তুলছেন। স্মরণ ওনাকে করতে হবে। এই ব্রহ্মা বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে না। আমি তোমাদের গুরু নই। তিনি আমাকে শেখান, আমি আবার তোমাদের শেখাই। হীরে

তুল্য হতে গেলে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা বুদ্ধিয়েছেন যে ভক্তি মার্গে যদি কেউ দেবতাকে ভক্তিও করে, তবুও বুদ্ধি দোকান, ব্যবসা ইত্যাদির দিকে পালাতে থাকে, কারণ সেখানে প্রাপ্তি হয়। বাবা নিজের অনুভবও শোনান যে, যখন বুদ্ধি এদিক ওদিক পালাতো তো নিজেকে চাঁটি মারতেন- এটা কেন মনে আসছে? এখন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে, কিন্তু মায়া ক্ষণে-ক্ষণে ভুলিয়ে দেয়, ঘুঁষি মারে। মায়া বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে দেয়। নিজের সাথে এরকম ধরনের কথা বলা উচিত। বাবা বলেন- এখন নিজের কল্যাণ করলে, তবে অন্যান্যদেরও কল্যাণ করো, সেন্টার খোলো। এরকম অনেক বাচ্চা বলে- বাবা, অমুক জায়গায় সেন্টার খুলবো? বাবা বলেন আমি তো হলাম দাতা। আমার কিছু দরকার নেই। বাচ্চারা, এই অটালিকা ইত্যাদিও তোমাদের জন্যই তৈরী হচ্ছে। শিববাবা তো তোমাদের হীরে তুল্য করে তুলতে এসেছেন। তোমরা যা কিছু করো সেটা তোমাদেরই কাজে আসে। এখানে কোনো গুরু নেই, যে চেলা ইত্যাদি তৈরী করবে, বাড়ী তৈরী করে বাচ্চারাই, নিজেদের থাকার জন্য। হ্যাঁ, বাড়ী যারা তৈরী করান তারা যখন আসে তো আপায়ন করা হয়, যেন আপনি উপরে নূতন বাড়ীতে গিয়ে থাকেন। কেউ তো বলে আমি কেন নূতন বাড়ীতে থাকবো, আমার তো পুরানোই ভালো লাগে। আপনি যেমন থাকেন, আমিও থাকবো। আমি দাতা বলে আমার এমন কোনো অহঙ্কার নেই। বাপদাদাই থাকবেন না তো আমি কেন থাকবো? আমাকেও আপনার সাথে রাখুন। যতো আপনার সান্নিধ্যে থাকবো তত ভালো। বাবা বোঝান- যতো পুরুষার্থ করবে তো সুখধামে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। স্বর্গে তো সবাই যাবে যে না! ভারতবাসী জানে, ভারত পূণ্য আত্মাদের দুনিয়া ছিলো, পাপের লেশ মাত্র ছিলো না। এখন তো পাপ আত্মা হয়ে গেছে। এটা হলো রাবণ রাজ্য। সত্যযুগে রাবণ হয় না। রাবণ রাজ্য হয়ই অর্ধ-কল্প পরে। বাবা এতো বোঝান তাও বোঝে না। কল্প-কল্প এমনই হয়ে এসেছে। নূতন কথা নয়। তোমরা প্রদর্শনী করো, কতো-শতো জন আসে। প্রজা তো অনেক হবে। হীরে তুল্য হতে তো টাইম লাগে। প্রজা হয়ে যাবে সেটাও ভালো। এখন হলোই প্রলয়ের সময়। হিসেব-নিকেশ চুকে যায়। ৮এর মালা যাঁরা হয়েছেন তাঁরা হলেন পাশ উইথ অনার্সের। ৮ দানাই নম্বর ওয়ানে যায়, যাঁদের লেশ মাত্রও সাজা প্রাপ্তি হয় না। কর্মাজীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করে নেন। এরপর হলো ১০৮, নম্বর অনুযায়ী তো বলবে যে না। এটা হলো পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে আসা অনাদি ড্রামা, যেটার সাক্ষী হয়ে দেখে কে ভালো পুরুষার্থ করে? কোনো কোনো বাচ্চারা পরে এসে, শ্রীমতে চলতে থাকে। এরকমই শ্রীমত অনুযায়ী চলতে থাকলে তো পাশ উইথ অনার্স হয়ে ৮ এর মালাতে আসতে পারে। হ্যাঁ, চলতে-চলতে কখনো খারাপ লক্ষণ দেখা যায়। এই চড়াই-উতরাই সকলের সামনেই আসে। এটা হলো উপার্জন। কখনো অনেক খুশীতে থাকবে, কখনো কম। মায়ার ঝড়ে অথবা কুসঙ্গ পিছু হঠিয়ে দেয়। খুশী লোপ পেয়ে যায়। কথায় আছে সাধু সঙ্গে স্বর্গবাস, কু-সঙ্গে নরক বাস। এখন রাবণের সঙ্গ ডুবিয়ে মারে, রামের সঙ্গ পারা করে দেয়। রাবণের মত অনুযায়ী এরকম হয়েছে। দেবতারো বা বামমার্গে বা পাপের পথে যায়। তাদের কিরকম নোংরা চিত্র দেখায়। এটা হলো বামমার্গে যাওয়ার চিহ্ন। ভারতেই রাম রাজ্য ছিলো, ভারতেই এখন রাম রাজ্য। রাবণ রাজ্যে ১০০ পারসেন্ট দুঃখী হয়ে পড়ে। এটা হলো খেলা। এই নলেজ যে কাউকেই বোঝানো কতো সহজ। (এক নার্স বাবার সামনে বসে আছে)- বাবা এই কন্যাকে বলতে থাকেন তুমি হলে নার্স, সেই সার্ভিসও করতে থাকো, সাথে-সাথে তোমরা এই সার্ভিসও করতে পারো। পেরেন্টস কেও এই জ্ঞান শোনাতে থাকো যে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। আবার ২১ জন্মের জন্য তোমরা রোগী হবে না। যোগের দ্বারাই হেল্থ আর এই চুরাশি জন্মের চক্রকে জানার ফলে ওয়েল্থ (অবিনাশী ধন) প্রাপ্ত হয়। তোমরা তো অনেক সার্ভিস করতে পারো, অনেকের কল্যাণ করবে। পয়সাও যা প্রাপ্ত করবে, ব্যাস- এই আত্মিক সেবাতে নিয়োগ করবে। বাস্তবে তো তোমরা সকলে হলে নার্স যে না! ছি-ছি নোংরা মানুষদের দেবতায় পরিণত করা- এটা নার্সের মতো সেবা হলো যে না! বাবাও বলেন আমাকে পতিত মানুষ ডাকে যে, এসে পবিত্র করে তোলো। তোমরাও রোগীদের এই সেবা করো, তোমার প্রতি নিজেকে সঁপে দেবে। তোমাদের দ্বারা সাক্ষাৎকারও হতে পারে। যদি যোগ-যুক্ত থাকো তো বড়-বড় সার্জেনরা ইত্যাদি সব তোমাদের চরণে এসে পড়বে। তোমরা করে দেখো। এখানে বর্ষণ করো রিফ্রেস হতে। আবার গিয়ে (জ্ঞান)বর্ষণ করে অন্যদের রিফ্রেস করবে। কোনো বাচ্চাদের এটাও জানা থাকে না যে বৃষ্টি কোথা থেকে আসে? মনে করে ইন্দ্র বর্ষণ করায়। ইন্দ্র-ধনু বলে যে না! শাস্ত্রে তো কতো কথা লিখে দিয়েছে। বাবা বলেন এটা আবার হবে, যা ড্রামা তো পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে। আমি কারোর গ্লানি করি না, এটা তো হলো যা হয়েছিলো সেই পূর্ব নির্ধারিত অনাদি ড্রামা। বোঝানো হয় যে এটা হলো ভক্তি মার্গ। বলেও যে জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য। বাচ্চারা, তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আছে। তুমি মরলে তো দুনিয়াও তোমার কাছে মরে গেল। আত্মা শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেলে তো সেখানেই দুনিয়া সমাপ্ত। বাবা বাচ্চাদের বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা পড়াশুনার প্রতি উদাসীন হয়ে না। সব কিছু নির্ভর করে পড়াশুনার উপর। কোনো ব্যারিস্টার তো লক্ষ টাকা উপার্জন করে আর কোনো ব্যারিস্টারের তো পড়ার জন্য কোট পর্যন্ত থাকে না। পড়াশুনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই অধ্যয়ন তো খুবই সহজ। স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে অর্থাৎ নিজের ৮৪ জন্মের আদি-মধ্য-অন্তকে জানতে হবে। এখন এই বৃক্ষের সমস্তটাই জরাজীর্ণ হয়ে আছে, ফাউন্ডেশন নেই। এছাড়া সমস্ত বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। সেরকম এই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম যেটা ছিলো, গোঁড়া ছিলো, সেটা এখন নেই। ধর্ম

ব্রষ্ট, কর্ম ব্রষ্ট হয়ে গেছে। মানুষ কারোর সঙ্গতি দিতে পারে না। বাবা বসে এইসব কথা বোঝাচ্ছেন, তোমরা চিরকালের জন্য সুখী হয়ে যাও। কখনো অকাল মৃত্যু হয় না। অমুকে মরে গেছে, এই কথা সেখানে থাকে না। বাবা তাই আদেশ দেন, অনেককে রাস্তা বলে দেবে তো তারা তোমার কাছে নিজেকে সঁপে দেবে। কারোর সাক্ষাতকারও হতে পারে। সাক্ষাৎকার হলো শুধুমাত্র এম অবজেক্ট। ওর জন্য অধ্যয়ণ করতে হয় যে না। বিনা পড়াশুনায় কি আর ব্যারিস্টার হয়ে যাবে! এরকম নয় যে, সাক্ষাৎকার হলো মানে মুক্ত হয়ে গেলে, মীরার সাক্ষাৎকার হয়ে ছিলো, তাই বলে কৃষ্ণ পুরীতে যায়নি। নৌধা ভক্তি অর্থাৎ নয়টি পর্যায়ে পরিপূর্ণ ভক্তি করলে সাক্ষাৎকার হয়। এখানে হলো আবার নৌধা স্মরণ। সন্ন্যাসী আবার ব্রহ্ম জ্ঞানী, তত্ত্ব জ্ঞানী হয়ে যায়। ব্যাস ব্রহ্মতে লীন হতে হবে। এখন ব্রহ্ম তো পরমাত্মা নয়। এখন বাবা বোঝান যদিও নিজের ধান্ধা ইত্যাদি শরীর নির্বাহ করার জন্যও করো কিন্তু নিজেকে ট্রাস্টি মনে করে, তবে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। আবার মায়া-মমতা ঘুচে যাবে। বাবা এসব নিয়ে কি করবেন? ইনি তো সব কিছু ছেড়ে ছিলেন যে। পরিবার বা মহল ইত্যাদি তো তৈরী করার নেই। এই বাড়ী তৈরী করা হয় কারণ অনেক বাচ্চারা আসবে। আবু রোড থেকে এখান পর্যন্ত কিউ(লাইন)লেগে যাবে। তোমাদের এখন প্রভাব বিস্তার হলে মাথাই খারাপ করে দেবে। বড় মানুষেরা এলে ভীড় হয়ে যায়। তোমাদের প্রভাব শেষের দিকে বের হবে, এখন না। বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে, যাতে পাপ খন্ডন হয়। এই প্রকার স্মরণে শরীর ছাড়তে হবে। সত্যযুগে শরীর ছাড়বে, মনে হবে একটা ছেড়ে দ্বিতীয় নূতন নেব। এখানে তো কতো দেহ-অভিমান থাকে। পার্থক্য আছে যে না। এই সব কথা নোট করতে আর করাতে হবে। অন্যান্যদেরও নিজের সমান হীরে তুল্য করে তুলতে হবে। যতো পুরুষার্থ করবে, ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। এই বাবা বোঝান, এখানে কোনো সাধু-মহাত্মা নেই। এই জ্ঞান বড় মজার, একে ভালো মতো ধারণ করতে হবে। এরকম নয় যে বাবার থেকে শুনে, আবার যেমনকার তেমনই রইল। গানেও শুনলে যে না, বলে সাথে নিয়ে যাও। তোমরা এই কথা আগে বুঝতে না, এখন বাবা বুঝিয়েছেন তাই বুঝেছো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১। অধ্যয়ণের প্রতি কখনো উদাসীন হতে নেই। স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে থাকতে হবে। হীরে তুল্য গড়ে তোলার সেবা করতে হবে।

২। সত্যিকারের উপার্জন করতে আর করাতে হবে। নিজের সমস্ত পুরানো জিনিস এক্সচেঞ্জ করতে হবে। কুসঙ্গ থেকে নিজেকে সামলাতে হবে।

বরদান:- সত্যিকারের আত্মীক স্নেহের অনুভূতি করাতে সক্ষম মাস্টার স্নেহের সাগর ভব*
সাগরের তটে গেলে যেমন শীতলতার অনুভব হয় সেরকম তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা মাস্টার স্নেহের সাগর হলে, যে কোনো আত্মাই তোমাদের সামনে এলে সেই অনুভব করবে যেন স্নেহের মাস্টার সাগরের ঢেউ স্নেহের অনুভূতি করাচ্ছে, কারণ আজকের দুনিয়া সত্যিকারের আত্মীক স্নেহের জন্য খুদার্ত। স্বার্থ সম্পন্ন স্নেহ দেখে-দেখে সেই স্নেহ থেকে হৃদয় বিমুখ হয়ে গেছে, সেইজন্য আত্মীক স্নেহের সামান্যতম সময়ের অনুভূতিও জীবনের অবলম্বন বলে মনে হবে।

স্লোগান:- জ্ঞান ধনের দ্বারা ভরপুর থাকলে স্থূল ধনের প্রাপ্তি স্বতঃই হতে থাকবে।*

স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোমওয়ার্ক

নিজের প্রতিটা সংকল্পকে, প্রতিটা কার্যকে, অব্যক্ত শক্তি দ্বারা অব্যক্ত রূপ দ্বারা ভেরিফাই(যাচাই) করতে হবে। বাপদাদাকে অব্যক্ত রূপে সর্বদা সম্মুখে আর সাথে রেখে প্রতিটা সংকল্প, প্রতিটা কার্য করতে হবে। "সাথী" আর "সাথ"এর অনুভব দ্বারা বাবার সমান সাক্ষী অর্থাৎ নির্লিপ্ত ও প্রিয় হতে হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজেদের যোগবলের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ করে, পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করতে হবে, এটাই তোমাদের সেবা"

প্রশ্নঃ - দেবতা ধর্মের কোন্ বিশেষত্বের গায়ন রয়েছে ?

উত্তরঃ - দেবী-দেবতা ধর্মই অত্যন্ত সুখ প্রদান করে। ওখানে দুঃখের কোনো নাম-চিহ্নই থাকে না। বাচ্চারা, তোমরা তিন-চতুর্থাংশ সুখ পাও। যদি অর্ধেক সুখ, অর্ধেক দুঃখ হয় তবে সেই আনন্দই থাকবে না।

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ। ভগবান বুঝিয়েছেন যে, কোনো মানুষকেই ভগবান বলা যায় না। দেবতাদেরও ভগবান বলা যাবে না। ভগবান নিরাকার, ওঁনার কোনো সাকারী বা আকারী রূপ নেই। সূক্ষ্মলোক-নিবাসীদেরও সূক্ষ্ম আকার আছে তাই তাকে বলা হয় সূক্ষ্মলোক। আর এখানে সাকারী মানুষ শরীর রয়েছে, তাই একে বলা হয় স্থূললোক। সূক্ষ্মলোকে এই স্থূল ৫ তত্ত্বের শরীর থাকে না। এই যে ৫ তত্ত্বের মানুষ শরীর গঠিত হয়েছে, একে বলা হয় মাটির পুতুল। সূক্ষ্মলোক-নিবাসীদের মাটির পুতুল বলা হয় না। দৈবী (দেবতা) ধর্মাবলম্বীরাও মানুষ, কিন্তু তাদের বলা হবে দৈব-গুণসম্পন্ন মানুষ। তারা এটা প্রাপ্ত করেছে শিব বাবার কাছ থেকে। দিব্যগুণসম্পন্ন মানুষ আর আসুরী গুণ সম্পন্ন মানুষের মধ্যে কত পার্থক্য। মানুষই শিবালয় বা বেশ্যালয়ে থাকার যোগ্য হয়। সত্যযুগকে বলা হয় শিবালয়। সত্যযুগও এখানেই। কোন মূললোক (পরমধাম) বা সূক্ষ্মলোকে সত্যযুগ হয়না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, ওটাই শিববাবার স্থাপন করা শিবালয়। কখন স্থাপন করেছিলেন ? সঙ্গমে। এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এখন এই দুনিয়া হলো পতিত তমোপ্রধান। একে সতোপ্রধান, নতুন দুনিয়া বলা যাবে না। নতুন দুনিয়াকে সতোপ্রধান বলা হয়। সেটাই পরে যখন পুরানো হয় তখন তাকে তমোপ্রধান বলা হয়। পুনরায় সতোপ্রধান কিভাবে হয় ? বাচ্চারা, তোমাদের যোগবলের দ্বারা। যোগবলের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয় আর তোমরা পবিত্র হয়ে যাও। পবিত্রদের জন্য পুনরায় অবশ্যই পবিত্র দুনিয়া চাই। নতুন দুনিয়াকে পবিত্র, পুরানো দুনিয়াকে অপবিত্র বলা হয়। পবিত্র দুনিয়া বাবা স্থাপন করেন, পতিত দুনিয়া রাবণ স্থাপন করে। এই কথা কোন মানুষই জানে না। যদি এই ৫ বিকার না থাকতো তাহলে মানুষ দুঃখী হয়ে বাবাকে কেন স্মরণ করে ? বাবা বলেন, আমিই দুঃখহরণকারী, সুখ প্রদানকারী (দুঃখহর্তা-সুখকর্তা)। ১০ মস্তকধারী রাবণের ৫ বিকারের পুতুল বানিয়েছে। সেই রাবণকে শত্রু মনে করে দাহ করা হয়। তাও এমন নয় যে, দ্বাপরাদি থেকেই জ্বালানো শুরু হয়েছে। না, যখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে তখন কোনো না কোনো মতাবলম্বী বসে এই নতুন কথা (নিয়ম) বের করেছে। যখন কেউ অত্যন্ত দুঃখ দেয় তখন তার এফিজি (কুশপুতুল) বানানো হয়। এখানেও মানুষ যখন অত্যন্ত দুঃখ পায়, তখন এই রাবণের ভূত (কুশ-পুতলিকা) বানিয়ে দাহ করে। বাচ্চারা, তোমাদের তিন-চতুর্থাংশ (কাল) সুখ থাকে। যদি দুঃখ অর্ধেক হতো, তাহলে তার আনন্দই বা কি থাকতো ! বাবা বলেন, তোমাদের এই দেবী-দেবতা ধর্ম অত্যন্ত সুখ প্রদান করে। সৃষ্টি অনাদি। একথা কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেনা যে, সৃষ্টি কেন স্থাপিত হয়েছে ? পুনরায় কবে সমাপ্ত হবে ? এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। শাস্ত্রে কল্পের আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর লেখা আছে। অবশ্যই সঙ্গমযুগও থাকবে, যখন সৃষ্টি পরিবর্তন হবে। এখন যেমন তোমরা অনুভব করো, তেমনভাবে আর কেউ বোঝে না। এতটুকুও বোঝেনা যে -- শৈশবে রাধা কৃষ্ণ নাম, পুনরায় তাঁদের স্বয়ংবর হয়। দুজনেই পৃথক-পৃথক রাজধানীর, পুনরায় তাঁদের স্বয়ংবর হয় তখন লক্ষী-নারায়ণ হয়। এইসব কথা বাবা তোমাদের বোঝান। বাবা হলেন নলেজ ফুল। এমনও নয় যে, বাবা সর্বস্ব (জানি জননহার)। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো, বাবা এসে তোমাদের নলেজ দেন। নলেজ পার্থশালায় পাওয়া যায়। পার্থশালায় এইম অবজেক্ট তো অবশ্যই থাকা উচিত। এখন তোমরা পড়াশোনা করছো। অপবিত্র দুনিয়ায় তোমরা রাজত্ব করতে পারবে না। রাজত্ব করবে ফুল-সদৃশ (পবিত্র) দুনিয়ায়। রাজযোগ কী সত্যযুগে শেখাবে, না শেখাবে না। সঙ্গমযুগেই বাবা রাজযোগ শেখান। এ হলো অসীম জগতের কথা। বাবা কখন আসেন, কারোরই জানা নেই। গভীর অন্ধকারে রয়েছে। জাপানে জ্ঞান-সূর্য নামে ওরা নিজেদেরকে সূর্যবংশীয় বলে। বাস্তবে দেবতারাই হলেন সূর্যবংশীয়। সূর্যবংশীয়দের রাজ্য সত্যযুগেই ছিল। গায়নও করা হয় যে, জ্ঞান-সূর্য উদিত হয়েছে..... তখন ভক্তিমার্গের অন্ধকারের বিনাশ হয়েছে। নতুন দুনিয়াই পুরানো, পুনরায় পুরানো দুনিয়াই নতুন হয়। এ হলো অসীম জগতের বড় ঘর। কত বড় ব্রহ্মান্ড। সূর্য, চন্দ্র, তারা সবই কত কার্যকরী। রাত্রিতে কত কার্য করা হয়। এমনও অনেক রাজা আছে, যারা দিনে ঘুমায় আর রাতে নিজের সভাদি বসায়, বেচা-কেনা করে। এখনও এমন কোথাও-কোথাও হয়। মিলস্ (কারখানা) ইত্যাদিও রাতে চালু থাকে। এ হলো পার্থিব জগতের দিন-রাত। আর ওটা হলো অসীম জগতের কথা। এসব কথা তোমরা ব্যতীত আর কারো বুদ্ধিতে নেই। শিববাবাকেও

জানে না। বাবা প্রতিটি কথা বোঝাতে থাকেন। ব্রহ্মার উদ্দেশ্যেও বুঝিয়েছেন যে -- ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। বাবা যখন সৃষ্টি রচনা করেন, তখন অবশ্যই কারোর মধ্যে প্রবেশ করেই করবেন। পবিত্র মানুষ তো সত্যযুগে হয়। কলিযুগে তো সবাই বিকারের দ্বারা জন্মগ্রহণ করে, তাই পতিত বলা হয়। তারা বলে, বিকার ছাড়া সৃষ্টি কিভাবে চলবে ? আরে দেবতাদের উদ্দেশ্যে তোমরা বোলো যে, সম্পূর্ণ নির্বিকারী। কত শুদ্ধতার সঙ্গে তাঁদের মন্দির বানানো হয়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত কাউকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। বাস্তবে কোনো বিকারী মানুষ এই দেবতাদের স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু আজকাল পয়সার দ্বারাই সবকিছু হয়। কেউ আবার ঘরেই মন্দিরাদি নির্মাণ করে তাতেও ব্রাহ্মণদেরই ডাকা হয়। এখন বিকারী তো এই ব্রাহ্মণরাও, শুধু নামটাই ব্রাহ্মণ। এই দুনিয়াই তো সম্পূর্ণ বিকারী, তাই পূজাও বিকারীরাই করে। এখানে নির্বিকারী কোথা থেকে আসবে ? নির্বিকারীরা থাকেই সত্যযুগে। এমনও নয় যে, যারা বিকারে যান না, তাদের নির্বিকারী বলা হবে। শরীরের জন্ম তো বিকারের মধ্যমেই হয়েছে, তাই না। বাবা একটি কথাই বলেছেন যে, এখন সমগ্র দুনিয়াই রাবণ-রাজ্য। রামরাজ্যে হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী, রাবণ-রাজ্যে হয় বিকারী। সত্যযুগে পবিত্রতা ছিল তাই পিস, প্রসপারিটি (শান্তি-সমৃদ্ধি) ছিল। তোমরা দেখাতে পারো যে, সত্যযুগে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, তাই না। সেখানে ৫ বিকার থাকেই না। ওটা হলোই পবিত্র রাজ্য, যা ঈশ্বর স্থাপন করেন। ঈশ্বর কী অপবিত্র রাজ্য স্থাপন করেন, না করেন না। সত্যযুগে যদি অপবিত্রতা থাকত তাহলে তারা ভগবানকে ডাকতো, তাই না। ওখানে তো কেউ ডাকেই না। সুখের সময় কেউ স্মরণ করে না। পরমাত্মার মহিমাও করে -- সুখের সাগর, পবিত্রতার সাগর....। তারা বলেও যে, শান্তি থাকুক। এখন মানুষ সমগ্র দুনিয়ায় শান্তি স্থাপন কিভাবে করবে ? শান্তির রাজ্য তো একমাত্র স্বর্গেই ছিল। যখন কেউ পরস্পরের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করে তখন মধ্যস্থতা (শান্ত করা) করাতে হয়। ওখানে তো একটাই রাজ্য।

বাবা বলেন, এখনই এই পুরানো দুনিয়াকে শেষ হতে হবে। এই মহাভারত লড়াইতে সবকিছুই বিনাশপ্রাপ্ত হবে। বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধি -- এই শব্দও লেখা আছে। অবশ্যই তোমরা হলে পান্ডব, তাই না। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক পান্ডা। সবাইকে মুক্তিধামের রাস্তা বলে দাও। ওটা হলো আত্মাদের ঘর, শান্তিধাম। এ হলো দুঃখধাম। এখন বাবা বলেন, এই দুঃখধামকে দেখেও ভুলে যাও। ব্যস্, এখন আমাদের শান্তিধামে যেতে হবে। একথা আত্মা বলে, আত্মাই রিয়েলাইজ করে। আত্মার স্মৃতিতে এসেছে যে, 'আমি আত্মা'। বাবা বলেন -- আমি যা, আমি যেমন.....আর তো কেউই বুঝতে পারেনা। তোমাদেরই বুঝিয়েছি যে -- আমি বিন্দু। প্রতিমুহূর্তে তোমাদের একথা স্মরণে রাখা উচিত যে, আমরাই চুরাশির চক্র আবর্তন করেছি। এতেই বাবাও স্মরণে আসবে, ঘরও স্মরণে আসবে, চক্রও স্মরণে আসবে। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি শুধু তোমরাই জানো। কত খন্ড রয়েছে। কত যুদ্ধাদি হয়েছে। সত্যযুগে যুদ্ধাদির কোনো কথাই নেই। কোথায় রাম-রাজ্য, কোথায় রাবণ-রাজ্য। বাবা বলেন, এখন যেমন তোমরা ঈশ্বরীয় রাজ্যে রয়েছ কারণ ঈশ্বর এখানে এসেছেন রাজ্য স্থাপন করতে। ঈশ্বর স্বয়ং রাজ্য করেন না, স্বয়ং রাজত্ব নেন না। তিনি নিষ্কাম সেবা করেন। সর্বোচ্চ হলেন ভগবান, তিনি সর্ব আত্মাদের পিতা। 'বাবা' বলতেই খুশির পারদ সম্পূর্ণ উর্ধ্বগামী হয়ে যাওয়া উচিত। অতীন্দ্রিয়সুখ অর্থাৎ তোমাদের অন্তিম অবস্থার গায়নও করা হয়েছে। যখন পরীক্ষার সময় নিকটে চলে আসে, সেইসময় সব সাক্ষাৎকার হয়। বাচ্চারা অতীন্দ্রিয় সুখও নশ্বরের ক্রমানুসারে প্রাপ্ত করে। কেউ তো বাবাকে স্মরণ করে অত্যন্ত খুশিতে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের সারাদিন যেন এমন ফিলিং থাকে যে -- ও বাবা! তুমি আমাদের কি থেকে কি বানিয়ে দিয়েছ ! তোমার থেকে আমরা কতই না সুখ পাই.....বাবাকে স্মরণ করলে প্রেমে অশ্রু এসে যায়। তুমি এসে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত কর, বিষয়সাগর থেকে ক্ষীরসাগরে নিয়ে যাও, সারাদিন এমন অনুভবই থাকা উচিত। বাবা যেসময় তোমাদের স্মরণ করায়, তখন তোমরা (খুশীতে) কত আহ্লাদিত হয়ে যাও। শিববাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। অবশ্যই শিবরাত্রি পালন করা হয়। কিন্তু মানুষ গীতায় শিববাবার বদলে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। এটাই সর্বাপেক্ষা বড় একমাত্র ভুল। গীতাতেই এই একমাত্র ভুল করে দিয়েছে। ড্রামাই এভাবে রচিত হয়েছে। বাবা-ই এসে এই ভুলের কথা বলেন যে, পতিত-পাবন আমি না কৃষ্ণ ? আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেছি। প্রশস্তীও তো আমারই হয়, তাই না ! অকাল-মূর্তি, অযোনী.... কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এই মহিমা কি করতে পারবে, না পারবে না। তিনি(কৃষ্ণ) তো পুনর্জন্মে আসবেন। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসার হয়, যাদের বুদ্ধিতে এসবকথা থাকে। জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে আচার-আচরণও ভাল হওয়া উচিত। মায়াও কম কিছু নয়। যে প্রথমে আসবে, সে অবশ্যই অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন হবে। ভূমিকা পালনকারীরাও (পার্টধারী) বিভিন্ন ধরনের হয়, তাই না। নায়ক-নায়িকার ভূমিকা ভারতবাসীরাই প্রাপ্ত করেছে। তোমরা সকলকে রাবণ-রাজ্য থেকে মুক্ত কর। শ্রীমতের দ্বারা তোমরা কত বল প্রাপ্ত কর। মায়াও অত্যন্ত দুর্বল, চলতে-ফিরতে ধোঁকা দিয়ে দেয়।

বাচ্চারা, বাবা প্রেমের সাগর তাই তোমাদেরকেও প্রেমের সাগর হতে হবে। কখনো রুক্ষভাবে কথা বোলো না। কাউকে

দুঃখ দিলে দুঃখী হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। এইসমস্ত অভ্যাস সমাপ্ত করা উচিত। সর্বাপেক্ষা খারাপ অভ্যাস হলো বিষয়সাগরে হাবুডুবু খাওয়া। বাবাও বলেন, কাম-বিকার হলো মহাশত্রু। কত বাচ্চারা(কন্যা) মার খায়। কেউ-কেউ বাচ্চাদের বলে দেয় যে, অবশ্যই পবিত্র হও। আরে! প্রথমে নিজে তো পবিত্র হও। কন্যাসন্তানকে দিয়ে দেয়, আর খরচপত্রাদির বোঝা থেকে বেঁচে যায় কারণ তারা মনে করে যে -- জানি না, এদের ভাগ্যে কি আছে, কোন সুখী (ভাল) ঘর পাবে কি, পাবে না। আজকাল খরচও অনেকবেশী। গরীবরা তো তৎক্ষণাৎ দিয়ে দেয়। কারোর আবার মোহও থাকে। পূর্বে এক ভিলনী (নিম্নজাতির লোক) আসত, তাকে জ্ঞানে আসতে দেওয়া হয়নি, কারণ জাদুমন্ত্রের ভয় ছিল। ভগবানকে জাদুকরও বলা হয়। দয়াময়ও ভগবানকেই বলা হয়। কৃষ্ণকেও কি বলবে, না বলবে না। দয়াময় সেই, যে নির্দয়ীর থেকে মুক্ত করে। নির্দয়ী হলো রাবণ।

সর্বপ্রথমে হলো জ্ঞান। জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য। এমনও নয় যে বলবে ভক্তি, জ্ঞান, পুনরায় বৈরাগ্য। জ্ঞানের বৈরাগ্য কি বলবে, না বলবে না। ভক্তিতে বৈরাগ্য আসে তাই জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য -- এই শব্দগুলি সঠিক। বাবা তোমাদের অসীম জগতের অর্থাৎ পুরানো দুনিয়ার (মোহ) থেকে বৈরাগ্য করান। সন্ন্যাসীরা তো শুধু ঘর-পরিবার থেকে বৈরাগ্য করায়। এও ড্রামায় নির্ধারিত। মানুষের বুদ্ধিতে বসেই না। ভারত ১০০ শতাংশ সমৃদ্ধশালী, নির্বিকারী, হেল্দি ছিল, কখনও অকালমৃত্যু হতো না। এসবের (কথার) ধারণা অতি অল্প সংখ্যকেরই আছে। যে ভালো সার্ভিস করবে, সে অতি ধনবান হবে। সারাদিন বাচ্চাদের শুধুমাত্র বাবা-বাবা-ই স্মরণে থাকা উচিত। কিন্তু মায়া থাকতেই দেয় না। বাবা বলেন, যদি সত্যোপদ্রাণ হতে হয় তবে চলতে-ফিরতে, ভোজন করার সময় আমাকেই স্মরণ কর। আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাই, তোমরা (আমাকে) স্মরণ করবে না ! অনেকেরই প্রচুর মায়ার তুফান আসে। বাবা বোঝাতে থাকেন -- এমন তো হবেই। এ ড্রামায় নির্ধারিত। স্বর্গ স্থাপন তো হবেই। নতুন দুনিয়া সর্বদাই তো থাকতে পারবে না। চক্র যখন আবর্তিত হবে তখন নীচে অবশ্যই নামবে। প্রত্যেকটা জিনিসই নতুন থেকে পুনরায় পুরানো অবশ্যই হবে। এইসময় মায়া সকলকে এপ্রিলফুল বানিয়েছে, বাবা এসে ফুলে পরিনত করেন। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার সমান প্রেমের সাগর হতে হবে। কখনো কাউকে দুঃখ দেবে না। রক্ষা ভাবে কথা বলা উচিত নয়। কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত।

২) বাবার সঙ্গে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলার সময়, এই অনুভবে থাকা উচিত যে -- ও বাবা! তুমি আমাদের কি থেকে কি বানিয়ে দিয়েছ। তুমি আমাদের কত সুখ প্রদান করেছ। বাবা তুমি ক্ষীরসাগরে নিয়ে যাও..... সারাদিন যেন বাবার কথাই স্মরণে থাকে।

বরদান:- নিজের প্রতিটি কর্ম বা বিশেষত্বের মাধ্যমে দাতার (বাবা) প্রতি ইঙ্গিত বা দিক্ নির্দেশকারী সত্যিকারের সেবানায়ী ভব*

ব্যাখ্যা :- সত্যিকারের সেবানায়ী কখনো কোনো আত্মাকে সহযোগীতা প্রদান করে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে না। সে বাবার সঙ্গে সকলের যোগসূত্র স্থাপন করবে। তার প্রতিটি বাণী বাবাকে স্মরণ করাবে। তার প্রতিটি কর্মে বাবা প্রত্যক্ষ হবে। তার একথা সঙ্কল্পও আসবে না যে, আমার বিশেষত্বের কারণেই এ আমার সহযোগী। যদি সে তোমাকে দেখে, বাবাকে নয় তবে সে সেবা করেনি, কারণ সে বাবাকেই ভুলিয়ে দিয়েছে। সত্যিকারের সেবানায়ী সদা সত্যের সঙ্গে সকলের যোগসূত্র স্থাপন করাবে, নিজের সঙ্গে নয়।

স্নোগান:- যেকোনো প্রকারের আর্জির (অনুরোধ) পরিবর্তে সদা রাজী থাকো।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোম-ওয়ার্ক :

অভ্যাস করো যে, এই সূল দেহের মধ্যে প্রবেশ করে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কার্যসম্পন্ন করছি। যখন ইচ্ছা শরীরে প্রবেশ কর, যখন ইচ্ছা (শরীর থেকে) পৃথক হয়ে যাও। এক সেকেন্ডে (শরীর) ধারণ কর, আর এক সেকেন্ডে দেহ-ভানকে পরিত্যাগ করে দেহী হয়ে যাও। এই অভ্যাসই অব্যক্ত স্থিতির ভিত বা আধার।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই পুরানো দুনিয়ায় কোনও সার নেই, তাই তোমাদের মন এই দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, বাবার স্মরণ বিচ্ছিন্ন হলে দন্ড ভোগ করতে হবে"

প্রশ্ন:- বাবার মুখ্য ডাইরেকশন কি ? সেই ডাইরেকশন উলঙ্ঘন হয় কেন ?

উত্তর:- বাবার ডাইরেকশন হল কারো সেবা নিও না, কারণ তোমরা নিজেরা হলে সার্ভেন্ট। কিন্তু দেহ-অভিমানের বশে বাবার এই ডাইরেকশনের উলঙ্ঘন করা হয়। বাবা বলেন তোমরা এইখানে সুখ গ্রহণ করলে সুখ ধামের সুখ কম হয়ে যাবে। অনেক সময় বাচ্চারা বলে আমরা ইনডিপেন্ডেন্ট থাকবো, কিন্তু তোমরা সবাই তো বাবার উপরে ডিপেন্ড করো।

গীত:- মনের ভরসা যেন না ছিন্ন হয়.....

ওম্ শান্তি। শিব ভগবানুবাচ নিজের শালিগ্রামদের উদ্দেশ্যে। শিব ও শালিগ্রামকে তো সব মানুষ জানে। দুই-ই হল নিরাকার। কৃষ্ণ ভগবানুবাচ বলা যাবে না। ভগবান হলেন এক। সুতরাং শিব ভগবানুবাচ কাদের প্রতি ? আত্মা রূপী সন্তানদের প্রতি। বাবা বুঝিয়েছেন, বাচ্চাদের এখন কানেকশন আছে বাবার সঙ্গে, কারণ পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর, স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদানকারী হলেন শিববাবা। স্মরণও তাঁকেই করতে হবে। ব্রহ্মা হলেন তাঁর ভাগ্যশালী রথ। রথের দ্বারা বাবা উত্তরাধিকার প্রদান করেন। ব্রহ্মা স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন না, তিনি তো প্রাপ্ত করেন। অতএব বাচ্চারা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কথাটি বোঝা রথের কোনও কষ্ট হলে বা কারণে - অকারণে বাচ্চারা মুরলী না পেলে বাচ্চাদের সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন যায় শিববাবার দিকে। তিনি তো কখনও রোগ গ্রস্ত হবেন না। বাচ্চারা এত জ্ঞান অর্জন করেছে যে অন্যদেরও বোঝাতে পারে। প্রদর্শনীতে বাচ্চারা কত বোঝায়। বাচ্চাদের জ্ঞান তো আছে, তাইনা। প্রত্যেকের বুদ্ধিতে চিত্রের জ্ঞান ভরা আছে। বাচ্চাদের কোনোরকম বাধা নেই। ধরো যদি পোস্ট আসা বন্ধ হয়ে যায়, বা স্ট্রাইক হয়ে যায় তো তখন কি করবে ? জ্ঞান তো আছে বাচ্চাদের। বোঝাতে হবে সত্যযুগ ছিল, এখন কলিযুগ হল পুরানো দুনিয়া। গীতেও বলা হয়েছে পুরানো দুনিয়ায় কোনও সার নেই, এই দিকে মন দেবে না। নাহলে দন্ড ভোগ করবে। বাবার স্মরণ দ্বারা দন্ড ভোগ কম হবে। এমন যেন না হয় বাবার স্মরণ বিচ্ছিন্ন হয় এবং দন্ড ভোগ হোক এবং পুরানো দুনিয়ায় ফিরে যাও। এমন অনেকে চলে গেছে, যাদের বাবার কথা মনে নেই। পুরানো দুনিয়ায় মন বসেছে, বর্তমান সময় খুব খারাপ। কারো প্রতি মনোনিবেশ করলে দন্ড প্রাপ্ত হবে। বাচ্চাদের জ্ঞান শুনতে হবে। ভক্তি মার্গের গীতও শুনবে না। এখন তোমরা হলে সঙ্গমে। জ্ঞানের সাগর পিতা দ্বারা তোমরা সঙ্গমে জ্ঞান প্রাপ্ত কর। দুনিয়ায় কেউ জানেনা যে জ্ঞান সাগর হলেন একজন। তিনি যখন জ্ঞান প্রদান করেন তখন মানুষের সদগতি হয়। সদগতি দাতা একজনই তাঁর মতানুযায়ী চলতে হবে। মায়া কাউকে ছাড়ে না। দেহ-অভিমানের বশে কিছু ভুল হয়ে যায়। কেউ সেমি কাম বিকারের বশ হয়, কেউ ক্রোধের বশ হয়। মনে চিন্তার অনেক ঝড় ওঠে - প্রেম করি, এই করি সেই করি ইত্যাদি। কারো দেহের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে না। বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, তাহলে শরীরের অনুভূতি থাকবে না। তা নাহলে বাবার আদেশ ঠিকমত পালন হয় না। দেহ-অহংকারের বশে অনেক ক্ষতি হয়। তাই দেহ সহ সব-কিছু ভুলে যেতে হবে। শুধুমাত্র বাবাকে এবং পরমধামকে স্মরণ করতে হবে। আত্মাদের বাবা বোঝান, শরীর দ্বারা কর্ম করতে করতে আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম ভঙ্গ হয়ে যাবে। রাস্তা তো খুবই সহজ। এই কথাও বোঝেন তোমাদের দ্বারা ভুল হতেই থাকে। কিন্তু এমন যেন না হয় - ভুল করায় অভ্যস্ত হয়ে যাও। একবার ভুল করলে সেই ভুল দ্বিতীয়বার করা উচিত নয়। নিজের কান ধরা উচিত, এই ভুল আর হবে না। পুরুষার্থ করা উচিত। যদি ক্ষণে ক্ষণে ভুল হয় তো বোঝা উচিত যে আমাদের অনেক ক্ষতি হবে। ভুল করতে করতে দুর্গতি হয়েছে তাইনা। এত বিশাল সিঁড়ি নেমে কি রূপ পরিণতি হয়েছে ! আগে তো এই জ্ঞানও ছিল না। এখন নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী জ্ঞানে সবাই প্রবীণ হয়েছে। যত খানি সম্ভব অন্তর্মুখীও থাকতে হবে, মুখে কিছু বলবে না। যারা জ্ঞানে প্রবীণ বাচ্চারা আছে, তারা কখনও পুরানো দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হবেনা। তাদের বুদ্ধিতে থাকবে আমরা তো রাবণ রাজ্যের বিনাশ করতে চাই। এই শরীরটিও পুরানো রাবণ সম্প্রদায়ের তাহলে আমরা রাবণ সম্প্রদায়কে স্মরণ করব কেন ? এক রামের স্মরণে থাকবো। সত্য পিতারতা হই তাইনা।

বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করতে থাকো তো তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। পিতারতা বা ভগবানরতা হওয়া উচিত। ভক্ত ভগবানকেই স্মরণ করে যে - হে ভগবান ! এসে আমাদের সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার দাও। ভক্তি মার্গে তো

প্রাণ দান করে, বলিদান করে। এখানে বলি ইত্যাদি দেওয়ার কোনও কথা নেই। আমরা তো জীবিত অবস্থাতেই মৃতবত থাকি অর্থাৎ নিজের বলি দান করি। এই হল জীবিত থেকেই বাবার আপন হওয়া কারণ তাঁর কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। তাঁরই মত অনুযায়ী চলতে হবে। জীবিত অবস্থায় বলি দান করা, সমর্পিত হওয়া বাস্তুবে বর্তমানের কথা। ভক্তি মার্গে তারা আত্মঘাত ইত্যাদি করে। এখানে আত্মঘাত ইত্যাদির কথা নেই। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হও, দেহ-অভিमान থেকে না। উঠতে-বসতে বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে। ১০০% পাস তো কেউ হয়নি। নীচে-উপরে হতেই থাকে। ভুল হতে থাকে, তার উপরে সতর্ক বাণী যদি না প্রাপ্ত হয়, তাহলে ভুল করা ত্যাগ করবে কীভাবে? মায়া কাউকেই ছাড়ে না। বাচ্চারা বলে বাবা আমরা মায়ার কাছে পরাজিত হই, পুরুষার্থ করি তবুও কি যে হয়। কঠিন ভুল হয়ে যায় কীভাবে। তারা বুঝতে পারে ব্রাহ্মণ কূলে এর ফলে আমাদের নাম বদনাম হয়। তবুও মায়ার এমন আক্রমণ হয় যে বুদ্ধিহীন করে দেয়। দেহ-অভিमान এসে বুদ্ধিহীন হয়। বুদ্ধিহীনের কর্ম নিষ্পাদনে গ্লানিও হয়, বর্সাও কম হয়। এমন অনেক ভুল করে। মায়া এমন জোরে চড় দেয় তো নিজে তো হেরে যায় তারপরে ক্রোধ বশতঃ অন্য কাউকে চড় বা জুতো ইত্যাদি দিয়ে মারধর করে, পরে অনুশোচনা হয়। বাবা বলেন এখন তো অনেক পরিশ্রম করতে হবে। নিজের ক্ষতি করলে অন্যেরও ক্ষতি করলে কত ক্ষতি হয়ে গেল। রাহুর গ্রহণ লেগেছে। এখন বাবা বলছেন দান করো তাহলে গ্রহণ মিটবে। রাহুর গ্রহণ লাগলে তো মিটতে সময় লাগে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে নামতে মুশকিল হয়। মানুষের মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করতে কত মুশকিল অনুভব হয়। সবচেয়ে বড় ভুল হল - মুখ কালো করা অর্থাৎ কাম বিকারে লিপ্ত হওয়া। ক্ষণে ক্ষণে শরীর স্মরণে আসে। তারপরে সন্তান জন্ম হয় তখন তাদের স্মৃতি মনে থাকে। তারা তখন অন্যদের কি জ্ঞান প্রদান করবে। তাদের কথা কেউ শুনবেও না। আমরা তো এখন সব ভুলে একের স্মরণে থাকার চেষ্টা করি। এতেই খুব সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। মায়া খুব প্রবল। সারা দিন শিববাবাকে স্মরণ করার চিন্তন থাকা উচিত। এবারে নাটক পূর্ণ হয়েছে, আমাদের ফিরতে হবে। এই শরীরটিও শেষ হবে। বাবাকে যত স্মরণ করবে দেহ-অভিমান নষ্ট হতে থাকবে অন্য কারো স্মৃতি থাকবে না। এই লক্ষ্যটি কত উঁচুতে, এক বাবা ব্যতীত কারো প্রতি মন থেকে আকৃষ্ট হবে না। তা নাহলে অবশ্যই সামনে আসবে। শোধ নিতে আসবে। এই লক্ষ্য খুব উঁচুতে। বলা তো খুব সহজ, লক্ষ্য একটি দানা বেরোয়। কেউ স্কলারশিপও নেয়, তাইনা। যারা খুব ভালো পরিশ্রম করবে, নিশ্চয়ই স্কলারশিপ নেবে। সাক্ষী হয়ে দেখবে, কীভাবে সার্ভিস করি? অনেক বাচ্চারা চায় দৈহিক জগতের সার্ভিস ছেড়ে এই সার্ভিস করি। কিন্তু বাবা পরিস্থিতিও দেখেন। একা আছে, কোনও আত্মীয় নেই তবে ঠিক আছে। তবুও বলেন চাকরিও করো এবং এই সেবাও করো। চাকরিতে অনেকের সঙ্গে দেখা হবে। তোমরা বাচ্চারা অনেক জ্ঞান প্রাপ্ত করেছ। বাচ্চাদের দ্বারা বাবাও অনেক সার্ভিস করাতে থাকেন। কারো মধ্যে প্রবেশ করে সার্ভিস করেন। সার্ভিস তো করতেই হবে। যার মাথায় মামলা (দায়িত্ব) তিনি ঘুমাবেন কি করে! শিববাবা তো হলেন জাগ্রত জ্যোতি। বাবা বলেন, আমি তো দিন-রাত সার্ভিস করি, ক্লান্ত তো হয় শরীর। তখন আত্মা কি করে, শরীর কাজ করে না। বাবা তো হলেন অথক (ক্লান্তি নেই যাঁর), তাইনা। তিনি হলেন জাগ্রত জ্যোতি, সম্পূর্ণ দুনিয়াকে জাগ্রত করেন। তাঁর পাটও হল ওয়াল্ডারফুল, যা বাচ্চারা তোমাদের মধ্যেও খুব কম বাচ্চারাই জানে। কালের কাল হলেন বাবা। তাঁর আদেশ পালন না করলে ধর্মরাজের দন্ড ভোগ করতে হবে। বাবার মুখ্য ডাইরেকশন হল কারো সেবা নিও না। কিন্তু দেহ-অভিमान এসে বাবার আদেশ উলঙ্ঘন করে। বাবা বলেন তোমরা হলে নিজেরাই সার্ভেন্ট। এখানে সুখ নেবে তো স্বর্গে সুখ কম হয়ে যাবে। অভ্যেস হয়ে যায় সার্ভেন্ট ছাড়া থাকতে পারে না। অনেকে বলে আমরা তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকবো কিন্তু বাবা বলেন ডিপেন্ড থাকা ভালো। তোমরা সবাই বাবার উপরে ডিপেন্ড কর। ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে পতন হয়। তোমরা সবাই ডিপেন্ড কর শিববাবার উপরে। সম্পূর্ণ দুনিয়া ডিপেন্ড করে, তবেই তো বলে হে পতিত-পাবন এসো। তাঁর কাছেই সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বুঝতে পারেনা। এই ভক্তি মার্গের সময়টিও পাস করতেই হবে, যখন রাত পুরো হয় তখন বাবা আসেন। এক সেকেন্ডের তফাৎ হতে পারেনা। বাবা বলেন আমি এই ড্রামার জ্ঞাতা। ড্রামার আদি, মধ্য, অন্ত কে আর কেউ জানেনা। সত্যযুগ থেকে এই জ্ঞান লুপ্ত প্রায়। এখন তোমরা রচয়িতা ও রচনার আদি, মধ্য, অন্তকে জানো, একেই জ্ঞান বলা হয়, বাকি সব হল ভক্তি। বাবাকে নলেজফুল বলে। সেই নলেজ আমাদের প্রাপ্ত হচ্ছে। বাচ্চাদের নেশাও ভালোরকম হওয়া উচিত। কিন্তু এ কথাও বুঝতে পারে যে রাজধানী স্থাপন হয়। কেউ কেউ তো প্রজাতেও সাধারণ দাস দাসী হয়। জ্ঞান একটুও বুঝতে পারেনা। ওয়াল্ডার কিনা! জ্ঞান তো খুবই সহজ। ৮৪ জন্মের চক্র এখন পূর্ণ হয়েছে। এখন যেতে হবে নিজের ধাম (পরম ধাম)। আমরা ড্রামার মুখ্য অ্যাক্টর। সম্পূর্ণ ড্রামার কথা জেনেছি। পুরো ড্রামায় হিরো-হিরোইন অ্যাক্টর আমরা-ই। কত সহজ। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে কি উপায়! পড়াশোনা তেও এমন হয়। কেউ ফেল হয়, বিশাল এই স্কুল। রাজধানী স্থাপন হবে। এখন যে যত পড়বে, বাচ্চারা জানতে পারবে আমরা কি পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করব? অসংখ্য আছে, সবাই উত্তরাধিকারী তো হবে না। পবিত্র হওয়া খুব মুশকিল। বাবা কত সহজ করে বোঝান, এখন নাটক পূর্ণ হয়। বাবার স্মরণে সতোপ্রধান হয়ে, সতোপ্রধান দুনিয়ার মালিক হতে হবে। যতখানি সম্ভব স্মরণে থাকতে হবে। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে তো বাবাকে স্মরণ না

করে অন্যদের স্মরণ করে। মন আকৃষ্ট হলে খুব কাঁদতেও হয়। বাবা বলেন এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হবে না। এই দুনিয়া তো শেষ হবে। এই কথা কেউ জানেনা। তারা তো ভাবে কলিযুগ এখনও অনেক সময় চলবে। ঘোর নিদ্রায় মগ্ন। তোমাদের এই প্রদর্শনী হল প্রজা তৈরি করার জন্য বিহঙ্গ মার্গের সার্ভিস। রাজা-রানীও কেউ হতে পারে। অনেকে এমন আছে যাদের সার্ভিস করার শখ থাকে। কেউ গরিব, কেউ ধনী। অন্যদের নিজের মতন তৈরি করে, সেই সেবার লাভ তো প্রাপ্ত হয় তাইনা। অন্ধের লাঠি হওয়া, শুধুমাত্র এই কথা বলে দেওয়া যে পিতা ও অবিনাশী উত্তরাধিকার অর্থাৎ স্বর্গ কে স্মরণ করো, বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে। যখন বিনাশের সময় কাছে দেখবে তখন তোমাদের কথা শুনবে। তোমাদের সার্ভিস বৃদ্ধি পাবে, তারা বুঝবে একেবারে সঠিক কথা। তোমরা তো উচ্চ স্বরে বলতেই থাকো বিনাশ হবে।

তোমাদের প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদি সার্ভিস বৃদ্ধি পাবে। চেষ্টা করা উচিত যাতে ভালো হলঘর পেয়ে যাও, ভাড়া দিতে আমরা সক্ষম। বলা, তোমাদের সুনাম বাড়বে। অনেকের কাছে এমন হলঘর পড়ে থাকে। পুরুষার্থ করলে ৩ পা পৃথিবী পেয়ে যাবে (একটু ছোট্ট জায়গা অন্তত পেয়ে যাবে)। ততক্ষণ তোমরা ছোট ছোট প্রদর্শনী রাখো। শিব জয়ন্তী পালন করলেও সংবাদ ধ্বনিত হবে। তোমরা তো লেখো শিব জয়ন্তীর দিনটি ছুটির দিন ঘোষিত হোক। বাস্তবে জন্ম দিন তো কেবল এক শিববাবার-ই পালন করা উচিত। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। স্ট্যাম্পও বাস্তবে প্রকৃত এই ত্রিমূর্তির রয়েছে। সত্যমেব জয়তে ... এই হল বিজয় প্রাপ্তির সময়। বোঝানোর জন্য ভালো ভালো কয়েকজনকে চাই। সব সেন্টারের যিনি মুখ্য, তাদেরই অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত। নিজেদের স্ট্যাম্প বের করতে পারো। এ হল ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী। শুধু শিব জয়ন্তী বললে বুঝবে না। এখন কাজ তো বাচ্চাদেরই করতে হবে। অনেকের কল্যাণ হলে তো উচুতে স্থান প্রাপ্ত করার লিফ্ট পাবে, সার্ভিসের লিফ্ট অনেক প্রাপ্ত হয়। প্রদর্শনীতে অনেক সার্ভিস হতে পারে। প্রজা তো তৈরি হবে তাইনা। বাবা দেখেন সার্ভিসে কোন বাচ্চাদের বিশেষ অ্যাটেনশন থাকে ! তারাই হৃদয় আসনে স্থান প্রাপ্ত করবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যদি একবার কোনও ভুল হয়েছে তো সেই সময় কান ধরতে হবে, দ্বিতীয়বার এমন ভুল যেন না হয়। কখনও দেহ অহংকারে আসবে না। জ্ঞানে প্রবীণ হয়ে অন্তর্মুখী থাকতে হবে।

২) প্রকৃত সত্য পিতারতা হতে হবে, জীবিত অবস্থায় সমর্পিত হতে হবে। কারো প্রতি আকৃষ্ট হবে না। বুদ্ধিহীনের মতন কোনও কাজ করবে না।

বরদান:- বিশাল বুদ্ধি বিশাল হৃদয় দ্বারা আত্মীয়তার অনুভূতি করাতে সক্ষম মাস্টার রচয়িতা ভব*
ব্যাখা: মাস্টার রচয়িতার প্রথম রচনা হল - এই দেহটি। যে এই দেহের মালিক স্থিতিতে সম্পূর্ণ সফলতা প্রাপ্ত করে নেয়, তারা নিজের স্নেহ ও সম্পর্ক দ্বারা সকলকে আত্মিক স্নেহের অনুভব করায়। সেই আত্মার সম্পর্কে সুখের, দাতা স্থিতির, শান্তি, প্রেম, আনন্দ, সহযোগ, সাহস, উৎসাহ, উদ্দীপনা কোনও একটি বিশেষত্বের অনুভূতি হয়। তাদেরই বলা হয় বিশালবুদ্ধি, বিশাল হৃদয়ের অধিকারী।

স্লোগান:- উৎসাহ-উদ্দীপনার পাখা দ্বারা সদা উড়ন্ত কলার অনুভূতি করতে থাকো ।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোমওয়ার্ক

যে কোনও কর্ম করো, কথা বলা বা সঞ্চল করো তার আগে চেক করো যে, এইটি ব্রহ্মা বাবার সমান ! ব্রহ্মা বাবার বিশেষত্ব এই ছিল - যা ভেবেছেন তাই করেছেন, যা বলেছেন তা করেছেন। এমন ভাবেই ফলো ফাদার। নিজের স্বমানের স্মৃতি দ্বারা, বাবার সঙ্গে সমর্থী স্বরূপ দ্বারা, দৃঢ়তা ও নিশ্চয়ের শক্তি দ্বারা শ্রেষ্ঠ পজিশনে থেকে অপজিশন সমাপ্ত করে দাও তো অব্যক্ত স্থিতি সহজে নির্মিত হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা — তোমাদের আচার আচরণ সত্যতা থাকা উচিত, তোমরা দেবতা হতে যাচ্ছ, সেইজন্য লক্ষ্য আর লক্ষণ অর্থাৎ তোমরা যা বলো এবং করো তা যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়"

গীতঃ— তোমাকে পেয়ে সারা দুনিয়াকে পেয়ে গেছি

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা এই গান শুনেছে । এখন তো অল্প সংখ্যক বাচ্চা আছে পরে অধিক সংখ্যক বাচ্চা হয়ে যাবে । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো সবারই জানা উচিত তাইনা! সমস্ত ধর্মাবলম্বীরা তাঁকে মান্যতা দেবে। বাবা বুঝিয়েছেন, এমনকি লৌকিক পিতাও সীমিত জগতের ব্রহ্মা । তাদের পদবী দ্বারাই বংশলতিকা তৈরি হয় । কিন্তু ইনি হলেন অসীম অনন্ত, তাঁর নাম প্রজাপিতা ব্রহ্মা । লৌকিকের ব্রহ্মা সীমিত, যারা সন্তান সৃষ্টি করে এবং তা সীমাবদ্ধ । কেউ দুই থেকে চারটি সন্তান সৃষ্টি করেন, কারো একটিও থাকে না । কিন্তু এনার জন্য তো বলা হবে না যে কোনও সন্তান নেই । সারা দুনিয়ার সন্তান এনার । অসীম জগতের বাপদাদা দুজনেরই মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের প্রতি অগাধ আত্মিক ভালোবাসা আছে । বাচ্চাদের কত ভালোবেসে পড়ান আর কি থেকে কি তৈরি করে তোলেন । সুতরাং বাচ্চাদের খুশির মাত্রা কতটা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত । খুশির মাত্রা তখনই বৃদ্ধি পাবে যখন নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করবে । বাবা কল্প-কল্প ধরে অতিব ভালোবাসার সাথে বাচ্চাদের পবিত্র করে তোলার সেবা করে আসছেন । ৫ তন্ত্র সহ সবকিছু পবিত্র করে তোলেন । কড়িহীন থেকে হীরেতুল্য করে তোলেন । কত বিশাল এই অসীম জগতের সেবা। বাবা বাচ্চাদের কত ভালোবেসে ঈশ্বরীয় শিক্ষাও প্রদান করেন। কেননা বাচ্চাদের সংশোধন করে তোলা বাবা বা টিচারের কর্তব্য । বাবার শ্রীমত দ্বারাই তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠো । বাচ্চাদের নিজের চার্ট দেখা উচিত যে আমরা শ্রীমতে চলি নাকি নিজের মনমতে চলি ? শ্রীমতে চলেই তোমরা অ্যাক্যুরেট হতে পারবে । বাবার প্রতি যত ভালোবাসা থাকবে ততই গুপ্ত খুশিতে ভরপুর থাকবে । নিজের অন্তর্মর্মনকে জিজ্ঞাসা করা উচিত আমার কি সেই উচ্চ অলৌকিক খুশি আছে ? কোনও অব্যভিচারী স্মরণ কি আছে ? কোনও ইচ্ছা তো নেই ? এক বাবাকেই স্মরণ আছে তো ? স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে ঘোরাতেই যেন আত্মা শরীর ত্যাগ করে । এক শিববাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নয় । এই হলো অগ্নিম মন্ত্র ।

বাবা আত্মিক বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন মিষ্টি বাচ্চারা, যখন বাপদাদাকে সামনে দেখ তখন বুদ্ধিতে আসে ইনিই আমাদের বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গুরু । বাবা আমাদের এই পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যান । এই পুরানো দুনিয়া এখন কোনও কাজের নয়, বিনাশের মুখে । বাবা কল্পে-কল্পে নতুন দুনিয়া রচনা করেন । আমরা কল্পে-কল্পে নর থেকে নারায়ণ হয়ে উঠি। বাচ্চাদের এই বিষয় রমণ করে কত উল্লাসে থাকা উচিত । বাচ্চারা, তোমাদের সময় খুব কম, আজ তোমরা একরকম আগামীকাল তোমরা কি হবে । আজ আর কালের খেলা সেইজন্যই বাচ্চাদের কোনও ফাঁকিবাজি করা উচিত নয় । বাচ্চারা তোমাদের আচার - আচরণে সত্যতা থাকা উচিত প্রত্যেকেই নিজেকে দেখা উচিত যে আমার চলনে দৈবীগুণ আছে কিনা । আমার বুদ্ধি কি দৈবীগুণ সম্পন্ন ?

যা লক্ষ্য আছে এবং হতে যাচ্ছি সে কি শুধুই কথার কথা? যে নলেজ প্রাপ্ত হচ্ছে তাতে সবসময় উৎফুল্ল থাকা উচিত । যত অন্তর্মুখী হয়ে এই বিষয়ে বিচার করবে ততই খুশি অনুভব হবে । বাচ্চারা, তোমরা জান যে এই দুনিয়া থেকে ঐ দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য অল্প কিছু সময় অবশিষ্ট আছে । যখন এই দুনিয়াকে ছেড়েই দিয়েছ তখন কেন পিছন ফিরে দেখবে! বুদ্ধিযোগ কেন ঐ দিকে যাবে ? তোমাদের সবকিছু বুদ্ধি দিয়ে করতে হবে । সব যখন পেরিয়ে এসেছ তারপরও বুদ্ধি কেন ঐ দিকে যায়? পুরানো কথা চিন্তা কোরনা । এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি যেন কোনও আশা না থাকে। এখন একটাই শ্রেষ্ঠ আশা রাখতে হবে — আমরা সুখধামে যাব, কোথাও থমকে যাব না, কিছুই দেখব না । এগিয়ে যেতে হবে । একদিকে দৃষ্টি দিলে তবেই অচল-অটল (দৃঢ়তা) স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হবে । সময় সংবেদনশীল হতে চলেছে, এই পুরানো দুনিয়ার অবস্থা অতিব খারাপের দিকে যাচ্ছে । এর সাথে তোমাদের কোন কানেকশন নেই । তোমাদের কানেকশন নতুন দুনিয়ার সাথে, যা এখন স্থাপন হচ্ছে । বাবা বুঝিয়েছেন, এখন ৮৪ চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে, এই পুরানো দুনিয়া শেষ হবে, এর অবস্থা সংকটজনক । এই সময় সবচেয়ে বেশি ক্রোধ জন্মায় প্রকৃতির আর তাই সে সবকিছু শেষ করে দেয় । তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ এই প্রকৃতি তার রাগ আরও তীব্রভাবে প্রকাশ করবে — সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ডুবিয়ে দেবে, বন্যা হবে । আগুন লাগবে । মানুষ অনাহারে মরবে । ভূমিকম্পে বাড়িঘর সব ভেঙে পড়বে ।

এরকম অবস্থা সম্পূর্ণ দুনিয়াতে হবে । অনেক ভাবে মৃত্যু হবে । বোমা থেকে এমন গ্যাস ছুড়বে — যার তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে মানুষ মরে যাবে । এসবই ডামার প্ল্যান অনুসারে তৈরি হয়েছে । এখানে কারো কোনও দোষ নেই । বিনাশ তো হবেই সেইজন্যই এই দুনিয়া থেকে তোমাদের বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিতে হবে । এখন তোমরা বলবে বাঃ সদ্ধুরু — যিনি আমাদের এই পথের ঠিকানা বলে দিয়েছেন । আমাদের প্রকৃত সত্য গুরু একজনই বাবা । যাঁর নাম ভক্তি মার্গেও আছে । যাঁর মহিমা বাঃ বাঃ করে গাওয়া হয় । বাচ্চারা তোমরা বলবে- বাঃ সদ্ধুরু বাঃ ! বাঃ ভাগ্য বাঃ ! বাঃ ডামা বাঃ ! বাবার জ্ঞান থেকে আমাদের সঙ্গতি প্রাপ্ত হচ্ছে । বাচ্চারা, তোমরা বিশ্বে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত হয়েছে । সুতরাং এই খুশির খবর সবাইকে শোনাও । এখন নতুন ভারত, নতুন দুনিয়া যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল তা পুনরায় স্থাপন হতে চলেছে । এই দুঃখ ধাম পরিবর্তিত হয়ে সুখধামে পরিবর্তন হবে । অন্তর্মনে খুশি হওয়া উচিত যে আমরা সুখধামের মালিক হতে যাচ্ছি । ওখানে কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে না যে তোমরা খুশি এবং সন্তুষ্ট আছ কিনা, তোমাদের শরীর ঠিক আছে কিনা! এসব কথা এখানেই জিজ্ঞাসা করা হয় কেননা এ হচ্ছে দুঃখের দুনিয়া । বাচ্চারা তোমাদেরও এই প্রশ্ন কেউ করতে পারে না । জিজ্ঞাসা করলে বলবে আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান, সুতরাং আমাদের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা কি করে জিজ্ঞাসা করছ! আমরা সবসময়ই খুশি এবং সন্তুষ্ট থাকি । স্বর্গের থেকেও এখানে বেশি খুশি কেননা স্বর্গ স্থাপনাকারী বাবাকে এখানে পেয়েছি । বাবাকে পাওয়া অর্থাৎ সবকিছু পাওয়া । তোমরা অধীর ছিলে পিতা সম্পর্কে যিনি ব্রহ্ম তত্ত্ব নামক উপাদানে বাস করেন এবং এখন তাঁকে পেয়েছ তবে আর কিসের উদ্বেগ! সবসময় ঈশ্বরীয় নেশা থাকা উচিত । রয়েল এবং মিষ্টি হতে হবে । নিজের ভাগ্যকে উচ্চ করে তোলার জন্য এটাই সময় । পদ্মগুণ ভাগ্যপতি হওয়ার প্রধান সাধন — প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক হয়ে চলা, অন্তর্মুখী হওয়া । সবসময় মনে রাখতে হবে - "যেমন কর্ম আমরা করব আমাদের দেখে অন্যরাও করবে" । দেহ অহঙ্কার ইত্যাদি বিকারের বীজ তো অর্ধকল্প ধরেই রোপন করে এসেছি । সম্পূর্ণ দুনিয়াতেই এই বীজ । এখন একে বিলুপ্ত করতে হবে । দেহ অভিমানের বীজ আর রোপন নয় । এখন দেহী অভিমানীর বীজ রোপন করতে হবে । তোমাদের এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা । মোস্ট বিলভেড বাবাকে পেয়েছ তাঁকেই স্মরণ করতে হবে । বাবার পরিবর্তে দেহকে বা দেহধারীদের স্মরণ করা — এটাও ভুল । তোমাদের আত্ম-অভিমানী হওয়ার জন্য, শীতল হওয়ার জন্য অতিব প্রচেষ্টা করতে হবে ।

মিষ্টি বাচ্চারা, নিজের জীবনের প্রতি কখনোই বিরক্ত হওয়া উচিত নয় । বলাও হয়ে থাকে এ জীবন অমূল্য একেও যত্ন করতে হবে । সাথে সাথে উপার্জনও করতে হবে । এখানে যতদিন থাকবে, বাবাকে স্মরণ করে অগাধ উপার্জন সঞ্চয় করতে হবে । হিসেব নিকেশ মিটতে থাকবে সেইজন্যই কখনও বিরক্ত হওয়া উচিত নয় । বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে বাবা, সত্যযুগ কবে আসবে ? বাবা বলেন তোমরা বাচ্চারা কর্মাতীত অবস্থা তো প্রাপ্ত কর! যত সময় পাবে পুরুষার্থ কর কর্মাতীত হওয়ার জন্য । বাচ্চাদের নষ্টমোহ হওয়ার জন্যও সাহস থাকা উচিত । অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হলে নষ্টমোহ হতে হবে । নিজের অবস্থানকে অতিব উচ্চ করে তুলতে হবে । যখন বাবার হয়েছে তখন বাবার অলৌকিক সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করতে হবে । স্বভাব অত্যন্ত মধুর হতে হবে । মানুষের স্বভাব ভীষণভাবে বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে । জ্ঞানের যে তৃতীয় নেত্র পেয়েছ, তার দ্বারা নিজেকে যাচাই কর । যা কিছু ত্রুটি আছে তাকে বের করে দিয়ে পিওর ডায়মন্ড হয়ে উঠতে হবে । সামান্য ত্রুটি থাকলেও মূল্য কম হয়ে যাবে সেইজন্যই পুরুষার্থ করে নিজেকে মূল্যবান হীরে করে তুলতে হবে ।

বাচ্চারা, তোমাদের দিয়ে বাবা এখন নতুন দুনিয়ার সম্বন্ধের জন্য পুরুষার্থ করাচ্ছেন । মিষ্টি বাচ্চারা, এখন অসীম জগতের পিতা আর অবিনাশী অনন্ত সুখের উত্তরাধিকারের সাথেই সম্বন্ধ রাখ । একজনই অসীম জগতের পিতা যিনি সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে অলৌকিক সম্বন্ধে নিয়ে যান । সবসময় যেন এটাই স্মৃতিতে থাকে যে আমরা ঈশ্বরীয় সম্বন্ধের সাথে যুক্ত । এই ঈশ্বরীয় সম্বন্ধই সবসময়ের জন্য সুখদায়ী । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি অত্যন্ত স্নেহের বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার হৃদয় গভীর থেকে ভালবাসা, স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

অব্যক্ত বাপদাদার মধুর মহাবাক্য (রিভাইজ)

সফলতার প্রতিমূর্তি হওয়ার জন্য প্রধান দুটি বিশেষত্ব প্রয়োজন — প্রথম হলো পিউরিটি, দ্বিতীয় ইউনিটি । যদি পিউরিটি কম থাকে তবে ইউনিটিতেও কম থাকবে । পিউরিটি শুধুমাত্র ব্রহ্মচর্যকেই বলা হয় না । সঙ্কল্প, স্বভাব, সংস্কারেও পিউরিটি হওয়া উচিত । মনে করো একে অপরের প্রতি ঈর্ষা বা ঘৃণার সঙ্কল্প, এ তো পিউরিটি নয়, ইমপিউরিটি বলা হবে ।

পিউরিটির পরিভাষা হলো সর্ব বিকারের অংশটুকুও না থাকা। সঙ্কল্পেও যেন কোনও রকম ইমপিউরিটি না থাকে। বাচ্চারা তোমরা নিমিত্ত হয়েছ অনেক উচ্চ কার্য সম্পন্ন করার জন্য। নিমিত্ত তো মহারথী রূপ থেকে হয়েছ, তাই না! যদি লিস্ট বের করা হয় তবে লিস্টেও সার্ভিসেবল তথা সার্ভিসের নিমিত্ত ব্রহ্মা বৎসরাই মহারথীদের লিস্টে গোনা হবে। মহারথীদের বিশেষত্ব কতদূর এসেছে? সেও প্রত্যেকেই নিজ-নিজ ভাবে জানে। যে লিস্টে মহারথীদের গোনা হবে তারা আরও এগিয়ে যেতে যেতে মহারথী হবে অথবা বর্তমান লিস্টে তারাই মহারথী, সুতরাং এই দুটো বিষয়ের প্রতি অ্যাটেনশন থাকা উচিত।

ইউনিটি অর্থাৎ সংস্কার- স্বভাবের মিলনের ইউনিটি। কারো সংস্কার আর স্বভাব না মিললেও চেষ্টা কর মেলাতে, এটাই হলো ইউনিটি। শুধুমাত্র সংগঠনকে ইউনিটি বলা যায় না। সার্ভিসেবল নিমিত্ত আত্মারা এই দুটি বিষয় ছাড়া অসীম জগতের সার্ভিসের নিমিত্ত হতে পারে না। লোকিকের সার্ভিস হতে পারে কিন্তু অসীম জগতের সার্ভিসের জন্য পিউরিটি এবং ইউনিটি দুটো বিষয়ই প্রয়োজন। শুনিয়েছিলাম না -- রাসের (ডান্ডিয়া নৃত্য) সাথে তাল মেলালেই বাঃ বাঃ হয়। সুতরাং এখানেও তাল মেলানো অর্থাৎ রাস মেলানো (সংস্কার, স্বভাবের সাথে)। এতো আত্মা যারা নলেজ বর্ণনা করে সবার মুখ থেকে তখন একই কথা শোনা যায়, তারা বলে, এদের সবাই একই কথা বলে, সবার বিষয়ই এক, একই শব্দ, এসব বলে, তাইনা! এইভাবে সবার স্বভাব আর সংস্কার যখন একের সাথে অন্যের মিলবে তখনই বলবে রাস মেলানো। এর জন্যও প্ল্যান তৈরি করো।

যে কোনও দুর্বলতাকে সমাপ্ত করার জন্য বিশেষ মহাকালী স্বরূপ শক্তির সংগঠন প্রয়োজন। যে নিজের যোগ-অগ্নির প্রভাবে দুর্বল বাতাবরণকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে। এখন তো ড্রামানুসারে প্রত্যেকের আচার-আচরণ রূপী দর্পণে অস্তিম রেজাল্ট স্পষ্ট হতে যাচ্ছে। আরও এগিয়ে গেলে মহারথী বাচ্চারা নিজ নলেজ শক্তি দিয়ে প্রত্যেকের চেহারা দ্বারা তাদের কর্মের কাহিনীচিত্র স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে। যেমন শ্লেচ্ছ (অশুদ্ধ, অপবিত্র, তামসিক) ভোজনের গন্ধ বোঝা যায়, তেমনই শ্লেচ্ছ সঙ্কল্প রূপী আহার গ্রহণ করে যে আত্মারা তাদের ভাইব্রেশন বুদ্ধিতে স্পষ্ট টাচিং (অনুভব) হবে। এই যন্ত্র হলো বুদ্ধির লাইন ক্রিয়ার। যার বুদ্ধিরূপী যন্ত্র যত পাওয়ারফুল হবে সে সহজেই বুঝতে পারবে।

শক্তির দেবতাদের জড় চিত্রেও এই বিশেষত্ব আছে, কোনও পাপ আত্মা নিজের পাপ তাদের কাছে লুকাতে পারবে না। নিজেই বর্ণনা করে থাকে আমি এরকম, সুতরাং জড় চিত্র স্মরণেও অস্তিমকাল পর্যন্ত এই বিশেষত্ব দেখা যায়। চৈতন্য রূপে শক্তির এই বিশেষত্ব প্রসিদ্ধ হয়েছে তবেই তো স্মৃতিচিহ্নেও দর্শানো হয়েছে। এ হলো "মাস্টার জানি জননহারের" (যিনি সব জানেন) স্টেজ অর্থাৎ নলেজফুল স্টেজ। এই স্টেজ প্র্যাকটিকাল অনুভব হবে, হতে চলেছে আর হবেও। এমন সংগঠন তৈরি করেছে? তৈরি করতে তো হবেই। এইরকম বহি পতঙ্গ স্বরূপ সংগঠন প্রয়োজন, যাদের প্রতিটি পদক্ষেপে বাবা প্রত্যক্ষ হবে। আচ্ছা!

বরদান:- — সেবা করতে করতেও স্মরণের অনুভবের রেস করতে সমর্থ সদা লভলীন আত্মা ভব*
স্মরণে থাকছ কিন্তু স্মরণের যাত্রা দ্বারা যে প্রাপ্তি হয়ে চলেছে, ঐ প্রাপ্তির অনুভবকে বৃদ্ধি করে আরও অগ্রসর হও। এর জন্য বিশেষ সময় এখন এর প্রতি অ্যাটেনশন দাও, যাতে বোঝা যায় এই আত্মা অনুভবের সাগরে লীন হয়ে যাওয়া লভলীন আত্মা। যেমন পবিত্রতা, শান্তির বাতাবরণ অনুভূত হয়, তেমনই শ্রেষ্ঠ যোগী, ভালোবাসায় মগ্ন হয়ে থাকে - এই অনুভব যেন হয়। নলেজের প্রভাব আছে কিন্তু যোগের সিদ্ধি স্বরূপের প্রভাব প্রয়োজন। সেবা করতে করতেও স্মরণের অনুভবে ডুবে থাকো, এমনই স্মরণের যাত্রায় অনুভবের রেস লাগাও।

স্লোগান:- সিদ্ধিকে স্বীকার করে নেওয়া অর্থাৎ ভবিষ্যতের প্রালঙ্কে এখানেই সমাপ্ত করে দেওয়া*

অব্যক্ত স্থিতি অনুভব করার জন্য বিশেষ হোমওয়ার্ক

যেমন ব্রহ্মা বাবা বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক নেশার ভিত্তিতে জানতে পেরেছিলেন তাঁর সুনিশ্চিত ভাগ্য সম্পর্কে এবং সমস্ত কিছুকে এক সেকেন্ডে সার্থক করে তুলতে সফল হয়েছিলেন। নিজের জন্য কিছুই রাখেননি। সুতরাং ভালোবাসার লক্ষণ

হলো প্রতিটি জিনিস উপযুক্ত উপায়ে ব্যবহার করা । যথোপযুক্ত উপায়ে ব্যবহার করার অর্থ হলো শ্রেষ্ঠত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলা ।

সর্বকার্যে সফলতার সহজ সাধন স্নেহ

আজ বাবা বিশেষ ভাবে অত্যন্ত স্নেহের (মুরব্বি, অভিভাবক) বাচ্চাদের স্নেহের রিটার্ন দিতে এসেছেন। মধুবনবাসীদের অক্লান্ত সেবার বিশেষ ফল দেওয়ার জন্যই শুধু মিলন উদযাপন করতে এসেছেন। এটা স্নেহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। ব্রাহ্মণ পরিবারের বিশেষ ফাউন্ডেশন এই বিশেষ স্নেহ। বর্তমান সময়ে স্নেহই সেবার সর্বকার্যে সফলতার সহজ সাধন। যোগী জীবনের ফাউন্ডেশন তো বিশ্বাস, কিন্তু পরিবারের ফাউন্ডেশন স্নেহ এবং এই স্নেহই কারণ হৃদয় তোমাদের কাছে নিয়ে আসে। বর্তমান সময়ে স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্সের সাথে স্নেহ আর সেবার ব্যালেন্স সফলতার সাধন। তা' দেশের সেবা হোক বা বিদেশের সেবা, দুইয়েরই সফলতার সাধন আধ্যাত্মিক স্নেহ। জ্ঞান আর যোগ শব্দ তো অনেকের থেকে শুনেছ, কিন্তু দৃষ্টি এবং শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের দ্বারা আত্মাদের স্নেহের অনুভূতি হওয়া - এটাই বিশেষত্ব এবং নতুনত্ব। আর আজকের বিশ্বের প্রয়োজন স্নেহ। কোনও আত্মা যতই অভিমাত্রী হোক স্নেহ তাকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে। স্নেহের ভিত্তিয়ারী শান্তির ভিত্তিয়ারী, কিন্তু স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারাই শান্তির অনুভব তোমরা করতে পার। সুতরাং স্নেহ স্বতঃই শান্তির অনুভব করায়, কারণ তখন তোমরা স্নেহে নিমজ্জিত থাক। এই কারণে অল্প সময়ের জন্য তোমরা নিজে থেকেই অশরীরি হয়ে যাও। সুতরাং অশরীরি হওয়ার কারণে শান্তির অনুভব সহজ হয়। বাবাও স্নেহেরই রেসপন্স দেন। রথ চললেও বা না চললেও বাবাকে স্নেহের প্রমাণ দিতেই হবে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও স্নেহের এই প্রত্যক্ষ ফল বাপদাদা দেখতে চান। কয়েকজন (গুলজার দাদী, জগদীশ ভাই এবং নির্বৈর ভাই) বিদেশ সেবা করে ফিরেছেন আর কেউ কেউ (দাদীজি এবং মোহিনী বোন) যাচ্ছেন। সেই আত্মাদেরও স্নেহের ফল প্রাপ্ত হচ্ছে। ড্রামা অনুসারে তোমরা ভাবো এক, হয় আরেক। তবুও ফলের প্রাপ্তি হয়েই যায়, সেইজন্য প্রোগ্রাম তৈরিও হয়ে যায়। সবাই তোমরা নিজের নিজের পার্ট খুব ভালো ভাবে পালন করে এসেছ। পূর্ব নির্দিষ্ট ড্রামা স্থিরীকৃত, সেইজন্য সহজে তোমরা রিটার্ন প্রাপ্ত কর। বিদেশও অতি নির্ভার সঙ্গে সেবাতে এগিয়ে যাচ্ছে। সর্বত্রই তাদের মধ্যে দুর্দান্ত মনোবল আর উদ্যম। সকলের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার সঙ্কল্প বাপদাদার কাছে পৌঁছাতে থাকে, কারণ তারাও বুঝতে পারে যে ভারতেও কত প্রয়োজন আছে, তবুও ভারতের স্নেহই তাদের সহযোগ দিচ্ছে। ভারতে সেবার জন্য সহযোগী পরিবারকে তারা হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানায়। দেশ যতই দূরের ততই তারা হৃদয় থেকে লালন-পালনের যোগ্য হওয়াতে কাছে, সেইজন্য বাপদাদা চতুর্দিকে বাচ্চাদের কৃতজ্ঞতার রিটার্নে স্মরণ-স্নেহ আর ধন্যবাদ দিচ্ছেন। বাবাও তো তোমাদের গীত গেয়ে থাকেন, তাই না!

ভারতেও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তারা শান্তির জন্য পদযাত্রার ক্ষেত্রে খুব ভালো ভূমিকা (পার্ট) পালন করছে। চতুর্দিকে সেবার আড়ম্বর খুব সুন্দর। উৎসাহ-উদ্দীপনা তোমাদের ক্লাস্তি ভুলিয়ে সফলতা প্রাপ্ত করছে। চারিদিকে সেবার সাফল্য খুব ভালো। সেবার জন্য বাচ্চাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে বাপদাদাও খুশি হন।

(নাইরোবিতে পোপের সাথে জগদীশ ভাই সাক্ষাৎ করে এসেছেন)

পোপকেও তো দৃষ্টি দিয়েছ, তাই না? এটাও তোমার জন্য ভি. আই. পি.-দের সেবায় সহজে সফল হওয়ার সাধন। যেমন ভারতে রাষ্ট্রপতি বিশেষভাবে এসেছেন। সুতরাং, তোমরা এখন বলতে পার যে ভারতেও ভি. আই. পি.রা এসেছেন। তেমনই বিশেষতঃ বিদেশে মুখ্য ধর্মের প্রভাবশালী নেতারা যদি তোমাদের নিকট-সম্পর্কে আসে, তখন যে কোনো কেউই সাহস রাখবে তোমাদের সম্পর্কে আসার যে তবে আমরাও যাই। সুতরাং, দেশেরও সেবার সাধন ভালো হয়েছে আর বিদেশেও সেবার সাধন ভালো হয়েছে। সেইজন্য সময় অনুসারে সেবাতে কাছাকাছি আসায় কোনও বাধা এলে, সেটাও সহজে সমাপ্ত হয়ে যাবে। অন্ততঃ প্রাইম মিনিষ্টারের সাথে মিলিত হতে পেরেছ তো! সুতরাং, দুনিয়ার লোকের জন্য এই এক্সাম্পলও সাহায্য করে। সকলের কোশ্চেন, 'আর কেউ এসেছে কিনা', এই কোশ্চেন এখন সমাপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং, ড্রামা অনুসারে এটাও এই বছরে সেবাতে সহজ প্রত্যক্ষতার সাধন হয়েছে। তারা এখন কাছাকাছি আসছে। এদের তো শুধু নামই কাজ করবে। সুতরাং নামে যে কাজ হবে তার ভূমি প্রস্তুত হয়ে গেছে। তারা আওয়াজ ছড়িয়ে দেবে না। যারা আওয়াজ প্রসারিত করবে সেই মাইক অন্য। এরা মাইককে লাইট দেবে। কিন্তু তবুও ভূমি খুব ভালো প্রস্তুত হয়েছে। যারা বিদেশে আগে ভি. আই. পি.-দের জন্য সেবা করতেন মনে করত, এখন তারা চতুর্দিকে সহজ অনুভব করে, এই রেজাল্ট এখন ভালো। তাদের নামে যারা কাজ করবে তারা তৈরি হয়ে যাবে। এখন দেখো কে নিমিত্ত হয়! ভূমি প্রস্তুত করতে তোমরা

সবাই সর্বত্র গেছ । বিভিন্ন দিকে তোমরা তোমাদের চরণস্পর্শে ভূমি তৈরি করেছ । এখন তাৎক্ষণিক ফল প্রত্যক্ষ রূপে কোথা থেকে বেরোবে, এখন সেই প্রস্তুতি চলছে । তোমাদের সবার রেজাল্ট ভালো ।

পদযাত্রীও এক বল, এক ভরসায় এগিয়ে যাচ্ছে । আগে কঠিন লাগত । কিন্তু যখন তা' প্র্যাকটিক্যালি হয় তখন সহজ হয়ে যায় । সুতরাং দেশ-বিদেশ থেকে আগত সবাইকে এবং যারা সেবার নিমিত্ত হয়ে সেবা দ্বারা অনেককে বাপদাদার স্নেহী ও সহযোগী বানিয়ে এসেছে, তাদের সবাইকে বাবা স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন । সব বাচ্চার বরদান নিজের নিজের । ভারতে শান্তি-পদযাত্রায় যে বাচ্চারা চলেছে, বিদেশের চতুর্দিকে সেবার্থে নিমিত্ত হওয়া বাচ্চাদের এবং শ্রেষ্ঠ সেবার নিমিত্ত মধুবন নিবাসী বাচ্চাদের, সেইসঙ্গে শান্তি-পদযাত্রী বাচ্চাদের যে বাচ্চারা উৎসাহ-উদীপনা দেওয়ার নিমিত্ত হয়েছে, চতুর্দিকের সেই সকল বাচ্চাদের বাবা বিশেষ স্মরণ-স্নেহ এবং সেবার সাফল্যের অভিনন্দন জানাচ্ছেন । প্রত্যেক স্থানে সকলেই পরিশ্রম করেছে, কিন্তু এরা সকলে বিশেষ কার্যার্থে নিমিত্ত হয়েছে, সেইজন্য তারা তাদের হিসেবের খাতায় বিশেষভাবে সঞ্চয় করেছে । মরিশাস, নাইরোবি, আমেরিকা এক্সাম্পল তৈরি হচ্ছে, আর এই এক্সাম্পল'রা প্রত্যক্ষতার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সহযোগী হবে । যারা আমেরিকা থেকে আগত তারাও কম করেনি । একেকটা ছোট ছোট স্থানও উদ্যম-উদীপনার সাথে তাদের শক্তি অনুযায়ী অনেক বেশি করেছে । বিদেশে এখনও খ্রিস্টান রাজ্যের মেজরিটি । এখন যদিও সেই শক্তিক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু তারা তাদের ধর্ম তো ছাড়েনি । তারা চার্চে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে । চার্চ ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু ধর্ম ছাড়েনি, সেইজন্য ওখানে পোপও রাজার সমান । তুমি রাজার কাছে পৌঁছালে প্রজাদেরও স্বতঃই তোমার প্রতি রিগার্ড থাকে । কটরপন্থী খ্রিস্টানদের জন্যও এটা ভালো এক্সাম্পল । খ্রিস্টানদের জন্য এক্সাম্পল নিমিত্ত হবে । কৃষ্ণ আর খ্রিস্চিয়ান-এর (খ্রিস্টান) মধ্যে কানেকশন আছে, তাই না ! ভারতের বাতাবরণ তবুও আলাদা ব্যাপার ; সিকিউরিটি ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনেক উদ্বেগ আছে । যাই হোক, তিনি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন সেটা ভালো । রয়্যালটির সাথে টাইম দাও, বিধিপূর্বক সাক্ষাতের নিজস্ব একটা প্রভাব পড়ে । এটা দেখায় যে সময় এখন কাছে আসছে ।

বিদেশ হিসেবে লন্ডনেও সংখ্যা খুব ভালো আর মুরলীর প্রতি তাদের বিশেষ ভালোবাসা আছে, পার্ঠের প্রতি অনুরাগী, এটাই ফাউন্ডেশন । এতে লন্ডন নম্বর ওয়ান । যা কিছু হয়ে যাক, তারা কখনও ক্লাস মিস করে না । ভোর চারটের যোগ আর ক্লাসের মহত্ব লন্ডনে সবচেয়ে বেশি । এরও কারণ স্নেহ । স্নেহই সবাইকে টেনে নিয়ে আসে । বাতাবরণ শক্তিশালী বানাতে তোমরা খুব ভালো অ্যাটেনশন দাও । যেমনই হোক, দূরদেশে বায়ুমন্ডলকেই সহায় মনে করে, তা' সেবাকেন্দ্রেরই হোক বা তাদের নিজেদের । যদি সামান্য কোন ব্যাপারও হয়, তৎক্ষণাৎ নিজেকে চেক করে বাতাবরণ শক্তিশালী বানানোর প্রকৃত চেষ্টা করে । ওখানে বাতাবরণ পাওয়ারফুল বানানোর লক্ষ্য খুব ভালো । তুচ্ছ বিষয়ে বাতাবরণ খারাপ করে না । তারা মনে করে বাতাবরণ শক্তিশালী না হলে তবে সেবাতেও সফলতা লাভ হবে না, সেইজন্য এই ক্ষেত্রেও তারা খুব ভালো অ্যাটেনশন রাখে, নিজের পুরুষার্থেরও আর সেন্টারের বাতাবরণেরও । সাহস আর উদ্যম বজায় রাখতে তারা কেউ কম নয় ।

যেখানেই তোমরা কদম রাখ সেখানে ব্রাহ্মণদেরও অবশ্য বিশেষ প্রাপ্তি হয় আর দেশেরও হয় । তারা সন্দেশও (বার্তা) লাভ করে আর ব্রাহ্মণদের বিশেষ শক্তিও বাড়ে আর পালনাও লাভ হয় । সাকার রূপে বিশেষ লালন-পালন লাভ করে সবাই খুশি হয় এবং সেই খুশিতে সেবাতে তোমরা অগ্রচালিত হও আর সাফল্য লাভ হয় । যারা দূর দেশবাসী তাদের জন্য প্রতিপালন আবশ্যিক । পরিপোষিত হয়ে তারা ওড়ে । যারা মধুবনে আসতে পারে না তারা সেখানে বসে মধুবনের অনুভব করে । যেমন, এখানে স্বর্গের আর সঙ্গমযুগের আনন্দ দুইই অনুভব করে, সেইজন্য ড্রামা অনুসারে বিদেশে যাওয়ার যে পার্ট তৈরি হয়েছে তা' আবশ্যিক এবং তা'তে সফলতাও আছে । বিদেশের প্রত্যেক বাচ্চা যেন নিজের নিজের নামে সেবার জন্য বিশেষ অভিনন্দন এবং সেবার সফলতার জন্য বিশেষ রিটার্ন রূপে স্মরণ-স্নেহ স্বীকার করে । প্রত্যেক বাচ্চা বাবার সামনে । প্রতিটা দেশ থেকে প্রত্যেক বাচ্চা নয়ন সমুখে আসছে । প্রত্যেককে বাপদাদা স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন । আসার জন্য যে বাচ্চারা মরিয়্যা তাদের চমৎকারিত্ব দেখে বাপদাদা সদা বাচ্চাদের ওপরে স্নেহের পুষ্পবৃষ্টি করেন । তাদের বুদ্ধিবল কতো প্রখর ! তাদের আলাদা কোনও বিমান নেই, সেইজন্য বুদ্ধিরূপী বিমান তেজোবান । তাদের বুদ্ধিবলের প্রতি বাপদাদাও পুলকিত হন । প্রত্যেক স্থানের নিজস্ব বিশেষত্ব আছে । সিক্রিগণও এখন কাছে আসছে । যা কিছু আদি তার সমাপ্তি অবশ্যম্ভাবী ।

আমাদের সম্পর্কে যারা এই ব্রাল্ল ধারণায় ছিল যে এরা সোশ্যাল ওয়ার্ক করে না, এই পদযাত্রা দেখে তাদের ভ্রান্তির নিরসন হয়েছে । এখন আবর্তনের প্রস্তুতি স্বরিতগতিতে চলছে ।

দিল্লীবাসীও পদযাত্রীদের আহ্বান করছে, এত ব্রাহ্মণ তাদের ঘরে আসবে ! এইরকম ব্রাহ্মণ অতিথি তো ভাগ্যবানের কাছেই

আসে । দিল্লিতে সবার অধিকার । অধিকারীদের অতিথিসেবা তো দিতে হবে । দিল্লি থেকেই তোমার নাম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে । তোমরা অবশ্য নিজের নিজের এরিয়াতে সবকিছুই করছ, কিন্তু দেশ-বিদেশে তো দিল্লিরই টি.ভি ., রেডিও নির্মিত হবে ।

দিদি নির্মলাশান্তাজীর সাথে :- এই চিহ্ন আদি রত্নদের, 'হাঁ জী'র পাঠ অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকার পাঠ নিরন্তর স্মরণ করে শরীরকে শক্তি দিয়ে এখানে পৌঁছে গেছ । আদি রত্নদের এটা ন্যাচারাল সংস্কার । কখনও 'না' করেনা । সদাসর্বদা 'হাঁ জী' বলা । আর এই 'হাঁ জী'ই তোমাকে সর্বাধিনেত্রী (বড় হজুর) বানিয়েছে, সেইজন্য বাপদাদাও খুশি হন । বাবাও 'হিস্মতে বস্তু'কে অর্থাৎ বাবাও তাঁর বাচ্চার ইচ্ছাশক্তির সহায় হয়ে স্নেহ-মিলনের ফল দিয়েছেন ।

দাদীজীকে :- সবাইকে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভিনন্দন দেবে । আর সদা খুশির দোলায় দুলে খুশির সাথে প্রত্যক্ষতার একাগ্রতায় তুমি অগ্রচালিত হতে থাক, সেই কারণে শুদ্ধ শ্রেষ্ঠ সঞ্চলের জন্য সকলকে অভিনন্দন । চার্লি এবং কেন ঈদের দ্বারা প্রথম ফলের যে গ্রুপ বেরিয়েছিল, তারা খুব ভালো রিটার্ণ দিচ্ছে । নিরহঙ্কারিতা, নির্মাণের কার্য সহজ করে । যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ নিরহঙ্কারী না হয়, ততক্ষণ কেউ নির্মাণ করতে পারে না । এই পরিবর্তন খুব ভালো । সবাইকে শোনা আর অন্তর্লীন করা, এবং সবাইকে স্নেহ দেওয়া, এটা সফলতার আধার । তুমি খুব ভালো প্রোগ্রেস (উন্নতি) করেছে । নতুন পান্ডবরাও ভালো পরিশ্রম করেছে । তুমি নিজের মধ্যে ভালো পরিবর্তন এনেছ । চারিদিকে খুব ভালো বৃদ্ধি হচ্ছে । এখন আরও নতুনত্বের জন্য প্ল্যান বানাও । সবার পরিশ্রমের রেজাল্ট হিসেবে এত ফল বেরিয়েছে, আগে যারা কোনকিছু শুনতে নারাজ ছিল, তারা কাছে এসে ব্রাহ্মণ আত্মা হচ্ছে ।

এখন প্রত্যক্ষতার জন্য সেবার কোনও নতুন সাধন হবে । ব্রাহ্মণদের সংগঠনও ভালো । সেবা এখন বৃদ্ধির দিকে এগোচ্ছে । একবার বৃদ্ধি শুরু হয়ে গেলে তখন সে তরঙ্গ অব্যাহত থাকবে । আত্মা ।

বরদান:- সংগঠনরূপী কেবলকে মজবুত বানিয়ে সকলের স্নেহী, সন্তুষ্ট আত্মা ভব*
সাংগঠনিক শক্তি এক বিশেষ শক্তি । ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের কেবলকে কেউ নড়াতে পারে না । কিন্তু এর আধার পরস্পরের প্রতি স্নেহী হয়ে সবাইকে রিগার্ড দেওয়া আর স্বয়ং সন্তুষ্টতা বজায় রেখে সবাইকে সন্তুষ্ট করা । কেউ যেন ডিস্টার্ব না হয় আর কেউ যেন তোমাদের ডিস্টার্ব না করে । সবাই তোমরা একে অন্যকে শুভ কামনা আর শুভ ভাবনার সহযোগ দিতে থাক, এই সাংগঠনিক শক্তিই বিজয়ের বিশেষ আধার স্বরূপ ।

স্লোগান:- যখন তোমাদের সর্বকর্ম যথার্থ আর যুক্তিযুক্ত হবে, তখনই তোমাদের বলা হবে পবিত্র আত্মা ।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য এই অব্যক্ত মাসে বিশেষ হোমওয়ার্ক

যেমন, ব্রহ্মাবাবা বিশ্বাসের আধারে, আধ্যাত্মিক (রূহানী) নেশার আধারে, নিশ্চিত ভবিতব্যের জ্ঞাতা হয়ে সেকেন্ডে সবকিছু সমন্বয়যোগী করেছেন । তিনি কোনকিছুই নিজের জন্য রাখেননি । সুতরাং স্নেহের লক্ষণ - সবকিছু সফল করো । সমন্বয়যোগী করে তোলার অর্থ শ্রেষ্ঠ অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - পুণ্য আত্মা হতে হলে নিজের দৈনন্দিন চার্টকে দেখো যে, কোনো পাপ কর্ম হয়ে যায়নি তো, সত্যের খাতা জমা আছে ?"

প্রশ্নঃ - সবথেকে বড় পাপ কি ?

উত্তরঃ - কারোর প্রতি খারাপ দৃষ্টি দিয়ে দেখা - এটাই হলো সবথেকে বড় পাপ। বাচ্চারা তোমরা পুণ্যাত্মা হতে চলেছো, তাই তোমাদের কারোর প্রতি খারাপ দৃষ্টি বা বিকারী দৃষ্টি রাখা যাবে না। নিজেকে চেক করো যে, তুমি কতক্ষণ যোগযুক্ত হয়ে থাকো ? কোনো পাপ কর্ম তো হয়ে যায় না ? উঁচু পদ পেতে হবে, তাই খুব সাবধানে থাকো, একটুখানিও কুদৃষ্টি যেন না হয়। বাবা যে শ্রীমং দিচ্ছেন, তার ওপর সম্পূর্ণভাবে চলতে থাকো।

গীতঃ- মুখমন্ডল দেখে নাও হে প্রাণী...

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের বাবা নিজের বাচ্চাদেরকে বলছেন যে, হে বাচ্চারা, নিজেকে নিরীক্ষণ করো। এটা তো মানুষের জানা আছে যে, তারা সারাজীবনে কি কি পাপ কর্ম করেছে আর কি কি পুণ্য কর্ম করেছে ? প্রত্যেকদিন নিজের দৈনন্দিন চার্টকে দেখো - কত পাপ আর কত পুণ্য করেছে ? কাউকে নিরুৎসাহিত তো করেনি ? প্রত্যেক মানুষ এটা জানে যে তারা নিজেদের জীবনে কি কি কর্ম করেছে ? কত পাপ কর্ম করেছে আর কত দান পূর্ণ আদি করেছে ? মানুষ তীর্থযাত্রা আদি করার সময় অনেক দান পূর্ণ আদি করে। সেই সময় তারা চেষ্টা করে যে যাতে কোন পাপ কর্ম তাদের দ্বারা না হয়। তাই বাবাও বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, কত পাপকর্ম, আর কত পুণ্য কর্ম করেছে ? এখন বাচ্চারা, তোমাদের পুণ্যাত্মা হতে হবে। কোনরূপ পাপকর্ম করবে না। পাপও অনেক প্রকারের হয়ে থাকে। কারোর প্রতি খারাপ দৃষ্টি গেলে, এটাও এক ধরনের পাপ কর্ম হয়। খারাপ দৃষ্টি হয় বিকারের। সেটা হলো সবথেকে খারাপ। কখনো বিকারী দৃষ্টি যেন কারোর প্রতি না যায়। বিশেষ করে স্ত্রী-পুরুষের তো বিকারী দৃষ্টি হয়ে থাকে। কুমার-কুমারীদেরও কোথাও না কোথাও বিকার যুক্ত দৃষ্টি হয়ে থাকে। এখন বাবা বলছেন যে, এই বিকারী দৃষ্টি যেন না হয়। না হলে তো তোমাদেরকে বাঁদর বলে ডাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ নারদকে দেখানো হয়েছে, তাই না! নারদ বলেছিল যে, "আমি লক্ষ্মীকে বরণ করব!" তোমরাও তো বলো যে, আমিও লক্ষ্মীকে বরণ করবো। নারী থেকে লক্ষ্মী, নর থেকে নারায়ণ হবে। বাবা বলছেন যে, হৃদয় দিয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে, কতখানি আমি পুণ্য আত্মা হতে পেরেছি ? কোন পাপ কর্ম তো করছি না ? কতক্ষণ আমি যোগযুক্ত হয়ে থাকছি ?

বাচ্চারা, তোমরা তো বাবাকে চিনেই গেছো, তাই তো এখানে বসে আছো, তাই না! দুনিয়ার মানুষেরা তো বাবাকে চেনেই না, যে তারা বলবে ইনিই হলেন বাপ-দাদা। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা তো জানো যে, পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ করে আমাদেরকে অবিনাশী জ্ঞান রত্নের খাজানা দিয়ে ভরপুর করে দেন। মানুষের কাছে থাকে বিনাশী ধন। সেটাই তারা দান করে। সেটা তো হলো পাথরের সমান। এটা হল জ্ঞানের রত্ন। জ্ঞান সাগর বাবার কাছেই এই রত্ন থাকে। এই এক-এক রত্ন লক্ষ টাকার সমান। রত্নাকর বাবার থেকে জ্ঞানরত্ন ধারণ করে পুনরায় এই রত্নের দান করতে হবে। যত পরিমাণ যে গ্রহণ করবে আর দান করবে, ততই সে উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে, নিজের অন্তরকে দেখো যে নিজে কত পাপ কর্ম করেছে? এখন কোনরূপ পাপকর্ম তো হচ্ছে না ? একটুও কুদৃষ্টি যেন কারোর প্রতি না যায়। বাবা যে শ্রীমং দিচ্ছেন, তার ওপর সম্পূর্ণভাবে চলতে হবে। এর জন্য সাবধানতা বজায় রাখতে হবে। মায়ার তুফান তো আসবেই, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোন বিকর্ম যেন না হয়ে যায়। কারোর প্রতি কুদৃষ্টি গেলে তার সামনে তো দাঁড়িয়ে থাকাই যাবে না। একদম দূরে চলে যেতে হবে। বোঝা যায় যে এর কুদৃষ্টি আছে। যদি উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে হয়, তাহলে খুব সাবধানে থাকতে হবে। কুদৃষ্টি হলে তো বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে হবে। বাবা যে শ্রীমং দিচ্ছেন তার উপরই চলতে হবে। বাবাকে বাচ্চারাই চিনতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মনে করো বাবা কোথাও গেছেন, তাহলে বাচ্চারাই তাঁকে বুঝতে পারবেন যে, বাবা-দাদা এসেছেন। অন্যদিকে মানুষের ভিড় তো অনেক হয়ে যায় তাঁকে দেখার জন্য, কিন্তু তারা তো এঁনাকে জানেই না। কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করে যে ইনি কে? তখন বলো যে, ইনি হলেন বাপ-দাদা। ব্যাজ তো সবার কাছেই থাকা চাই। বলো, শিব বাবা আমাদেরকে এই দাদার দ্বারা অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করছেন। এটা হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান (স্পিরিচুয়াল নলেজ)। স্পিরিচুয়াল ফাদার, সকল আত্মাদেরকে বাবা বসে এই জ্ঞান শোনাচ্ছেন। শিব

ভগবানুবাচ। গীতাতে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লেখা আছে। এটা হল ভুল কথা। জ্ঞান সাগর পতিত-পাবন শিবকেই বলা হয়ে থাকে। জ্ঞানের দ্বারা সন্মতি হয়। এটা হল অবিনাশী জ্ঞানরত্ন। সন্মতি দাতা হলেন এক বাবা। এই সমস্ত কথা ভালো করে স্মরণে রাখতে হবে। এখন বাচ্চারা বুঝে গেছে যে, আমরা বাবাকে জেনে গেছি আর বাবাও এটা বোঝেন যে আমি বাচ্চাদেরকে জানি। বাবা তো বলবেন-ই যে এরা সবাই হলো আমার বাচ্চা, কিন্তু কেউ জানে না। ভাগ্যে থাকলে পরবর্তীকালে জানতে পারবে। মনে করো বাবা কোথাও যাচ্ছেন, কেউ জিজ্ঞাসা করল ইনি কে ? অবশ্যই শুদ্ধ ভাবনা দিয়েই জিজ্ঞাসা করবে ? উত্তর একটাই বলা যে, ইনি হলেন বাপ-দাদা। অসীম জগতের বাবা হলেন নিরাকার। তিনি যতক্ষণ না এই সাকার শরীরে আসেন, ততক্ষণ বাবার থেকে আশীর্বাদ কিভাবে প্রাপ্ত হবে ? শিব বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নিয়ে আশীর্বাদ প্রদান করেন। ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর তোমরা সব হলে বি. কে. । শিক্ষক হলেন জ্ঞানের সাগর। তাঁর থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই ব্রহ্মা বাবাও এখন পড়ছেন। তোমরা ব্রাহ্মণ থেকে পুনরায় দেবতা হতে চলেছো। কাউকে বোঝানো তো খুবই সহজ। কাউকে ব্যাজ দেখিয়ে বোঝালেও খুব ভালো হয়। বলা, বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো তো তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় চলে যাবে। এই বাবা হলেন পতিত-পাবন তাইনা। আমরা পুরুষার্থ করছি পবিত্র হওয়ার জন্য। যখন বিনাশের সময় হবে তখন আমাদের এই পড়াও সম্পন্ন হয়ে যাবে। এইসব কথা বোঝানো খুবই সহজ। কেউ যদি কোথাও যাতায়াত করো তাহলে এই ব্যাজ সাথে রেখে দিও। এই ব্যাজের সাথে একটা ছোট পর্চাও রেখে দিও। তাতে লেখা থাকবে যে, ভারতে বাবা এসে পুনরায় আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করছেন। অন্য সকল ধর্ম এই মহাভারত লড়াইয়ে দ্বারা কল্প পূর্বের ন্যায় ডামার প্ল্যান অনুসারে বিনাশ হয়ে যাবে। এইরকম পর্চা ২-৪ লক্ষ ছাপানো চাই। যে কেউ পর্চা বিতরণ করতে পারে। উপরে ত্রিমূর্তির চিত্র থাকবে অপরদিকে সেন্টারের অ্যাড্রেস থাকবে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সারাদিন এইসব সেবার চিন্তাই যেন চলতে থাকে।

বাচ্চারা তো এই গান শুনেছেই - প্রতিদিন নিজের দৈনন্দিন চার্ট বসে লিখতে হবে যে, আজ সারাদিন আমার স্থিতি কেমন ছিল? বাবা এইরকম অনেক মানুষ দেখেছেন, যারা রোজ রাতে সারাদিনের চার্ট লেখেন। চেক করে যে, সারাদিন কোনো খারাপ কাজ তো করিনি ? সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লেখে। এটা বোঝে যে ভালো জীবন কাহিনী লেখা থাকলে পরবর্তী কালে যারা এই ডাইরি পড়বে তারাও এই সুন্দর সংস্কার শিখতে পারবে। এই রকম লেখার জন্য ব্যক্তিত্ব খুব ভালো হয়ে যায়। বিকারী তো সবাই আছেই। এখানে তো সেসবের কোনো কথা নেই। তোমরা প্রত্যেকদিন নিজেদের দৈনন্দিন চার্ট দেখো, তারপর বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও, তাহলে উন্নতিও খুব ভালো হবে আর ভয়ও থাকবে। সবটাই পরিষ্কার করে লিখতে হবে - আজ আমার খারাপ দৃষ্টি গেছে, এটা হয়েছে.....। যারা একে অপরকে দুঃখ দেয়, বাবা তাদেরকে গাজী বলেন। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ তোমাদের মাথার উপর আছে। এখন তোমাদেরকে স্মরণের শক্তি দিয়ে পাপের বোঝা গুলিকে নামাতে হবে, এই জন্য প্রতিদিন দেখতে হবে যে আজ সারাদিন আমি কতটা গাজী হয়েছি ? কাউকে দুঃখ দেওয়া অর্থাৎ গাজী হওয়া। পাপ হয়ে যায়। বাবা বলেন যে, গাজী হয়ে কাউকে দুঃখ দিও না। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে চেক করো, আমি কত পাপ করেছি আর কত পুণ্য কাজ করেছি? যাদের সাথে পরিচিত আছে, তাদের সবাইকে এই রাস্তা বলতেই হবে। সবাইকে খুব প্রেমের সাথে বলা যে, বাবাকে স্মরণ করো আর পবিত্র হও। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পদ্মফুলের সমান পবিত্র থাকতে হবে। যদিও তোমরা সঙ্গম যুগে আছো কিন্তু এটা হলো রাবণ রাজ্য তাই না। এই মায়াবী বিষয়-বৈতরণী নদীতে থেকেও পদ্মফুলের সমান পবিত্র থাকতে হবে। পদ্মফুল ছোট বাচ্চাদের (কুঁড়ি) সাথেই থাকে। তবুও জল থেকে অনেক উপরে থাকে। গৃহস্থী আছে, অনেক জিনিসের জন্ম দেয়। এই দৃষ্টান্ত তোমাদের জন্যই আছে। বিকার থেকে পৃথক হয়ে থাকো। এই এক জন্ম পবিত্র থাকো তো পুনরায় এটা অবিনাশী হয়ে যাবে বাবা তোমাদেরকে অবিনাশী জ্ঞানরত্ন প্রদান করছেন। বাকি এইসব তো হলো পাথরের সমান। তারা তো ভক্তির কথাই শোনাতে থাকে। জ্ঞান সাগর পতিতপাবন তো একজনই আছেন, তো এইরকম বাবার সাথে বাচ্চাদের কতই না ভালোবাসা থাকা চাই। বাবার বাচ্চাদের সাথে, বাচ্চাদের বাবার সাথে ভালোবাসা থাকে। বাকি অন্য কারোর সাথে মনের যোগসূত্র রেখে না। সতপুত্র তো সে, যে বাবার শ্রীমতে সম্পূর্ণভাবে চলেনা। রাবণের মতে চলতে থাকে, তাই রামের শ্রীমৎ মনে থাকে না। অর্ধকল্প হল রাবণ সম্প্রদায়, এইজন্য এটাকে ব্রষ্টাচারী দুনিয়া বলা হয়। এখন তোমাদেরকে অন্য সব কিছুকে ছেড়ে এক বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। বি.কে.দের মত পাওয়া যায়, সেই মতকেও চেক করতে হয় যে এই মতটি সঠিক না ভুল? বাচ্চারা তোমাদেরকে সঠিক আর ভুল বোঝার সময়ও এখন এসেছে। যখন পরীক্ষক আসবেন তখন কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল বলে দেবেন। বাবা বলেন যে, তোমরা অর্ধেক কল্প এই ভক্তি মার্গের শাস্ত্র শুনেছো। এখন আমি তোমাদেরকে যা কিছু শোনাচ্ছি - এটাই হলো সত্য, নাকি ওইসব হলো সত্য? তারা বলে যে ঈশ্বর হল সর্বব্যাপী, আমি বলি যে আমি তো হলো তোমাদের বাবা। এখন তোমরাই বিচার করো যে কোনটা ঠিক ? এটাও বাচ্চাদেরকেই বোঝানো হয় তাই না, যখন ব্রাহ্মণ হয়েছে, ঠিক বুঝবে। রাবণ সম্প্রদায় তো অনেক আছে, তোমরা তো হলে সংখ্যায় খুব কম। তার মধ্যেও আবার নম্বরের ক্রম আছে। যদি

কারোর কুদৃষ্টি থাকে, তাহলে তাকে রাবণ সম্প্রদায়ের বলা হবে। রাম সম্প্রদায়ের তখন বোঝা যাবে, যখন সমস্ত দৃষ্টি পরিবর্তিত হয়ে দৈবী হয়ে যাবে। নিজের স্বস্থিতি থেকে সবাই তো বুঝতে পারো তাই না। প্রথমে তো জ্ঞান ছিলই না, এখন বাবা এসে রাস্তা বলে দিয়েছেন। তাই দেখতে হবে যে অবিনাশী জ্ঞানরত্নের দান আমি করছি ? ভক্তরা বিনাশী ধনের দান করে। এখন তোমাদেরকে অবিনাশী ধনের দান করতে হবে, নাকি বিনাশী ধনের। যদি বিনাশী ধন থেকেও থাকে, তো তাকে অলৌকিক সেবাতে লাগিয়ে দাও। পতিতদেরকে দান করলে তো পতিতই হয়ে যাবে। এখন তুমি নিজেদের ধন দান করছো তো এর পরিবর্তে তোমরা ২১ জন্মের জন্য নতুন দুনিয়ায় সুখ প্রাপ্ত করবে। এই সমস্ত কথা হল বোঝার বিষয়। বাবা সেবার যুক্তিগুলিও বলে দেন। সেবার উপর দয়া করো। বলা হয়ে থাকে যে, পরম পিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন। কিন্তু অর্থ কেউ বোঝেনা। পরমাত্মাকেই সর্বব্যাপী বলে দেয়। তাই বাচ্চাদেরকে খুব ভালো করে সেবার করার শখ রাখতে হবে। অন্যদেরকে কল্যাণ করলে তো নিজেরই কল্যাণ হবে। দিন-প্রতিদিন বাবা খুব সহজ করে দেন। এই ত্রিমূর্তির চিত্রও হল খুব সুন্দর। এতে শিববাবাও আছেন, আবার প্রজাপিতা ব্রহ্মাও আছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের দ্বারা পুনরায় ভারতে ১০০ শতাংশ পবিত্রতা-সুখ-শান্তির দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন করছেন। বাকি অনেক ধর্ম এই মহাভারত লড়াইয়ের দ্বারা কল্পপূর্বের ন্যায় বিনাশ হয়ে যাবে। এইরকম-এইরকম পর্চা ছাপিয়ে বিতরণ করতে হবে। বাবা কত সহজে রাস্তা বলে দেন। প্রদর্শনীতেও পর্চা দাও। পর্চা দ্বারা বোঝানো সহজ হয়। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো হতেই হবে। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। বাকি এই সব বিনাশ হয়ে যাবে কল্প পূর্বের ন্যায়। যেখানেই যাও, পকেটে পর্চা আর ব্যাজ যেন সর্বদা থাকে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি গাওয়া হয়। বলা, ইনি হলেন বাবা, আর ইনি হলেন দাদা। ওই বাবাকে স্মরণ করলে এই সত্যযুগে দেবতা পদ পাওয়া যায়। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ, নতুন দুনিয়ার স্থাপনা, বিষ্ণুপুরী নতুন দুনিয়াতে পুনরায় ঐন্নার রাজ্য হবে। কত সহজ আছে। অনেক মানুষ তীর্থ আদি করতে যায়, কত ধাক্কা খায়। আর্য সমাজীরাও ট্রেন ভর্তি করে যায়। এটাকে বলা হয় ধর্মের ধাক্কা, বাস্তবে হল অধর্মের ধাক্কা। ধর্মের মধ্যে তো ধাক্কা খাওয়ার দরকারই নেই। তোমরা তো পড়াশোনা করছো। ভক্তিমার্গে মানুষ কত-কিইনা করতে থাকে!

বাচ্চারা এই গীত তো শুনেছে যে, "মুখমন্ডল দেখে নাও হে প্রাণী..." এই মুখমন্ডল তোমরা ছাড়া তো অন্য কেউ দেখতে পারে না। ভগবানকেও তোমরা দেখতে পারো। এটা হল জ্ঞানের কথা। তোমরা মনুষ্য থেকে দেবতা, পাপাত্মা থেকে পূণ্য আত্মা হতে চলেছো। জগতে এই সমস্ত কথা কেউই জানেনা। এই লক্ষী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক কিভাবে হয়েছিলেন, এই সমস্ত কথাও কারোর জানা নাই। তোমরা বাচ্চারা তো সব জেনে গেছো। কারোর বুদ্ধিতে তীর লেগে যায় তো বেড়া পার হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐন্নার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যদি বিনাশী ধন থাকে, তো সেটাকে সফল করার জন্য অলৌকিক সেবাতে লাগিয়ে দাও। অবিনাশী ধনের দানও অবশ্যই করতে হবে।

২) নিজের দৈনন্দিন চাটে দেখো যে, নিজের স্থিতি কেমন ছিলো ? সারাদিন কোনো খারাপ কাজ হয়নি তো ? একে অপরেরকে দুঃখ দিইনি তো ? কারোর প্রতি কুদৃষ্টি যায়নি তো ?

বরদান:- প্রতিটি খাজানাকে বাবার নির্দেশ অনুসারে কার্যে প্রয়োগ করে অনেস্ট বা সৎ ভব*

ব্যখ্যা :- অনেস্ট অর্থাৎ সৎ - তাকেই বলা যাবে, যে বাবার থেকে প্রাপ্ত খাজানা গুলিকে বাবার নির্দেশ বিনা কোন কাজে লাগায় না। যদি সময়, বাণী, কর্ম, শ্বাস বা সংকল্প পরমত বা সঙ্গদোষে ব্যর্থের দিকে নষ্ট করতে থাকে, স্ব-চিন্তনের পরিবর্তে পরচিন্তন করতে থাকে, স্বমানের পরিবর্তে কোনোপ্রকার দেহ অভিমানে এসে যায়, শ্রীমতের বদলে মনমতের আধারে চলে তো তাদেরকে অনেস্ট বলা যাবে না। এইসব খাজানা গুলি বিশ্ব কল্যাণের জন্য প্রাপ্ত হয়েছে, তাই বিশ্ব কল্যাণের কাজেই লাগাতে হবে - এটাই হলো অনেস্ট হওয়া।

স্লোগান:- মায়ার সাথে বিরুদ্ধাচরণ করো, কিন্তু দৈব পরিবারের সঙ্গে নয়।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য

প্রতিটি সময়ে নতুনত্বের অনুভব করতে হবে এবং অপরকেও নতুনভাবে উৎসাহিত করতে হবে। খুশিতে নাচতেও হবে আবার বাবার গুনগানও করতে হবে। মধুরতার মিঠাই দিয়ে নিজের মুখও মিঠা করতে হবে, আবার অপরদেরও মধুর বোল, মধুর সংস্কার, মধুর স্বভাব দ্বারা মুখ মিষ্টি করতে হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা জ্ঞান বর্ষণের দ্বারা সবকিছু সবুজ করে দেবে, তোমাদের ধারণা করতে হবে এবং করাতে হবে"

প্রশ্ন: - যে মেঘে বৃষ্টি হয় না, তাদের কী নাম দেবে?

উত্তর: - তারা হলো অলস মেঘ। ফুর্তিতে ভরপুর হলো তারাই, যারা বর্ষণ করে। যদি ধারণা থাকে তবে তারা (জ্ঞান) বর্ষণ না করে থাকতে পারবে না। যারা (নিজেরা) ধারণ করে, অন্যদের ধারণা করায় না তাদের পেট পিঠে(কম পদমর্যাদা পাবে) লেগে যাবে, তারা হলো গরীব। তারা প্রজায় চলে যায়।

প্রশ্ন: - স্মরণের যাত্রায় প্রধান পরিশ্রম কী?

উত্তর: - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে বিন্দু-রূপে স্মরণ করা। বাবা যা, যেমন ঠিক সেই স্বরূপেই যথার্থভাবে তাঁকে স্মরণ করা, এতেই পরিশ্রম।

গীত:- যে প্রিয়তমের সাথে রয়েছে.....

ওম শান্তি। যেমন সাগরের উপর মেঘ থাকে, তাহলে মেঘেদের পিতা হলো সাগর। যেসব মেঘ সাগরের সাথে অর্থাৎ কাছাকাছি থাকে তারাই বর্ষণ করতে পারে। সেই মেঘই জল ভরে নিয়ে এসে বৃষ্টি প্রদান করে। তোমরাও সাগরের কাছে আসো (জ্ঞান-বারি) ভরার জন্য। যখন সাগরের সন্তান, তখন অবশ্যই মেঘ, তারা মিষ্টি জল বহন করে নিয়ে আসে। এখন মেঘও অনেক প্রকারের হয়। কোন মেঘ অত্যন্ত সজোরে বর্ষণ করে, তাতে বন্যা চলে আসে। কোনটা আবার অল্পমাত্রায় বর্ষণ করে। তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসারে এমন হয়, যারা অত্যন্ত জোরে বর্ষায়, তাদের নামের মহিমা রয়েছে। যেমন বৃষ্টি যখন অধিকমাত্রায় হয় তখন মানুষ অত্যন্ত আনন্দিত হয়। এও তেমনই। যারা ভালোভাবে (জ্ঞান) বর্ষণ করে, তাদের মহিমা হয়। যারা সেভাবে বর্ষণ করেনা, তাদের হৃদয়ে(মনে) যেন আলস্য চলে যায়, এতে পেট ভরবে না অর্থাৎ ভাল পদ পাবে না। যথার্থরীতি অনুসারে ধারণা না হওয়ার জন্য পেট পিঠে ঠেকে যায়। যখন খরা হয় তখনও মানুষের পেট পিঠে (জীর্ণতা) লেগে যায়। এখানেও ধারণা করে যদি অন্য কাউকে ধারণা না করায় তাহলে পেট পিঠে ঠেকে যাবে। যারা বর্ষণ অত্যন্ত করে তারা রাজা রানী হয় আর ওরা গরীব(স্বল্পপদমর্যাদাসম্পন্ন)। গরিবদের পেট পিঠ একসাথে(জীর্ণতা) থাকে। তাই বাচ্চাদের ধারণা অত্যন্ত ভালো ভাবে করা উচিত। এতে আত্মা এবং পরমাত্মার জ্ঞান কত সহজ। এখন তোমরা জেনেছ যে আমাদের মধ্যে আত্মা এবং পরমাত্মা দুই-এর জ্ঞানই ছিল না। তাই পেট পিঠে লেগে গিয়েছিল, তাই না। মুখ্য হলো আত্মা আর পরমাত্মার কথা। মানুষ আত্মাকেই জানে না তাহলে পরমাত্মাকে আর কীভাবে জানতে পারবে। কত-কত বড় বিদ্বান, পণ্ডিতাদিরা রয়েছেন, কেউই আত্মাকে জানে না। এখন তোমরা জেনেছ যে, আত্মা অবিনাশী, তাতে ৮৪ জন্মের অবিনাশী ভূমিকা (পার্ট) নির্ধারিত করা আছে, যা চলতেই থাকে। আত্মা অবিনাশী, তাই তার ভূমিকাও অবিনাশী। আত্মা কীভাবে অলরাউন্ড ভূমিকা পালন করে -- একথা কারোর জানা নেই। তারা তো আত্মাই পরমাত্মা বলে দেয়। বাচ্চারা, তোমাদের এখন আদি থেকে অন্তের সমগ্র জ্ঞানই রয়েছে। ওরাতো ড্রামার আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর বলে দেয়। এখন তোমরা সমগ্র জ্ঞান প্রাপ্ত করেছ। তোমরা জানো যে, এই বাবার দ্বারা রচিত এই জ্ঞান-যজ্ঞে সমগ্র দুনিয়াই স্বাধা অর্থাৎ সমর্পিত হয়ে যাবে তাই বাবা বলেন, দেহ-সহ যাকিছু রয়েছে সেই সব ভুলে যাও, নিজেকে আত্মা মনে করো। বাবাকে আর শান্তিধামকে, সুইটহোম-কে (সুখধাম) স্মরণ করো। এ তো হলোই দুঃখধাম। তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারেই বোঝাতে পারে। এখন তোমরা জ্ঞানে ভরপুর রয়েছ। বাকি সারা পরিশ্রম হলো স্মরণে। জন্ম-জন্মান্তরের দেহ অভিমান সমাপ্ত করে দেহী-অভিমानी হও, এতেই বড় পরিশ্রম। বলা তো অতি সহজ কিন্তু নিজেকে আত্মা মনে করা আর বাবাকেও বিন্দুরূপে স্মরণ করা, এতেই পরিশ্রম। বাবা বলেন -- আমি যা, আমি যেমন, মুশকিলই সেভাবে আমাকে কেউ স্মরণ করতে পারে। যেমন বাবা তেমনই বাচ্চা হয়, তাই না। নিজেকে জানলে তখন বাবাকেও জেনে যাবে। তোমরা জানো যে, শিক্ষাদাতা হলেন একমাত্র বাবা-ই, পড়ে তো অনেকেই। বাচ্চারা, বাবা কীভাবে রাজধানী স্থাপন করেন, তা শুধু তোমরাই জানো। বাকি এইসমস্ত শাস্ত্রাদি হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। বোঝাবার জন্য আমাকে বলতে হয়। বাকি এতে ঘৃণার কোন কথা নেই। শাস্ত্রতেও ব্রহ্মার দিন আর রাত বলা হয় কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না। রাত আর দিন আধা-আধা হয়। সিঁড়ির উপরে কত সহজভাবে বোঝান হয়।

মানুষ মনে করে যে, ভগবান অত্যন্ত শক্তিশালী তিনি যা চান তাই করতে পারেন। কিন্তু বাবা বলেন, আমিও ড্রামার

বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। ভারতের উপর কত বিপদ আসে, তখন আমি কি প্রতিমুহূর্তে আসি ? আমার ভূমিকা সীমাবদ্ধ। যখন সম্পূর্ণ দুঃখ ছেয়ে যায় তখনই আমি নিজের সময়ানুসারে আসি। এতে এক সেকেন্ডেরও পার্থক্য থাকেনা। ড্রামায় প্রত্যেকের ভূমিকা যথাযথভাবে নির্ধারণ করা আছে। এ হলো সর্বোচ্চ পিতার পুনর্জন্ম। পুনরায় স্বল্পশক্তিসম্পন্নরা সকলে নশ্বরের ক্রমানুসারে আসে। বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবার কাছ থেকে নলেজ পেয়েছ, যাতে তোমরা বিশ্বের মালিক হও। তোমাদের ফুল ফোর্সে শক্তি আসে। পুরুষার্থ করে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাও। অন্যদের তো ভূমিকাই থাকে না। মুখ্য হলো ড্রামা, যার নলেজ এখন তোমরা পাও। এছাড়া আর সবই হলো পার্থিব কারণ সেসব এই চোখে (শূল) দেখা যায়। বিশ্বের বিস্ময় হলেন বাবা, যিনি আবার রচনা করেন স্বর্গ, যাকে হেভেন, প্যারাডাইজ বলা হয়। ঔনার কত মহিমা। বাবা আর বাবার রচনার অনেক বড় মহিমা রয়েছে। সর্বোচ্চ হলেন ভগবান। উচ্চ থেকে উচ্চতম স্বর্গের স্থাপনা বাবা কিভাবে করেন, তার কিছুই কেউ জানে না। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরাও পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে জানতে পারো আর সেই অনুসারেই পদ প্রাপ্ত কর। যারা পুরুষার্থ করেছে তারা ড্রামানুসারেই করেছে। পুরুষার্থ ব্যতীত কিছুই পাবে না। তারা কর্ম ব্যতীত এক সেকেন্ডও থাকতে পারে না। হটযোগীরা তো প্রাণায়াম করে, যেন জড়পদার্থের মত হয়ে যায়, ভিতরে পড়ে থাকে, আর উপরে মাটি জমে যায়, মাটির ওপরে জল পড়ে আবার ঘাস হয়ে যায়। কিন্তু এতে তো কোনো লাভ নেই। কতদিন এভাবে বসে থাকবে ? কর্ম তো অবশ্যই করতে হবে। কর্ম-সল্যাসী কেউই হতে পারে না। হ্যাঁ, শুধু ভোজনাদি বানায় না। তাই তাদের কর্ম-সল্যাসী বলে। তাদেরও ড্রামায় এমন ভূমিকাই রয়েছে। এই নিবৃত্তি-মার্গীয়রাও যদি না থাকতো তাহলে ভারতের অবস্থা কি হয়ে যেত ? পবিত্রতায় ভারত প্রথম স্থানে ছিল। বাবা সর্বপ্রথমে পবিত্রতা স্থাপন করেন, যা আধাকল্প চলে। অবশ্যই সত্যযুগে এক ধর্ম, এক রাজ্য ছিল। পুনরায় এখন পবিত্র রাজ্য স্থাপিত হচ্ছে। এমন ভাল-ভাল স্লোগান তৈরী করে মানুষকে সজাগ(জাগ্রত) করা উচিত। পুনরায় এসে পবিত্র রাজ্য-ভাগ্য নাও। এখন তোমরা কত ভালভাবে বোঝ। কৃষ্ণকে শ্যাম-সুন্দর কেন বলা হয় -- এও তোমরা এখন জেনেছ। আজকাল অনেকেই এমন-এমন নাম রেখে দেয়। কৃষ্ণর সঙ্গে কম্পিটিশন করে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে, পতিত রাজারা কিভাবে পবিত্র রাজাদের সম্মুখে গিয়ে মাথা নত করে কিন্তু তারা কি জানে, না জানে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে - যারা পূজ্য ছিল, তারাই পুনরায় পূজারী হয়ে যায়। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র চক্রই রয়েছে। এও যদি স্মরণে থাকে তাহলে স্থিতি অত্যন্ত ভালো থাকবে। কিন্তু মায়া স্মরণ করতে দেয়না ভুলিয়ে দেয়। সদা হর্ষিতমুখী থাকলে তবেই তোমাদের দেবতা বলা যাবে। লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র দেখে কত খুশি হয়। রাধাকৃষ্ণ অথবা রাম ইত্যাদির চিত্র দেখে এতটা খুশি হয় না কারণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রতে হাঙ্গামা কথা লেখা আছে। এই বাবাও(ব্রহ্মা) তো শ্রীনারায়ণ হন, তাই না। বাবা তো এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখে খুশী হন। বাচ্চাদেরও একথা বোঝা উচিত, এছাড়া কতটা সময় আর এই পুরানো শরীরে থাকবে, পুনরায় গিয়ে প্রিন্স হবে। এ তো এইম অবজেক্ট, তাই না। এও শুধু তোমরাই জানো। খুশিতে কত গদগদ হয়ে যাওয়া উচিত। যত পড়বে ততই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে, না পড়লে কি পদ পাবে ? কোথায় বিশ্বের রাজা রানী, কোথায় ধনবান, আর কোথায় প্রজায় চাকর-বাকর। বিষয় তো একই। শুধু মন্মথনাভব, মধ্যাজীভব, বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকার, স্মরণ আর জ্ঞান। ঔনার কত আনন্দ হয়েছিল --- বাবা আল্লাহ-কে পেয়েছেন, বাকি সবকিছুই দিয়ে দিয়েছেন। কত বড় লটারী পেয়ে গেছেন। বাকি আর কি চাই! তাহলে কেন বাচ্চাদের অন্তরে খুশি থাকবে না ? তাই বাবা বলেন, এমন ট্রান্সলাইটের চিত্র সবার জন্য বানাও, যাতে বাচ্চারা দেখে খুশি হয়। শিববাবা ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে আমাদের এই উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। মানুষ তো কিছুই জানে না। একদমই ব্রষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন তোমরা ব্রষ্টবুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠবুদ্ধিসম্পন্ন (স্বচ্ছ) হচ্ছে। সবকিছুই জেনে গেছো, আর কিছু পড়ার প্রয়োজন নেই। এই পড়ার মাধ্যমেই তোমরা বিশ্বের রাজস্ব পাও, তাই বাবাকে নলেজফুল বলা হয়। মানুষ আবার মনে করে যে, বাবা প্রত্যেকের হৃদয়কে জানে, কিন্তু বাবা তো নলেজ দেয়। টিচার বোঝে যে, অমুকে পড়ছে কিন্তু বাকি সারাদিন বসে কি তিনি দেখবেন যে এর বুদ্ধিতে কি চলছে ? এ তো বিস্ময়কর নলেজ। বাবাকে জ্ঞানের সাগর, সুখ-শান্তির সাগর বলা হয়। তোমরাও এখন মাষ্টার জ্ঞানসাগর হয়েছো। পরে এই টাইটেল উধাও হয়ে যাবে। তখন পুনরায় সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬কলাসম্পূর্ণ হবে। এটাই হলো মানুষের উচ্চপদমর্যাদা। এইসময় হলোই ঈশ্বরীয় পদমর্যাদা। কত বোঝার এবং বুঝবার মতন বিষয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখে অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত। আমরা এখন বিশ্বের মালিক হবো। নলেজের দ্বারাই সর্বগুণ আসে। নিজের এইম অবজেক্ট দেখলেই সতেজতা (রিফ্রেশমেন্ট) চলে আসে, তাই বাবা বলেন, এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র প্রত্যেকের কাছেই থাকা উচিত। এই চিত্র হৃদয়ে প্রেম বৃদ্ধি করে। তখন মনে হয় -- ব্যস, এই মৃত্যুলোকে অস্তিমজন্ম। পুনরায় আমরা অমরলোকে গিয়ে এমন হবো, তত্ত্বতম্। এমন নয় যে, আল্লাই পরমাত্মা। না, এই সমগ্র জ্ঞানই যেন বুদ্ধিতে বসে থাকে। যখনই কাউকে বোঝাবে তখন বলো, আমরা কখনো কারোর থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করি না। প্রজাপিতার সন্তান তো অনেকেই। আমরা নিজ তন-মন-ধন দ্বারা সেবা করি। ব্রাহ্মণেরা নিজেদের উপার্জনের দ্বারাই যজ্ঞ চালনা করে। শূদ্রদের(বিকারী) অর্থ যজ্ঞে ব্যবহার করতে পারবে না। অসংখ্য বাচ্চা রয়েছে, তারা জানে, যত আমরা তন-মন-ধন দ্বারা সেবা করবো, সমর্পিত হবো

ততই (উচ্চ) পদ পাবো। তারা জানে, বাবা যে (জ্ঞান) বীজ রোপণ করেছে, তাতেই এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ তৈরী হয়। অর্থ তো এখানে কোনো কার্যে আসে না, তাহলে কেন না তা এই কার্যে ব্যবহার করে দিই। সমর্পিতরা কী ক্ষুধায় মারা গেছে ? তাদের অত্যন্ত ভালভাবে লালন-পালন হতে থাকে। বাবার দ্বারা কত পালনা হতে থাকে। ইনি তো শিববাবার রথ, তাই না। যিনি সম্পূর্ণ ওয়ার্ল্ডকে হেভেনে(স্বর্গ) পরিনত করেন। তিনি হলেন মনোমুগ্ধকর পরিক্রমণকারী।

পরমপিতা পরমাত্মা এসে সকলকেই অতি সুন্দর বানান, তোমরাও তো শ্যামবর্ণ থেকে গৌরবর্ণের (সুন্দর) হয়ে যাও, তাই না। কত সুন্দর প্রিয়তম, যিনি এসে সকলকে গৌরবর্ণ (পবিত্র) করে দেন। তার উপর সমর্পিত হয়ে যাওয়া উচিত। স্মরণ করতে থাকা উচিত। যেমন আত্মাকে দেখতে পারা যায় না, জানতে পারা যায়, তেমনই পরমাত্মাকেও জানতে পারা যায়। দেখতে তো আত্মা-পরমাত্মা দুই-ই এক যেমন বিন্দু হয়। বাকি তো সবই নলেজ। এ বড় বোঝার মতন বিষয়। বাচ্চাদের একথা বুদ্ধিতে নোট করে রাখা উচিত। বুদ্ধিতে পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে ধারণা হয়। ডাক্তারদেরও তো ওষুধ স্মরণে থাকে, তাই না। এমন নয় যে তখন বসে বইপত্র দেখবে। ডাক্তারীর পয়েন্টস্ হয়, ব্যারিস্টারির পয়েন্টস্ হয়। তোমাদের কাছেও পয়েন্টস্ রয়েছে, টপিকস্ রয়েছে, যার উপর তোমরা বোঝাও। কোনো পয়েন্টসে কারোর লাভ হয়, কারোর আবার অন্য কোনো পয়েন্টস্-এ তীর লেগে যায়। পয়েন্টস্ তো প্রচুর রয়েছে। যে ভালভাবে ধারণ করবে সে যথাযতভাবে সেবা করতে পারবে। আধাকল্প থেকে তোমরা মহারোগী অর্থাৎ পেশেন্ট। আত্মা অপবিত্র হয়, তাদের জন্য অবিনাশী সার্জেন ওষুধ দেন। তিনি সদা সার্জেনই থাকেন, কখনও রোগগ্রস্ত হন না। আর সকলেই তো রোগগ্রস্ত হয়ে যায়। অবিনাশী সার্জেন একবারই এসে মল্লনাভব-র ইঞ্জেকশন দেন। কত সহজ, চিত্রকে সদা পকেটে রেখে দাও। বাবা নারায়ণের পূজারী ছিলেন তাই লক্ষ্মীর চিত্র বের করে শুধুমাত্র নারায়ণের চিত্র রেখে দিয়েছিলেন। এখন তিনি জেনেছেন যে যার পূজা আমি করতাম, এখন আমি তা হচ্ছি। লক্ষ্মীকে বিদায় জানিয়েছি তাই একথা পাকা যে আমি লক্ষ্মী হবো না। লক্ষ্মী বসে পদসেবা করছে, এটা দেখতে ভাল লাগতো না। এটা দেখে পুরুষেরা স্ত্রীদের দিয়ে পদসেবা করায়। ওখানে কি লক্ষ্মী এভাবে পদসেবা করবে, না করবে না। এরকম রীতি-রেওয়াজ ওখানে নেই। এই নিয়ম রাবণ-রাজ্যে রয়েছে। এই চিত্রে সমগ্র নলেজই রয়েছে। উপরে ত্রিমূর্তিও রয়েছে, সারাদিন এই জ্ঞানকে স্মরণ করে অত্যন্ত আশ্চর্য লাগে। ভারত এখন স্বর্গে পরিণত হচ্ছে। কত ভালোভাবে বোঝানো হয়, জানিনা তবুও মানুষের বুদ্ধিতে কেন বসে না ? অতি ভয়ানকভাবে আগুন লাগবে। সমগ্র দুনিয়ায় দাবানলের মত আগুন লাগবে। রাবণ রাজ্যের তো অবশ্যই সমাপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত। যজ্ঞতেও পবিত্র ব্রাহ্মণ চাই। এ হলো অতি বড় মহাযজ্ঞ -- সমগ্র বিশ্বে পবিত্রতা আনার। ওই ব্রাহ্মণদেরও অবশ্যই ব্রহ্মার সন্তান বলা হয় কিন্তু তারা তো গর্ভজাত সন্তান। ব্রহ্মার সন্তান তো পবিত্র মুখ-বংশজাত ছিল, তাই না। ওদেরকে একথা বোঝান উচিত। *আচ্ছা!*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা বসে তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) স্বচ্ছবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে এই বিস্ময়কর জ্ঞানকে ধারণ করে পিতা-সম মাস্টার জ্ঞানসাগর হতে হবে। নলেজের মাধ্যমে সর্বগুণ নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে।

২) যেমন বাবা তন-মন-ধন সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন, সমর্পিত হয়েছিলেন তেমনই বাবার মতন নিজের সবকিছু ঈশ্বরীয় সেবায় সফল করতে হবে। সর্বদা তরতাজা থাকার জন্য এইম অবজেক্টের চিত্রকে সাথে রাখতে হবে।

বরদান:- পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য পুরুষার্থের গতিকে তীর এবং ব্রেককে(লাগাম) শক্তিশালী করা যথার্থ যোগী ভব*

ব্যাখা :- বর্তমান সময়ানুসারে পুরুষার্থের গতি তীর এবং ব্রেক শক্তিশালী হওয়া চাই তবেই অস্তিমসময়ে *পাস উইথ অনার* হতে পারবে কারণ ওইসময়ের পরিস্থিতিগুলি বুদ্ধিতে অনেকপ্রকারের সঙ্কল্প নিয়ে আসবে, সেইসময় সঙ্কল্পগুলির ঊর্ধ্ব(মুক্ত হয়ে) থেকে এক সঙ্কল্পে স্থির হয়ে থাকার অভ্যাস চাই। যেসময় বুদ্ধি বিস্তারে(চতুর্দিকে) অবিন্যস্ত হয়ে রয়েছে, সেইসময় তাকে বিরতি প্রদান করার অভ্যাস চাই। বিরাম লাগানো আর তা বাস্তবায়িত হওয়া। যতসময় চাও, ততসময় বুদ্ধিকে এক সঙ্কল্পে স্থির করে নাও -- এটাই যথার্থ যোগ।

স্লোগান:- তোমরা হলে আগ্রাসকারী(ওবিডিয়েন্ট) সেবক তাই তোমরা অসতর্ক বা অযত্নশীল হতে পারো না। সেবক অর্থাৎ সর্বদাই সেবায় উপস্থিত।*

অব্যক্ত স্থিতিকে অনুভব করার জন্য বিশেষ হোম-ওয়ার্ক

অব্যক্ত স্থিতিতে থাকার জন্য বাবার শ্রীমত হলো -- বাছা, "ভাবো কম, কর্তব্য পালন কর অধিক"। সর্ব উপদ্রব বা বিশৃঙ্খলাকে সমাপ্ত করে উজ্জ্বল হও। পুরানো কথা অথবা পুরানো সংস্কার-রূপী অস্থিকে সম্পূর্ণরূপে স্থিতির(স্থিরতার) সাগরে বিলীন করে দাও। পুরানো কথা কে এমনভাবে ভুলে যাও যেমন (মানুষ) পুরানো জন্মের কথা ভুলে যায়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার পার্ট হলো অ্যাকুউরেট, তিনি নিজের সময় অনুযায়ী আসেন, সামান্যতমও এদিক-ওদিক হতে পারে না, তাঁর আসার স্মরণে শিবরাত্রি খুব ধুমধাম করে পালন করো"

প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের বিকর্ম সম্পূর্ণ রূপে বিনাশ হতে পারছে না ?

উত্তরঃ - যাদের যোগের ঠিক নেই, বাবার স্মরণে থাকে না তাদের বিকর্ম বিনাশ হতে পারে না। যোগযুক্ত না হওয়ার জন্য তেমন সঙ্গতি হয় না, পাপ থেকে যায় আবার পদও কম হয়ে যায়। যোগ না থাকলে নাম-রূপের ফাঁদে আটকে থাকে, তার কথাই মনে হতে থাকে, সে দেহী-অভিমানী থাকতে পারে না।

*গীতঃ- কে এল আজ এত সকালে...(ইহ্ কৌন আজ আয়া সবে-সবে...)

ওম্ শান্তি । সকাল ক'টা বাজলে হয় ? বাবা সকালে ক'টার সময় আসেন ? (কেউ বলেছে ৩টের সময়, কেউ বলেছে ৪টের সময়, কেউ বলেছে সপ্তমে, কেউ বলেছে ১২টার সময়)। বাবা অ্যাকুউরেট জিজ্ঞাসা করেন। ১২ টা কে তো তোমরা সকাল বলতে পারো না। ১২টা বেজে এক সেকেন্ড হয়েছে, এক মিনিট হলো তো এ. এম অর্থাৎ সকাল শুরু হয়েছে। এটা হলো একদম সকাল। ড্রামাতে এর পার্ট একদম আলাদা। সেকেন্ডেরও দেহী হতে পারে না, এই ড্রামা অনাদিকাল থেকেই তৈরী আছে। ১২ টা বেজে যতক্ষণ না এক সেকেন্ড হবে তো এ. এম বলবে না, এটা অসীম জগতের ব্যাপার। বাবা বলেন-আমি আসি সকাল-সকাল। বিদেশীদের এ. এম - পি.এম অ্যাকুউরেট থাকে। তাদের বুদ্ধি তাও ভালো। তারা এতো বেশী সত্বোপাধান হয় না, আর তমোপাধানও এতো বেশী হয় না। ভারতবাসীই ১০০ পারসেন্ট সত্বোপাধান আবার ১০০ পারসেন্ট তমোপাধান হয়। তো বাবা হলেন খুবই অ্যাকুউরেট। সকালে অর্থাৎ ১২টা বেজে এক মিনিট, সেকেন্ডের হিসাব রাখা হয় না। সেকেন্ড পাস হলে অর্থাৎ চলে গেলে বোঝাও যায় না। এখন এই কথা তোমরা বাচ্চারা বোঝো। দুনিয়া তো একদম ঘোর অন্ধকারেই আছে। সব ভক্তরা দুঃখেই বাবাকে স্মরণ করে- পতিত পাবন এসো। কিন্তু তারা কারা? কখন আসে? এটা কিছুই জানে না। মানুষ হয়ে অ্যাকুউরেট কিছু জানে না, কারণ তারা পতিত তমোপাধান। কামও কতো তমোপাধান। এখন অসীম জগতের পিতা অর্ডিন্যান্স (আদেশ জারী) বের করেন - বাচ্চারা, কামজীত জগতজীত হও। এখন যদি পবিত্র না হও তো বিনাশ প্রাপ্তি হবে। তোমরা পবিত্র হলে অবিনাশী পদ প্রাপ্ত করবে। তোমরা যে রাজযোগ শিখছে। শ্লোগানেও লেখা হয় "বী হোলী বী যোগী"। বাস্তবে লেখা উচিত বী রাজযোগী। যোগী হলো কমন শব্দ। ব্রহ্মর সাথে যোগ যুক্ত হয়, তারাও যোগী সাব্যস্ত হলো। বাচ্চা বাবার সাথে, স্ত্রী পুরুষের সাথে যোগ যুক্ত হয়, কিন্তু তোমাদের এটা হলো রাজযোগ। বাবা রাজযোগ শেখান, সেইজন্য রাজযোগ লেখাই সঠিক। তারা হোলি এন্ড রাজযোগী। প্রত্যেক দিনই তো কানেকশন হতে থাকে। বাবাও বলেন আজ তোমাদের অতি রহস্যময় কথা শোনাচ্ছি। এখন শিব জয়ন্তীও আসতে চলেছে। শিব জয়ন্তী তো তোমাদের ভালো করে পালন করতে হবে। শিব জয়ন্তীতে তো খুব ভালো ভাবে সার্ভিস করতে হবে। যাদের কাছে প্রদর্শনী আছে, সকলে নিজের সেন্টারে অথবা বাড়ীতে ভালো করে শিব জয়ন্তী পালন করো আর লিখে দাও- শিববাবা গীতা জ্ঞান দাতা বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নেওয়ার পথ এসে শেখো। যদি বাতি ইত্যাদি জ্বালাও, তাও বাড়ী-বাড়ী শিব জয়ন্তী পালন করা উচিত। তোমরা যে হলে জ্ঞান গঙ্গা। তাই প্রত্যেকের কাছে গীতা-পাঠশালা থাকা উচিত। বাড়ীতে- বাড়ীতে গীতা তো পড়ে যে না। পুরুষের থেকেও মায়েরা ভক্তিতে বেশী রকম লিপ্ত থাকে। এরকম পরিবারও থাকে যেখানে গীতা পড়ে। তাই বাড়ীতেও চিঠি রেখে দেওয়া উচিত। লিখে দাও যে এসে অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার নাও। বাস্তবে এই শিব জয়ন্তীর উৎসব তোমাদের সত্যিকারের দীপাবলী। শিব বাবা যখন আসেন তখন বাড়ী-বাড়ী সব আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই উৎসবকে বাতি ইত্যাদি জ্বালিয়ে খুব বেশী করে পালন করো। তোমরা সত্যিকারের দীপাবলী পালন করো। ফাইনাল তো হবে সত্যযুগে। সেখানে প্রতিটি গৃহে আলো আর আলো থাকবে অর্থাৎ প্রত্যেক আত্মার জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত থাকে। এখানে তো অন্ধকার। আত্মারা আসুরী বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে আছে। সেখানে আত্মারা পবিত্র হওয়ার জন্য দেবী বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। আত্মাই পতিত আর আত্মাই পবিত্র হয়। তোমরা এখন ওয়ার্থ নট পেনী থেকে ওয়ার্থ এ পাউন্ড হচ্ছে। আত্মা পবিত্র হওয়াতে শরীরেরও পবিত্রতা প্রাপ্তি হবে। এখানে আত্মা অপবিত্র হওয়ার জন্য শরীরও আর দুনিয়াও ইম্পিওর। তোমাদের মধ্যে কি আর কেউ এই কথাকে যথার্থ ভাবে বুঝবে আর তার মধ্যে এরকম খুশী থাকবে! নম্বর অনুযায়ী তো পুরুষার্থ করতে থাকে। গ্রহের ফেরও থাকে। কখনো রাহুর দশা থাকলে আশ্চর্য ভাবে ভাগলী হয়ে যায় বা চলে যায়। বৃহস্পতির দশা থেকে পরিবর্তিত হয়ে ঠিক রাহুর দশা বসে যায়। কাম বিকারে গেলে রাহুর দশা বসে যায়। মল্লযুদ্ধ হয় যে। তোমরা অর্থাৎ মাতারা দেখোনি কারণ মাতারা গৃহের কারিগর হন।

এখন তোমাদের জানা আছে যে ভ্রমরকে ঘরেগ্নী অর্থাৎ বাড়ী তৈরীর কারিগর বলা হয়। বাড়ী তৈরী হলো ভালো কারিগরি, সেইজন্য নাম হলো ঘরেগ্নী। কতো পরিশ্রম করে। তারাও হলো সুপরিপক্ক মিস্ত্রী। দুই-তিনটি ঘর তৈরী করে। ৩-৪ টে শ্রমিক ভ্রমর নিয়ে আসে। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণীরাও সেরকমই। চাও তো ১-২ জনকে, চাও তো ১০-১২ জনকে, চাও তো ১০০জনকে, চাও তো ৫০০ জন কে তৈরী করো। মন্ডপ ইত্যাদি তৈরী করো, এটাও বাড়ী তৈরীই হলো যে না! সেখানে বসে সবাইকে ভুঁ-ভুঁ করতে থাকো। তবুও তো কেউ বুঝে শুনে কীট থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত করে, কেউ অসম হয় অর্থাৎ এই ধর্মের নয়। এই ধর্মের যারা তাদেরই সম্পূর্ণ টাচ হবে। তবুও তো তোমরা যে হলে মানুষ। তোমাদের শক্তি তো ওদের থেকে(ভ্রমরের থেকে) বেশী। তোমরা ২ হাজারের মধ্যেও ভাষণ করতে পারো। ক্রমশ ৪-৫ হাজারের সভাতেও তোমরা যাবে। ভ্রমরের সাথে তোমাদের মিল আছে। আজকাল সন্ন্যাসীরাও বাইরে বিদেশে গিয়ে বলে আমি ভারতের প্রাচীন রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। আজকাল মাতারাও গেরুয়া কাপড় পড়ে যায়, ফরেনার্সদের (বিদেশীদের) ঠকিয়ে আসে। তাদের বলে ভারতের প্রাচীন রাজযোগ ভারতে গিয়ে শেখো। তোমরা কি আর এরকম বলবে যে ভারতে এসে শেখো। *তোমরা তো ফরেনে গেলে সেখানেই বসে বোঝাবে, এই রাজযোগ শিখলে তবে তোমাদের জন্ম স্বর্গে হবে*। এতে বস্ত্র ইত্যাদি পরিবর্তনের কোনো ব্যাপার নেই। এখানেই দেহের সব সম্বন্ধকে ভুলে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা হলেন একমাত্র লিবারেটর গাইড, সবাই কে দুঃখ থেকে লিবারেট করেন। এখন তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে। তোমরা প্রথমে ছিলে গোল্ডেন এজে(স্বর্ণ যুগে), এখন আছো আয়রণ এজে। সমস্ত ওয়ার্ল্ড, সমস্ত ধর্মের লোকেরা আছে আয়রণ এজে (লৌহ যুগে)। যে কোনো ধর্মের কাউকে পেলে তাকে বলতে হবে যে, বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে, তারপর আমি সাথে নিয়ে যাবো। ব্যাস, এতোটুকুই বলো, বেশী না। এটা তো খুবই সহজ। তোমাদের শাস্ত্রেও আছে বাড়ী-বাড়ী সংবাদ পৌঁছানোর। কেউ একজন বাদ গেলে সে দোষারোপ করবে যে আমাকে কেউ বলেনি। বাবা এসেছেন বলে তো সব জায়গায় ঢ্যাঁড়া পেটানো উচিত। একদিন সবাই জানতে পারবে যে বাবা এসেছেন শান্তিধাম-সুখধামের উত্তরাধিকার প্রদান করতে। বরাবর যখন ডিটিজম্ (পবিত্রতা) ছিলো তো আর কোনো ধর্ম ছিলো না। সকলেই শান্তিধামে ছিলো। এরকম সব ভাবনা হওয়া উচিত, শ্লোগান তৈরী করা উচিত। বাবা বলেন দেহ সহ সব সম্বন্ধ কে ত্যাগ করো। নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে অর্থাৎ এই বাবাকে স্মরণ করলে পবিত্র হয়ে যাবে। আত্মারা এখন হলো অপবিত্র। এখন সবাইকে পবিত্র করে বাবা গাইড হয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। সবাই যে যার সেক্ষানে ফিরে যাবে। আবার ডিটি ধর্মের যারা, নম্বর অনুযায়ী আসবে। কতো সহজ। এটা তো বুদ্ধিতে ধারণ হওয়া উচিত। যে সার্ভিস করে সে গোপন থাকতে পারে না। ডিস্ -সার্ভিস যারা করে তারাও গোপন থাকতে পারে না। সার্ভিসের যোগ্য যারা তাদের তো ডাকা হয়। যারা কিছুই জ্ঞান শোনাতে পারে না, তাদের কি আর ডাকবে! তারা তো আরোই নাম, বদনাম করে দেবে। বলবে- বি.কে এরকম হয় কি? সম্পূর্ণ রেসপন্সও করে না। তো নাম বদনাম হলো যে না! শিববাবার নাম বদনাম করার যারা, তারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। যেমন এখানেও কেউ তো হলো ক্রোড় পতি, লক্ষ কোটি পতিও আছে, কেউ তো দেখা ক্ষুধার্ত হয়ে মরে থাকছে। এরকম বেগার্স এসেও প্রিন্স হবে। এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারাই জানো, সেই কৃষ্ণ, যে স্বর্গের প্রিন্স ছিলো সে আবার বেগর হবে, আবার বেগর থেকে প্রিন্স হবে। ইনি বেগর ছিলেন যে না, কিছুটা উপার্জন করেছিলেন- সেটাও তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্য। না হলে তোমাদের সামলানো হতো কীভাবে? এই সব কথা কি আর শাস্ত্রে আছে! শিববাবা এসেই বলে দেন। প্রথম থেকেই ইনি (ব্রহ্মা বাবা) গ্রামের ছেলে ছিলেন। নাম কোনো শ্রীকৃষ্ণ ছিলো না। এটা আত্মার ব্যাপার, সেইজন্য মানুষ বিভ্রান্ত। তাই বাবা বুঝিয়েছেন শিব জয়ন্তীতে প্রত্যেকটি বাড়ীতে-বাড়ীতে চিত্র দ্বারা সেবা করো। লিখে দাও যে অসীম জগতের পিতার থেকে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহী কীভাবে সেকেন্ডে প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য এসে বুঝে যাও। দীপাবলীতে মানুষ যেমন অনেক দোকান খুলে বসে, তোমাদেরও আবার অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের দোকান খুলে বসতে হবে। তোমাদের কতো ভালো সুসজ্জিত দোকান হবে। মানুষ দীপাবলীতে করে, তোমরা আবার শিব-জয়ন্তীতে করো। যে শিববাবা সকলের দীপ প্রজ্জ্বলন করেন, তোমাদের বিশ্বের মালিক করে তোলেন। তারা তো লক্ষ্মীর থেকে বিনাশী ধন চাইতে থাকে, আর এখানে জগত অম্বার থেকে তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। এই রহস্য বাবা বোঝান। বাবা কি আর কোনো শাস্ত্র ভুলে ধরেন! বাবা যে বলেন তিনি নলেজফুল। হ্যাঁ, এটা জানা আছে অমুক বাচ্চারা খুব ভালো সার্ভিস করে, সেইজন্য মনে পড়ে। তাছাড়া এমন নয় যে বসে একেক জনের ভিতরে কি আছে তা জানবেন। হ্যাঁ, কোনো সময় জেনে ফেলি- এ হলো পতিত, সন্দ্বিদ্ধ হয়ে পড়ি। তার চেহারা দেখেই অনুভব হয়, তখন বাবাও উপর থেকে বার্তা পাঠান তাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য। এটাও ড্রামাতে স্থির হয়ে আছে। যা কারোর-কারোর জন্য বলেন, এছাড়া এমন নয় যে সকলের জন্য বলবেন। এরকম তো অনেকেই আছে মুখ কালো করে। যে করবে সে নিজেরই লোকসান করবে। সত্যি বলার জন্য কিছু সুবিধা হয়, না বলার জন্য আরোই লোকসান করবে। বোঝা উচিত বাবা আমাদের সুন্দর(কালি বিহীন) করতে এসেছেন আর আমরা আবার মুখ কালো করে নিই! এটা হলোই কাঁটার দুনিয়া। হিউম্যান কাঁটা। সত্যযুগে বলা হয় গার্ডেন অফ আল্লাহ আর এটা হলো ফরেস্ট, সেইজন্য

বাবা বলেন যখন-যখন ধর্মের গ্লানি হয়, তখন আমি আসি। ফাস্ট নম্বর গ্রীক্স দেখো আবার ৮৪ জন্মের পরে কিরকম হয়ে যায়। এখন সব হলো তমোপ্রধান। নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকে। এই সব ড্রামাতে আছে। স্বর্গে আবার সব কিছু থাকবে না। পয়েন্টস তো প্রচুর পরিমাণ আছে, নোট করা উচিত। যেরকম ব্যারিস্টাররাও পয়েন্টসের বুক রাখে যে না! ডাক্তাররা বই রাখে, সেটা থেকে দেখে ওষুধ দেয়। তাই বাচ্চাদের কতো ভালো ভাবে পড়া উচিত, সার্ভিস করা উচিত। বাবা নাম্বার ওয়ান মন্ত্র দিয়েছেন *মন্মনাভব*। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো তো স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। কিন্তু শিববাবা কি করেছেন? অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার দিয়েছেন। তার ৫ হাজার বছর সম্পূর্ণ হয়েছে। স্বর্গ থেকে নরক, নরক থেকে স্বর্গ হবে। বাবা বোঝান- বাচ্চারা, যোগ যুক্ত হও, তাহলে প্রত্যেকটা কথা তোমাদের বোধগম্য হবে। কিন্তু যোগ ঠিক নেই, বাবাকে স্মরণে থাকে না, তবে কিছুই বোধগম্য হবে না। বিকর্মও বিনাশ হতে পারবে না। যোগ যুক্ত না হওয়াতে সেরকম সঙ্গতিও হয় না, পাপ থেকে যায়। আবার পদও কম হয়ে যায়। অনেকে আছে, কিছুই যোগ নেই, নাম-রূপে আটকে থাকে, তারই স্মরণ আসতে থাকে তো বিকর্ম কীভাবে বিনাশ হবে? বাবা বলেন দেহী-অভিমানী হও। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শিব জয়ন্তীতে অবিনাশী জ্ঞান- রত্নের দোকান খুলে সেবা করতে হবে। ঘরে ঘরে জ্ঞান প্রদীপ্ত করে সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে।

২) সত্য বাবার সাথে সত্য ভাবে থাকতে হবে, কোনো বিকর্ম করে গোপন করা যাবে না। এমন যোগ যুক্ত হতে হবে যে, কোনো পাপ যেন থেকে না যায়। কারো নাম-রূপের ফাঁদে আটকে পড়বে না।

বরদান:- সাগরের গভীরে গিয়ে অনুভব রূপী রত্ন প্রাপ্তকারী সদা সমর্থ আত্মা ভব*
সমর্থ আত্মা হওয়ার জন্য যোগের প্রতিটি বিশেষত্বের, প্রতিটি শক্তির আর প্রতিটি জ্ঞানের মুখ্য পয়েন্টের অভ্যাস করো। অভ্যাসী, বাবার ভালোবাসায় মগ্ন থাকা আত্মার সামনে কোনো প্রকারের বিঘ্ন দাঁড়াতে পারে না, সেইজন্য অভ্যাসের প্রয়োগশালায় বসে যাও। এখনো পর্যন্ত জ্ঞানের সাগর, গুণের সাগর, শক্তির সাগরের উপরের দিকের ঢেউয়ের উপর নাচছো, কিন্তু এখন সাগরের গভীরে গেলে অনেক প্রকারের বিচিত্র অনুভবের রত্ন প্রাপ্ত করে সমর্থ আত্মা হয়ে যাবে।

স্লোগান:- অশুদ্ধতাই বিকার রূপী ভূতের আহ্বান করে, সেই কারণে সংকল্পের দিক থেকেও শুদ্ধ হও।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোমওয়ার্ক

বুদ্ধি রূপী পা যেন পৃথিবীর উপর না থাকে। যেমন কথিত আছে যে ফরিস্তার পা ধরিত্রীর উপর থাকে না। সেরকম বুদ্ধি এই দেহ রূপী পৃথিবী অর্থাৎ প্রকৃতির আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকবে। প্রবৃত্তিকে অধীন করতে সক্ষম হও, অধীন হতে নয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিরাকার পিতা তোমাদের নিজের মতামত দিয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করছেন, বিশ্বাসী হলে-ই তোমরা পিতার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে"

প্রশ্ন:- অসীম জগতের (বেহদের) রাজত্ব প্রাপ্ত করতে কোন দুটি কথায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত?

উত্তর:- ১. পড়াশোনা এবং ২. সার্ভিস। সার্ভিস করার জন্য লক্ষণ খুব ভালো থাকা প্রয়োজন। এই পড়াশোনাটি খুব ওয়ান্ডারফুল এর দ্বারা তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করতে পারো। দ্বাপর থেকে ধন দান করলে রাজত্ব প্রাপ্ত হয় কিন্তু এখন তোমরা পড়াশোনা করে প্রিন্স-প্রিন্সেস হও।

গীত:- আমাদের তীর্থ হল অনুপম

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মারূপী বাচ্চারা গানের একটি লাইন শুনলো। তোমাদের তীর্থ স্থান হল - ঘরে বসে চুপটি করে মুক্তিধামে পৌঁছানো। দুনিয়ার তীর্থ হল কমন সাধারণ, তোমাদের হল পৃথক, অনুপম। মানুষের বুদ্ধি যোগ তো সাধু-সন্ন্যাসী ইত্যাদিদের দিকে থাকে। তোমরা বাচ্চারা, তোমাদের তো কেবলমাত্র বাবাকেই স্মরণ করার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়। তিনি হলেন নিরাকার পিতা। এমন নয় যে নিরাকার কে যারা বিশ্বাস করে তারা নিরাকারী মতের হয়। দুনিয়ার মত-মতান্তর তো অনেক তাইনা। এই একমাত্র নিরাকারী মত নিরাকার পিতা দিয়ে থাকেন, যার দ্বারা মানুষ উঁচু থেকে উঁচু পদ মর্যাদা জীবনমুক্তি বা মুক্তি পেয়ে যায়। তারা এইসব কথা কিছুই জানেনা। শুধু এমনিই বলে দেয় নিরাকার মতে বিশ্বাসী। অনেক অনেক মত আছে। সত্যযুগে হয় একটি মত। কলিযুগে আছে অনেক মত। অনেক ধর্ম আছে, লক্ষ কোটি মত হবে। প্রতিটি ঘরে প্রত্যেকের নিজস্ব মত। এখানে বাচ্চারা তোমাদের একমাত্র বাবা উঁচু থেকে উঁচু মত প্রদান করেন, সর্বোচ্চ স্বরূপে পরিণত করতে। তোমাদের ছবি দেখে অনেকে বলে যে এইটি কি বানিয়েছ? মুখ্য কথাটি কি? বলো, এই হল রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান, যে জ্ঞান দ্বারা আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হই। বিশ্বাসী হলেই বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়ে উত্তরাধিকার হারিয়েছি। এখন বাচ্চারা তোমাদের পেশা হল এই - ঈশ্বরে অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করা। এই পরিচয় টি তোমরা বাবার কাছে প্রাপ্ত করেছ। ত্রিমূর্তির চিত্র তো খুবই ক্লিয়ার। ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই চাই তাইনা। ব্রাহ্মণদের দ্বারাই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই যজ্ঞটি বিশাল যজ্ঞ। সর্ব প্রথমে তো এই কথা বোঝাতে হয় যে উঁচু থেকে উঁচুতে হলেন বাবা। সকল আত্মারা হল ভাই-ভাই। সবাই এক পিতাকেই স্মরণ করে। তাঁকে বাবা বলে সম্বোধন করা হয়, স্বর্গের উত্তরাধিকারও রচয়িতা পিতার কাছে প্রাপ্ত হয়। রচনার কাছে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয় তাই ঈশ্বর কে সবাই স্মরণ করে। এই বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা এবং তিনি আসেন ভারতে, এসে এই কার্য করেন। ত্রিমূর্তির চিত্রটি খুবই ভালো। ইনি বাবা, উনি দাদা (দাদু)। ব্রহ্মা দ্বারা বাবা সূর্যবংশী কুলের স্থাপনা করছেন। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। মুখ্য উদ্দেশ্য টি সম্পূর্ণ আছে তাই বাবা মেডেল তৈরি করেন। বলো, খুব কম শব্দে মাত্র দুটি শব্দে তোমাদের বোঝাই। বাবার কাছে সেকেন্ডে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত তাইনা। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। এই মেডেল গুলি খুব ভালো জিনিস। কিন্তু অনেক দেহ-অভিমানী বাচ্চারা বোঝে না। এঁদের মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে - এক সেকেন্ডের। বাবা এসে ভারত কেই স্বর্গে পরিণত করেন। নতুন দুনিয়া বাবা-ই স্থাপন করেন। এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেরও গায়ন আছে। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত। কারো যোগ আছে তো জ্ঞান নেই, ধারণা হয় না। সার্ভিসেবল বাচ্চাদের জ্ঞানের ধারণা ভালো রীতি হওয়া সম্ভব। বাবা এসে মানুষদের দেবতায় পরিণত করার সেবা করবেন এবং বাচ্চারা কোনও সেবা করবেনা তো কি কর্মে লাগবে? তারা হৃদয়ে সিংহাসনে বসবে কীভাবে? বাবা বলেন - ড্রামায় আমার পার্ট আছে রাবণ রাজ্য থেকে সবাইকে মুক্ত করা। রাম রাজ্য এবং রাবণ রাজ্য ভারতেই গাওয়া হয়। এবারে রাম কে? সে কথাও জানেনা। গায়ন করে - পতিত-পাবন, ভক্তের ভগবান এক। অতএব কেউ ঢুকলেই প্রথমে বাবার পরিচয় দাও। মানুষ দেখে বোঝানো উচিত। অসীম জগতের (বেহদের) পিতা আসেন অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার প্রদান করতে। তাঁর নিজস্ব দেহ তো নেই তাহলে স্বর্গের উত্তরাধিকার কীভাবে দেন? তিনি নিজেই বলেন আমি এই ব্রহ্মা দেহের আধার নিয়ে পড়াই, রাজযোগ শিখিয়ে এই পদ মর্যাদা প্রদান করি। এই মেডেল দ্বারা সেকেন্ডের জ্ঞান বোঝানো যায়। কত ছোট আকার এই মেডেলটির কিন্তু যিনি বোঝাবেন তাকে দেহী - অভিমানী হওয়া উচিত। সেই সংখ্যা খুব কম। এই পরিশ্রম কারো দ্বারা হয় না তাই বাবা বলেন চাট রেখে দেখো - সারা দিন কতটুকু সময় স্মরণে থাকি? সারা দিন অফিসে কাজ করতে করতে স্মরণে থাকতে হবে। কাজ তো করতেই হবে। এখানে যোগে বসিয়ে বলা হয় বাবাকে স্মরণ করো। সেই সময় তো কোনও কর্ম করো না। তোমাদের তো কর্ম করাকালীন স্মরণ করতে হবে। তা নাহলে

বসার অভ্যাস হয়ে যায়। কর্ম করতে করতে স্মরণ করলে তবেই কর্মযোগী রূপে প্রমাণিত হবে। পার্ট তো অবশ্যই প্লে করতে হবে, এতেই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সং ভাবে কেউ চার্টও লেখে না। কেউ কেউ লেখে, আধা ঘন্টা, পৌনে ঘন্টা স্মরণ করেছি। তাও সকালে স্মরণে বসবে হয়তো। ভক্তি মার্গেও সকালে উঠে রাম নামের মালা জপ করতে বসে। এমন তো নয়, সেই সময় একটি চিন্তনে থাকে। না, অন্য অনেক সঙ্কল্প আসতে থাকে। তীর ভক্তদের বুদ্ধি কিছুটা ধীর স্থির হয়ে থাকে। এইটি তো হল অজপাজাপ। নতুন কথা তাইনা। গীতায় আছে "মন্বনাভব" শব্দটি। কিন্তু কৃষ্ণের নাম দেওয়াতে কৃষ্ণ কে স্মরণ করে, কিছু বুঝতে পারে না। সাথে মেডেল নিশ্চয়ই রাখবে। বলা, বাবা ব্রহ্মা দেহের আধার নিয়ে বোঝান, আমরা সেই বাবার সঙ্গে প্রীতি করি। মানুষের না আত্মার জ্ঞান আছে, না পরমাত্মার। এক বাবা ব্যতীত এই জ্ঞান কেউ প্রদান করতে পারে না। এই ত্রিমূর্তি শিব হলেন মুখ্য। পিতা ও স্বর্গের উত্তরাধিকার। এই চক্রকে বুঝে নেওয়া খুবই সহজ। প্রদর্শনীতেও লক্ষ লক্ষ প্রজা তো তৈরি হয় তাইনা। রাজার সংখ্যা কম হয়, তাদের কোটি কোটি প্রজা থাকে। প্রজা অসংখ্য তৈরি হয়, যদিও রাজা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হয়। যারা সবচেয়ে বেশি সার্ভিস করে তারা অবশ্যই উঁচু পদের অধিকারী হবে। অনেক বাচ্চাদের তো সার্ভিস করার শখ থাকে। অনেকে বলে চাকরি ছেড়ে চলে আসি, খাওয়ার জন্য তো আছেই। বাবার আপন হয়ে বাবার লালন পালনে থাকব। কিন্তু বাবা বলেন - আমি বাণপ্রস্থে প্রবেশ করেছি তাই না। মাতাদের বয়স এখনো কম তাই ঘরে থেকে দুই দিকের সার্ভিস করতে হবে। বাবা প্রত্যেকের পরিস্থিতি দেখে পরামর্শ দেন। বিবাহ ইত্যাদির জন্যও যদি আন্তা না দেন তো হাস্যামা হয়ে যাবে তাই প্রত্যেকের হিসেব নিকেশ দেখে পরামর্শ দেন। কুমার হলে বলা যায় সার্ভিস করো। সার্ভিস করে অসীম জগতের (বেহদের) পিতার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। লৌকিক পিতার কাছে তোমরা কি পাবে? ধুলো ছাই। সেসব তো মাটিতে মিশে যাবে। দিন-দিন সময় কমে যাচ্ছে। অনেকে ভাবে আমাদের সম্পত্তির অধিকারী হবে আমাদের সন্তান। কিন্তু বাবা বলেন কিছুই প্রাপ্ত হবে না। সম্পূর্ণ সম্পত্তি মাটিতে মিশে যাবে। তারা ভাবে যারা পরে আসবে তারা থাকবে। ধনীর ধন শেষ হতে সময় লাগে না। মৃত্যু তো সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বর্ষা প্রাপ্ত করতে পারবে না। খুব কম জন আছে যারা পুরোপুরি বোঝাতে পারে। বেশি সার্ভিস করলেই উঁচু পদের প্রাপ্তি হবে। অতএব তাদের সম্মান করা উচিত, তাদের কাছে শিখতে হয়। ২১ জন্মের জন্য সম্মান করতে হয়। অটোমেটিক তারা উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে, তো সম্মান তো যেখানে-সেখানে করতেই হয়। নিজেরাও বুঝতে পারে, যা প্রাপ্তি সবই ভালো, তাতেই খুশী।

অসীম জগতের রাজত্ব প্রাপ্তির জন্য পড়াশোনা ও সার্ভিস দুটিতেই পুরো মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই হল অসীম জগতের (বেহদের) পড়াশোনা। এইরূপ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে তাইনা। এই পড়া করে তোমরা প্রিন্স হও। কোনও মানুষ ধন দান করে রাজার কাছে বা ধনীর ঘরে জন্ম নেয়। কিন্তু সেসব তো হল অল্পকালের সুখ। অতএব এই পড়াশোনায় বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। সার্ভিস করার চিন্তাও থাকা উচিত। আমরা নিজের গ্রামে গিয়ে সার্ভিস করি। অনেকের কল্যাণ হয়ে যাবে। বাবা জানেন - সার্ভিস করার শখ এখন কারো মধ্যে নেই। লক্ষণ তো ভালো থাকা চাই। এমন নয় যে ডিস সার্ভিস করে যন্ত্রের নাম বদনাম করে নিজেরও ক্ষতি করবে। বাবা তো প্রত্যেকটি কথার জন্য ভালো ভাবে বোঝান। মেডেল ইত্যাদির জন্য কত চিন্তা থাকে। তখন বোঝা যায় - ড্রামা অনুসারে দেরি হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের ট্রান্স লাইট চিত্রটিও ফার্স্টক্লাস। কিন্তু বাচ্চাদের উপরে আজ বৃহস্পতির দশা তো কাল রাহুর দশা থাকে। ড্রামায় সাক্ষী হয়ে পার্ট দেখতে হয়। উঁচু পদের অধিকারী হওয়ার যোগ্যতা খুব কম জনের থাকে। এই গ্রহণ মিটে যেতে পারে, তবে জাম্প করা সম্ভব। পুরুষার্থ করে নিজের জীবন তৈরি করা উচিত, নাহলে কল্প-কল্পান্তরের জন্য সর্বনাশ হয়ে যাবে। বুঝবে কল্প পূর্বের মতন গ্রহণ লেগেছে। শ্রীমৎ অনুসারে না চললে পদও প্রাপ্ত হবে না। উঁচু থেকে উঁচু হল ভগবানের শ্রীমৎ। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র তোমরা ছাড়া কেউ বুঝবে না। বলবে চিত্র তো খুব ভালো বানিয়েছে, এই চিত্র দেখলেই তোমাদের মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন সম্পূর্ণ সৃষ্টির চক্র বুদ্ধিতে এসে যাবে। তোমরা নলেজ ফুল হও - ক্রম অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। এইসব চিত্র দেখে বাবা খুব খুশী হন। স্টুডেন্টদের তো খুশী হওয়া উচিত তাইনা - আমরা পড়াশোনা করে এইরূপ হই। পড়াশোনার দ্বারা ই উঁচু পদের প্রাপ্তি হয়। এমন নয় যে ভাগ্যে আছে। পুরুষার্থ দ্বারা-ই প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়। পুরুষার্থ করান এমন পিতা কে পেয়েছি, তাঁর শ্রীমৎ অনুসারে না চললে দুর্গতি হবে। সর্ব প্রথমে এই মেডেল নিয়ে বোঝাও তারপরে যারা যোগ্য হবে তারা বলবে - আমরা এই মেডেল পেতে পারি? হ্যাঁ, কেন নয়। যে এই ধর্মের হবে জ্ঞানের তীর লাগবে। তার কল্যাণ হওয়া সম্ভব। বাবা তো সেকেন্ডে হাতের মুঠোয় স্বর্গ প্রদান করেন, এতে খুশী হওয়া উচিত। তোমরা শিবের ভক্তদের এই জ্ঞান দাও। বলা, শিববাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তো রাজার রাজা হয়ে যাবে। সারা দিন এই সার্ভিস করো। বিশেষ করে বেনারসে শিবের অনেক মন্দির আছে, সেখানে ভালো সার্ভিস হতে পারে। কাউকে তো পাবে। খুব সরল সার্ভিস। কেউ করে দেখো, খাবার তো পাবেই, সার্ভিস করে দেখো। সেন্টার তো সেখানে আছেই। সকালে যাও মন্দিরে, রাতে ফিরে এসো। সেন্টার বানিয়ে দাও। সবচেয়ে বেশি সার্ভিস তোমরা শিবের মন্দিরে করতে পারো। উঁচু থেকে

উঁচু হল শিবের মন্দির। মুম্বাইতে বাবুলনাথের মন্দির আছে। সারা দিন সেখানে গিয়ে সার্ভিস করে অনেকের কল্যাণ করতে পারো। এই মেডেল টি যথেষ্ট। ট্রায়াল করে দেখো। বাবা বলেন এই মেডেল টি লক্ষ কেন দশ লক্ষ টি বানাও। বয়ঃজৈষ্ঠ্য জন ভালো সার্ভিস করতে পারেন। অসংখ্য প্রজা তৈরি হবে। বাবা শুধু বলেন আমাকে স্মরণ করো, মন্মানাভব শব্দটি ভুলে গেছো। ভগবানুবাচ আছে না। কৃষ্ণ ভগবান নন, তিনি তো ৮৪ জন্ম নেন। শিববাবা এই কৃষ্ণ কেও এই পদ প্রাপ্ত করান। তাহলে ধাক্কা খাওয়ার কি দরকার। বাবা তো বলেন শুধু আমাকে স্মরণ করো। তোমরা সবচেয়ে ভালো সার্ভিস শিবের মন্দিরে করতে পারবে। সার্ভিসের সফলতার জন্য দেহী-অভিমানী অবস্থায় স্থিত হয়ে সার্ভিস করো। মন পরিষ্কার তো মনোবাঞ্ছা পূরণ। বেনারসের জন্য বাবা বিশেষ পরামর্শ দেন সেখানে বাণপ্রস্থ বাসীদের আশ্রম আছে। বলো আমরা ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ। বাবা ব্রহ্মা দ্বারা বলেন আমাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে, অন্য কোনও উপায় নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শিবের মন্দিরে বসে সার্ভিস করো। ট্রাই করে অর্থাৎ চেষ্টা করে দেখো। শিববাবা নিজে বলেন - আমার অনেক মন্দির আছে। তোমাদের কেউ কিছু বলবেনা, বরং আরও খুশী হবে - ইনি তো শিববাবার মহিমা বর্ণনা করেন। বলো এই ব্রহ্মা, ইনি হলেন ব্রাহ্মণ, কোনও দেবতা নন। ইনিও শিববাবাকে স্মরণ করে এই পদ প্রাপ্ত করেন। এনার দ্বারা শিববাবা বলেন মামেকম স্মরণ করো। কত সহজ। বৃদ্ধ জনের কেউ অপমান করবে না। বেনারসে এখনও ততথানি সার্ভিস হয় নি। মেডেল বা চিত্র দ্বারা বোঝানো খুব সহজ। কেউ যদি গরিব থাকে তাহলে বলো তোমার জন্য ক্রী, কেউ ধনী থাকলে বলো তোমরা আরও দিলে অনেকের কল্যাণ অর্থে আমরা আরো প্রিন্ট করব তাতে তোমাদেরও কল্যাণ হয়ে যাবে। তোমাদের এই পেশা আরো তীব্র হয়ে যাবে। কেউ চেষ্টা করে দেখো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞানকে জীবনে ধারণ করে তারপরে সার্ভিস করতে হবে। যে বেশি সার্ভিস করে, সুলক্ষণ যুক্ত হয় তাদের সম্মান অবশ্যই করতে হবে।

২) কর্ম করাকালীন স্মরণে থাকার অভ্যেস করতে হবে। সার্ভিসের সফলতার জন্য নিজের অবস্থা দেহী-অভিমানী বানাতে হবে। মন পরিষ্কার রাখতে হবে।

বরদান:- সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা সেকেন্ডে মুক্তি ও জীবনমুক্তি স্থিতির অনুভব করাতে সক্ষম বিশেষ আত্মা ভব*
ব্যাখ্যা: বিশেষ আত্মাদের লাস্ট বিশেষত্ব হল - যে সেকেন্ডে যেকোনও আত্মাকে মুক্তি ও জীবনমুক্তির অনুভবী করে দেবে। শুধু পথ বলে দেবে না কিন্তু এক সেকেন্ডের শান্তির বা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করাবে। জীবনমুক্তির অনুভব হল সুখ ও মুক্তির অনুভব হল শান্তি। অতএব যে কেউ সামনে আসুক সে যেন এক সেকেন্ড এই অনুভব করে - যখন এমন স্পীড হবে তখন সায়েন্সের উপরে সাইলেন্সের বিজয় দৃশ্যমান হবে, সকলের মুখে বাঃ বাঃ ধ্বনি শোনা যাবে এবং প্রত্যক্ষতার দৃশ্য সামনে আসবে।

স্লোগান:- বাবার প্রতিটি আদেশে নিজেকে সমর্পিত করতে সক্ষম প্রকৃত সত্য বহিঃ পতঙ্গ ভব*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোম ওয়ার্ক

চেক করো - যে কোনও সঙ্কল্প যখন মনে উদয় হয় সেসব কি নিজের জন্য বা সর্ব জনের কল্যাণ অর্থে? সেকেন্ডে কতগুলি সঙ্কল্প রচনা হয় - তাতে কতগুলি সফল হয়েছে এবং কতগুলি অসফল হয়েছে? সঙ্কল্প ও কর্ম যেন আলাদা না হয়। সঙ্কল্প হল জীবনের অমূল্য খাজানা। যেমন স্থূল খাজানা ব্যর্থ নষ্ট করো না, তেমনই একটি সঙ্কল্পও যেন ব্যর্থ না যায়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা যখন অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো তখন তোমাদের কাছে এই দুনিয়াটাই মৃত হয়ে যায়, দেহ এবং দুনিয়া দুটোই ভুলে যাও"

প্রশ্ন:- প্রত্যেক বাচ্চাই বাবার কাছ থেকে জ্ঞান রূপী তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করে, কেন?

উত্তর:- নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে বাবাকে যথাযথ ভাবে স্মরণ করার জন্যই বাচ্চারা তৃতীয় নেত্র পেয়ে থাকে। কিন্তু এই তৃতীয় নেত্র তখনই কাজ করবে যখন কেউ সম্পূর্ণ যোগযুক্ত থাকবে অর্থাৎ বাবার সাথে সত্যিকারের ভালোবাসা থাকবে। কারোর নাম-রূপে ফেঁসে থাকবে না। বাবার সাথে ভালোবাসা রাখার ক্ষেত্রেই মায়া বাধা প্রদান করে। এই বিষয়েই বাচ্চারা ধোঁকা খেয়ে যায়।

গীত:- আমৃত্যু তোমার দেখানো পথেই আমি চলব...

ওম্ শান্তি । কেবল তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ছাড়া অন্য কেউ এই গানের অর্থ বুঝতে পারবে না। যেমন বেদ এবং অন্যান্য যেসব শাস্ত্র লেখা রয়েছে সেগুলো পাঠ করলেও তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারে না। তাই বাবা বলেন - আমি ব্রহ্মার মুখ দ্বারা সকল বেদ শাস্ত্রের সারকথা বোঝাই। সেইরকম এই গানগুলোর অর্থও কেউ বুঝতে পারে না। বাবা-ই এগুলোর অর্থ বোঝান। আত্মা যখন শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন এই দুনিয়ার থেকে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যায়। গানেও বলা আছে নিজেকে আত্মা মনে করে অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করলে এই দুনিয়াটার বিনাশ হয়ে যায়। এই শরীরটা তো পৃথিবীর ওপরে রয়েছে। আত্মা যখন শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তখন তার কাছে এই মনুষ্য সৃষ্টিটাই থাকে না। আত্মা নগ্ন (অঙ্গ বিহীন) হয়ে যায়। তারপর যখন আবার শরীরে আসে, তখন বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে। তারপর আবার একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য একটা শরীরে প্রবেশ করে। কিন্তু কখনোই ব্রহ্ম মহাতত্ত্বতে ফিরে যায় না। উড়ে গিয়ে অন্য একটা শরীরে প্রবেশ করে। এখানে এই আকাশ তত্ত্বের মধ্যেই সবাইকে ভূমিকা পালন করতে হবে। কেউই মূলবতনে ফিরে যায় না। শরীর ছাড়ার পর আর কোনো কর্ম বন্ধন থাকে না। শরীর থেকেই তো আলাদা হয়ে যায়। তারপর যখন অন্য শরীরে প্রবেশ করে তখন পুনরায় সেই কর্মবন্ধন গুলো আরম্ভ হয়ে যায়। এইসব কথা কেবল তোমরা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। বাবা এসে বুঝিয়েছেন। সবাই একেবারে নির্বোধ হয়ে গেছে। কেউই সহজে বুঝতে পারে না। নিজেকে খুব বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে মনে করে। শান্তি পুরস্কারও প্রদান করা হয়। তোমরা ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ বাচ্চারা এই বিষয়গুলো নিয়েও বোঝাতে পারো। ওরা তো জানেই না যে শান্তি বলতে আসলে কি বোঝায়। অনেকেই কোনো মহাত্মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে - কিভাবে মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে ? এই দুনিয়ায় কিভাবে শান্তি স্থাপন হবে সেই বিষয়ে আলোচনা করে কিন্তু কেউ এইরকম বলে না যে - নিরাকারী দুনিয়ায় কিভাবে শান্তি থাকে ? ওই দুনিয়াটাকে শান্তিধাম বলা হয়। আমরা আত্মারা শান্তিধামেই থাকি। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ মনের শান্তির খোঁজ করে। ওরা জানেই না কিভাবে শান্তি পাওয়া যায়। শান্তিধাম তো আমাদের নিজেদের ঘর। এখানে কিভাবে শান্তি পাওয়া সম্ভব ? তবে সত্যযুগে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি সবকিছুই থাকবে। বাবা এসেই সত্যযুগ স্থাপন করেন। এখানে তো কত অশান্তি। তোমরা বাচ্চারা এই এখন এইসব কথা বুঝতে পারছ। এই ভারতেই সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ছিল। ওটা ছিল বাবার উত্তরাধিকার। আর দুঃখ, অশান্তি, দুর্ভিক্ষ - এইগুলো হলো রাবণের উত্তরাধিকার। অসীম জগতের পিতা নিজে বসে থেকে বাচ্চাদেরকে এইসব বিষয় বোঝাচ্ছেন। বাবা হলেন পরমধাম-নিবাসী এবং নলেজফুল। তিনি আমাদেরকে সুখধামের উত্তরাধিকার দেন। আমাদের মতো আত্মাদেরকে তিনি বোঝাচ্ছেন। এটা তো তোমরা জানো যে আত্মার মধ্যেই জ্ঞান থাকে। তাঁকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। ওই জ্ঞানের সাগর এই শরীরের দ্বারা ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বোঝাচ্ছেন। এই দুনিয়ার তো একটা নির্দিষ্ট আয়ু থাকা উচিত। দুনিয়া তো একটাই। এটাকেই পুরাতন দুনিয়া আর নতুন দুনিয়া বলা হয়। এগুলোও দুনিয়ার মানুষ জানে না। নিউ ওয়ার্ল্ড থেকে ওল্ড ওয়ার্ল্ড হতে কত বছর সময় লাগে ? তোমরা বাচ্চারা জানো যে কলিযুগের পর সত্যযুগ তো অবশ্যই আসবে। তাই কলি এবং সত্যের সঙ্গমেই বাবাকে আসতে হয়। এটাও তোমরা বাচ্চারা জানো যে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন, শঙ্করের দ্বারা পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ করেন। ত্রিমূর্তির অর্থই হলো - স্থাপন, পালন এবং বিনাশ। এগুলো তো খুবই সাধারণ কথা। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা এই কথাগুলোও ভুলে যাও। নাহলে তো তোমাদের মধ্যে অনেক খুশি থাকা উচিত। নিরন্তর বাবার স্মরণেই থাকা উচিত। বাবা এখন আমাদেরকে নতুন দুনিয়ার যোগ্য বানাচ্ছেন। তোমরা ভারতবাসীরাই মালিক হও, অন্য কেউ হয় না। তবে যারা অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে, ওরা ফিরে আসবে। তারপর যেভাবে ওই ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছিল, সেইভাবে আবার এই ধর্মে কনভার্ট হয়ে যাবে। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন

এই সকল জ্ঞান রয়েছে। মানুষদেরকে বোঝাতে হবে - এবার এই পুরাতন দুনিয়ার পরিবর্তন হবে। মহাভারতের লড়াই অবশ্যই লাগবে। এই সময়েই বাবা এসে রাজযোগ শেখান। যারা এই রাজযোগের শিক্ষা অর্জন করে, তারা নতুন দুনিয়ায় যাবে। তোমরা সবাইকে বোঝাও যে সকলের ওপরে রয়েছেন ভগবান। তাঁর পরে রয়েছেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর। তারপর এখানের মধ্যে মুখ্য হলো জগৎ-পিতা এবং জগৎ-মাতা। বাবা তো ব্রহ্মার শরীরেই আসেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখানেই রয়েছেন। সৃষ্টিবতনে তো ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন হবে না। ইনি ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত হয়ে যান। তারপর বিষ্ণুর দুই রূপ ধারণ করেন। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি তো অবশ্যই বুঝতে হবে। নিশ্চয়ই মানুষরাই বুঝবে। যিনি ওয়ার্ল্ডের মালিক, তিনিই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বোঝাতে পারবেন। তিনি হলেন নলেজফুল এবং কখনো পুনর্জন্ম নেন না। কারোর বুদ্ধিতেই এই জ্ঞান নেই। পরখ করার বুদ্ধিও থাকা উচিত। আদৌ কিছু বুঝছে, না কি এমনই বসে আছে... নাড়ি দেখতে হবে। আজমল খাঁ নামে একজন খ্যাতনামা বৈদ্য ছিল। বলা হয়, সে নাকি কাউকে দেখেই তার রোগ ধরে ফেলত। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও বুঝতে হবে যে এই ব্যক্তি এই জ্ঞান ধারণ করার যোগ্য কিনা। বাবা তাঁর সন্তানদেরকে জ্ঞান রূপী তৃতীয় নেত্র দিয়েছেন যার দ্বারা তোমরা নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে বাবাকে যথাযথ ভাবে স্মরণ করতে পারো। কিন্তু যে সম্পূর্ণ যোগযুক্ত থাকবে, যার বুদ্ধিতে বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকবে তার-ই এইরকম বুদ্ধি থাকবে। সবাই তো এইরকম হয় না। একে অন্যের নাম-রূপে ফেঁসে যায়। বাবা বলেন - আমার প্রতি ভালোবাসা রাখো। কিন্তু মায়া বাবার সাথে প্রীত রাখতে দেয় না। মায়া যখন দেখে যে আমার খন্দের চলে যাচ্ছে তখন একেবারে নাক-কান পাকড়ে ধরে। তারপর যখন ধোঁকা খায়, তখন বুঝতে পারে যে মায়ার কাছে ধোঁকা খেয়েছি। মায়াজিৎ নাহলে জগৎজিৎ হতে পারবে না এবং উঁচু পদও পাবে না। এই জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। শ্রীমৎ হল - একমাত্র আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বুদ্ধি পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু কারোর কারোর এটা খুবই কঠিন লাগে। এতে একটাই বিষয় - বাবা আর উত্তরাধিকার। এই দুটো কথা মনে রাখতে পারো না! *বাবা বলছেন বাবাকে স্মরণ করতে, কিন্তু বাচ্চারা নিজের শরীর আর অন্যের শরীরকে স্মরণ করছে।* বাবা বলছেন - দেহধারীকে দেখার সময়েও আমাকে স্মরণ করো। আত্মা এখন তৃতীয় নেত্র পেয়েছে আমাকে দেখার জন্য এবং আমাকে বুঝতে পারার জন্য। ওই নেত্রকেই ব্যবহার করো। তোমরা বাচ্চারা এই সময়ে ত্রিনয়নী এবং ত্রিকালদর্শী হয়ে যাও। কিন্তু ত্রিকালদর্শী হওয়ার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। নলেজ ধারণ করা তো খুব একটা কঠিন কিছু নয়। খুব ভালো ভাবেই বুঝতে পারে কিন্তু যোগবল কম থাকার জন্য দেহী-অভিমানী অবস্থাও অতি অল্পই থাকে। সামান্য ব্যাপারেই রেগে যায়, অবনতি হয়ে যায়। উল্লিতি আর অবনতি চলতেই থাকে। আজকে কিছুটা উল্লিতি করল, কালকে আবার অবনতি হয়ে গেল। দেহ-অভিমান হলো মুখ্য। তারপর অন্যান্য বিকার যেমন লোভ, মোহ ইত্যাদিতেও ফেঁসে যায়। দেহের প্রতিও মোহ থাকে। মাতাদের মধ্যে বেশি মোহ থাকে। এখন বাবা এইসব থেকে মুক্ত করছেন। তুমি অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছ, এরপরেও কেন মোহ রেখেছ? মোহগ্রস্ত অবস্থায় মুখমণ্ডল এবং কথাবার্তা পুরো বাঁদরের মতো হয়ে যায়। বাবা বলছেন - নষ্টমোহ হয়ে যাও, অবিরাম আমাকে স্মরণ করো। মাথায় অনেক পাপের বোঝা রয়েছে। সেগুলো নামবে কিভাবে? মায়া এমনই যে স্মরণ করতেও দেয় না। যতই বোঝানো হোক, প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়। সর্বদা কেবল প্রিয়তম বাবার গুনগান করার জন্য কত চেষ্টা করতে হয়। বাবা, তোমার কাছে এলাম বলে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভুলিয়ে দেয়। অন্যদিকে বুদ্ধি চলে যায়। হয়তো ইনিই প্রথম হবেন, কিন্তু এখন তো ইনিও পুরুষার্থী। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় শিক্ষার্থী। গীতাতে রয়েছে - ভগবানুবাচ হলো, আমি তোমাদেরকে রাজাদের রাজা বানিয়ে দিই। কেবল শিবের পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে তো গোটা দুনিয়ায় শিববাবার জন্মদিন পালন করা উচিত। শিববাবা সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে গাইড হয়ে নিয়ে যান। এটা তো সকলেই মানে যে তিনি হলেন গাইড এবং মুক্তিদাতা। তিনি সকলের পিতা, পতিত-পাবন, তিনিই শান্তিধাম এবং সুখধামে নিয়ে যান। তাহলে তাঁর জন্মদিন কেন পালিত হবে না? ভারতবাসীরাও পালন করে না। সেইজন্যই ওদের এত অধঃগতি হয়েছে। এই অধঃগতির ফলে কত মৃত্যুও হচ্ছে। ওরা তো এমন সব বোমা তৈরি করে যার গ্যাসের দ্বারাই সবাই শেষ হয়ে যায়। যেন সবার ক্লোরোফর্ম লেগে গেছে। এইসব তো ওরা অবশ্যই বানাবে। বন্ধ হওয়া অসম্ভব। আগের কল্পে যা যা হয়েছিল, সবকিছুই রিপিট হবে। এইসব মুসল (মিসাইল) এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দ্বারা পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়েছিল। সেটাই আবার রিপিট হবে। বিনাশের সময়ে ড্রামার প্ল্যান অনুসারে সবকিছুই ঘটতে থাকবে। ড্রামা অনুসারে বিনাশ অবশ্যই হবে। এখানেই রক্তের নদী বইবে। গৃহযুদ্ধে একে অপরকে মারতে থাকবে। *তোমাদের মধ্যেও খুব কমজনই জানে যে এই দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হচ্ছে।* এখন আমরা সুখধামে যাব। সুতরাং সর্বদা জ্ঞানের অতীন্দ্রিয় সুখে থাকতে হবে। যত বেশি স্মরণ করবে, তত সুখের পরিমাণ বাড়বে। এই পতিত শরীরের ওপর থেকে মোহ চলে যাবে। বাবা তো কেবল বলছেন - বাবাকে স্মরণ করলেই বাদশাহীর উত্তরাধিকার তোমার। এক সেকেন্ডের মধ্যে বাদশাহী প্রাপ্ত হয়ে যায়। বাদশার সন্তান হওয়ার অর্থ সেই সন্তানও বাদশা হয়ে গেল, তাই না? তাই বাবা বলছেন - আমাকে এবং চক্রকে স্মরণ করতে থাকলে চক্রবর্তী মহারাজা হয়ে যাবে। তাই এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি কিংবা এক সেকেন্ডে ফকির থেকে প্রিন্স

হওয়ার গায়ন রয়েছে। কত দারুন ব্যাপার। কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে ঠিকঠাক চলতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে মতামত নিতে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন - মিষ্টি বাচ্চারা, ট্রাস্টি হয়ে জীবন যাপন করলে আমিত্ব ভাব ঘুঁচে যাবে। কিন্তু এই ট্রাস্টি হয়ে থাকা মুখের কথা নয়। ইনি নিজেও ট্রাস্টি হয়েছেন এবং বাচ্চাদেরকেও ট্রাস্টি বানাচ্ছেন। ইনি কি কখনো কিছু গ্রহণ করেন ? তোমাদেরকেই ট্রাস্টি হয়ে সামলাতে বলেন। ট্রাস্টি হয়ে থাকলে আমিত্ব ভাব নষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ তো এমনিতে বলে যে সব কিছুই ঈশ্বরের দান। কিন্তু যখন একটু লোকসান হয়ে যায় কিংবা কারোর মৃত্যু হয়ে যায়, তখন তাদের শরীর খারাপ হয়ে যায়। যখন প্রাপ্তি হয় তখন খুশি হয়। কিন্তু মুখে যখন ঈশ্বরের দান বলে, তাহলে মৃত্যু হলে এতো কান্নাকাটি করার কি দরকার ? কিন্তু মায়াও কম শক্তিশালী নয়। তাই ঐরকম হওয়া মুখের কথা নয়। এখন বাবা বলছেন - তোমরা আমাকে এই পতিত দুনিয়াতে আহ্বান করেছ। বলেছ - আমরা আর এই পতিত দুনিয়ায় থাকতে চাই না, আমাদেরকে তোমার সাথে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো। কিন্তু মানুষ এইসব কথার অর্থই বোঝে না। পতিত-পাবন যখন আসবেন তখন অবশ্যই এই শরীরের বিনাশ হবে। তাহলেই তো তিনি আমাদের সাথে করে নিয়ে যেতে পারবেন। তাই বুদ্ধিতে এইরকম বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত। একজনকেই ভালোবাসতে হবে, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। মায়াবী বাধা-বিঘ্ন তো আসবেই। কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো রকমের বিকর্ম যেন না হয়। তাহলেই সেটা নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ হয়ে যাবে। বাবা বলছেন, আমি এসে এই শরীরটাকে আধার করি। এটা আসলে এনার শরীর। তোমাদেরকে তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা জানো যে ব্রহ্মাবাবাও বাবা, শিবাবাও বাবা। বিষ্ণু কিংবা শঙ্করকে তো বাবা বলা হয় না। শিবাবা হলে নিরাকার পিতা আর ব্রহ্মাবা হলে সাকার পিতা। এখন তোমরা সাকার পিতার মাধ্যমে নিরাকার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছ। এনার মধ্যে ঠাকুরদাদা এসে প্রবেশ করেন। তাই বলা হয় - আমরা বাবার মাধ্যমে ঠাকুরদাদার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। ঠাকুরদাদা হলেন নিরাকার আর বাবা হলেন সাকার। এগুলো খুব আশ্চর্যজনক এবং নূতন কথা। হয়তো ওরাও ত্রিমূর্তির ছবি দেখায় কিন্তু কিছুই বোঝে না। শিববাবাকেই ছবি থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। বাবা কত ভালো ভালো কথা বোঝাচ্ছেন। নিজেকে স্টুডেন্ট মনে করে সর্বদা খুশি থাকতে হবে। বাবা হলেন আমাদের বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু। এখন তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি শুনছ। এরপর তোমরা আবার অন্যদেরকে শোনাবে। এই চক্র মোট ৫ হাজার বছরের। কলেজের স্টুডেন্টদেরকে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বোঝাতে হবে। ৮৪ জন্মের সিঁড়ি কি, ভারতের উল্লতি এবং অবনতি কিভাবে হয় - এইসব বোঝাতে হবে। এক সেকেন্ডে ভারত স্বর্গে পরিণত হয় এবং তারপর ৮৪ জন্মের পরে নরক হয়ে যায়। এই কথাগুলো খুব সহজেই বোঝা যায়। টিচারদেরকেও বোঝাতে হবে ভারত কিভাবে স্বর্ণযুগ থেকে লৌহযুগে এসেছে। ওটা হলো শারীরিক শিক্ষা আর এটা হলো আত্মিক শিক্ষা। ওই শিক্ষা কোনো মানুষ দিয়ে থাকে আর এই শিক্ষা স্বয়ং গড ফাদার দেন। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। তাই তাঁর কাছে মনুষ্য সৃষ্টির জ্ঞান অবশ্যই থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আমাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই পতিত শরীরের প্রতি একটুও মোহ না রেখে জ্ঞানের অতীন্দ্রিয় সুখে থাকতে হবে। বুদ্ধিতে যেন থাকে যে এই দুনিয়া এখন পরিবর্তিত হচ্ছে, আমরা এবার সুখধামে যাব।

২) ট্রাস্টি রূপে সবকিছু সামলে আমিত্ব ভাবকে নষ্ট করতে হবে। কেবল বাবার সাথেই সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে। কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যেন কোনো বিকর্ম না হয়।

বরদান:- সকল কর্মেন্দ্রিয়ের আকর্ষণের বাইরে থেকে কমল পুষ্পের মতো জীবন যাপন করে দিব্য বুদ্ধি এবং দিব্য নেত্রের বরদানী ভব*

জন্মের সাথে সাথেই বাপদাদার কাছ থেকে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ সন্তান দিব্য সমর্থ বুদ্ধি এবং দিব্য নেত্রের বরদান পেয়ে থাকে। যেসব সন্তান নিজের জন্মদিনের এই গিষ্টকে সর্বদা যথাযথ ভাবে ব্যবহার করে, তারা কমল পুষ্পের ন্যায় শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন থাকে। কোনো রকমের আকর্ষণ যেমন - দৈহিক সম্বন্ধ, পদার্থ কিংবা কর্মেন্দ্রিয় তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। সে সকল আকর্ষণের বাইরে সর্বদাই হাসিখুশি থাকে। সে নিজেকে কলিযুগের পতিত বিকারগ্রস্ত আকর্ষণ গুলো থেকে মুক্ত বলে অনুভব করে।

স্লোগান:- যখন কোনো কিছুতেই আসক্তি থাকবে না, তখনই শক্তি স্বরূপ প্রত্যক্ষ হবে।*

অব্যক্ত স্থিতির অভ্যাস করার জন্য বিশেষ হোম ওয়ার্ক

বন্ধনের দড়িগুলোকে চেক করো। কোনো সরু সুতোর দ্বারাও বুদ্ধি ফেঁসে নেই তো ? কোনো সূক্ষ্ম বন্ধনও যেন না থাকে, নিজের দেহের প্রতিও যেন কোনো আকর্ষণ না থাকে - এইরকম স্বাধীন অর্থাৎ স্পষ্ট হওয়ার জন্য অসীম জগতের প্রতি বৈরাগী হও, তাহলেই অব্যক্ত স্থিতিতে টিকে থাকতে পারবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বিকর্মের সাজা থেকে মুক্ত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে, এই অন্তিম জন্মে সব হিসেব - নিকেশ শোধ করে পবিত্র হতে হবে"

প্রশ্ন:- ধোঁকাবাজ মায়া কোন্ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার প্রয়াস করে?

উত্তর:- তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলে, কোনো দেহধারীর প্রতি আমরা আকৃষ্ট হবো না। আত্মা বলে, আমি এক বাবাকেই স্মরণ করবো, নিজের দেহকেও স্মরণ করবো না। বাবা দেহ সহ সকলের সন্ধ্যাস করান কিন্তু মায়া এই প্রতিজ্ঞাই ভঙ্গ করিয়ে দেয়। দেহের প্রতি আকর্ষণ এসে যায়। যে এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তাকে অনেক সাজাও ভোগ করতে হয়।

গীত:- তুমিই মাতা, পিতাও তুমি.....

ওম্ শান্তি। উঁচুর থেকে উঁচু ভগবানের মহিমাও করা হয়েছে আবার গ্লানিও করা হয়েছে। এখন উঁচুর থেকে উঁচু বাবা নিজে এসেই তাঁর পরিচয় দেন, এরপর আবার যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তখন রাবণ তার উচ্চতা দেখায়। ভক্তি মার্গে কেবল ভক্তির রাজ্য তাই একে বলা হয় রাবণ রাজ্য। সে হলো রাম রাজ্য আর এ রাবণ রাজ্য। রাম আর রাবণেরই তুলনা করা হয়। বাকি ওই রাম তো ত্রেতার রাজা, তাঁর কথা বলা হয় না। রাবণ হলো অর্ধেক কল্পের রাজা। এমন নয় যে, রাম অর্ধেক কল্পের রাজা ছিলেন, তা নয়, এ হলো সম্পূর্ণ বোঝার মতো বিষয়। বাকি এ তো হলো বোঝার মতো সম্পূর্ণ সহজ কথা। আমরা সকলেই ভাই - ভাই। আমাদের সকলের ওই এক বাবা হলেন নিরাকার। বাবা জানেন যে, এই সময় আমার সমস্ত সন্তানরা রাবণের জেলে আবদ্ধ। কাম চিতায় বসে সকলেই কালো হয়ে গেছে। এ কথা বাবা জানেন। আত্মার মধ্যেই তো সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, তাই না। এরমধ্যেও সবথেকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় আত্মা এবং পরমাত্মাকে জানার। ছোটো আত্মার মধ্যে কতো পার্ট লিপিবদ্ধ আছে, যা সে অভিনয় করতে থাকে। আত্মা দেহ ভাবে এসে অভিনয় করে, তাই সে তার স্বধর্ম ভুলে যায়। বাবা এখন এসে তোমাদের আত্মা অভিমানী করেন, কেননা আত্মাই বলে যে, আমরা পবিত্র হবো। তাই বাবা বলেন, তোমরা আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো। আত্মা ডাকতে থাকে, হে পরমপিতা, হে পতিত পাবন, আমরা আত্মারা পতিত হয়ে গেছি, তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও। সংস্কার তো সব আত্মার মধ্যেই আছে, তাই না। আত্মা পরিস্কার বলে দেয়, আমরা পতিত হয়ে গেছি। যারা বিকারে যায় তাদের পতিত বলা হয়। পতিত মানুষ, পবিত্র নির্বিকারী দেবতাদের মন্দিরে গিয়ে তাঁদের সামনে তাঁদের মহিমার গান গায়। বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা, তোমরাই পূজ্য দেবতা ছিলে। তারপর ৮৪ জন্ম গ্রহণ করতে করতে তোমাদের অবশ্যই নামতে হবে। এই খেলাই হলো পতিত থেকে পবিত্র এবং পবিত্র থেকে পতিত হওয়ার খেলা। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান বাবা এসে ইঙ্গিতে বোঝান। এখন হলো সকলেরই অন্তিম জন্ম। সকলকেই হিসেব - নিকেশ শোধ করে যেতে হবে। বাবা সাক্ষাৎকার করান। পতিতকে নিজের বিকর্মের দণ্ড অবশ্যই ভোগ করতে হয়। পরে কোনো জন্মে সেই সাজা দেবেন। মনুষ্য শরীরেই এই সাজা ভোগ করতে হবে তাই অবশ্যই শরীর ধারণ করতে হয়। আত্মা অনুভব করে যে, আমি সাজা ভোগ করছি। কাশী কলবট থাওয়ার সময় যেমন দণ্ড ভোগ করে, কৃত পাপের সাক্ষাৎকারও হয়, তখন তো বলে, ক্ষমা করো ভগবান, আমি এমন আর কখনো করবো না। এ সবই সাক্ষাৎকারের সময় ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারা অনুভব করে এবং এই দুঃখের ভোগও করে। সবথেকে বেশী গুরুত্ব হলো আত্মা এবং পরমাত্মার। যা আর কেউই জানে না। একজন মানুষও সঠিক জানে না যে, আত্মা কি আর পরমাত্মা কি? ড্রামা অনুসারে এও হতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদেরও এই জ্ঞান আছে যে, এ কোনো নতুন কথা নয়, পূর্ব কল্পেও এমন হয়েছিলো। এমন বলাও হয় যে, জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য, কিন্তু এর অর্থ কেউ জানে না। বাবা এই সাধু ইত্যাদিদের সঙ্গ অনেক করেছেন, তারা কেবল নামই গ্রহণ করে। বাচ্চারা, এখন তোমরা খুব ভালোভাবেই জানো যে, আমরা পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় যাচ্ছি, তাই অবশ্যই পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য রাখতে হবে। এতে কি আকর্ষণ রাখবে? তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলে -- কোনো দেহধারীর প্রতিই আর আকৃষ্ট হবো না। আত্মা বলে যে, আমি এক বাবাকেই স্মরণ করবো। নিজের দেহকেও স্মরণ করবো না। বাবা তোমাদের দেহ সহিত সবকিছুর সন্ধ্যাস করান। তখন আবার অন্যের দেহের প্রতি আমরা কেন আকর্ষণ রাখবো? কারোর প্রতি আকর্ষণ থাকলে তার কথা মনে আসতে থাকবে। তখন আর ঈশ্বরের কথা স্মরণে আসবে না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে অনেক সাজাও ভোগ করতে হয়, আর পদও ভ্রষ্ট হয়ে যায় তাই যতো সম্ভব বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। মায়া তো অনেক বড় ধোকাবাজ। যে কোনো পরিস্থিতিতে মায়ার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। দেহ - অভিমানের অনেক কড়া অসুখ। বাবা বলেন, তোমরা এখন দেহী -

অভিমানী হও । বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের দেহ বোধের অসুখ দূর হয়ে যাবে । তোমরা সারাদিন দেহ বোধে থাকো । খুব মুশকিলের সঙ্গে বাবাকে স্মরণ করো । বাবা বুঝিয়েছেন যে - হাতে কাজ করো আর মনে স্মরণ করো । যেমন আশিক তার নিজের কাজকর্ম করেও তার মাশুককেই স্মরণ করতে থাকে । আত্মারা, এখন তোমাদের পরমাত্মার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রাখতে হবে তাই তাঁকেই তো স্মরণ করতে হবে, তাই না । তোমাদের একমাত্র লক্ষ্যই হলো দেবী - দেবতা হওয়া, এর জন্যই তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে । মায়া তো অবশ্যই ধোকা দেবে, তোমাদের নিজেদেরই নিজেদের তার থেকে মুক্ত করতে হবে । না হলে তোমরা আটকে যাবে তখন তোমাদের গ্লানিও হবে, অনেক ক্ষতিও হয়ে যাবে ।

বাম্বারা, তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা হলাম বিন্দুর মতো, আমাদের বাবাও হলেন বীজ রূপ, পূর্ণ জ্ঞানী । এ খুবই আশ্চর্যের কথা । আত্মা কি, তাতে কিভাবে অবিনাশী পাট ভরা থাকে - এই গুহ্য কথা খুব ভালো ভালো বাম্বারাও সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারে না । তোমরা নিজেকে যথার্থ ভাবে আত্মা মনে করো, আর বাবাকেও বিন্দুর মতো মনে করে স্মরণ করো, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর -- বীজ রূপ -- এমন মনে করে স্মরণ খুব কম জনই করতে পারে । মোটা বুদ্ধি নয়, এতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকেই কাজে লাগাতে হয় - আমরা হলাম আত্মা, আমাদের বাবা এখন এসেছেন -- তিনি হলেন বীজ রূপ, নলেজফুল । তিনি আমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছেন । এই ধারণাও আমাদের ছোটো আত্মার মধ্যেই হয় । এমন অনেকেই আছে, যারা মোটা বুদ্ধিতেই কেবল বলে দেয় - আত্মা আর পরমাত্মা -- কিন্তু যথার্থ রীতিতে বুদ্ধিতে আসে না । যদি তা নাও আসে তবুও মোটা বুদ্ধিতেই স্মরণ করাও ঠিক, কিন্তু ওই যথার্থ স্মরণ বেশী ফলদায়ক । ওরা এতো উঁচু পদ পেতে পারে না । এতে অনেক পরিশ্রম । আমি আত্মা এক ছোটো বিন্দু, বাবাও খুব ছোটো বিন্দু, তাঁর মধ্যেই সমস্ত জ্ঞান রয়েছে, এও তোমরা যখন এখানে বসে থাকো তখন কিছু বুদ্ধিতে আসে কিন্তু চলতে - ফিরতে এমন চিন্তা থাকবে, তা নয় । তখন সব ভুলে যায় । সারাদিন ওই চিন্তাই যদি থাকে - সেই হলো প্রকৃত স্মরণ । কেউ সত্যিকারের কিছু বলেই না যে, আমরা কিভাবে বাবাকে স্মরণ করি । যদিও তারা চাট পাঠায়, তবুও সেখানে এ কথা লেখেই না যে, এইভাবে নিজেকে বিন্দু মনে করে আর বাবাকেও বিন্দু মনে করে আমরা স্মরণ করি । সম্পূর্ণ সত্য কথা লেখে না । যদিও ওরা খুব ভালো ভালো মুরলী চালায় কিন্তু যোগের অভ্যাস অনেক কম । দেহ ভাব অনেক পরিমাণে, এই গুপ্ত কথাকে তারা সম্পূর্ণ বুঝতেই পারে না, মন্বনও করে না । তোমাদের স্মরণের দ্বারাই পবিত্র হতে হবে । প্রথমে তো কর্মভিত্তি অবস্থার প্রয়োজন, তাই না । তারাই উঁচু পদ পেতে পারবে । বাকি মুরলী শোনার জন্য তো অনেকেই আছে কিন্তু বাবা জানেন যে, তারা যোগে থাকতে পারে না । এই বিশ্বের মালিক হওয়া মাসির ঘরে যাওয়ার মতো সহজ তো নয়ই । ওরা তো অল্পকালের পদ পাওয়ার জন্যও কতো পরিশ্রম করে । তোমাদের উপার্জনের উৎস তো এখন এসেছে । আগে ব্যরিস্টার ইত্যাদিরা তো এতো উপার্জন করতোই না । এখন উপার্জন কতো বেড়ে গেছে ।

বাম্বাদের তো নিজেদের কল্যাণের জন্য এক তো নিজেকে আত্মা জ্ঞান করে যথার্থ রীতিতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর ত্রিমূর্তি শিবের পরিচয়ও অন্যদের দিতে হবে । কেবলমাত্র শিব বললেই তারা বুঝতে পারবে না । ত্রিমূর্তি তো অবশ্যই চাই । দুই চিত্রই হলো মূখ্য -- ত্রিমূর্তি আর কল্পবৃক্ষ । সিঁড়ির থেকেও বৃক্ষের মধ্যে বেশী জ্ঞান আছে । এই চিত্র তো সকলের কাছেই থাকা উচিত । একদিকে ত্রিমূর্তি, ঘোলা (সৃষ্টি চক্র), অন্যদিকে কল্পবৃক্ষ । এই পাণ্ডব সেনাদের পতাকা থাকা উচিত । এই ড্রামা আর বৃক্ষের জ্ঞানও বাবাই দান করেন । লক্ষ্মী - নারায়ণ, বিষ্ণু ইত্যাদি -- এঁরা কে ? এ কথা কেউই বোঝে না । মানুষ মহালক্ষ্মীর পূজো করে, মনে করে এতে লক্ষ্মী আসবেন । এখন লক্ষ্মী ধন কোথা থেকে পাবেন ? মানুষ চার হাতের, আট হাতের কতো চিত্র বানিয়ে দিয়েছে । তারা কিছুই বোঝে না । আট বা দশ হাতের কোনো মানুষ তো হয়ই না । যার মনে যা এসেছে, তাই বানিয়ে দিয়েছে, ব্যস্, তাই চলতে থেকেছে । কেউ বিধান দিলো যে, হনুমানের পূজো করো, ব্যস্, করতে শুরু করলো । দেখানো হয় -- হনুমান সঞ্জীবনী বুটি নিয়ে এসেছিলো, এর অর্থ বাম্বারা, তোমরাই বুঝতে পারো । সঞ্জীবনী বুটি তো হলো "মনমনাভব" । এমন চিন্তা করা হয়, যতক্ষণ না ব্রাহ্মণ হতে পেরেছে, বাবার পরিচয় না পেয়েছে, ততক্ষণ কড়ি তুল্যও হতে পারে না । মানুষের পদের কতো অহংকার । ওদের বোঝাতে তো খুবই মুশকিল এই রাজস্ব স্থাপন করতে কতো পরিশ্রম লাগে । ওদের হলো বাহুবল আর তোমাদের যোগবল । এই কথা তো শাস্ত্রে নেই । বাস্তবে তোমরা কোনো শাস্ত্র ইত্যাদির রেফার করতে পারো না । তোমাদের যদি জিজ্ঞাসা করে -- তোমরা কি শাস্ত্র মানো ? বলো, হ্যাঁ -- সে সব তো ভক্তিমার্গের । এখন আমরা জ্ঞান মার্গে চলছি । এই জ্ঞান এক জ্ঞানের সাগর বাবাই প্রদান করেন , এই জ্ঞানকেই আত্মিক জ্ঞান বলা হয় । আত্মা বসে আত্মাদের জ্ঞান দেন । ওই জ্ঞান তো মানুষ মানুষকে দেয় । মানুষ কখনোই আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিতে পারে না । জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন, উদ্ধারকর্তা, সদগতিদাতা হলেন এক শিব বাবা । বাবা বোঝান যে, তোমরা এই - এই করো । এখন দেখো, শিব জয়ন্তীতে কতো ধর্মচক্র তৈরী করা হয় । ট্রান্সলাইটের চিত্র যেন ছোটো হয়, যাতে সবাই পেতে পারে । তোমাদের তো সম্পূর্ণ নতুন কথা । কেউই এই কথা বুঝতে পারে না ।

খবরের কাগজে অনেক করে দেওয়া উচিত । আওয়াজ ওঠানো উচিত । সেন্টার যারা খুলবে, তাদেরও এমন হওয়া চাই । বাচ্চারা, এখনো তোমাদের এমন নেশা তৈরী হয়নি । পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তোমরা বুঝতে পারো । এখন কতো ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী আছে । আচ্ছা, ব্রহ্মার নাম বাদ দিয়ে অন্য কারোর নাম দিতে পারো । রাধা - কৃষ্ণের নাম দাও । আচ্ছা, তাহলে ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা কোথা থেকে আসবে ? কোনো ব্রহ্মাকে তো চাই, তাই না, যাতে মুখজাত বংশাবলী বি.কে হতে পারে । এর পরের দিকে বাচ্চারা অনেক বুঝতে পারবে । তোমাদের খরচ তো করতেই হয় । চিত্র তো খুবই পরিষ্কার । লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র খুবই সুন্দর । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কর্মাতীত হওয়ার জন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বাবাকে চিনে যথার্থ স্মরণ করতে হবে । এই ঈশ্বরীয় পাঠের সঙ্গে সঙ্গে যোগের উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে ।

২) নিজেকে মায়ার ধোঁকা থেকে রক্ষা করতে হবে । কারোর দেহের প্রতি আকর্ষণ রাখবে না । এক বাবার সঙ্গেই প্রকৃত ভালোবাসা রাখতে হবে । দেহ বোধে আসবে না ।

বরদানঃ- সময়ের গুরুত্বকে জেনে নিজেকে সম্পন্ন করে আধার মূর্ত ভব*
সম্পূর্ণ কল্পের উপার্জনের, শ্রেষ্ঠ কর্ম রূপী বীজ বপনের, পাঁচ হাজার বছরের রেকর্ড পূর্ণ করার, বিশ্ব কল্যাণের বা বিস্পরিবর্তনের এই সময় এখন চলছে । যদি সময়ের জ্ঞানীরাও বর্তমান সময়কে হারিয়ে ফেলে অথবা আগামী সময়ের উপর সব ছেড়ে দেয়, তাহলে সময়ের আধারে নিজের পুরুষার্থ হলো, কিন্তু এই বিশ্বের আধার মূর্ত আত্মারা কোনো প্রকারের আধারেই চলে না । তারা এক অবিনাশী অবলম্বনের আধারে কলিযুগী পতিত দুনিয়া থেকে পৃথক হয়ে নিজেকে সম্পন্ন করার পুরুষার্থ করে ।

স্লোগানঃ- নিজেকে সম্পন্ন করে নাও, তাহলে এই বিশাল কাজে শীঘ্রই সহযোগী হয়ে যাবে ।

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোম ওয়ার্ক

সম্পূর্ণ ফরিস্তা বা অব্যক্ত ফরিস্তার ডিগ্রি নেওয়ার জন্য সর্ব গুণে সম্পন্ন হও । নলেজফুলের সঙ্গে সঙ্গে ফেথফুল (বিশ্বাসী), পাওয়ারফুল (শক্তিশালী), সাকসেসফুল (সফল), হও । এখন এই নমনীয় সময়ে নমনীয়তার সঙ্গে চলা ত্যাগ করে বিকর্ম আর ব্যর্থ কর্মকে নিজের শক্তি রূপের সাহায্যে সমাপ্ত করো ।

"সঙ্কল্প, সংস্কার, সম্বন্ধ, বোল এবং কর্মে নতুনত্ব আনো"

আজ বাবা, নতুন পার্থিব রচনার রচয়িতা, তাঁর নতুন দুনিয়ার অধিকারী বাচ্চাদের অর্থাৎ নতুন রচনাকে দেখছেন। নতুন রচনা সদাই প্রিয়। জাগতিক নিয়মে পুরানো যুগে নতুন বছর উদযাপন করে। কিন্তু তোমরা নতুন রচনার নতুন যুগ এবং নতুন জীবনের অনুভূতি করছ। সবকিছু নতুন। যা কিছু পুরানো তা সমাপ্ত হয়ে নতুন জন্ম নতুন জীবনের প্রারম্ভ হয়েছে। যখন তোমাদের জন্ম নতুন হয়েছে, তখন জন্মের সাথে জীবন নিজে থেকেই পরিবর্তিত হয়। 'জীবন পরিবর্তন' অর্থাৎ সঙ্কল্প, সংস্কার, সম্বন্ধ সব পরিবর্তিত হয়ে যায় অর্থাৎ নতুন হয়ে যায়। তোমাদের ধর্ম নতুন, কর্ম নতুন। তারা শুধু বলে, এটা নতুন বছর, কিন্তু তোমাদের জন্য সবকিছু নতুন হয়ে গেছে। আজকের দিন অমৃতবেলা থেকে নতুন বছরের অভিনন্দন তো জানিয়েছ, কিন্তু তা' কি শুধুই মুখে জানিয়েছ নাকি অন্তর থেকে? নবীনত্বের সঙ্কল্প নিয়েছ? *বিশেষ এই তিন বিষয়ে নতুনত্বের সঙ্কল্প করেছ? সঙ্কল্প, সংস্কার আর সম্বন্ধ।* তোমাদের সংস্কার আর সঙ্কল্প নতুন হওয়া অর্থাৎ সেগুলো শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছে। নতুন জন্ম, নতুন জীবন হয়েও এখনও পুরানো জন্ম বা জীবনের সঙ্কল্প, সংস্কার এবং সম্বন্ধ থেকে যায়নি তো! যদি এই তিন বিষয়ের কোনও বিষয়ে পুরানো ভাব অংশমাত্রও থাকে, সেই অংশের লেশ নতুন জীবনের, নতুন যুগের, নতুন সম্বন্ধের, নতুন সংস্কারের সুখ বা সর্বপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে দেবে। কোন কোন বাচ্চা তাদের মনের এই সমস্ত বিষয়গুলো বাপদাদার সামনে অন্তরঙ্গভাবে মনখোলা আলাপচারিতা করতে থাকে। তাদের এই আলাপচারিতা শুধুই মৌখিকতা নয়, বাহ্যিকভাবে কেউ যদি তাদের জিজ্ঞাসা করে তারা কেমন আছে, তারা সকলেই এই জবাব দেয় যে তারা খুব ভালো আছে, কারণ তারা জানে বহিমুখী আত্মা অন্তরাত্মার ব্যাপারে কি জানবে! যাই হোক, তারা তাদের মনখোলা কথোপকথনে বাবার থেকে এটা গোপন করে না। তাদের মনের কথাবার্তায় তারা অবশ্যই বলে, ব্রাহ্মণ তো হয়েছি, শুদ্ধ আচার-আচরণ থেকে সরে এসেছি, কিন্তু ব্রাহ্মণ জীবনের যে মহত্ব, বিশেষত্ব - সর্বশ্রেষ্ঠপ্রাপ্তির বা অতীন্দ্রিয় সুখের, ফরিস্তা ভাবের ডবল লাইটের, এইরকম বিশেষ অনুভব যতটা হওয়া উচিত ততটা অনুভব করতে পারি না। এই শ্রেষ্ঠ যুগের শ্রেষ্ঠ জীবন সম্পর্কে তারা যা বর্ণন করে, তারা যে অনুভব করে, সেই স্থিতি খুব কম সময় হয়। এর কারণ কী? যখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ তো ব্রাহ্মণ জীবনের অধিকারের অনুভব হয় না, কেন? তোমরা রাজার বাচ্চা অথচ সংস্কার ভিত্তারীভাবের তবু তাকে কি বলবে? রাজকুমার বলবে? এখানেও নতুন জন্ম, নতুন ব্রাহ্মণ জীবন, তবুও পুরানো সঙ্কল্প বা সংস্কার যদি এখনও ইমার্জ হয়, বা কর্মে হয় তবে কি তাকে ব্রাহ্মাকুমার বলবে? নাকি তাকে অর্ধেক শূদ্ধ কুমার আর অর্ধেক ব্রাহ্মাকুমার বলবে! তোমরা ড্রামাতে যে দেখাও, অর্ধেক আলো আর অর্ধেক অন্ধকার - একে সঙ্গমযুগ ভাবনি তো! সঙ্গমযুগ অর্থাৎ নবযুগ। নবযুগে সবকিছু নতুন।

বাপদাদা আজ সবার আওয়াজ শুনছিলেন - নতুন বছরের অভিনন্দন। তোমরা কার্ড পাঠাও, তোমরা চিঠি লেখ, কিন্তু তোমরা যা বলো আর যা কর তা' কি এক? তোমরা অভিনন্দন জানিয়েছ, খুব ভালো করেছ। বাপদাদাও অভিনন্দন জানান। বাপদাদাও বলেন, সবার মুখে অবিনাশী ভব'র বরদান! তোমরা যেমন বলো, 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক', বাপদাদা বলেন, তোমাদের মুখে 'অবিনাশী ভব'র বরদান থাকুক'। আজ থেকে একটা শব্দ স্মরণে রাখ - 'নবীন'। যে সঙ্কল্পই কর, যে বোল বলো, যে কর্মই কর, সেগুলো চেক কর আর দেখ সেগুলো নতুন কিনা! পোতামেলের হালখাতা, চার্ট, রেজিস্টার আজ থেকে শুরু কর। দীপাবলীতে হালখাতা দিয়ে কি কর? তার ওপরে তোমরা স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকো, তাই না! গণেশ (স্বস্তিকাকে গণেশও বলা হয়)। তোমরা স্বস্তিকার চার যুগে বিন্দু অবশ্যই দাও। কেন দাও? কোনও কার্যের প্রারম্ভকালে স্বস্তিকা বা গণেশায় নমঃ অবশ্যই বলো। এই স্মরণিক কার? স্বস্তিকাকে গণেশ কেন বলে? স্বস্তিকা স্ব-স্থিতিতে স্থিত হওয়ার সমগ্র রচনার নলেজের সূচক। গণেশ অর্থাৎ নলেজফুল। স্বস্তিকার এক চিত্রে সমুদায় নলেজ সমাহিত হয়ে আছে। নলেজফুলের স্মৃতির স্মরণিক হিসেবে গণেশ বা স্বস্তিকা দেখানো হয়। এর অর্থ কি হলো? কোনও কার্যের সফলতার আধার - নলেজফুল অর্থাৎ বিচক্ষণ, জ্ঞানস্বরূপ হওয়া। যদি তুমি বিচক্ষণ এবং জ্ঞানের প্রতিমূর্তি হও, তবেই তো সর্বকর্ম শ্রেষ্ঠ আর সফল হবে, তাই না! তারা তো শুধু কাগজে স্মৃতিচিহ্নের প্রতীকী দেখায়, সেক্ষেত্রে, তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা নিজেরা নলেজফুল হয়ে প্রতিটা সঙ্কল্প তৈরি করবে আর তখন সঙ্কল্প আর সফলতা দুইই একসাথে তোমরা অনুভব করবে। অতএব, আজ থেকে এই দুট সঙ্কল্পের রঙ দ্বারা নিজের জীবনের নতুন খাতায় প্রতিটা সঙ্কল্প সংস্কার নতুন হতেই হবে। কোনও সময় হবে এমনও নয়, হতেই হবে। স্ব-স্থিতিতে স্থিত হয়ে এই শ্রীগণেশ করো অর্থাৎ সূচনা করো। নিজে শ্রীগণেশ হয়ে প্রকাশিত হও। এইরকম ভেবনা, এ তো হতেই থাকে। সঙ্কল্প অনেকবার করো, কিন্তু সঙ্কল্প যেন দৃঢ় হয়

। যেমন, ফাউন্ডেশন সিমেন্ট ইত্যাদি দিয়ে মজবুত করা হয়, তাই না ! যদি বালির ফাউন্ডেশন বানাও তবে তা' কত কাল চলবে ? তবুও যে সময় সঞ্চল্ল কর সেই সময় বলা, 'করে দেখব, যতটা সম্ভব করব, অন্যরাও তো এইরকমই করে।' এই বালি মিশিয়ে দাও তোমরা, সেইজন্য ফাউন্ডেশন মজবুত হয় না। অন্যকে দেখা সহজ মনে হয়। নিজেকে দেখায় শ্রম লাগে। যদি অন্যকে দেখতে চাও, যদি সেই অভ্যাসে বাধ্য হও, তবে ব্রহ্মাবাবাকে দেখো। তিনিও তো অন্য কেউ হলেন, তাই না ! সেইজন্য বাপদাদা দীপাবলীর চার্ট (পোতামেল) দেখেছেন। চার্টে মুখ্য বিষয় বাপদাদা দেখেছেন যে ব্রাহ্মণ হওয়ার পরেও তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনের অনুভূতি না হওয়া। যতখানি হওয়া প্রয়োজন, ততটা হয় না। এর বিশেষ কারণ - পরদৃষ্টি, পরচিন্তন, পরপক্ষে যাওয়া (অন্যের ব্যাপারে নিমগ্ন হওয়া)। পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্ণন আর মনন অনেক বেশি হয়, সেইজন্য স্ব-দর্শন চক্রধারী হও। স্ব -এর প্রতি অ্যাটেনশনে পরের প্রতি অ্যাটেনশন অর্থাৎ পরচিন্তন শেষ হয়ে যাবে। যেমন আজ তোমরা সবাই মিলে নতুন বছরে অভিনন্দন করেছ, ঠিক তেমনই প্রত্যেক দিনই নতুন দিন, নতুন জীবন, নতুন সঞ্চল্ল, নতুন সংস্কার স্বতঃই অনুভব করবে। আর মন থেকে প্রত্যেক মুহূর্ত বাবার প্রতি, ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রতি অভিবাদনের শুভ আগ্রহ নিজে থেকেই উৎপন্ন হতে থাকবে। সকলের দৃষ্টিতে কল্যাণ, অভিনন্দন আর গ্রিটিংসের তরঙ্গ খেলবে। সুতরাং আজ অভিনন্দন শব্দকে অবিনাশী বানাও। বুঝেছ! লোকে পোতামেল রাখে। বাবা পোতামেল দেখেছেন। বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার অনুকম্পা হয়, কারণ তোমরা সবকিছু পূর্ণরূপে লাভ করতে পার, তবুও অসম্পূর্ণ কেন নাও ? তোমাদের নতুন নাম হয়েছে ব্রহ্মাকুমার বা কুমারী, তবে মিক্সড কাজ কেন কর ? তোমরা দাতার বাচ্চা, বিধাতার বাচ্চা, বরদাতার বাচ্চা। তাহলে, নতুন বছরে তোমরা কি স্মরণে রাখবে ? সবকিছু নতুন করতে হবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জীবনের নিয়ম-নীতি সব নতুন। নতুনের অর্থ কোনরকম মিক্সচার না করা। তোমরা সবাই খুব চতুর হয়ে গেছ, তাই না ? বাবাকেও তোমরা পড়াতে শুরু কর। কোনো কোনো বাচ্চা বলে - বাবা বলেছিলেন তো নতুন করতে হবে ! তাইতো আমরা এটা নতুন করছি। কিন্তু ব্রাহ্মণ জীবনের মর্যাদাকে মাথায় রেখেই নতুন হতে হবে। বাপদাদা তো তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনের তথ্য ব্রাহ্মণ জন্ম থেকে মর্যাদার সীমারেখা বেঁধে দিয়েছেন। বুঝেছ, নতুন বছর কীভাবে উদযাপন করতে হবে ! তোমাদের তো বলা হয়েছিল, ১৮ অধ্যায় শুরু হতে চলেছে।

গোল্ডেন জুবিলির আগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ডেন জুবিলি। এইরকম মনে ক'রনা যে ৫০ বছর যারা এখানে আছে শুধু তাদের গোল্ডেন জুবিলি। এটা ঈশ্বরীয় কাজের গোল্ডেন জুবিলি। স্থাপনার কার্যে যে-ই সহযোগী হোক তা' দু'বছরেরই হোক বা ৫০ বছরের জ্ঞানেই হোক, কিন্তু দু'বছর ধরে তোমরা যারা জ্ঞানে আছ, নিজেদের ব্রহ্মাকুমার তো বলা, তাই না ! নাকি আর কোনও নাম বলা ? সুতরাং এ হ'লো ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনার গোল্ডেন জুবিলি, এর মধ্যে সব ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা অন্তর্ভুক্ত। গোল্ডেন জুবিলিতে পৌঁছানো পর্যন্ত তোমাদের নিজেদের মধ্যে গোল্ডেন এজড অর্থাৎ সতঃপ্রধান সঞ্চল্ল সংস্কার ইমার্জ করতে হবে। এইরকম গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন করতে হবে। এতো নিমিত্তমাত্র রীতি-রেওয়াজের নিয়ম অনুযায়ী উদযাপন কর, কিন্তু বাস্তবিক গোল্ডেন জুবিলি গোল্ডেন এজড হওয়ার জুবিলি। কার্য সফল হয়েছে অর্থাৎ কার্যার্থে নিমিত্ত আত্মারা সাফল্যের প্রতিমূর্তি হয়েছে। এখনও সময় বাকি আছে। এই তিন মাসের মধ্যে দুনিয়ার স্টেজে অনন্য এক গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন করে দেখাও। দুনিয়ার লোকে সম্মান দেয় আর এখানে তোমাদের সমানতার স্টেজে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। সম্মান দেওয়ার জন্য যা কিছু কর সেটা তো নিমিত্ত মাত্র। বাস্তবিকতা দুনিয়ার সামনে দেখাতে হবে, আমরা সবাই এক, আমরা একের, একরস স্থিতিতে স্থিত। একের অনুরাগে বিভোর হয়ে একের নাম প্রত্যক্ষ-গোচর করে এই স্বতন্ত্র অথচ প্রিয় গোল্ডেন স্থিতির পতাকা উত্তোলন কর। গোল্ডেন দুনিয়ার দৃশ্য তোমাদের নয়নে এবং বোল আর কর্মের দ্বারা স্পষ্টভাবে যেন প্রতীয়মান হয়। এইরকম গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন কর। আচ্ছা -

এইরকম সদা অবিনাশী অভিনন্দনের যোগ্য শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের, নিজেদের সব সঞ্চল্ল এবং কর্ম দ্বারা যারা নতুন সংসারের সাফাংকার করায় সেই বাচ্চাদের, নিজেদের গোল্ডেন এজড স্থিতি দ্বারা 'গোল্ডেন দুনিয়া প্রায় সমাগত' - এমন শুভ আশার দীপক বিশ্বের আত্মাদের মধ্যে যারা প্রজ্জ্বলিত করে, সদা স্বলজ্জ্যোতি নক্ষত্রদের, সফলতার সব দীপককে, তাদের দৃঢ় সঞ্চল্ল দ্বারা যা নতুন জীবনের দর্শন করায়, সেই দর্শনীয় মূর্তি বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ, অবিনাশী অভিনন্দন, অবিনাশী বরদানের সাথে নমস্কার।

শান্তি পদযাত্রী তথা সাইকেল যাত্রীদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাফাংকার

তোমরা সবাই শান্তি যাত্রার দ্বারা তো সেবা করেছ। যে সেবাই করেছ, সেই সেবার প্রত্যক্ষ ফলও অনুভব করেছ তোমরা। সেবার বিশেষ খুশি অনুভব করেছ, তাই না ! তোমরা পদযাত্রা তো করেছ, সবাই তোমাদের পদযাত্রী রূপে দেখেছে। এখন

আধ্যাত্মিক যাত্রী রূপে তাদের দেখতে দাও । সেবার রূপে তো তারা দেখেছে কিন্তু এখন তাদের অনুভব হতে দাও যে তোমরা অলৌকিক যাত্রী, যারা এমন স্বতন্ত্র যাত্রার অনুভব করায় । নির্ভার সাথে এই সেবা করে তোমরা যেমন সফলতা লাভ করেছ, ঠিক একইভাবে, আধ্যাত্মিক যাত্রায় সফল হতে হবে । তোমরা এতে অনেক পরিশ্রম করেছ, অনেক ভালো সেবা করেছ, তোমরা খুব ভালো জ্ঞান শুনিয়েছ এবং তারা অনুভব করেছে যে তোমাদের জীবন খুব ভালো, তাইতো হয়েছে ! যাই হোক, এখন এই জীবন তৈরিতে তাদের নিজেদের নিযুক্ত হতে দাও, তারা যেন এইরকম অনুভব করে যে এই জীবন ব্যতীত আর কোনও জীবন নেই । সুতরাং, আধ্যাত্মিক যাত্রার লক্ষ্য রেখে আধ্যাত্মিক যাত্রার অনুভব করাও । বুঝেছ কি করতে হবে ! চলতে-ফিরতে তারা যেন এটাই দেখে যে তোমরা সাধারণ নও, তোমরা আধ্যাত্মিক যাত্রী । অতএব, কি করতে হবে তোমাদের ! নিজেরাও যাত্রায় থাক, আর অন্যদেরও যাত্রার অনুভব করাও । তোমরা তাদের পদযাত্রার অনুভব করিয়েছ, এখন ফরিস্তাভাবের অনুভব করাও । তাদের এই অনুভব হতে দাও যে তোমরা এই ধরণীর বাসিন্দা নও, ফরিস্তা, আর ফরিস্তার পা কখনও ভূমিতে থাকে না । দিনের পর দিন তোমাদের উড্ডিতি কলার দ্বারা অন্যদেরও ওড়াতে হবে । এখন সবাইকে ওড়ানোর সময় । এখন সাধারণভাবে হাটানোর সময় নয় । হাটতে সময় লাগে, কিন্তু উড়তে সময় লাগে না । নিজের উড্ডিতি কলা দ্বারা অন্যদেরও ওড়াও । বুঝেছ ! তোমাদের দৃষ্টি এবং স্মৃতি দ্বারা সবাইকে সম্পন্ন বানিয়ে যাও । তাদের যেন মনে হয় যে তারা কিছু পেয়েছে যা দিয়ে তারা পরিপূর্ণ হয়েছে । খালি ছিল, কিন্তু এখন উচ্ছলিত । যেখানে প্রাপ্তি হয় সেখানে তারা সেকেন্ডে সমর্পিত হয়ে যায় । তোমাদের প্রাপ্তি হয়েছে, তবেই তো ত্যাগ করেছ, তাই না ! তোমাদের ভালো লেগেছে, অনুভব করেছ, তবেই ছেড়েছ, নয় কি ! এমনি এমনি তো আর ছেড়ে দাওনি ! এইভাবেই অন্যদেরও প্রাপ্তির অনুভব করাও । বুঝেছ ! আর তো সবই ভালো । সেবাতে যে ক'দিনই তোমরা অতিবাহিত করেছ, তা' নিজেদের জন্যও এবং অন্যদের জন্যও শ্রেষ্ঠ বানিয়েছ । তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ভালো ছিল ! রেজাল্ট ভালো ছিল, তাই না ? আধ্যাত্মিক যাত্রা যদি সবসময় হতে থাকে তবে সদাসর্বদা তোমরা সফলতাও লাভ করবে । এইরকম ভেবনা, পদযাত্রা সম্পূর্ণ করেছে তো সেবাও সম্পূর্ণ হয়েছে ! তারপরে যেমন ছিলে তেমন । না সেবার ক্ষেত্রে সদা সেবা ব্যতীত ব্রাহ্মণ থাকতে পারে না । শুধু সেবার পাঁচ চেজ হয়েছে । সেবা তো শেষ পর্যন্ত করতে হবে । এইরকম সেবাধারী তো, নাকি দু'তিন মাসের সেবাধারী ! তোমরা সদা সেবাধারী, সুতরাং সদাসর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনা বজায় থাকতে দাও । আচ্ছা । ড্রামাতে যে পাঁচই অর্পিত হয়, তা' বিশেষত্ব ভরা । তোমাদের মনোবল দ্বারা সহায়তার অনুভব করেছ । আচ্ছা । নিজের দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করার শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প ছিল, কারণ যখন বাবাকে প্রত্যক্ষ করবে, তখন এই পুরানো দুনিয়ার সমাপ্তি হবে, আপন রাজ্য আসবে । বাবাকে প্রত্যক্ষ করা অর্থাৎ তোমাদের রাজ্য নিয়ে আসা । নিজেদের রাজ্য নিয়ে আসতে সবসময় তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে, তাই না ! বিশেষ প্রোগ্রামের জন্য যেমন তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল, সেইরকমই এই সঙ্কল্পের জন্য সদা উদ্যম-উদ্দীপনা থাকতে দাও । বুঝেছ !

পার্টির সাথে:- তোমরা তো অনেক শুনেছ ! যা কিছু শুনেছ, এখন সেইসব বিষয় নিজেদের মধ্যে অন্তর্লীন করে নাও, কারণ যত অন্তর্লীন করতে পারবে বাবার সমান ততই শক্তিশালী হবে । তোমরা মাস্টার, তাই না ! সুতরাং বাবা যেমন সর্বশক্তিমান সেইরকম তোমরাও সবাই মাস্টার সর্বশক্তিমান অর্থাৎ যারা সর্বশক্তি নিজের মধ্যে অন্তর্লীন করে নেয়, তোমরা যে বাবা সমান হবে, তাই না ! বাবা আর বাচ্চাদের জীবনে কোনও প্রভেদ যেন প্রতীয়মান না হয় । যেমন ব্রহ্মাবাবার জীবন দেখেছ, ঠিক সেইভাবেই ব্রহ্মাবাবা আর বাচ্চারাও যেন দৃশ্যগোচর হয় । সাকার রূপে তো ব্রহ্মাবাবা কর্ম করে দেখানোর নিমিত্ত হয়েছেন, তাই না ! এইরকম সমান হওয়া অর্থাৎ সর্বশক্তিমান হওয়া । তাহলে কি সর্বশক্তি আছে তোমাদের ! তোমরা ধারণ করেছ, কিন্তু পার্সেন্টেজ আছে, যতটা তোমাদের প্রয়োজন ছিল ততটা নয় । তোমরা সম্পন্ন নও । তোমাদের সম্পন্ন হতে হবে, তাই না ? সুতরাং পার্সেন্টেজ বাড়ানো । প্রয়োজনের সময় শক্তিসমূহকে কার্যে প্রয়োগ করা, এই আধারেই তোমরা নম্বর পাও । যদি প্রয়োজনের সময় শক্তি কার্যে প্রয়োগ না হয় তাহলে তোমরা কি বলবে ? থেকেও না থাকা - এটাই তো বলবে, কারণ প্রয়োজনে কাজে ব্যবহৃত হয়নি । সুতরাং, চেক কর সময় অনুসারে যে শক্তি আবশ্যিক তা' কার্যে প্রয়োগ করতে পার কিনা । বিশ্বকে বাবা সমান মাস্টার সর্বশক্তিমান হওয়ার প্রত্যক্ষ রূপ তোমাদের দেখাতে হবে । শুধুমাত্র তখনই বিশ্ব স্বীকার করবে, হ্যাঁ ! সর্বশক্তিমান প্রত্যক্ষ রূপে প্রকাশিত হয়েছে । এটাই তো তোমাদের লক্ষ্য, তাই না ! এখন দেখব গোল্ডেন জুবিলিতে পৌঁছানো পর্যন্ত নম্বর কে নেয় ! আচ্ছা !

বরদান:- বিশ্ব কল্যাণের ভাবনা দ্বারা সব আত্মার সেফটির প্ল্যান বানিয়ে প্রকৃত দয়াশীল ভব*
বর্তমান সময়ে অনেক আত্মারা নিজেই নিজের অকল্যাণের নিমিত্ত হচ্ছে, তাদের প্রতি সহৃদয়তার সাথে কোনও প্ল্যান বানাও । কোনও আত্মার পাঁচ দেখে স্বয়ং চঞ্চল হয়োনা, বরং তাদের সেফটির সাধন ভাবো, এমন ভেবোনা যে এইরকম তো হতেই থাকে, বৃষ্ণ থেকে তো ঝরবেই । না ! যে বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে তা' শেষ কর । তোমাদের বিশ্ব - কল্যাণকারী বা বিপ্লব বিনাশকের টাইটেল অনুযায়ী তোমাদের সঙ্কল্পে, বোলে

এবং কর্মে দয়াশীল হয়ে বায়ুমন্ডল চেঞ্জ করতে সহযোগী হও।

স্লোগান:- কর্মযোগী তারাই হতে পারে যারা তাদের বুদ্ধিতে অর্থাৎ তাদের সঞ্চলে অ্যাটেনশনের সতর্কতা বজায় রাখে।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোমওয়ার্ক

যদি কোনো রকম নিবিড় বন্ধন অথবা বোঝা থাকে তাহলে আত্মিক এক্সারসাইজ করো। এক মিনিটে কর্মযোগী হও, অর্থাৎ সাকার রূপধারী হয়ে সাকার সৃষ্টির ভূমিকা (পার্ট) পালন কর, আর পরমুহূর্তে আকারী ফরিস্তা হয়ে আকারী বতনবাসী অব্যক্ত রূপের অনুভব কর, আবার এক মুহূর্তে নিরাকার হয়ে মূলবতনবাসীর অনুভব কর, এই এক্সারসাইজ দ্বারা হালকা হয়ে যাবে, নিবিড়তা শেষ হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের এক একটি বাণী অত্যন্ত মিষ্টি, সর্বোত্তম(ফার্স্টক্লাস) হওয়া উচিত, যেমন বাবা দুঃখহরণকারী, সুখ প্রদানকারী, তেমনি পিতা-সম সকলকে সুখ প্রদান করো"

প্রশ্ন:- লৌকিক মিত্র-সম্বন্ধীয়দের জ্ঞান প্রদান করার যুক্তি কি?

উত্তর:- মিত্র-সম্বন্ধীয় ইত্যাদি সকলের সাথেই নম্রভাবে, প্রেমপূর্বক, প্রফুল্লিত হয়ে কথা বলা উচিত। তাদের বোঝানো উচিত যে, এ হলো সেই মহাভারতের যুদ্ধ। বাবা রুদ্র জ্ঞান-যজ্ঞ রচনা করেছেন। আমি তোমাদের সত্য বলছি যে, ভক্তি ইত্যাদি তো জন্ম-জন্মান্তর করেছে, এখন জ্ঞান শুরু হচ্ছে। যখনই সুযোগ পাবে তখনই অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে কথা বল। আত্মীয়-পরিজনের(কুটুম্ব পরিবার) সঙ্গে অত্যন্ত প্রেমময় ব্যবহার রেখে চলো। কখনও কাউকে দুঃখ দিও না।

গীত:- অবশেষে সেই দিন এসেছে আজ.....

ওম্ শান্তি । যখন কোনো সংগীত বাজে, তখন বাচ্চাদের নিজেদের অন্তর থেকে এর অর্থাৎ গানের অর্থ বেরিয়ে আসা উচিত। সেকেন্ডে এর অর্থ বের হতে পারে। এ হলো অসীম জগতের ড্রামার অত্যন্ত বড় ঘড়ি, তাই না। ভক্তিমাগে মানুষ ডাকতেই থাকে। যেমন কোর্টে যখন কেস করা হয় তখন বলা হয় যে, কবে শুনানি হবে? কবে ডাক পড়বে? তখন আমাদের কেস সমাপ্ত হবে। তেমনই বাচ্চাদেরও কেস হয়, কি কেস? রাবণ তোমাদের অত্যন্ত দুঃখিত করে। তোমাদের কেস পেশ করা হয় বড় কোর্টে। মানুষ ডাকতে থাকে -- বাবা এসো, এসে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করো। একদিন রায়(শুনানি) তো অবশ্যই বেরোবে। বাবা শোনেও, ড্রামা অনুসারে আসেও সম্পূর্ণ সঠিক সময়ে। এর মধ্যে এক সেকেন্ডেরও পার্থক্য হতে পারেনা। অসীম জগতের ঘড়ি কত সঠিকভাবে চলে। এখানে তোমাদের এই ছোট ঘড়িও সঠিকভাবে চলে না। যজ্ঞের প্রতিটি কার্য অ্যাকুরেট হওয়া উচিত। ঘড়িও অ্যাকুরেট হওয়া উচিত। বাবা অত্যন্ত অ্যাকুরেট। শুনানিও (রায়) অত্যন্ত অ্যাকুরেট হয়। প্রতি কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে সঠিক সময়ে তিনি আসেন। এখন বাচ্চাদের শুনানি হচ্ছে, বাবা এসেছেন। এখন তোমরা সকলকে বোঝাচ্ছ। পূর্বে তোমরাও জানতে না যে, দুঃখ কে দেয়? এখন বাবা বুঝিয়েছেন যে, রাবণ রাজ্য শুরু হয় দ্বাপর থেকে। বাচ্চারা, তোমরা জানতে পেরেছো যে -- বাবা প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে আসেন। এ হলো অসীম জগতের রাত্রি। শিববাবা অসীম জগতের রাত্রিকালে আসেন, এখানে কৃষ্ণের কথা নয়, যখন গভীর অন্ধকারের অগুণতাতার নিদ্রায় (সকলে) শায়িত থাকে তখন জ্ঞান-সূর্য পিতা-রূপে আসেন, বাচ্চাদেরকে দিনের আলোয় নিয়ে যেতে। তিনি বলেন, আমাকে স্মরণ করো কারণ (তোমাদের) পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন। যখন তিনি আসবেন তখনই তো শুনানি হবে। এখন তোমাদের শুনানি হয়েছে। বাবা বলেন, আমি এসেছি পতিতদের পবিত্র করতে। তোমাদেরকে পবিত্র হওয়ার কত সহজ উপায় বলে দিই। আজকাল দেখো সাইন্সের কত শক্তি, অ্যাটোমিক বোমার মাধ্যমে কত জোরালো আওয়াজ হয়। বাচ্চারা তোমরা সাইন্সের শক্তি দ্বারা এই সাইন্সের উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। একে সাইন্সের যোগ বলা যেতে পারে। আত্মা বাবাকে স্মরণ করে -- বাবা, তুমি এসো, আমরা শান্তিধামে গিয়ে বসবাস করি। বাচ্চারা, তোমরা এই যোগবলের দ্বারা, সাইন্সের শক্তির দ্বারা সাইন্সের উপর বিজয়লাভ কর। শান্তির শক্তি প্রাপ্ত কর। সাইন্সের দ্বারাই এই সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমরা সাইন্সের মাধ্যমে বিজয়লাভ কর। বাহুবলীরা কখনও বিশ্বের উপর বিজয়প্রাপ্ত করতে পারে না। এই পয়েন্টসও তোমাদের প্রদর্শনীতে লেখা উচিত।

দিল্লীতে অনেক সার্ভিস হতে পারে, কারণ দিল্লীই সমগ্র ভারতের রাজধানী। তোমাদের রাজধানীও দিল্লীতে হবে। দিল্লীকেই পরিস্থান বলা হয়। পান্ডবদের কোনো কেল্লা থাকে না। কেল্লা তৈরি করা হয় তখন, যখন শত্রু আক্রমণ করে। তোমাদের তো কোনো কেল্লার প্রয়োজনই নেই। তোমরা জানো যে, আমরা সাইন্সের শক্তির দ্বারা নিজেদের রাজ্য স্থাপন করছি, ওদের হলো কৃত্রিম (আর্টিফিসিয়াল) সাইন্স। তোমাদের হলো প্রকৃত সাইন্স। জ্ঞানের শক্তি, শান্তির শক্তি বলা হয়। নলেজ হলো পঠন-পাঠন। পঠন-পাঠনের মাধ্যমেই শক্তি প্রাপ্ত হয়। যখন কেউ পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়, তখন কত শক্তিশালী হয়। ওসব হলো পার্থিব কথা(বিষয়), যা দুঃখ প্রদান করে। তোমাদের সমস্ত কথাই হলো আত্মা-সম্বন্ধীয় (কুহানী)। তোমাদের মুখ দ্বারা যে বাণীই নির্গত হোক না কেন, তার একেকটি বাণী যেন সর্বোত্তম, মিষ্টি হয়, যাতে শ্রবনকারী শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে যায়। বাচ্চারা, বাবা যেমন দুঃখহরণকারী-সুখপ্রদানকারী, তেমন তোমাদেরকেও

সকলকে সুখপ্রদান করতে হবে। আত্মীয়-পরিজন, পরিবারেরও যেন দুঃখাদি না হয়। সকলের সাথে মর্যাদানুসারে(কায়দানুসার) চলতে হবে। গুরুজনেদের সঙ্গে প্রেমপূর্বক চলতে হবে। যেন মুখ থেকে এমন মিষ্টি, ফার্স্টক্লাস শব্দ নির্গত হয়, যাতে সকলেই আনন্দিত হয়ে যায়। তোমরা বলো যে -- শিববাবা বলেন "মন্মানাভব"। আমিই সর্বোচ্চ। আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। অত্যন্ত স্নেহময়তার সঙ্গে কথা বলা উচিত। মনে কর, বড় ভাত-সম কেউ আছেন, তাকে বলো দাদাভাই, শিববাবা বলেন -- আমাকে স্মরণ কর। শিববাবা যাঁকে রুদ্রও বলা হয়, তিনিই জ্ঞান-যজ্ঞ রচনা করেন। 'কৃষ্ণ জ্ঞান-যজ্ঞ' শব্দটি শোনা যায় না। যখন 'রুদ্র জ্ঞান-যজ্ঞ' বলা হয়, তখন রুদ্র শিববাবাই এই যজ্ঞ রচনা করেছেন। রাজ্য প্রাপ্ত করার জন্য তিনি জ্ঞান আর যোগ শেখাচ্ছেন। বাবা বলেন, ভগবানুবাচ -- মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ কর কারণ এখন সকলেরই অন্তিম-মুহূর্ত, বাণপ্রস্থ অবস্থা (বানীর উর্ধ্ব)। এখন তোমাদের সকলকেই ফিরে যেতে হবে। মৃত্যুর সময় মানুষকে বলা হয়, ঈশ্বরকে স্মরণ কর, তাই না! এখানে ঈশ্বর স্বয়ং বলেন, মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এর কবল থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। অন্তিমসময়ে বাবা এসে বলেন, বাছা! আমাকে স্মরণ কর তবেই তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে, একে যোগাঙ্গি বলা হয়। বাবা গ্যারান্টি করেন যে, এতে তোমাদের পাপ দক্ষ হয়ে যাবে। বিকর্ম বিনাশ হওয়ার, পবিত্র হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। পাপের বোঝা মাথায় চড়তে-চড়তে, খাদ পড়তে-পড়তে সোনা ৯ ক্যারেটের হয়ে গেছে। ৯ ক্যারেটের পর অতি নিম্নমানের হয়ে যায়। এখন পুনরায় ২৪ ক্যারেটের কীভাবে হবে ? আত্মা পবিত্র কীভাবে হবে ? আত্মা পবিত্র হলে অলঙ্কারও(শরীর) পবিত্র পাবে। আত্মীয়-পরিজনাди কেউ থাকলে, তাদের সঙ্গে অত্যন্ত নম্রভাবে, প্রেমপূর্বক, উৎফুল্ল হয়ে কথা বলা উচিত। তাদের বোঝান উচিত যে, এ হলো সেই মহাভারতের যুদ্ধ। এ রুদ্র জ্ঞান-যজ্ঞও। বাবার কাছ থেকে আমরা এখন সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান প্রাপ্ত করছি। এই জ্ঞান আর কোথাও পাওয়া যেতে পারে না। আমি তোমাদের সত্য বলছি যে, এই ভক্তি ইত্যাদি তো জন্ম-জন্মান্তরের, এখন জ্ঞান শুরু হচ্ছে। ভক্তি হলো রাত, জ্ঞান হলো দিন। সত্যযুগে ভক্তি থাকে না। এমন-এমন যুক্তি সহকারে কথা বলা উচিত। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তীরবিদ্ধ করতে হবে, তাতে শুধু সময় আর সুযোগ দেখা হয়। জ্ঞান প্রদানের জন্যও অত্যন্ত যুক্তি চাই। বাবা সকলের জন্যই যুক্তি তো অনেক বলে থাকেন। পবিত্রতা বড় ভাল (গুণ), আমাদের এই লক্ষ্মী-নারায়ণ অত্যন্ত পূজনীয়, তাই না! পূজ্য, পবিত্রই পরে পূজারী পতিত হয়ে যায়। পবিত্রের পূজা পতিত বসে করে -- এ শোভা পায় না। অনেকে তো অপবিত্রদের থেকে দূরে পালায়। বল্লভাচারী কখনো পাদ-স্পর্শ করতে দিতেন না। মনে করতেন, এরা অপবিত্র মানুষ। মন্দিরেও একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই মূর্তি স্পর্শ করার অনুমতি রয়েছে। শূদ্র মানুষ ভিতরে গিয়ে স্পর্শ করতেও পারে না। ওখানে ব্রাহ্মণেরাই ওঁনাদের(দেব-মূর্তি) স্নানাদি করায়, অন্য কাউকে সেখানে যেতে দেওয়া হয় না। পার্থক্য তো রয়েছে, তাই না। এখন তারা হলো গর্ভজাত ব্রাহ্মণ, আর তোমরা হলে মুখ-বংশজাত সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। তোমরা ওই ব্রাহ্মণদের ভালভাবে বোঝাতে পারো যে, ব্রাহ্মণ দুই প্রকারের হয় -- এক হয় প্রজাপিতা ব্রাহ্মণ মুখ-বংশজাত, দ্বিতীয় হলো গর্ভজাত। মুখ-বংশজাত ব্রাহ্মণ হলো সর্বোচ্চ শিখা(টিকি)। (লৌকিকে) যজ্ঞ রচনা করতেও ব্রাহ্মণদের নিয়োগ করা হয়। আর এ তো হলো জ্ঞান-যজ্ঞ। ব্রাহ্মণেরা জ্ঞান প্রাপ্ত করে, যার দ্বারা পুনরায় দেবতা হয়। বর্ণের বিষয়েও বোঝানো হয়েছে। যারা সার্ভিসেবেল বাচ্চা, তাদের সর্বদা সার্ভিসের শখ থাকবে। কোথাও প্রদর্শনী হলে তৎক্ষণাৎ সেবার উদ্দেশ্য ছুটে যাবে -- আমরা গিয়ে এই-এই পয়েন্টস্ বোঝাবো। প্রদর্শনী হলো প্রজা তৈরীর বিহঙ্গ-মার্গ, নিজে থেকেই প্রচুরসংখ্যক চলে আসে। তাহলে যিনি বোঝাবেন তাকেও ভাল অর্থাৎ সঠিকভাবে বোঝান উচিত। যদি কেউ সম্পূর্ণরূপে না বোঝাতে পারে তাহলে বলা হবে যে, বি.কে.-দের কাছে মাত্র এতটুকু জ্ঞানই রয়েছে ! তখন ডিস-সার্ভিস হয়ে যায়। প্রদর্শনীতে এমন একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন (চোস্ত) যেন থাকে, যারা বোঝাচ্ছে তারা তাকে গাইডস্-রূপে দেখবে। যদি কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তি হন, তাকে বোঝানোর জন্যও তেমনই তীক্ষ্ণ বা ভাল কাউকে দেওয়া উচিত। (জ্ঞান) বোঝাবার ক্ষমতা যাদের কম তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে। সুপারভাইজ করার জন্য একজনের উপযুক্ত হওয়া উচিত। তোমাদের মহাত্মাদেরও ডাকা উচিত। তোমরা শুধু বলো যে, বাবা এভাবে বলেন -- তিনিই সর্বোচ্চ, তিনিই রচয়িতা পিতা। বাকি সব তারই রচনা। উত্তরাধিকার পিতার থেকেই পাওয়া যায়। ভাই ভাইকে কি উত্তরাধিকার দেবে! কেউই সুখধামের উত্তরাধিকার(বর্সা) পেতে পারে না। বাবা-ই উত্তরাধিকার দেন। একমাত্র পিতাই সকলকে সঙ্গতি প্রদান করে থাকেন, ওঁনাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা স্বয়ং এসে গোল্ডেন এজ স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বর্গ স্থাপন করেন। তারা শিব-জয়ন্তী পালনও করে, কিন্তু তিনি(শিব) কি করেন, সেসবকিছু মানুষ ভুলে গেছে। শিববাবাই এসে রাজযোগ শিখিয়ে উত্তরাধিকার দেন। ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল, লক্ষ-লক্ষ বছরের কোন কথাই নয়। তিথি-তারিখ সবই রয়েছে, একথা কেউ খন্ডন করতে পারে না। নতুন দুনিয়া আর পুরনো দুনিয়া আধা-আধা চাই। ওরা সত্যযুগের আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর বলে দেয়, তাহলে কোন হিসাবই হতে পারেনা। স্বস্তিকাতেও পুরোপুরি চার ভাগ রয়েছে। ১২৫০ বছর করে প্রতিটি যুগকে বিভক্ত করা হয়েছে। হিসাবও তো করা হয়, তাই না। ওরা হিসাবের কিছুই জানেনা, তাই তাদের কড়ি-তুল্য বলা হয়। বাবা এখন হীরে-তুল্য বানাচ্ছেন। সকলেই অপবিত্র, ভগবানকে স্মরণ করে। তাদের ভগবান

এসে জ্ঞানের দ্বারা ফুলে পরিণত করেন। বাচ্চারা, তোমাদেরকে জ্ঞান-রত্ন দ্বারা সুসজ্জিত করতে থাকেন। তখন দেখো, তোমরা কীসে পরিনত হও, তোমাদের এইম অবজেক্ট কী? ভারত কত মহিমাসম্পন্ন ছিল, সব ভুলে গেছে। মুসলমানরাও কত সোমনাথ মন্দিরাদি লুণ্ঠন করে হীরে-জহরতাদি মসজিদে লাগিয়েছে। এখন সেগুলোর মূল্যও কেউ নির্ধারণ করতে পারবে না। এত বড়-বড় মণী-মানিক্য রাজাদের মুকুটে থাকতো। কোনোটি এক কোটি মূল্যের, কোনোটি ৫ কোটি মূল্যের। আজকাল সব ইমিটেশনের (নকল) বেরিয়ে গেছে। এই দুনিয়ায় সব হলো কৃত্রিম পাই-পয়সার (সামান্য) সুখ। বাকি সবই হলো দুঃখ, তাই সন্ন্যাসীরা বলেন -- সুখ হলো কাক-বিষ্ঠা সমান তাই তারা ঘর-পরিবার ত্যাগ করে, কিন্তু এখন তারাও তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তারাও শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু এখন কাকে শোনাবে, রাজা-রানী এখন তো আর নেই। কেউই এখন মানবে না। বলবে যে, সকলেরই নিজ-নিজ মত রয়েছে, যা ইচ্ছা তাই করে। এই সৃষ্টি সঙ্কল্পের দ্বারা রচিত হয়েছে। বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদের গুপ্ত রীতিতে পুরুষার্থ করান। তোমরা কত সুখ ভোগ কর। যখন পরে অন্যান্য ধর্মও বৃদ্ধি পায় তখন লড়াই-ঝগড়া, মনোমালিন্য হতেই থাকে। তিন-চতুর্থাংশ সময় তোমরা সুখে থাকো, তাই বাবা বলেন, তোমাদের দেবী-দেবতা ধর্ম অত্যন্ত সুখদায়ী। আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাই। অন্যান্য ধর্ম-স্থাপকেরা কোন রাজ্য স্থাপন করে না। তারা সন্ত্রাস প্রদানও করে না। তারা আসে শুধুমাত্র তাদের ধর্ম স্থাপন করতে। তাও তারাও যখন অস্তিমসময়ে তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন বাবাকে আসতে হয় সতোপ্রধান বানানোর জন্য।

তোমাদের কাছে শত-শত কোটি মানুষ আসে কিন্তু কিছুই বোঝে না। তারা বাবাকে বলে যে, অমুকে অত্যন্ত সঠিকভাবে বুঝিয়েছে, অত্যন্ত ভালভাবে। বাবা বলেন, কিছুই বোঝে না। যদি বুঝে যেতো যে, বাবা এসেছেন, বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন, ব্যস, সেইসময়েই নেশায় মত্ত হয়ে যাবে। আর তৎক্ষণাৎ টিকিট নিয়ে তারা ছুটবে। কিন্তু ব্রাহ্মণীর চিঠি তো অবশ্যই আনতে হবে -- বাবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। বাবাকে চিনে গেলে, তখন মিলিত না হয়ে থাকতে পারবে না, একদম নেশায় মত্ত হয়ে যাবে। যারা নেশায় বঁদু হয়ে থাকবে, তাদের অন্তরে অত্যন্ত খুশী থাকবে। তাদের বুদ্ধি আত্মীয়-পরিজনদের দিকে যাবে না। কিন্তু অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে যায়। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমলপুষ্প সমান পবিত্র হতে হবে আর বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এ তো অতি সহজ। যতখানি (সময়) পারো, বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। যেমন অফিস থেকে ছুটি নাও, তেমনই কাজ-কর্ম থেকে ছুটি পেয়ে এক-দুদিনের জন্য স্মরণের যাত্রায় বসে পড়ো। আচ্ছা, প্রতিমুহূর্তে স্মরণে বসার জন্য সারাদিনই ব্রত রেখে নিই -- বাবাকে স্মরণ করার। এতে কত জমা হয়ে যাবে। বিকর্মও বিনাশ হবে। বাবাকে স্মরণ করার মাধ্যমেই সতোপ্রধান হতে হবে। সারাদিন সম্পূর্ণরূপে কারোর-ই যোগ লাগতে পারে না। মায়া অবশ্যই বিঘ্ন ঘটাবে তথাপি পুরুষার্থ করতে-করতে বিজয় প্রাপ্ত করে নেবে। ব্যস, আজ সারাদিন বাগিচায় বসে বাবাকে স্মরণ করি। ব্যস, ভোজনের সময়েও বসে স্মরণ করি। এতেই পরিশ্রম। অবশ্যই আমাদের পবিত্র হতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে, অন্যদেরকেও পথ বলে দিতে হবে। ব্যাজ অত্যন্ত ভালো জিনিস। রাস্তায় পরস্পরের মধ্যে বার্তালাপ করতে থাকলে, অনেকেই এসে শুনবে। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ কর। ব্যস, মেসেজ পেয়ে গেছে আর আমরা আমাদের দ্বায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেছি। *আচ্ছা!*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা বসে তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কাজ-কর্মাদি থেকে ছুটি পেলে তখন স্মরণে থাকার ব্রত নিতে হবে। মায়ার উপর বিজয়লাভ করার জন্য, স্মরণে থাকার পরিশ্রম করতে হবে।

২) অত্যন্ত নম্রভাবে আর প্রেমপূর্বক প্রফুল্লিত হয়ে আত্মীয়-পরিজনদের সেবা করতে হবে। কিন্তু বুদ্ধি যেন তাদের দিকে বিচরণ না করে। প্রেমপূর্বক বাবার পরিচয় দিতে হবে।

বরদান:- লৌকিক-কে অলৌকিকে পরিবর্তন করে সর্ব দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকা মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব*

ব্যাখা :- যারা মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মা, তারা কখনও কোনো দুর্বলতা বা সমস্যার বশবর্তী হয় না। কারণ তারা অমৃতবেলা থেকেই যাকিছু দেখে, শোনে, ভাবে বা কর্ম করে, তা লৌকিক থেকে অলৌকিকে পরিবর্তন করে দেয়। যেকোনো লৌকিক কার্য-ব্যবহার নিমিত্তভাবে করতে-করতেও স্মৃতি যেন সর্বদা অলৌকিক কার্যের দিকেই থাকে, তাহলে যেকোন প্রকারের মায়াবী বিকারের দ্বারা বশীভূত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও নিজে বশীভূত হবে না। তমোগুণী ভাইব্রেনেও সদা কমলফুল সমান থাকবে। লৌকিক

(জীবনের) পাঁকে থেকেও তার থেকে সদা পৃথক(ন্যায়ারা) থাকবে।

স্লোগান:- সকলকে সন্তুষ্ট করো, তাহলে পুরুষার্থে স্বতঃ হাইজাম্প দিতে পারবে।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোম-ওয়ার্ক :

অমৃতবেলায় ওঠা থেকে শুরু করে প্রতিটি কার্যে, প্রতিটি সঙ্কল্পে, প্রতিটি বাণীতে নিয়মিত(রেগুলার) হও। একটি বাণীও যেন এমন নির্গত না হয় যা ব্যর্থ। যেমন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বলার শব্দগুলি (পূর্বেই) নির্ধারণ করা থাকে তেমনই তোমাদের বাণীও নির্দিষ্ট থাকা চাই। অতিরিক্ত কথা বলা উচিত নয়।

মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা নিজেদের সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ মনে করলে, সঙ্গমযুগী বৃক্ষ দেখতে পারবে আর অপার খুশীতে থাকবে?

প্রশ্ন:- যে বাচ্চাদের জ্ঞানের জন্য উৎসাহ থাকবে তাদের মধ্যে কি লক্ষণ থাকবে?

উত্তর:- তারা নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের কথাই বলবে। কখনো পরচিন্তন করবে না। নিরিবিলিতে গিয়ে বা একান্তে বসে বিচার সাগর মন্ডন করবে।

প্রশ্ন:- এই সৃষ্টি রূপী ড্রামার কোন্ রহস্য শুধু তোমাদেরই অর্থাৎ বাচ্চাদেরই বোধগম্য হয়?

উত্তর:- এক শিববাবা ব্যতীত এই সৃষ্টিতে কোনো বস্তুই সর্বদা স্থিতিশীল নয়। পুরানো দুনিয়ার আত্মাদের নূতন দুনিয়াতে নিয়ে যেতে গেলে তো কাউকে প্রয়োজন, ড্রামার এই রহস্যটাও তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা ই বুঝতে পারো।

ওম্ শান্তি। আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে যে বাবা এসেছেন, তিনি বোঝাচ্ছেন। এটা তো বাচ্চারা বোঝে- আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। নিজেকে ব্রাহ্মণ মনে করো কি ! না এটাও ভুলে যাও ? ব্রাহ্মণদের নিজেদের কুল ভুলতে নেই। তোমাদেরও অবশ্যই এটা স্মরণে থাকা উচিত যে আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। একটা কথা স্মরণে থাকলে তখন খেয়া পার হওয়া যায়। সঙ্গম যুগে তোমরা নূতন-নূতন কথা শুনলে, সেটার বিষয়ে চিন্তা করা উচিত, যাকে বিচার সাগর মন্ডন করা বলে। তোমরা হলে রূপ-বসন্ত। তোমাদের আত্মাতে সমগ্র জ্ঞান পরিপূর্ণ হলে তো রত্ন নির্গত হওয়া উচিত। নিজেকে বোঝাতে হবে যে, আমরা হলাম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। কেউ কেউ তো এটাও বোঝে না। যদি নিজেকে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ মনে করো, তবে সত্যযুগের বৃক্ষ দেখতে পারবে আর অপারিসীম খুশীতে থাকবে। বাবা যেটা বোঝান, মনের মধ্যে সেটার পুনরাবৃত্তি করা উচিত। আমরা সঙ্গমযুগে আছি, এটাও তোমরা ব্যতীত আর কারোর জানা নেই। সঙ্গমযুগের অধ্যয়ন সময়ও নেয়। এটার একটাই পার্থ- নর থেকে নারায়ণ, নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হয়ে ওঠার। এটা স্মরণে থাকাতেও খুশী থাকবে- আমরাই দেবতা, স্বর্গবাসীতে পরিণত হতে যাচ্ছি। সঙ্গমযুগবাসী হলে, তবে তো স্বর্গবাসী হবে। পূর্বে যখন নরকবাসী ছিলে তো একদম নোংরা অবস্থা ছিলো, ঘৃণ্য কাজ করত। এখন সে-সব ধুয়ে-মুছে ফেলতে হবে। মানুষ থেকে দেবতা, স্বর্গবাসী হতে হবে। কারোর স্ত্রী মারা গেলে, তোমরা জিজ্ঞাসা করো- তোমার যুগল কোথায় ? বলবে সে স্বর্গবাসী হয়ে গেছে। স্বর্গ কি জিনিস, সেটা জানে না। যদি হয় তবে তো খুশী হওয়া উচিত, তাই না! এখন বাচ্চারা, তোমরা এই ব্যাপারে জানো। মনের ভিতরে চিন্তন চলা উচিত- আমরা এখন সঙ্গমযুগে আছি, পবিত্র হচ্ছি। বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। ক্ষণে-ক্ষণে এটা জপ করা উচিত, ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দিয়ে একদম কলিযুগী করে দেয়। অ্যাক্টিভিটি সেরকম চলে, যেন একদম কলিযুগী। সেই খুশীর পারদ থাকে না। চেহারা যেন মৃতবৎ। বাবাও বলেন- সবাই কাম চিতার উপর বসে জ্বলে মরে পড়ে আছে। তোমরা জানো যে আমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি, তাই যে অপার খুশীতে থাকা উচিত, সেইজন্য গায়নও আছে অতীন্দ্রিয় সুখ কী, তার আভাস পেতে হলে গোপ-গোপীদেরকে জিজ্ঞাসা করো। তোমরা নিজেদের মনকে প্রশ্ন করো - আমরা কি সেই ভাব নিয়ে থাকি? তোমরা হলে ঈশ্বরীয় মিশন ! ঈশ্বরীয় মিশন কি কাজ করে ? প্রথমে তো শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা তৈরী করে। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। তারা তো হলো কুখ বংশাবলী (গর্ভজাত সন্তান)। তোমরা হলে মুখ বংশাবলী। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের অনেক নেশা থাকা উচিত। ব্রহ্মা ভোজনের বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। তোমরা কাউকে ব্রহ্মা ভোজন করালে কতো খুশী হয়। আমরা পবিত্র ব্রাহ্মণদের হাতে থাই। মন- বচন-কর্মে পবিত্র হওয়া চাই। কোনো অপবিত্র কর্তব্য করা উচিত নয়, টাইম তো লাগে, জন্মেই তো কেউ হয় না। যদিও কথিত আছে সেকেন্ডে জীবন-মুক্তি, বাবার বাচ্চা হলে আর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করলে। একবার পরিচয় হয়ে গেল- ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মা থেকে যাবে শিবে, এরপর বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গেলেই উত্তরাধিকার। আবার যদি কেউ অকর্তব্য করে তবে প্রচন্ড শাস্তি পেতে হয়। যেমন কাশী-কলবট এর ক্ষেত্রে বোঝানো হয়েছে। শাস্তি প্রাপ্ত হলে হিসেব-পত্র মিটে যায়। মুক্তির জন্যই কুয়োতে ঝাঁপিয়ে পড়তো। এখানে তো সেই ব্যাপার নেই। শিববাবা বাচ্চাদের বলেন- একমাত্র আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো। কতো সহজ। তবুও মায়ার ভোগান্তি এসে যায়। তোমাদের এই যুদ্ধ সবচেয়ে বেশী সময় চলে। বাহুবলের যুদ্ধ এতো সময় চলে না। তোমরা যে দিন থেকে এসেছো, যুদ্ধ শুরু হয়েছে। পুরানোদের কতো যুদ্ধ চলে, নূতন যারা আসবে তাদেরও চলবে। সেই লড়াইতেও মরতে থাকে, অন্যান্যরাও সামিল হতে থাকে। এখানেও মরে, বৃদ্ধিও ঘটে। বৃক্ষ তো বড় হবেই। বাবা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন- এটা স্মরণে থাকা

উচিত, তিনি বাবাও হন, সুপ্রিম টিচারও হন, সঙ্গুরুও হন। কৃষ্ণকে তো সঙ্গুরু, বাবা, টিচার বলা হবে না। তোমাদের সকলের কল্যাণ করার ইচ্ছা থাকা উচিত। মহারথী বাচ্চারা সার্ভিসে থাকে। তাদের অনেক খুশী থাকে। যেখান থেকে নিমন্ত্রণ আসে, দৌড়ে যায়। প্রদর্শনী সার্ভিস কমিটিতেও ভালো-ভালো বাচ্চারা নির্বাচিত হয়। তাদের ডায়রেকশন প্রাপ্ত হয়, সার্ভিস করতে থাকলে বলবে এরা ঈশ্বরীয় মিশনের ভালো বাচ্চা। বাবাও খুশী হবেন, এরা তো খুব ভালো সার্ভিস করে। নিজের মনকে প্রশ্ন করা উচিত- আমরা সার্ভিস করি কি ? বলে অন গড ফাদারের সার্ভিস। গড ফাদারের সার্ভিস কি রকম? ব্যাস, সবাইকে এই ঈশ্বরীয় সংবাদ দাও- মন্মনাভব। আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ তো বুদ্ধিতে আছে। তোমাদের নামই হলো- স্বদর্শন চক্রধারী। তো তার চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যাওয়া উচিত। স্বদর্শন চক্র কি আর থেমে থাকে! তোমরা হলে চৈতন্য লাইট হাউস। তোমাদের মহিমার অনেক সুখ্যাতি করা হয়। অসীম জগতের পিতার গায়নও তোমাদের বোধগম্য হয়। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর পতিত পাবন, গীতার ভগবান। তিনিই জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা এই কার্য করান, এতে যোগবলের অনেক প্রভাব থাকে। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ বিখ্যাত। সেটা তোমরা এখন শিখছো। সন্ন্যাসীরা তো হলো হঠযোগী, তারা পতিত কে পবিত্র করতে পারে না। জ্ঞান আছেই এক বাবার কাছে। জ্ঞানের থেকে তোমরা জন্ম গ্রহণ করো। গীতাকে আমার বাবা বলা হয়, মাতা-পিতা ! তোমরা শিববাবার বাচ্চা তো মাতা-পিতা তো চাই, তাই না! মানুষ তো যদিও বা গায়, কিন্তু বোঝে কি আর ! বাবা বোঝান- এর অর্থ কতো গুহ্য। গড ফাদার বলা হয়, আবার মাতা-পিতা কেন বলা হয় ? বাবা বুঝিয়েছেন- যদিও হলো সরস্বতী কিন্তু বাস্তবে সত্যি-সত্যি ব্যাপার হলো ব্রহ্মপুত্র। সাগর আর ব্রহ্মপুত্র, সর্বপ্রথম সঙ্গম এনার হয়। বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। এটা কতো সুক্ষ্ম ব্যাপার। অনেকের বুদ্ধিতে এই কথা থাকে না যে, চিন্তা-ভাবনা করবে। একদম কম বুদ্ধি, কম জায়গা পাওয়ার মতো। তাদের জন্য বাবা আবারও বলেন- নিজেকে আত্মা মনে করো। এটা তো সহজ হলো, তাই না ! আমাদের আত্মাদের পিতা হলেন পরমাত্মা। তিনি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বলেন একমাত্র আমাকে অর্থাৎ মামেকম, স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এই হলো মুখ্য ব্যাপার। ডাল বুদ্ধি সম্পন্ন বড় কথা বুঝতে পারে না, সেইজন্য গীতাতেও আছে- "মন্মনাভব" । সকলেই লেখে- বাবা স্মরণের যাত্রা হলো খুবই ডিফিকাল্ট। বারংবার ভুলে যায়। কোনো না কোনো পয়েন্টে পরাজিত হয়। এটা হলো বক্সিং- মায়া আর ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের। এটা কারোরই জানা নেই। বাবা বুঝিয়েছেন- মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করে কর্মাজীত অবস্থাতে যেতে হবে। সর্বপ্রথমে তোমরা এসেছো কর্ম সম্বন্ধে। সেখানে এসেই আবার অর্ধ-কল্প পরে তোমরা কর্ম বন্ধনে এসে গেছো। প্রথম দিকে তোমরা পবিত্র আত্মা ছিলে। কর্মবন্ধন না সুখের ছিলো না দুঃখের ছিলো, তবুও সুখের সম্বন্ধে এসেছিলে। এটাও তোমরা এখন বোঝো- আমরা সম্বন্ধে ছিলাম, এখন দুঃখে আছি আবার অবশ্যই সুখে থাকবো। নতুন দুনিয়া যখন ছিলো তো মালিক ছিলো, পবিত্র ছিলো, এখন পুরানো দুনিয়াতে পতিত হয়ে পড়েছো। আবার আমরাই সেই দেবতা হই, তো এটা স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপ মিটে যাবে, তোমরা আমার গৃহে এসে যাবে। ভায়া শান্তিধাম সুখধামে এসে যাবে। সর্বপ্রথমে গৃহে যেতে হবে, বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হবে, আমি পতিত পাবন তোমাদের পবিত্র করে তুলছি- গৃহে ফিরে আসার জন্য। এরকম ভাবে নিজের সাথে কথা বলা উচিত। প্রতিবারের মতো চক্র এখন সম্পূর্ণ হচ্ছে, আমরা এতো জন্ম নিয়েছি। এখন বাবা এসেছেন পতিত থেকে পবিত্র করতে। যোগবলের দ্বারাই পবিত্র হবো। এই যোগবল হলো অনেক নামী-দামী, যা একমাত্র বাবা শেখাতে পারেন। এতে শরীর দ্বারা কিছুই করার দরকার নেই। তবে সারাদিন এই কথার মন্বন চালিয়ে যাওয়া উচিত। একান্ত ভাবে যেখানেই বসো অথবা যাও, বুদ্ধিতে এটাই চলতে থাকবে। একান্ত তো অনেক আছে, উপরে ছাদে তো ভয় পাওয়ার ব্যাপার নেই। আগে তোমরা সকালে মুরলী শোনার পর পাহাড়ের উপর যেতে। যা শুনতে তার চিন্তা করার জন্য পাহাড়ীর উপর গিয়ে বসতে। যারা জ্ঞানের শৌখিন হবে, তারা তো নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের কথাই বলবে জ্ঞান না থাকলে তো আবার পরিচিন্তন করতে থাকবে। প্রদর্শনীতে তোমরা কতো জনকে এই রাস্তা বলে দাও। মনে করো আমাদের ধর্ম অনেক সুখদায়ী। অন্যান্য ধর্মের লোকেদের শুধুমাত্র এতোটুকু বোঝাতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করো। এটা বোঝাবে না যে এ মুসলমান, আমি অমুক। না, আত্মাকে দেখতে হবে, আত্মাকে বোঝাতে হবে। এখন আমাদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। নিজেকে আত্মা মনে করে ভাইদের জ্ঞান দেয়- এখন চলো বাবার কাছে, অনেক সময় ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছো। সেটা হলো শান্তি ধাম, এখানে তো কতো অশান্তি-দুঃখ ইত্যাদি আছে। বাবা এখন বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করার প্র্যাক্টিস রাখো, তবে নাম, রূপ, দেহ সব ভুলে যাবে। অমুকে হলো মুসলমান, এরকম কেন মনে করো ? আত্মা মনে করে বোঝাও। বুঝতে পারবে যে- এই আত্মা ভালো কি খারাপ। আত্মার ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে- খারাপ থেকে দূরে থাকা উচিত (কারণ পবিত্রতাই হল স্বধর্ম) । এখন তোমরা হলে অসীম জগতের পিতার সন্তান। এখানে ভূমিকা পালন করে এখন আবার ফিরে যেতে হবে, পবিত্র হতে হবে। বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। পবিত্র হলে তবে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। বাণী সহ প্রতিজ্ঞা করা উচিত। বাবাও বলেন - প্রতিজ্ঞা করো। বাবা যুক্তিও বলে দেন - তোমরা আত্মারা হলে ভাই-ভাই, আবার শরীরে এলে তখন হলে ভাই-বোন। ভাই-বোন কখনো বিকারে যেতে পারে না। পবিত্র হয়ে আর

বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। বোঝানো হয়- মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়ে পড়ো। যতো দাঁড়াতে ততই প্রাপ্তি হবে। ক্ষয়-ক্ষতি আর জমা তো হয়েই থাকে যে না! অর্ধ- কল্প জমা, আবার রাবণ রাজ্যতে না হয়ে যায়। হিসেব আছে তো! জয় হলো জমা, পরাজয় না। তাই নিজের সম্পূর্ণ নিরীক্ষণ করা উচিত। বাবাকে স্মরণ করলে বাচ্চারা, তোমাদের খুশী হবে। তারা তো শুধুই গাইতে থাকে, বোঝে তো না কিছুই। না বুঝেই সব কিছু করে। তোমরা তো পূজা ইত্যাদি করো না। এছাড়া মহিমার সুখ্যাতি তো করো যে না! সেই এক বাবার মহিমা আছে অব্যভিচারী। বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের স্বতঃই অধ্যয়ণ করান। তোমাদের কোনো প্রশ্ন করার দরকারই নেই। স্মৃতিতে চক্র থাকা দরকার। বোঝা উচিত- আমরা কীভাবে মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করি আবার পরাজিত হই। বাবা বোঝান পরাজয় হলে শত গুণ শাস্তি ভোগ করতে হয়। বাবা বলেন- সঙ্গুর নিন্দা করিয়ে না, তাহলে টিকতে পারবে না। এ হলো সত্যনারায়ণের কথা, এটা কেউ জানে না। গীতা আলাদা আর সত্যনারায়ণের কথা আলাদা করে দিয়েছে। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য এটা হলো গীতা। বাবা বলেন, আমি তোমাদের নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা শোনাচ্ছি, একে গীতাও বলে, অমরনাথের কথাও বলে। তৃতীয় নেত্র একমাত্র বাবা প্রদান করেন। *এটাও জানো যে আমরা দেবতা হলে তো অবশ্যই গুণও থাকা চাই। এই সৃষ্টিতে কোনো কিছুই সর্বদা স্থায়ী নয়। সর্বদা স্থায়ী তো একমাত্র শিববাবা, এছাড়া তো সকলকেই নীচে আসতেই হবে। কিন্তু তিনিও সঙ্গমে আসেন, সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। পুরানো দুনিয়ার আত্মাদের নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে তো দরকার। তো ড্রামার মধ্যে এই সব রহস্য আছে। বাবা এসে পবিত্র করে তোলেন। কোনো দেহধারীকে ভগবান বলা যেতে পারে না। এই সময় বাবা বোঝান, আত্মার ডানা যদি ভগ্ন থাকে তবে সে উড়তে অসমর্থ থাকে। বাবা এসে জ্ঞান আর যোগের ডানা প্রদান করেন। যোগবলের দ্বারা তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে, পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে*। তার জন্য আগে তো পরিশ্রম করতে হবে। সেইজন্য বাবা বলেন, একমাত্র আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো, চার্ট রাখো। যার চার্ট ভালো হবে, সে লিখবে আর খুশী হবে। এখন সকলেই পরিশ্রম করে, চার্ট না লিখলে যোগের তীক্ষ্ণতা সম্পূর্ণ ভাবে আসে না। চার্ট লেখার অনেক লাভ। চার্টের সাথে পয়েন্টসও চাই। *চার্টে তো দুটোই লেখা হবে, সার্ভিস কতো করলে আর স্মরণ কতোটা করলে? *পুরুষার্থ এমনই করতে হবে, যেন পিছনের কোনো কিছু স্মৃতিতে না আসে। নিজেকে আত্মা মনে করে পুণ্য আত্মায় পরিণত হবে- এই পরিশ্রম করতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) একান্ত ভাবে জ্ঞানের মনন-চিন্তন করতে হবে। স্মরণের যাত্রায় থাকো, মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে।

২) কাউকে জ্ঞান শোনানোর সময় বুদ্ধিতে থাকবে যে, আমি আত্মা ভাইকে জ্ঞান দিচ্ছি। নাম, রূপ, দেহ সব ভুলে যাবে। পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে, পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে উঠতে হবে।

বরদান:- অখন্ড যোগের বিধি দ্বারা অখন্ড পূজ্য হতে সক্ষম শ্রেষ্ঠ মহান আত্মা ভব*
আজকাল যাদের মহান আত্মা বলা হচ্ছে তাদের নাম অখন্ডানন্দ ইত্যাদি রাখা হয়, কিন্তু সবার থেকে অখন্ড স্বরূপ তো হলে তোমরা -- আনন্দেও অখন্ড, সুখেও অখন্ড...শুধু সঙ্গদোষে এসো না, অপরের অবগুণ দেখে-শুনে ডোন্ট কেয়ার করলে এই বিশেষত্ব থেকে অখণ্ড যোগী হয়ে যাবে। যে অখন্ড যোগী সে-ই অখন্ড পূজ্য হয়। তো তোমরা হলে সেই মহান আত্মারা যারা অর্ধ-কল্প স্বয়ং পূজ্য স্বরূপে থাকো আর অর্ধ কল্প তোমাদের জড় চিত্রের পূজা হয়।

স্লোগান:- দিব্য বুদ্ধিই হলো সাইলেন্সের শক্তির আধার*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোমওয়ার্ক

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য সর্বদা স্মরণে থাকতে হবে যে, 'সমস্যাকে দূরে ঠেলে দিতে হবে, সম্পূর্ণতাকে নিকটবর্তী

করে তুলতে হবে'। এর জন্য কোনো ঈশ্বরীয় মর্যাদাকে অবহেলা করবে না, আসুরী মর্যাদা বা মায়াকে অবহেলা করো।
সমস্যার মুখোমুখি হলে, সমস্যা সমাপ্ত হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার শ্রীমৎ তোমাদের ২১ বংশ সুখ প্রদান করে, এমন অনুপম শ্রীমত বাবা ব্যতীত কেউ দিতে পারে না, তোমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে থাকো"

প্রশ্ন:- নিজেকে রাজতিলক দেওয়ার জন্য সহজ পুরুষার্থ কি?

উত্তর:- ১. নিজেকে রাজ-তিলক দেওয়ার জন্য বাবার দেওয়া শিক্ষা অনুযায়ী ভালো রীতি চলো। এতে আশীর্বাদ বা কৃপা করার কথা নেই। ২. ফলো ফাদার করো, অন্যকে দেখবে না, মন্মনাভব, এর দ্বারা নিজেই নিজেকে তিলক দেওয়া হয়। পড়াশোনা ও স্মরণের যাত্রা দ্বারা-ই তোমরা বেগার থেকে প্রিন্স হও।

গীত:- ওম্ নমো শিবায় ...।

ওম্ শান্তি। যখন বাবা (শিববাবা) ও দাদা (ব্রহ্মাবাবা) ওম্ শান্তি বলেন, তখন দুই বার বলা যেতে পারে কারণ দুজনেই একত্রে আছেন। এক হলেন অব্যক্ত, দ্বিতীয়জন হলেন ব্যক্ত, দুইজনেই একত্রে আছেন। দুইজনের আওয়াজ একত্রে শোনা যায়। আলাদা-আলাদাও হতে পারে। এ হল এক আশ্চর্যের (ওয়ান্ডার) ব্যাপার। দুনিয়ায় এই কথা কেউ জানে না যে পরমপিতা পরমাত্মা এনার দেহে বসে জ্ঞান প্রদান করেন। এই কথাটি কোথাও লেখা নেই। বাবা কল্প পূর্বেও বলেছেন, এখনও বলছেন যে আমি এই সাধারণ দেহে অনেক জন্মের শেষ জন্মে এনার (ব্রহ্মা বাবার) মধ্যে প্রবেশ করি, এনার আধার নিয়ে থাকি। গীতায় এমন কিছু শ্লোক আছে যা প্রকৃত সত্য। তবে প্রকৃত সত্য হল - আমি এনার অনেক জন্মের শেষে প্রবেশ করি, যখন ইনি বাণপ্রস্থ থাকেন। এনার উদ্দেশ্য এই কথাটি সঠিক। সর্ব প্রথম সত্যযুগে জন্ম এনার-ই হয়। তারপরে লাস্ট বাণপ্রস্থ অবস্থায় থাকেন, যার মধ্যে বাবা প্রবেশ করেন। অতএব এনার জন্যই বলা হয়, আমি জানি না যে, আমি কতবার পুনর্জন্ম নিয়েছি। শাস্ত্রে ৮৪ লক্ষ বার পুনর্জন্ম লিখে দিয়েছে। এই সব হল ভক্তি মার্গ। একেই বলা হয় - ভক্তি কান্ট। জ্ঞান কান্ড আলাদা, ভক্তি কান্ড আলাদা। ভক্তি করতে করতে নীচে নেমে এসেছে। এই জ্ঞান তো একবার ই প্রাপ্ত হয়। বাবা কেবল একবার সর্বজনের সদগতি করতে আসেন। বাবা এসে সকলের একবার-ই প্রালম্ব নির্মাণ করেন - ভবিষ্যতের জন্য। তোমরা পড়াশোনা করছো ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য। বাবা আসেন নতুন রাজধানী স্থাপন করার জন্য তাই একেই রাজযোগ বলা হয়। এর গুরুত্ব অনেক। তারা চায় কেউ ভারতের প্রাচীন রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করুক, কিন্তু আজকাল সন্ন্যাসীরা বিদেশে গিয়ে বলে যে আমরা প্রাচীন রাজযোগ শেখাতে এসেছি। তখন তারাও শিখতে রাজি হয় কারণ তারা ভাবে যোগের দ্বারা স্বর্গ স্থাপন হয়েছিল। বাবা বোঝান - যোগবলের দ্বারা তোমরা স্বর্গের মালিক হও। স্বর্গ স্থাপনা করেন বাবা। কীভাবে করেন, সে কথা জানা নেই। এই রাজযোগের শিক্ষা একমাত্র আত্মাদের পিতা প্রদান করেন। দৈহিক মানুষ শেখাতে পারে না। আজকাল এডাল্ট্রাসন, করাপসন তো অনেক আছে তাইনা তাই বাবা বলেন - আমি পতিতদের পবিত্র করি। তাহলে যে পতিতে পরিণত করে সেও আছে নিশ্চয়ই। এখন তোমরা নির্ণয় করো - যথার্থভাবে এমনই আছে কিনা? আমি-ই এসে সকল বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদির সার তত্ত্ব বুঝিয়ে বলি। জ্ঞানের দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের সুখ প্রাপ্ত কর। ভক্তিমার্গে হল অল্পকালের ক্ষণিকের সুখ, এই হল ২১ বংশের সুখ, যা বাবা স্বয়ং প্রদান করেন। বাবা তোমাদের সদগতির জন্য যে শ্রীমৎ প্রদান করেন তা হল সবচেয়ে অনুপম। ইনি শিববাবা সকলের মন জয় করেন। যেমন ওই জড় দিলওয়াড়া মন্দির আছে, এইটি হল চৈতন্য দিলওয়ালা মন্দির। তোমাদের অ্যাক্টিভিটি গুলির অ্যাকুরেট চিত্র ই বানানো হয়েছে। এই সময় তোমাদের অ্যাক্টিভিটি চলছে। দিলওয়ালা বাবাকে পেয়েছ - সর্বের সদগতি করেন যিনি, সর্বের দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করেন। কত উঁচু থেকে উঁচুতে তাঁর স্থান, এমনই গায়ন আছে। উঁচু থেকে উঁচুতে হল ভগবান শিবের মহিমা। যদিও চিত্র গুলিতে শঙ্কর ইত্যাদির সম্মুখে শিবের চিত্র দেখানো হয়েছে। বাস্তবে দেবতাদের সামনে শিবের চিত্র রাখা তো নিষেধ। দেবতারা তো ভক্তি করেন না। ভক্তি না তো দেবতারা করেন, না সন্ন্যাসীরা করতে পারেন। তারা হল ব্রহ্ম জ্ঞানী, তত্ত্ব জ্ঞানী। যেমন এই আকাশ তত্ত্ব আছে, তেমনই ওই ব্রহ্ম তত্ত্ব আছে। তারা তো বাবাকে স্মরণ করেন না, তারা এই মহামন্ত্রটিও প্রাপ্ত করেন না। এই মহামন্ত্র কেবল বাবা এসে সঙ্গমযুগে প্রদান করেন। সর্বজনের সদগতি দাতা বাবা একবারই এসে মন্মনাভবের মন্ত্র দেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, দেহ সহ দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে, নিজেকে অশরীরী আত্মা নিশ্চয় করে আমি পিতা আমাকে স্মরণ করো। কত সহজ করে বোঝান। রাবণ রাজ্যের কারণে তোমরা সবাই দেহ-অভিমानी হয়েছ। এখন বাবা তোমাদের আত্ম-অভিমानी করছেন। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমি পিতা আমাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে আত্মার ভিতরে যে খাদ পড়েছে, সেসব বেরিয়ে যাবে। সত্যো প্রধান থেকে সত্যো তে এলে আত্মার গুণ বা কলা তো কম হয় তাইনা। সোনার যেমন কারেট হয়। এখন তো কলি যুগের শেষ সময়ে সোনা

দেখাও যায় না, সত্যযুগে সোনার মহল থাকে। রাত-দিনের পার্থক্য আছে! তার নামই হল - স্বর্ণ যুগের দুনিয়া। সেখানে ইঁট-পাথরের কাজ হয় না। বাড়ি ইত্যাদি তৈরি হয় তো তাতেও সোনা-রূপো ছাড়া অন্য কিছু থাকে না। সেখানে সায়েন্স দিয়ে অনেক সুখ থাকে। এইসবও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। এই সময় সায়েন্স হল অহংকারী, সত্যযুগে অহংকারী বলা হবে না। সেখানে তো সায়েন্সের দ্বারা তোমরা সুখ প্রাপ্ত করো। এখানে হল অল্পকালের সুখ তারপরে এর দ্বারা-ই ভয়ঙ্কর দুঃখ প্রাপ্ত হয়। বোমা ইত্যাদি সবই বিনাশের জন্য তৈরি করতেই থাকে। বোমা তৈরি করতে অন্যদের বারণ করে, নিজেরা তৈরি করতে থাকে। তারা জানে - এই বোমার দ্বারা আমাদেরই মৃত্যু হবে তা সত্ত্বেও বানাতে থাকে অর্থাৎ বুদ্ধি ব্রষ্ট হয়েছে তাইনা। এইসবই ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। না তৈরি করে থাকতে পারবে না। মানুষ বোঝে যে এই বোমা দ্বারা আমাদের মৃত্যু হবে, তবু কে ভিতর থেকে প্রেরণা দিয়েছে করছে তা জানা নেই, আমরা না বানিয়ে থাকতে পারি না। বানাতেই হয়। বিনাশও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। যতই কেউ শান্তি পুরস্কার দিক কিন্তু শান্তি স্থাপন করেন একমাত্র বাবা। শান্তির সাগর বাবা-ই শান্তি, সুখ, পবিত্রতার উত্তরাধিকার প্রদান করেন। সত্যযুগে আছে অসীম জগতের সম্পত্তি। সেখানে তো দুধের নদী বয়ে যায়। বিষ্ণুকে ক্ষীরসাগরে দেখানো হয়। এইভাবে তুলনা করা হয়। কোথায় সেই ক্ষীরের সাগর, আর কোথায় এই বিষয় সাগর। ভক্তি মার্গে যদিও পুকুর ইত্যাদি বানিয়ে তার উপরে পাথর রেখে সেই পাথরে বিষ্ণুকে শয়ন করানো হয়। ভক্তিতে অনেক খরচ করা হয়। কত সময় নষ্ট, টাকা নষ্ট করে। দেবীদের মূর্তি কত খরচ করে তৈরি করে সমুদ্রে ভাসান দেয় তো টাকা নষ্ট হল কিনা। এ হল পুতুলের পূজা। কারো অকূপেশানের কথা কেউ জানেনা। এখন তোমরা কারও মন্দিরে যাও তো প্রত্যেকের অকূপেশান জানো। বাচ্চাদের কোনও নিষেধ নেই - কোথাও যাওয়ার। বাচ্চারা তোমরা আগে বোধহীন হয়ে যেতে, এখন বুদ্ধিমান (সেম্‌বল) হয়ে যাও। তোমরা বলবে আমরা এনার ৮৪ জন্মের কথা জানি। ভারতবাসীদের কৃষ্ণ জন্মের কথাও জানা নেই। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ নলেজ আছে। নলেজ হল সোর্স অফ ইনকাম। বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদিতে কোনও মুখ্য লক্ষ্য নেই। স্কুলে সর্বদা মুখ্য লক্ষ্য থাকে। এই পড়াশোনার দ্বারা তোমরা খুব বিত্তবান হও।

জ্ঞানের দ্বারা হয় সদগতি। এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা সম্পত্তিবান হও। তোমরা কোনও মন্দিরে গিয়ে চট করে বুঝবে - এই টি কার স্মারক মূর্তি! যেমন দিলওয়াড়া মন্দির আছে - ওই হল জড়, এই হল চেতন্য। হুবহু এখানে বৃষ্ণ যেমন দেখানো হয়েছে, তেমন মন্দির তৈরি আছে। নীচে তপস্যায় বিরাজিত, উপরে ছাতে সম্পূর্ণ স্বর্ণ অবস্থিত। খুব খরচ করে বানানো হয়েছে। এখানে তো কিছুই নেই। ভারত প্রথমে ১০০ শতাংশ সলভেন্ট, পবিত্র ছিল, এখন ভারত ১০০ শতাংশ ইনসলভেন্ট পতিত হয়েছে, কারণ এখানে সব বিকার দ্বারা জন্ম নেয়। সেখানে নোংরা বা আবর্জনাই নেই। গরুড় পুরাণে কিছু গালগল্প কথা এইজন্য লেখা আছে, যাতে মানুষ কিছুটা শোধরায়। কিন্তু ড্রামাতে মানুষের সঠিক হওয়ার কথা নেই। এখন ঈশ্বরীয় স্থাপনা হচ্ছে। ঈশ্বর স্বর্গের স্থাপনা করবেন তাইনা। তাঁকেই হেভেনলি গড ফাদার বলা হয় তাইনা। বাবা বুঝিয়েছেন ওই সৈন্য যে যুদ্ধ করে, তারা সবকিছু করে রাজা-রানীর জন্য। এখানে তোমরা মায়ার উপরে বিজয় লাভ কর নিজের জন্য। যত করবে তত পাবে। তোমাদের প্রত্যেককে নিজেদের তন-মন-ধন ভারতকে স্বর্গে পরিণত করতে খরচ করতে হয়। যত করবে ততই উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। এখানে থাকার তো কিছুই নয়। এখনকার জনাই গায়ন আছে - কাদের রয়ে যাবে ধুলোয় মিশে এখন বাবা এসেছেন, তোমাদের রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করতে। বলা হয় এখন তন-মন-ধন সব এতেই লাগিয়ে দাও। ব্রহ্মাবাবা সব কিছু সমর্পণ করেছিলেন তাইনা। ওনাকে বলা হয় মহাদানী। বিনাশী ধনের দান করে তেমনই অবিনাশী ধনেরও দান করতে হয়, যে যত দান করবে। বিখ্যাত দানবীরদের বলা হয় অমুক ব্যক্তি বিশাল বড় ফিলানথ্রোফিস্ট (লোকহিতৈষী বা মহাদানী। সুনাম তো হয়, তাইনা। তারা ইন-ডায়রেক্টলি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করে। রাজত্ব স্থাপন হয় না। এখন তো রাজত্ব স্থাপন হয় তাই সম্পূর্ণ মহাদানী হতে হবে। ভক্তি মার্গে তো গানও করা হয় আমরা সমর্পণ করব। এতে কিছু খরচ হয় না। গভর্নেন্টের কত খরচ হয়। এখানে তোমরা যা কিছু কর সবই নিজের জন্য, তারপরে ৮-এর মালায় এসো বা ১০৮-এর বা ১৬১০৮-এর মালায়। পাস উইথ অনার হতে হবে। এমন যোগ বল জমা করো যাতে কর্মা তীত অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন কোনও দন্দ ভোগ থাকবে না।

তোমরা সবাই হলে যোদ্ধা। তোমাদের যুদ্ধ হল রাবণের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে নয়। ফেল করার কারণে শোলা থেকে দুইটি কলা কম হয়েছে। ত্রেতাযুগকে দুই কলা কম সেমি স্বর্ণ বলা হবে। পুরুষার্থ তো করা উচিত তাইনা - বাবাকে পুরোপুরি ফলো করার। এতে মন-বুদ্ধি দ্বারা সমর্পিত হতে হয়। বাবা এই সবকিছুই আপনার। বাবা বলবেন সার্ভিসে লাগাও। আমি তোমাদের যে মত প্রদান করি, সেই কাজ করো, ইউনিভার্সিটি খোলো, সেন্টার খোলো। অনেকের কল্যাণ হয়ে যাবে। শুধু এই ম্যাসেজ দিতে হবে বাবাকে স্মরণ করো এবং অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। ম্যাসেঞ্জার, পয়গম্বর বাচ্চারা তোমাদেরকেই বলা হয়। সবাইকে এই ম্যাসেজ দাও যে বাবা ব্রহ্মা দ্বারা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের

বিকর্ম বিনাশ হবে, জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হবে। এখন হল জীবনবন্ধ তারপরে জীবনমুক্ত হবে। বাবা বলেন আমি ভারতেই আসি। রচিত এই ড্রামা হল অনাদি। কবে তৈরি হয়েছে, কবে শেষ হবে ? সে প্রশ্ন উঠতে পারে না। এই ড্রামা তো অনাদি চলতেই থাকে। আত্মা এক সূক্ষ্ম বিন্দু স্বরূপ। তাতে এই অবিনাশী পার্ট নিহিত আছে। এই হল কত গুহ্য কথা। স্টার রূপী ক্ষুদ্র বিন্দু স্বরূপ। মাতাগন এইখানে কপালে বিন্দি বা তিলক করে। এখন তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থ দ্বারা নিজেই নিজেকে রাজতিলক প্রদান করছ। তোমরা বাবার শিক্ষা অনুযায়ী ভালো রীতি চললে তোমরা নিজেদের রাজ-তিলক প্রদান কর। এমন নয় এতে আশীর্বাদ বা কৃপা প্রাপ্ত হবে। তোমরাই নিজেদেরকে রাজ-তিলক প্রদান কর। প্রকৃত রূপে এই হল রাজ-তিলক। ফলো ফাদার করার পুরুষার্থ করতে হবে, অন্যদের দেখবে না। এই হল মন্মনাভব, যার দ্বারা নিজেকে আপনা থেকেই তিলক দেওয়া হয়, বাবা দেন না। এইটি হল-ই রাজযোগ। তোমরা বেগার থেকে প্রিন্সে পরিণত হও। সুতরাং কত ভালো ভাবে পুরুষার্থ করা উচিত। তারপরে ব্রহ্মাবাবাকেও ফলো করতে হবে। এইসব তো বুঝবার কথা। পড়াশোনা দ্বারা উপার্জন হয়। যত যোগ করবে তত ধারণা হবে। যোগেই পরিশ্রম আছে তাই ভারতের রাজযোগ গায়ন আছে। বাকি গঙ্গা স্নান করতে করতে তো আয়ু শেষ হলেও পবিত্র হতে পারবে না। ভক্তি মার্গে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গরীবদের দান করা হয়। এখানে যদিও স্বয়ং ঈশ্বর এসে গরীবদেরকেই বিশ্বের বাদশাহী প্রদান করেন। গরীব নিবাজ অর্থাৎ তিনি হলেন দীনের নাথ তাইনা। ভারত যে একশ শতাংশ সলভেন্ট ছিল, এই সময় সেই ভারত একশ শতাংশ ইন্সলভেন্ট হয়েছে। দান সর্বদা গরীবদের করা হয়। বাবা খুব উচ্চ স্থান প্রদান করেন। এমন বাবাকে অপশব্দ বলে। বাবা বলেন - এমন ভাবে যখন গ্লানি করে তখন আমাকে আসতে হয়। এও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। ইনি হলেন পিতাও এবং শিক্ষকও। শিখ ধর্মের মানুষ বলে -সদগুরু অকাল। যদিও ভক্তি মার্গে গুরু তো অনেক আছে। অকাল কেবল এই দেহের তখত প্রাপ্ত করেন। বাচ্চারা তিনি তোমাদের দেহ রূপী তখতও ব্যবহার করেন। তিনি বলেন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে সকলের কল্যাণ করি। এইসময় এনার হল এই পার্ট। এইসব কথা বুঝবার জন্য। নতুন কেউ বুঝবে না। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অবিনাশী জ্ঞান ধন দান করে মহাদানী হতে হবে। যেমন ব্রহ্মা বাবা নিজের সবকিছু এতেই দান করেছিলেন, তেমন করেই ফলো ফাদার করে রাজত্ব উঁচু পদ নিতে হবে।

২) দত্ত ভোগ থেকে বাঁচার জন্য এমন যোগ বল জমা করতে হবে যাতে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য পুরো পুরুষার্থ করতে হবে। অন্যদের দেখবে না।

বরদান:- নিজের পূর্বজ স্বরূপের স্মৃতি দ্বারা সর্ব আত্মাদের শক্তিশালী করতে সক্ষম আধার, উদ্ধারমূর্তি ভব*
ব্যাখ্যা: এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের মুখ্য কান্ড, সর্বজনের পূর্বজ হলে তোমরা ব্রাহ্মণ, তোমরাই দেবতা। প্রতিটি কর্মের আধার, কুল মর্যাদার আধার, রীতি নিয়মের আধার তোমরা পূর্বজ আত্মারা হলে সর্ব আত্মাদের আধার ও উদ্ধারমূর্তি। তোমরা বৃক্ষের কান্ড, তোমাদের দ্বারা-ই সর্ব আত্মাদের শ্রেষ্ঠ সংকল্পের শক্তি বা সর্বশক্তির প্রাপ্তি হয়। তোমাদের সবাই ফলো করছে তাই এত বিশাল দায়িত্ব বুঝে প্রতিটি সঙ্কল্প ও কর্ম নিষ্পাদন করো কারণ তোমরা পূর্বজ আত্মা, তোমাদের আধারেই সৃষ্টির সময় ও স্থিতির আধার নির্ভর করছে।

স্লোগান:- যে আত্মা সর্ব শক্তির কিরণ চতুর্দিকে প্রসারিত করে, সেই আত্মা-ই হল মাস্টার জ্ঞান-সূর্য।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোমওয়ার্ক

মাঝে মাঝে সংকল্পের ট্রাফিক স্টপ করার অভ্যাস করো। এক মিনিটের জন্য সঙ্কল্প-কে বা শরীরের কর্ম থামিয়ে বিন্দু রূপের প্র্যাক্টিস করো। এই এক সেকেন্ডের অনুভব সারা দিন অব্যক্ত স্থিতি অনুভব করতে সাহায্য করবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদের জ্ঞান এবং যোগের খাবার খাইয়ে জোরদার তদারক করেন, তাই তোমরা সর্বদা খোশমেজাজে থাকো আর শ্রীমৎ অনুসারে সকলকে তদারক করতে থাকো"

প্রশ্নঃ - এই সঙ্গমযুগে তোমাদের কাছে সবথেকে অমূল্য জিনিস কি আছে, যাকে রক্ষা করতে হবে ?

*উত্তরঃ - এই সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কূলে তোমাদের এই জীবন খুবই অমূল্য, তাই এই শরীরের যত্ন অবশ্যই করতে হবে । এমন নয় যে, এ তো মাটির পুতুল, এ তো একদিন শেষ হয়ে যাবে । তা নয় । এই শরীরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে । কেউ যদি অসুস্থ হয়, তো তার প্রতি বিরক্ত হওয়া উচিত নয় । তাকে বলো, তুমি শিববাবাকে স্মরণ করো । যত স্মরণ করবে, ততই পাপ মুক্ত হয়ে যাবে । তাঁর সেবা করা উচিত, তোমরা বেঁচে থাকবে, শিববাবাকেও স্মরণ করতে থাকবে ।

ওম্ শান্তি । জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদানকারী আত্মাদের পিতা বসে তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝান । জ্ঞানের এই তৃতীয় নেত্র একমাত্র বাবা ছাড়া অন্য কেউই দিতে পারে না । বাচ্চারা, এখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছো । বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে যাবে । বেচারা মানুষ জানেই না, কে এই দুনিয়ার পরিবর্তন করবেন, আর কিভাবে তিনি পরিবর্তন করবেন । কেননা তাদের তো জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র নেই । বাচ্চারা, তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো, যার দ্বারা তোমরা এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে গেছো । এ হলো জ্ঞানের স্যাকারিন । স্যাকারিনের এক ফোঁটাতেও কতো মিষ্টি হয় । জ্ঞানের একই অক্ষর হলো 'মনমনাভব ।' এই অক্ষর কতো মিষ্টি । তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । বাবা তোমাদের শান্তিদাম এবং সুখধামের পথ বলে দিচ্ছেন । বাচ্চারা, বাবা এসেছেন তোমাদের স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য । তাই বাচ্চাদের কতো খুশীতে থাকা উচিত । এমন বলাই হয়, খুশীর মতো খাবার নেই । যে সর্বদা খুশী আর মস্তিতে থাকে, তার জন্য এ হলো খাবারের সমান । ২১ জন্ম মস্তিতে থাকার এ হলো জোরদার খাবার । এই খাবার সর্বদা একে অপরকে খাওয়াতে থাকে । এই হলো একে অপরের প্রতি জোরদার তদারকি । এমন খাতির আর কোনো মানুষই অন্য মানুষকে করতে পারে না ।

বাচ্চারা, তোমরা শ্রীমতে উপর নির্ভর করে সকলের আধ্যাত্মিক সেবা করো । কাউকে বাবার পরিচয় দান করাও হলো এক প্রকৃত সেবা । মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে, বেহদের বাবার দ্বারা আমরা জীবনমুক্তির উপহার লাভ করি । সত্যযুগে ভারত জীবনমুক্ত ছিলো, পবিত্র ছিলো । বাবা অনেক বড় মানের খাবার দেন, তাই তো গায়ন আছে, অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জিজ্ঞেস করতে হলে গোপ - গোপীদের জিজ্ঞাসা করো । এ হলো জ্ঞান এবং যোগের কতো এক নম্বরের আশ্চর্যের খাবার, আর এই খাবার একমাত্র আত্মিক সার্জনের কাছেই আছে । এই খাবারের কথা আর কেউই জানে না । বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য হাতে করে উপহার নিয়ে এসেছি । মুক্তি আর জীবনমুক্তির এই উপহার আমার কাছেই থাকে । কল্প - কল্প আমি এসেই তোমাদের এই উপহার প্রদান করি, এরপরে রাবণ তা ছিনিয়ে নেয় । তাই বাচ্চারা, এখন তোমাদের খুশীর পারদ কতখানি চড়া উচিত । তোমরা জানো যে, আমাদের একজনই বাবা, টিচার এবং প্রকৃত সদগুরু, যিনি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যান । আমরা আমাদের অতি প্রিয় বাবার কাছ থেকে এই বিশ্বের বাদশাহী পাই । এ কি কম কথা ? বাচ্চাদের সবসময় খুশীতে থাকা উচিত । এই ঈশ্বরীয় ছাত্র জীবন হলো সর্বসেরা । এ তো এখনকারই কথা, তাই না । এরপর নতুন দুনিয়াতে তোমরা সবসময় খুশীর উৎসব পালন করতে থাকবে । দুনিয়া এ কথা জানে না যে, সত্যিকারের খুশী কখন পালন করা হবে । মানুষের তো সত্যযুগের জ্ঞানই নেই, তাই তারা এখানেই খুশী পালন করতে থাকে, কিন্তু এই পুরানো তমোপ্রধান দুনিয়াতে খুশী কোথা থেকে আসবে ? এখানে তো মানুষ গ্রাহি - গ্রাহি রব করতে থাকে । এই দুনিয়া কতো দুঃখের দুনিয়া ।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের কতো সহজ পথ বলে দেন । গৃহস্থ জীবনে থেকে কমল পুষ্পের ন্যায় পবিত্র থাকো । কাজ - কারবার করেও আমাকে স্মরণ করতে থাকো । আশিক আর মাশুক (প্রিয়তম - প্রিয়তমা) যেমন একে অপরকে স্মরণ করতে থাকে । সে তার প্রিয়তম হয়, যে তার প্রিয়তমা । এখানে এই বিষয় নেই, এখানে তো তোমরা সবাই এক মাশুকের (প্রিয়তমের) জন্ম - জন্মান্তরের আশিক (প্রিয়তমা) হয়ে রয়েছো । বাবা কখনোই তোমাদের আশিক হন না । তোমরা

সেই মাশুককে (প্রিয়তম) আসার জন্য তাঁকে স্মরণ করে এসেছো। মানুষের দুঃখ যখন বেশী হয়, তখন সে বেশী করে স্মরণ করে, তাই তো এই মহিমা আছে যে - দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে কেউই করে না। এই সময় বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। দিনে দিনে মায়াও সর্বশক্তিমান, তমোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে, তাই বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা দেহী - অভিমानी হও। নিজেকে আত্মা মনে করে আমি তোমাদের বাবা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর এর সঙ্গে সঙ্গে দৈবী গুণও ধারণ করো, তাহলে তোমরা এমন লক্ষ্মী - নারায়ণের তুল্য হয়ে যাবে। এই আধ্যাত্মিক পড়ার মূখ্য বিষয়ই হলো স্মরণ করা। উঁচুর থেকেও উঁচু বাবাকে খুব ভালোবেসে, স্নেহের সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। ওই উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা হলেন নতুন দুনিয়া স্থাপনকারী। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি এসেছি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাতে, তাই তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের অনেক জন্মের পাপ কেটে যাবে। পতিত পাবন বাবা বলেন - তোমরা খুবই পতিত হয়ে গেছো, তাই এখন তোমরা আমাকে যদি আমাকে স্মরণ করো, তাহলে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। পতিত পাবন বাবাকেই তো ডাকা হয়, তাই না। এখন বাবা যখন এসেছেন তখন অবশ্যই তো পবিত্র হতে হবে। বাবা হলেন দুঃখহর্তা এবং সুখকর্তা। বরাবর সত্যযুগে পবিত্র দুনিয়া ছিলো তাই সকলেই সেখানে সুখী ছিলো। বাবা এখন আবার বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা শান্তিধাম এবং সুখধামকে স্মরণ করতে থাকো। এখন হলো সপ্তম যুগ। কাণ্ডারী বাবা তোমাদের এই পার থেকে ওই পারে নিয়ে যান। নৌকা কোনো একটা নয়, সম্পূর্ণ দুনিয়াই যেন এক বিশাল জাহাজ। এদের সবাইকে তিনি পারে নিয়ে যান।

তোমাদের মতো মিষ্টি বাচ্চাদের কতো খুশী হওয়া উচিত। তোমাদের জন্য সর্বদা খুশীই খুশী। অসীম জগতের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, বাহ! এই পড়া তো কখনোই শুনি নি বা পড়ি নি। ভগবান উবাচঃ - আমি তোমাদের মতো আত্মিক বাচ্চাদের রাজযোগ শেখাচ্ছি। তাই তোমাদের তা সম্পূর্ণ রীতিতে শেখা চাই, ধারণা করা চাই। সম্পূর্ণ রীতিতে পড়া চাই। পড়াতে এক নম্বর তো সর্বদা হয়ই। নিজেকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত, আমি কি উত্তম, মধ্যম, নাকি কনিষ্ঠ? বাবা বলেন - নিজেকে দেখো, আমি কি উচ্চ পদ পাওয়ার যোগ্য? এই আধ্যাত্মিক সেবা কি আমি করি? কেননা, বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা সেবাধারী হও, বাবাকে অনুসরণ করো। আমি এই সেবার জন্যই এখানে এসেছি। আমি রোজ সেবা করি, সেই কারণেই তো এই রথ নিয়েছি। এই রথ যদি অসুস্থ হয়, তাহলে আমি এঁর মধ্যে বসে মুরলী লিখি। মুখ দিয়ে তো বলতে পারে না, তাই আমি লিখে দিই, যাতে বাচ্চাদের মুরলী মিস না হয়, তাই আমিও তো এই সেবাতেই আছি, তাই না। এ হলো আধ্যাত্মিক সেবা। তাই বাচ্চারা, তোমরাও বাবার এই সেবাতে লেগে যাও। এই গড ফাদারলি সেবায়। যে খুব ভালো পুরুষার্থ করে, খুব ভালো সেবা করে, তাকে মহাবীর বলা হয়। দেখা হয় যে, কে মহাবীর, যে বাবার নির্দেশে চলে? বাবার আদেশ হলো, নিজেকে আত্মা মনে করে সকলকে ভাই - ভাইয়ের নজরে দেখো। এই দেখকে ভুলে যাও। বাবাও শরীরকে দেখেন না। বাবা বলেন, আমি আত্মাদের দেখি। বাকি এ তো হলো জ্ঞান যে আত্মারা শরীর ছাড়া কথা বলতে পারে না। আমিও এই শরীরে এসেছি, এই শরীর ধার নিয়েছি। এই শরীরের সঙ্গেই আত্মা পড়তে পারে। বাবার আসন এই ব্রুকুটির মাঝে। এ হলো অকাল সিংহাসন। আত্মা হলো অকালমূর্ত। আত্মা কখনোই ছোটো বা বড় হয় না। শরীর ছোটো বা বড় হয়। যে আত্মারা আছে, তাদের সকলেরই আসন এই ব্রুকুটি। শরীর তো সকলেরই ভিন্ন - ভিন্ন। কারোর এই অকাল সিংহাসন পুরুষের, কারোর অকাল সিংহাসন স্ত্রীর। কারোর অকাল সিংহাসন বাচ্চার। বাবা বসে বাচ্চাদের ড্রিল শেখান। কারোর সঙ্গে যখন কথা বলবে তখন নিজেকে আত্মা মনে করো। আমি আত্মা, অমুক ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছি। বাবা এই নির্দেশ দেন যে, শিববাবাকে স্মরণ করো। এই স্মরণেই তোমাদের জং দূর হয়। সোনাতে যখন খাদ দেওয়া হয়, তখন সোনার মূল্য কম হয়ে যায়। তোমাদের আত্মার মধ্যেও জং ধরার কারণে তোমরাও মূল্যহীন হয়ে গেছো। এখন তোমাদের আবার পবিত্র হতে হবে তোমরা আত্মারা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো। সেই নেত্রের দ্বারা নিজের ভাইদের দেখো। ভাই - ভাই নজরে দেখলে তোমাদের কর্মেন্দ্রিয় চঞ্চল হবে না। রাজ্য - ভাগ্য নিতে হলে, বিশ্বের মালিক হতে হলে এই পরিশ্রম করো। ভাই - ভাই মনে করে সবাইকে এই জ্ঞান দাও। তখন এই অভ্যাস পাকা হয়ে যাবে। তোমরা সকলেই হলে প্রকৃত ভাই - ভাই। বাবাও উপর থেকে এসেছেন আর তোমরাও উপর থেকেই এসেছো। বাবা এখন বাচ্চাদের সঙ্গে এই সেবা করছেন। এই সেবায় বাবা সাহস প্রদান করেন। সাহসী সন্তান -- আর সাহায্যকারী বাবা --- এই অভ্যাস করতে হবে। আমি আত্মা আমার ভাইকে পড়াচ্ছি। আত্মা তো পড়ে, তাই না। এই জ্ঞানকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলা হয় যা আত্মাদের পিতার কাছ থেকেই পাওয়া যায়। এই সপ্তম যুগে এসেই বাবা এই জ্ঞান প্রদান করেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো। তোমরা বস্ত্রহীন অবস্থায় এখানে এসেছিলে তারপর শরীর ধারণ করে ৮৪ জন্ম এই অভিনয় করেছো। এখন আবার তোমাদের ফিরে যেতে হবে তাই নিজেকে আত্মা অনুভব করে সকলকে ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। এই পরিশ্রম তোমাদের করতে হবে। নিজের পরিশ্রম নিজেকেই করতে হবে, অন্যের জন্য কি যায় আসে। সেবা প্রথমে ঘর থেকেই শুরু করতে হয়, অর্থাৎ নিজেকে প্রথমে আত্মা মনে করো, তারপর ভাইদের তা বোঝাও। তাহলে খুব ভালোভাবে

তীর বিদ্ধ হবে । এই জোর তোমাদের দিতেই হবে । পরিশ্রম করলে তবেই উঁচু পদ পাবে । এতে কিছু সহ্যও করতে হয় । যখন কেউ উল্টোপাল্টা কথা বলবে, তখন তোমরা চুপ থাকো । তোমরা চুপ করে থাকলে অন্যে আর কি করবে ? দুই হাতেই তো তালি বাজে । একজন মুখের তালি বাজালে অপরজন যদি চুপ করে থাকে তাহলে এমনিতেই সে চুপ হয়ে যাবে । তালিতে তালি বাজালেই আওয়াজ হয় । বাচ্চাদের একে অপরের কল্যাণ করতে হবে । বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা, সর্বদা যদি খুশীতে থাকতে চাও তাহলে মনমনাভব । নিজেকে আত্মা জ্ঞান করে বাবাকে স্মরণ করো । ভাইদের দিকে (আত্মা) দেখো । বাচ্চাদের তাই এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় থাকার অভ্যাস করতে হবে । এতে তোমাদেরই লাভ আছে । বাবার এই শিক্ষা ভাইদের দিতে হবে । বাবা বলেন, আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের জ্ঞান দান করছি । আমি আত্মাদেরই দেখি । মানুষ যখন মানুষের সঙ্গে কথা বলবে তখন তো তাদের মুখের দিকেই দেখবে, তাই না । তোমরা আত্মার সঙ্গে কথা বলো তাই আত্মাকেই দেখতে হবে । যদিও তোমরা এই শরীরের দ্বারাই জ্ঞান দান করো কিন্তু এই দেহের বোধ তোমাদের ত্যাগ করতেই হয় । তোমাদের আত্মা বুঝতে পারে, পরমাত্মা বাবা আমাদের জ্ঞান দান করছেন । বাবাও বলেন - আমি আত্মাদেরই দেখি, আত্মাও বলে, আমি পরমাত্মা বাবাকেই দেখছি । তাঁর থেকে জ্ঞান গ্রহণ করছি, একে বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের লেনদেন, আত্মার আত্মার সঙ্গে লেনদেন । আত্মার মধ্যেই জ্ঞান রয়েছে । আত্মাকেই জ্ঞান দান করতে হবে । এ যেন এক শক্তি । তোমাদের জ্ঞান এই শক্তিতে ভরপুর হবে । তখন কাউকে বোঝালে চট করে তীর লেগে যাবে । বাবা বলেন, তোমরা এই অভ্যাস করে দেখো যে তীর লাগে কিনা ? এই নতুন অভ্যাস করো, তাহলে দেহ বোধ দূর হবে । মায়ার ঝড়ও অনেক কম আসবে । মন্দ সঙ্কল্পও আসবে না । ক্রিমিনাল দৃষ্টিও আর থাকবে না । আমরা আত্মারা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি । এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । এখন তোমাদের বাবার স্মরণে থাকতে হবে । এই স্মরণের দ্বারাই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে সতোপ্রধান দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে । এ কতো সহজ । বাবা জানেন যে, বাচ্চাদের এই শিক্ষাদানও আমার পার্ট । এ কোনো নতুন কথা নয় । প্রতি ৫০০০ বছর অন্তর আমাকে আসতেই হয় । আমিও এতে আবদ্ধ । আমি বাচ্চাদের বসে বোঝাই, মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এই আধ্যাত্মিক স্মরণের যাত্রায় থাকো, তাহলে অন্ত মোতি তেমন গতি হয়ে যাবে । এ তো অন্তকাল, তাই না । তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের সদগতি হয়ে যাবে । এই স্মরণের যাত্রায় তোমাদের পায়া মজবুত হয়ে যাবে । বাচ্চারা, এই দেহী অভিমানী হওয়ার শিক্ষা এই একবারই তোমরা পাও । এ কতো আশ্চর্যের জ্ঞান । বাবা আশ্চর্যের তাই বাবার জ্ঞানও আশ্চর্যের । কোথাও কেউই এ বলতে পারে না । এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা, এখন এই অভ্যাস করো । নিজেকে আত্মা মনে করে আত্মাদের জ্ঞান দান করো । তৃতীয় নেত্রে ভাই - ভাইয়ের নজরে দেখতে হবে। এই হলো খুবই পরিশ্রমের কাজ ।

এ হলো তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের সর্বোত্তম উঁচুর থেকে উঁচু কুল । এই সময় তোমাদের জীবন হলো অমূল্য, তাই তোমাদের এই শরীরেরও সুরক্ষা করতে হবে । তমোপ্রধান হওয়ার কারণে তোমাদের শরীরের আয়ুও কম হয়ে এসেছে । এখন তোমরা যতো যোগে থাকবে ততই তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি পাবে । তোমাদের আয়ু বাড়তে বাড়তে সত্যযুগে ১৫০ বছর হয়ে যাবে, তাই তোমাদের এই শরীরেরও সুরক্ষা করতে হবে । এমন নয় যে, এ তো মাটির পুতুল, কবে শেষ হয়ে যাবে ! তা নয় । এই শরীরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে । এই জীবন তো অমূল্য, তাই না । কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায়, তবে তার প্রতি বিরক্ত হওয়া উচিত নয় । তাকেও তোমরা বলো, শিববাবাকে স্মরণ করো । যতো স্মরণ করবে, ততই পাপ কাটতে থাকবে । তাঁর এই সেবাকাজ করা উচিত । তোমরা বেঁচে থাকো এবং শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো । এই বুদ্ধি তো আছেই যে, আমরা বাবাকে স্মরণ করছি । আত্মা বাবার থেকে অবিদ্যার উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করে । আত্মা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি পুরুষার্থের নম্র অনুসারে মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ - সুমন, স্মরণ এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী সন্তানদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজেকে পর্যবেক্ষণ করো, আমি পুরুষার্থে উত্তম, মধ্যম নাকি কনিষ্ঠ ? আমি উচ্চ পদ পাওয়ার যোগ্য কি ? আমি এই আধ্যাত্মিক সেবা করি কি ?

২) তৃতীয় নেত্রে আত্মা রূপী ভাইকে দেখো, ভাই - ভাই মনে করে সকলকে জ্ঞান দান করো, আত্মিক স্থিতিতে থাকার অভ্যাস তৈরী করো তাহলে কর্মেন্দ্রিয় চঞ্চল হবে না ।

বরদান:- পেপার দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার পরিবর্তে ফুল স্টপ দিয়ে সম্পূর্ণ পাস করা সফলতামূর্ত্ত ভব*

যে কোনো প্রকারের পেপার যখন আসে, তখন ঘাবড়ে যেও না, কোশ্চেন মার্কে এসো না, এ কেন হলো ? এই চিন্তায় সময় নষ্ট করো না । কোশ্চেন মার্ক শেষ আর ফুল স্টপ, তখনই ক্লাসের পরিবর্তন হবে অর্থাৎ পেপারে পাস করে যাবে । ফুল স্টপ যে লাগাবে সে সম্পূর্ণ পাস করবে, কেননা ফুল স্টপ হলো বিন্দুর স্থিতি । দেখেও দেখো না, শুনেও শুনো না । বাবার কথা শোনো, বাবা যা দিয়েছেন তাই দেখো, তাহলে সম্পূর্ণ পাস করে যাবে । আর এই পাস করার নিদর্শন - সদা চড়তি কলার অনুভব করে সফলতার নক্ষত্র হয়ে যাবে ।

স্লোগান:- স্ব - উন্নতি করতে হলে কোশ্চেন, কারেকশন এবং কোটেশনের ত্যাগ করে নিজের কানেকশন ঠিক রাখো ।

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য বিশেষ হোম ওয়ার্ক

কোনো প্রকারের বিঘ্ন যদি বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে তাহলে যোগের প্রয়োগের দ্বারা প্রথমে সেই বিঘ্নকে সমাপ্ত করো । মন এবং বুদ্ধিতে যেন সামান্যতম বিরক্তি না আসে । অব্যক্ত স্থিতিতে স্থিত হওয়ার এই অভ্যাস এমন যেন হয় যে, আত্মা, আত্মার কথা বা যে কারোর মনের কথা সহজেই যেন জেনে যেতে পারো ।

মিষ্টি বাচ্চারা - যোগ হলো অগ্নি'র সমান, যার মধ্যে তোমাদের সমস্ত পাপ জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়, আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যায় এই কারণে এক বাবারই স্মরণে (যোগে) থাকো

প্রশ্নঃ - যে বাচ্চা পুণ্যাত্মা হবে সে কোন বিষয়ে খুব সতর্কতা অবলম্বন করবে?

উত্তরঃ - টাকা-পয়সা আদি কাকে দান করতে হবে, সেই বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে। যদি এমন কাউকে টাকা-পয়সা দান করলে, আর সে গিয়ে মদ্যপান করলো বা কোন খারাপ কর্মে করলো, তবে তার দ্বারা কৃত পাপ কর্মের ফল, তোমার উপরে এসে পড়বে। তোমাদেরকে পাপাত্মাদের সঙ্গে এখন কোনোকিছুর আদান-প্রদান করা যাবে না। এখানে তো তোমাদেরকে পুণ্যাত্মা হতে হবে।

গীতঃ- না সে আমার থেকে বিচ্ছেদ হবে ...

ওম্ শান্তি। এটাকেই বলা হয় স্মরণের অগ্নি। যোগ অগ্নি অর্থাৎ স্মরণের অগ্নি। 'অগ্নি' -এই শব্দটি কেন বলা হয়েছে? কেননা এর মধ্যে পাপ জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। এটা কেবলমাত্র বাচ্চারা তোমরাই জানো, কিভাবে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হও। সতোপ্রধানের অর্থই হলো পুণ্যাত্মা, আর তমোপ্রধান এর অর্থই হলো পাপাত্মা। বলা হয়ে থাকে যে, এ হল পুণ্যাত্মা আর এ হল পাপাত্মা। আর এর থেকেই সিদ্ধ হয় যে, আত্মাই সতোপ্রধান হয় আবার পুনর্জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান হয়ে যায়, এই জন্য একে পাপাত্মা বলা হয়। পতিতপাবন বাবাকে এইজন্য স্মরণ করে যে, এসে আমাদেরকে পবিত্র আত্মা বানাও। পতিত আত্মা কে বানিয়েছে? এটাও কারোর জানা নেই। তোমরা জানো যে, যখন পবিত্র আত্মা ছিলে তখনই রামরাজ্য ছিল। এখন পতিত আত্মারা আছে এইজন্য একে রাবন রাজ্য বলা হয়। ভারত-ই পবিত্র আবার এই ভারত-ই পতিত হয়। বাবাই এসে ভারতকে পবিত্র বানায়। বাকি সব আত্মারা পাবন হয়ে শান্তিধামে চলে যায়। এখন হলো দুঃখধাম। এত সহজ কথাও কারোর বুদ্ধিতে বসে না। যখন হৃদয় দিয়ে বুঝবে, তখন সত্যিকারের বান্ধন হবে। বান্ধন না হলে বাবার থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে না।

এখন এটা হল সঙ্গম যুগের যজ্ঞ। যজ্ঞের জন্য তো বান্ধন অবশ্যই চাই। এখন তোমরা বান্ধন হয়েছে। তোমরা জানো যে মৃত্যুলোকের এটাই হল অন্তিম যজ্ঞ। মৃত্যুলোকেই যজ্ঞ হয়। অমরলোকে যজ্ঞ আদি হয় না। ভক্তদের বুদ্ধিতে এ সমস্ত কথা ধারণ হয়না। ভক্তি একদম আলাদা, জ্ঞানও হল আলাদা। মানুষ পুনরায় বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রাদির জ্ঞানই বুঝে নেয়। যদি তাদের মধ্যে জ্ঞান হত, তো মানুষ বাড়ি ফিরে যেতে পারত। কিন্তু ড্রামা অনুসারে কেউই বাড়ি ফিরে যেতে পারে না। বাবা বুঝিয়েছেন যে, প্রথম নম্বরকেই সতঃ, রাজো, তমো তে আসতে হয় তো দ্বিতীয় শুধুমাত্র সতঃর পাট অভিনয় করে ফিরে কিভাবে যেতে পারে? তাদের তো পুনরায় তমোপ্রধানে আসতেই হয়, অভিনয় করতেই হয়। প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর শক্তি নিজের নিজের মধ্যে থাকে, তাই না। বড় বড় অভিনেতার কত নামী-গ্রামী হয়। সবথেকে মুখ্য ক্রিকেটার, ডাইরেক্টর আর মুখ্য অভিনেতা কে? এখন তোমরা বুঝে গেছো যে গডফাদার হলেন মুখ্য। পরে আছে জগদম্বা বা জগৎ পিতা। জগতের মালিক, বিশ্বের মালিক হন, এঁনার পাট অবশ্যই উঁচু হবে। তাই তাঁর বেতনও অনেক উঁচু হয়। বেতন দেন বাবা, যিনি সব থেকে উঁচুতে থাকেন। বলেন যে, তোমরা আমাকে এত সাহায্য করো যে, তোমাদের বেতনও অবশ্যই অনেক প্রাপ্ত হবে। ব্যারিস্টার পড়ালে তো বলবে যে, এত উঁচু পদ প্রাপ্ত করাচ্ছি তো এই পড়ার উপর বাচ্চাকে কতটা একাগ্রতা হতে হবে। গৃহস্থেও থাকতে হবে, কর্মযোগ সন্ধ্যাস, তাই না। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে, সবকিছু করতেও বাবার সাথে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে, এর মধ্যে কোনো পরিশ্রম নেই। কাজকর্ম করতেও শিব বাবার স্মরণে থাকতে হবে। জ্ঞান তো হল খুব সহজ। গাওয়াও হয় যে, হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। পবিত্র দুনিয়াতে তো রাজধানী আছে, তো বাবা সেই রাজধানীরও মালিক তৈরি করছেন।

এই জ্ঞানে মুখ্য দুটো বিষয় আছে - অল্ক (বাবা) আর (বে) স্বর্গের বাদশাহী। স্বদর্শন চক্রধারী হও আর বাবাকে স্মরণ করো তো তুমি চিরসুস্থ আর সম্পত্তিবান হয়ে যাবে। বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো। ঘরকেও স্মরণ করো, আমাকে স্মরণ করলে তোমরা ঘরে যেতে পারবে। স্বদর্শন চক্রধারী হলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে। এই সব কথাই বুদ্ধির মধ্যে ভালোভাবে ধারণ করতে হবে। এই সময় তো সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সুখধামে সুখ, শান্তি পাওয়া যায়। সেখানে একটাই ধর্ম হয়। এখন তো দেখা ঘরে ঘরে অশান্তি হচ্ছে। ছাত্ররা অনেক সন্ধ্যাস সৃষ্টি করে। নিজেদের নতুন পৃথিবী

দেখায়। এটাই হলো তোমোপ্রধান দুনিয়া। সত্যযুগ হলো নতুন দুনিয়া। বাবা সঙ্গম যুগেই আসেন। মহাভারতের লড়াইও এই সঙ্গম যুগেই হয়ে থাকে। এখন এই দুনিয়ার পরিবর্তন হয়ে যাবে। বাবাও বলেন যে, আমি নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে সঙ্গম যুগে আসি। এটাকেই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ বলা হয়। পুরুষোত্তম মাস, পুরুষোত্তম সংবত মানায়। কিন্তু এই পুরুষোত্তম সঙ্গমের অর্থ কেউই জানেনা। সঙ্গম যুগেই বাবা এসে আমাদেরকে হীরের মত তৈরি করছেন। এর মধ্যেও নান্দারের ক্রমানুসার আছে। হীরের মত রাজা হয়ে যাও, বাকিরা সোনার মতো প্রজা হয়ে যায়। বাচ্চারা জন্ম নিতেই এই আশীর্বাদের অধিকারী হয়ে গেছে। এখন তোমরা পবিত্র দুনিয়ার অধিকারী হয়ে গেছো। পুনরায় সেখানে সুখ প্রাপ্ত করার জন্য তোমাদের পুরুষার্থ করতে হয়। তোমাদের এই সময়ের পুরুষার্থ, কল্প কল্পের পুরুষার্থ হয়ে যাবে। বোঝা যায় যে, এই কল্প-কল্প এইরকমই পুরুষার্থ করবে। এর দ্বারা বেশি পুরুষার্থ হবেই না। জন্ম-জন্মান্তর, কল্প কল্পান্তর এ প্রজাতেই আসবে। এই ধনী ব্যক্তি প্রজার মধ্যে দাস-দাসী হবে। নন্দারের ক্রমানুসারেই তো হবে, তাই না। পড়াশোনার আধারেই সব কিছু বোঝা যায়। বাবা তৎক্ষণাৎ বলে দেন যে, এই স্থিতিতে তোমাদের শরীর ছেড়ে দিলে তোমরা কোন পদ পাবে? দিন-প্রতিদিন সময় খুবই কম হয়ে যাচ্ছে। যদি কেউ শরীর ত্যাগ করে তাহলে আর পড়াশোনা করতে পারবে না। অল্প একটু বুদ্ধিতে থাকবে। শিব বাবাকে স্মরণ করবে। যেরকম ছোট বাচ্চাদেরকেও তোমরা স্মরণ করাতে থাকো যে শিববাবা শিববাবা বলতে থাকো। তো তারও কিছু প্রাপ্তি তো হবেই। ছোট বাচ্চারা তো মহাত্মা হয়, বিকার সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। যত বড় হতে থাকবে, বিকারের প্রভাবও তাদের মধ্যে পড়বে, ক্রোধ আসবে, মোহ আসবে...। এখন তোমাদেরকে তো বোঝানো হয় যে, এই দুনিয়াতে যা কিছু এই চোখ দিয়ে দেখছে সেসবকিছু থেকে মমত্ব সরিয়ে নাও। আত্মা জানে যে, এইসব কবরস্থ হয়ে গেছে। তোমোপ্রধান জিনিস আছে। মানুষ মারা গেলে পুরনো জিনিস স্মৃশানের ব্রাহ্মণকে দিয়ে দেয়। বাবা তো হলেন অসীম জগতের স্মৃশানের ব্রাহ্মণ। তোমাদের থেকে কি কি গ্রহণ করেন আর তার বদলে কি কি দেন। তোমরা যা কিছু অল্প দান করো, সে সব তো বিনাশ হয়ে যায়। তবুও বাবা বলেন এই ধন নিজের কাছে রেখে দাও। কেবলমাত্র এর থেকে মমত্ব সরিয়ে নাও। হিসেব-নিকেশ বাবাকে দিতে থাকো। পুনরায় শ্রীমৎ প্রাপ্ত হতে থাকবে। তোমাদের এই নোংরা যা কিছু আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আর হসপিটালে শরীর সুস্থতা এবং সম্পত্তির জন্য দিতে থাকো। হসপিটাল হয়েই থাকে অসুস্থ থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য। আর বিশ্ববিদ্যালয় হয় পড়াশোনা করার জন্য। এখানে তো কলেজ আর হসপিটাল দুটোই একসঙ্গে আছে। এর জন্য তো কেবল মাত্র তিন বর্গফুট পৃথিবীই চাই। ব্যাস যার কাছে আর কিছু নেই, সে কেবল মাত্র তিন বর্গফুট জমিই দিয়ে দেবে। তার মধ্যেই ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। ৩ বর্গফুট পৃথিবী, সেটাতো কেবলমাত্র বসার জায়গা হলো, তাইনা। আসন তো তিন বর্গফুটের হয়ে থাকে। তিন বর্গফুটের পৃথিবীর মধ্যে কেউ এলে, ভালোভাবে বুঝে তবেই যাবে। কেউ এলো, আসনে বসালে, আর বাবার পরিচয় দিলে। ব্যাজও অনেক নতুন বানানো হয়েছে সেবার জন্য। এটা হল খুব সাধারণ। চিত্রও অনেক আছে, লেখালিখিও সম্পূর্ণ অর্থবোধক হয়েছে। এর দ্বারা তোমাদের অনেক সেবা হবে। দিন-প্রতিদিন যে পরিমাণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে, তার ফলে মানুষদের বুদ্ধিতে এই দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য এসে গেছে, আর বাবাকে স্মরণ করতে শুরু করেছে। আমি আত্মা হলাম অবিনাশী, নিজের অবিনাশী বাবাকে স্মরণ করে। বাবা নিজে বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো তো তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার সাথে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসা রাখতে হবে। দেহ অভিমানে এসো না। তবে হ্যাঁ, বাইরের ভালোবাসা যদিও বাচ্চাদের সাথে রাখো কিন্তু আত্মার মধ্যে সত্যিকারের ভালবাসা আত্মিক বাবার সাথেই যেন থাকে। তাঁর স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হবে। মিত্র-সম্বন্ধী, বাচ্চাদেরকে দেখেও বুদ্ধি বাবার স্মরণে যেন ঝুলে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা যেরকম স্মরণের যাত্রার ফাঁসিতে ঝুলে আছো। আত্মাকে নিজের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বুদ্ধি যেন উপরের দিকেই থাকে। বাবার ঘর তো উপরেই আছে তাই না। মূলবতন, সূক্ষ্ম বতন আর এটা হল স্থূল বতন। এখন পুনরায় তোমাদের বাড়ি ফিরে যেতে হবে।

এখন তোমাদের যাত্রা সম্পূর্ণ হয়েছে। তোমরা এখন যাত্রা করে ফিরে আসছো। তাহলে তোমাদের ঘর এখন কতটা প্রিয় মনে হয়? ওটা হলো অসীম জগতের ঘর। তোমাদের এখন পুনরায় ঘরে ফিরে যেতে হবে। মানুষেরা ভক্তি করে - ঘরে যাওয়ার জন্য, কিন্তু জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত না করায় ঘরে যেতে পারে না। ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য অথবা নির্বাণ ধামে যাওয়ার জন্য অনেক তীর্থযাত্রা আদি করে, পরিশ্রমও করে। সন্ন্যাসীরা কেবলমাত্র শান্তির রাস্তাই বলতে পারে। সুখধামকে তো জানেই না। সুখধামের রাস্তা তো কেবলমাত্র বাবা-ই বলতে পারেন। প্রথমে অবশ্যই নির্বাণ ধাম, বাণপ্রস্থে যেতে হবে, যাকে ব্রহ্মাওও বলা হয়ে থাকে। তারা তো আবার ব্রহ্মকেই ঈশ্বর মনে করে। আমরা আত্মা হলাম বিন্দু স্বরূপ। আমাদের থাকার স্থান হল ব্রহ্মাও। তোমাদেরও তো পূজা হয়, তাই না! এখন বিন্দুর তো পূজা করা যায় না! যখন পূজা করে তখন শালিগ্রাম বানিয়ে এক-এক আত্মাকে পূজা করে। বিন্দুর পূজা কিভাবে হবে? এইজন্য বড় বড় বানায়। বাবারও তো নিজের কোন শরীর নেই। এসমস্ত কথা এখন তোমরা জেনে গেছো। চিত্রতেও তোমাদের অনেক বড় রূপ দেখানো

হয়। বিন্দুর দ্বারা কিভাবে বুঝবে? কিংবা বানানো উচিত ছিল 'তার'। এইরকম অনেক তিলকও মায়েরা কপালে লাগায়। দোকানে তৈরি তিলক সাদা রঙের পাওয়া যায়। আত্মাও তো সাদা রঙের হয়, তাই না! তারার মত। এটাও হলো একটি লক্ষণ। দুই ক্র-র মাঝখানে আত্মা থাকে। কিন্তু এর অর্থ কেউ বোঝেনা। বাবা এখন বোঝাচ্ছেন যে, এত ছোট আত্মার মধ্যে অনেক জ্ঞান ভরা আছে। এত বস্তু আদি বানায়। আশ্চর্য ব্যাপার আত্মার মধ্যে এই সমস্ত পাঠ ভরা আছে! এই সমস্ত কথা হল অত্যন্ত গুপ্ত। এত ছোট আত্মা, শরীরের মধ্যে থেকে অনেক কাজ করে। আত্মা হল অবিনাশী, তার অভিনয় কখনো বিনাশ হয় না, আর না তার অভিনয় বদলে যায়। এখন মনুষ্যের ঝাড় অনেক বড় হয়ে গেছে। সত্যযুগে অনেক ছোট ঝাড় হয়। পুরনো তো হয় না। মিষ্টি ছোট বৃক্ষের কলম এখনই রোপণ করা হচ্ছে। তোমরাই পতিত হয়ে গিয়েছিলে। এখন পুনরায় পবিত্র হচ্ছে। ছোট ছোট আত্মার মধ্যে অনেক পাঠ ভরা আছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো এই অবিনাশী অভিনয় চলতেই থাকে, এটা কখনো বন্ধ হয়ে যায় না। অবিনাশী জিনিস, তার মধ্যে অবিনাশী পাঠ ভরা আছে, এটা আশ্চর্যের বিষয় তাই না! বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। এটাই পরিশ্রম করতে হয়। সব থেকে বেশি অভিনয় তোমাদেরই করতে হয়। বাবারও এত পাঠ নেই, যতটা তোমাদের আছে।

বাবা বলেন যে তোমরা স্বর্গে অত্যন্ত সুখে থাকো, তখন আমি পরমধামে বিশ্রাম নিই। তখন আমার কোনো পাঠ থাকে না। এই সময় অনেক সেবা করি তাই না। এই জ্ঞান হলো অত্যন্ত আশ্চর্য পূর্ণ। যেটা তোমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। বাবার স্মরণ ছাড়া এই জ্ঞানের ধারণাও হয় না। খাদ্যাদির মধ্যে যদি কোন অশুদ্ধ খাবার থাকে, তাহলেও ধারণার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, কারণ এই জ্ঞান ধারণ করার জন্য পবিত্রতাই হলো মুখ্য বিষয়। বাবাকে স্মরণ করা তো খুবই সহজ। বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর আশীর্বাদকেও স্মরণ করতে হবে। এইজন্য বাবা বলেছিলেন যে, তোমরা নিজেদের কাছে কিছু চিত্র রেখে দাও। যোগের আর আশীর্বাদের চিত্র বানাও, তাহলেই নেশা থাকবে। আমরা এখন ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হচ্ছি। পুনরায় আমরা দেবতা থেকে ক্ষত্রিয় হবো। ব্রাহ্মণ হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগী। তোমরা এখন পুরুষোত্তম হচ্ছে, তাইনা। মানুষদের বুদ্ধিতে এই সমস্ত কথা ধারণ করানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। দিন-প্রতিদিন তোমরা যত পরিমাণ জ্ঞান বুঝতে থাকবে, ততই তোমাদের মধ্যে খুশি বৃদ্ধি হতে থাকবে।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে, বাবা এখন আমাদের অনেক কল্যাণ করছেন। কল্প-কল্প আমাদের উন্নতি কলা হয়ে এসেছে। এখানে থাকতেও শরীর নির্বাহের জন্য সবকিছুই করতে হয়। বুদ্ধিতে থাকে যে আমরা শিববাবার ভান্ডার থেকে থাকছি। শিব বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তো কাল কন্টক সবকিছু দূর হয়ে যাবে। পুনরায় এই পুরানো শরীর ছেড়ে চলে যাবে। বাচ্চারা বুঝে গেছে যে, বাবা কিছুই গ্রহণ করেন না। তিনি তো হলেন দাতা। বাবা বলেন যে আমার শ্রীমতে চলো। তোমরা টাকা-পয়সা কাকে দান করবে, সে বিষয়ে অনেক সতর্ক থাকতে হবে। যদি এমন কাউকে টাকা-পয়সা দান করলে আর সে গিয়ে সেই টাকাপয়সা দিয়ে মদ্যপান করলো বা কোন খারাপ কর্ম করলো তখন তার পাপ কর্মের ফল তোমার উপরও এসে পড়বে। পাপ আত্মাদের সাথে আদান-প্রদান করলে পাপাত্মা হয়ে যাবে। অনেক পার্থক্য আছে। পাপাত্মা, পাপাত্মাদের সাথেই আদান-প্রদান করে পাপাত্মা হয়ে যায়। এখানে তো তোমাদেরকে পুণ্য আত্মা হতে হবে। এইজন্য পাপাত্মাদের সাথে কোন প্রকারের আদান-প্রদান করোনা। বাবা বলেন যে, কাউকে দুঃখ দিও না। কারোর মধ্যে মোহ রেখোনা। বাবাতো স্যাকারিন হয়ে এসেছেন। পুরানো খরকুটো দিয়ে দেখো বিনিময়ে কতো সুদ পাও। অনেক মোটা সেই অঙ্ক। বাবা খুব সরল প্রকৃতির। দুমুঠো চাল নিয়ে অনেক বড় মহল দিয়ে দেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এখন যাত্রা সম্পূর্ণ হয়েছে, বাড়ি ফিরে যেতে হবে এই জন্য এই পুরানো দুনিয়ার থেকে অসীম জগতের বৈরাগী হয়ে বুদ্ধিযোগ এক বাবার সাথেই রাখতে হবে।

২) সঙ্গম যুগে বাবা যে যন্তু রচনা করেছেন, এই যন্তুকে রক্ষা করার জন্য সত্যিকারের পবিত্র ব্রাহ্মণ হতে হবে। কাজ-কর্ম করতেও বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- নিজের সকল সম্পত্তিগুলিকে অন্য আত্মাদের সেবাতে সফল করে সহযোগী হয়ে সহজ যোগী ভব*

ব্যখ্যা :- সহজ যোগী হওয়ার সাধন হল - সর্বদা নিজেকে সংকল্পের দ্বারা, বাণীর দ্বারা, প্রত্যেক কর্মের

দ্বারা বিশ্বের সকল আত্মাদের প্রতি সেবাধারী হয়ে সেবাতে সব কিছু সফল করা। ব্রাহ্মণ জীবনে যা কিছু শক্তির, গুণের, জ্ঞানের বা শ্রেষ্ঠ কোন উপার্জনের সময়ের সম্পত্তি বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে, সেই সবকিছু সেবাতে সফল করো অর্থাৎ সহযোগী হও তো, সহজ যোগী হয়েই যাবে। কিন্তু সহযোগী সেই হতে পারে, যে সदा সম্পন্ন থাকে। সহযোগী হওয়া অর্থাৎ মহাদানী হওয়া।

স্লোগান:- অসীম জগতের বৈরাগী হও তো আকর্ষণের সকল সংস্কার সহজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য

নিজেদের মধ্যে অব্যক্ত ভাবের আদান-প্রদান করাই হলো ব্রাহ্মণদের ভাষা। কোন আত্মার দ্বারা কৃত ভুল কর্ম, সংকল্পের মধ্যেও স্বীকার করো না আর কাউকে করিও না। সংগঠনের মধ্যে থেকে নিজেদের মধ্যে বিশেষ অব্যক্ত অনুভবের আদান-প্রদান করতে হবে।